প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া, ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ
নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ
নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭/এ কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুখবন্ধ

শংকর কবিচন্দ্রের 'মহাভারত' প্রকাশের জন্য আমরা বিভিন্ন পুঁথির পাঠ পরীক্ষা করেছি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবিচন্দ্রের পুঁথিগুলির অধিকাংশই পালাপুঁথি বা খণ্ডিত—কোনটিই সমগ্র গ্রন্থের অনুলিপি নয়। কবির জন্ম ও বাসস্থান পানুয়া থেকেও আমরা প্রচুর পুঁথি পেয়েছি, এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত পুঁথির বিচারে পানুয়ার পুঁথিগুলিই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে। কবিচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁথি পানুয়ার দুটি গৃহে রক্ষিত ছিল। কবিচন্দ্রের দৌহিত্র বংশজ পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কবির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁর পুত্রত্রয় শ্রীমুকুন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীশিবানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়ায় মাখনবাবুর সংগৃহীত পুঁথিগুলি আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি। পানুয়ার অপর অধিবাসী শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহেও প্রচুর পুঁথি রক্ষিত ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান পুঁথিটি হল মহাভারতের- তারিখবিহীন হওয়া সত্ত্বেও এই পুঁথিটিকেই আমরা আদর্শ পুঁথি বলে গ্রহণ করেছি। কবিচন্দ্রের গায়েন বসুদেব মুখোপাধ্যায়ের উত্তর পুরুষ কানাইবাবুর গৃহে রক্ষিত পারিবারিক পুঁথিগুলির মূল্য খুব বেশি। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সাহায্য ব্যতীত এই পুঁথিগুলি ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নীচে পুঁথি দুটির পরিচয় দেওয়া হল।

(১) মহাভারতঃ আদি—স্বর্গারোহণ পর্ব—প্রাপ্তিস্থান পানুয়া, বসুদেব গায়েনের উত্তরপুরুষ শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহ, পত্রসংখ্যা ২১৮, মধ্যের অনেক পৃষ্ঠা নেই, প্রতি পর্বের স্বতন্ত্র পত্রসংখ্যা আছে। পুঁথিটির পত্রগুলি এভাবে সাজানো যায়—আদিপর্ব ১-২০, ৩২-৩৫ (মধ্যের ২১-৩১ পত্র নেই) সভাপর্ব ১-২৪ (সম্পূর্ণ), বনপর্ব ১-৯ ১৩-৩৩ (মধ্যের ১০-১২ পত্র নেই), বিরাট পর্ব ১-২১, ২৩ (২২ নং পত্র নেই , উদ্যোগ ও ভীষ্ম পর্ব ১-১২ (সম্পূর্ণ), দ্রোণপর্ব ১-২৬ (সম্পূর্ণ), কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব ১-১০ (সম্পূর্ণ) সৌপ্তিক ও ঐষিক পর্ব ১-৪ (সম্পূর্ণ) স্ত্রীপর্ব ১-৬ (সম্পূর্ণ), শান্তিপর্ব ১-৫, ৮, ১০-১১ (মধ্যের ৬, ৭, ৯ নং পত্র ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি , ভীষ্মযোগ বা অনুশাসন পর্ব ১-১২ (পুঁথিটির ১-৭ পত্র মহাভারতের অংশ নয়, কবিচন্দ্রের লেখাও নয়, সেটি দ্বিজ বসুদেবের (গায়েন) একাদশীর মাহাত্ম্য) ৮ নং থেকে ১২ নং পত্র হচ্ছে 'ভীষ্মযোগ' যা কবিচন্দ্রের লেখা। এর আরম্ভ যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপে আগমনে, ইতিপূর্বে শান্তি পর্বের ১১ নং পত্রে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিচ্ছেন ভীষ্মের উপদেশ নিতে যাবার জন্যে—সুতরাং

পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। ১২ নং পত্রে ভীষ্মের মৃত্যুর সঙ্গে এ পর্ব শেষ হচ্ছে। অশ্বমেধ পর্ব ১-৮ (সম্পূর্ণ), আশ্রমবাসিক পর্ব ১-১৭ (শেষ পত্রটি নেই), মূষল পর্ব ১-৪, ৮ (৫-৭ নং পত্র নেই), মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্ব ১-৩-১০ (২ নং পত্র নেই, আংশিক ছিন্ন ও বিবর্ণ), ভারত-সাবিত্রী ১ পত্র এবং এটিই মহাভারতের সর্বশেষ পত্র। যদিও কবি ভণিতায় লিখেছেন "ইহার পর আশ্চর্য পর্ব হরিবংশে বয়" কিন্তু কবিচন্দ্র যে আশ্চর্য পর্ব লিখেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি হরিবংশের কাহিনী অবলম্বনে দুটি পালা রচনা করেছিলেন মাত্র। 'ভারতসাবিত্রী'তেও কবি তাঁর রচিত ১৮শ পর্বের কথা বলে গ্রন্থ রচনার কাল নির্ণয় করে কাব্যসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

পুঁথির মাপ ৩৩.৫ × ১১.৫ c.m তবে কোন কোন পত্রের আকার সামান্য ছোট ৩৩.৫ × ১০ c m. । পত্রগুলিও এক রকমের নয়, দোভাঁজ তুলট কাগজ ও এক কাগজের দুপৃষ্ঠায় লেখা পত্রও দেখা যায়। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিন ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ ৯টি করে পংক্তি আছে, মাঝে মাঝে ১০, ১১, ১২টি করেও পংক্তি আছে। পুঁথিটির অনেক স্থানে সংশোধনের চিহ্ন বর্তমান। সমগ্র পুঁথিতে কবিচন্দ্র ভিন্ন অপর কোন কবির ভণিতা দেখা যায় না। শুধু দু'একটি স্থানে বসুদেব গায়েনের পদ যুক্ত হয়েছে (ভীষ্মযোগ ১-৭)। কয়েকস্থানে কবির 'শংকর' নাম, পিতা—মাতার নাম, বাসস্থানের উল্লেখ, পুত্রদের নাম, রাজা গোপাল সিংহের স্তুতি এবং বসুদেব গায়েনের উল্লেখ আছে। কবিচন্দ্র আর কোন কাব্যে তাঁর নিজের পরিচয় এত বেশি দেননি। সমগ্র পুঁথিতে চার ধরনের হস্তলিপি দেখা যায়। আদি পর্বের ১-২০, ৩২-৩৫, সভাপর্বের ১-২০, উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্বের ১-১২, দ্রোণপর্বের ১-২৬, কর্ণপর্বের ১ নং পত্র একজন লিপিকারের লেখা, এই লিপি অত্যন্ত সুন্দর। লিখিত অংশে বানান ভুল, উচ্চারণ বিকৃতি নেই। পুঁথির এই অংশই সর্বোৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় লেখকের লেখা অংশ হল বন পর্বের ১-৯, ঐষিক ও সৌপ্তিক পর্বের ১-৪, স্ত্রী পর্বের ১-৬, শান্তিপর্বের ১-৫, ৮, ১০-১১, অশ্বমেধপর্বের ১-৮, আশ্রমবাসিক পর্বের ১-১৭, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্বের ১০-১৩ নং পত্র। এই লিপিও সুন্দর এবং পাঠযোগ্য, বানান ভুল বা উচ্চারণ বিকৃতিও প্রায় নেই বলা চলে। তৃতীয় লিপিকার লিখেছেন সভাপর্বের ২১-২৪, বনপর্বের ১৩-৩৩, বিরাটপর্বের ১-২৩ এবং ভারতসাবিত্রীর একটি বা শেষ পত্র। এই লিপি বিশ্রী, অসমান, জড়ানো, বানানে অনেক ভুল আছে। এই লিপিকার মার্জিনের কোন কোন অংশে নিজের সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলেছেন যা প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকারের লেখায় দেখা যায় না। তৃতীয় লিপিকার নিজেকে 'ভরদ্বাজগোষ্ঠীর আশ্রিত' বলেছেন বনপর্বের শেষে। সম্ভবতঃ ভরদ্বাজ গোত্রীয় বসুদেব গায়েন এই লিপিকারকে আশ্রয় দান করে

চামর-মন্দিরা সহযোগে 'গীত' শিখিয়েছিলেন। : লিপির লিখন অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তৃতীয় লিপিকার 'বনপর্ব' শেষ করে লিখেছেন ঃ

'ভরদ্বাজ গোষ্ঠীর পদে করিল প্রণতি।
কৃপা করি যত্ন করা্যা শিখাইল পুঁথি ॥
চামর মন্দিরা হাথে দিয়্যা গীত গায়।
ভরদ্বাজ গোষ্ঠীর গুণ কহনে না জায় ॥'

সভাপর্বের একস্থানে এই লিপিকারই পুঁথির মার্জিনে লিখে রেখেছেন—

শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ মল্লাবনীনাথ।
আশীর্বাদী আদায়া কার এই কয় পাত ॥

এই উক্তিটি সম্ভবতঃ কবির নয়, সেজন্যই সভাপর্বের অন্যান্য পুঁথিতে এর উল্লেখ নেই। তা যদি হয়, তবে কি এই লিপিকার গোপালসিংহের সমসাময়িক ছিলেন ? পুঁথিটির আকৃতিপ্রকৃতি দেখে সেইরকমই মনে হয়। পুঁথির প্রথম লিপিকার বোধহয় বসুদেব গায়েনের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি ছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষেও তা' হওয়া অসম্ভব নয়। চতুর্থ লিপিকারের লেখা অংশ হল কর্ণ ও শল্য পর্বের ২-১০, ভীষ্মযোগের ১-১২ এবং মুষলপর্বের ১-৪, ৮নং পত্র। এই লিপিও বিশ্রী, অসমান, জড়ানো ও অত্যন্ত ছোট ছোট হরফে লেখা। বানান ভুলও আছে। ইনি প্রতি পৃষ্ঠার দুই দিকেই লিখেছেন।

পুঁথিতে লিপিকারদের নাম কিংবা অনুলেখনের কোন তারিখ নেই। ভারতসাবিত্রীতে মহাভারতের রচনাকাল নির্দেশ করা হয়েছে—

নৃপ শকে ঋষি মনু বৎসর দিবাকরে।
মার্গশীর্ষে শীতে তার বিংশতি বাসরে ॥'

(২) আদি—মোষল পর্ব—প্রাপ্তিস্থান পানুয়া, মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমুকুন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহ, পত্র সংখ্যা ১৬২, মধ্যের দুটি পর্ব অনুশাসন ও অশ্বমেধ পর্ব নেই, মোষলপর্ব বলে যে অংশটি যুক্ত করা হয়েছে সেটি আসলে ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র। প্রতিটি পর্বের স্বতন্ত্র পত্র সংখ্যা আছে। যেমন, আদি পর্ব ১-২৭ (সম্পূর্ণ), সভাপর্ব ১-১৭ (সম্পূর্ণ), বনপর্ব ১-৪০ (সম্পূর্ণ) বিরাটপর্ব ১-১৭ (সম্পূর্ণ) উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্ব ১-১২ (সম্পূর্ণ), দ্রোণপর্ব ১-২০ (সম্পূর্ণ) কর্ণপর্ব ১-৭ (সম্পূর্ণ), শল্য ও গদা পর্ব ১-৪ (সম্পূর্ণ), সৌপ্তিক ও ঐষিক পর্ব ১-২. (?) (সম্পূর্ণ), স্ত্রীপর্ব ১-৫ (সম্পূর্ণ) শান্তিপর্ব ১-৫ (সম্পূর্ণ), আশ্রমবাসিক পর্ব ১-১১ (খণ্ডিত) মোষল পর্ব ১-১১ (সম্পূর্ণ)।

পুঁথিটির মাপ ৩৫.৫ × ১২ সর্বত্র মাপ সমান নয়। দেশী তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ ৯ পংক্তি লেখা হয়েছে, তবে

কোন কোন পত্রে ১০, ১১, ১২ পংক্তিও আছে সমগ্র পুঁথিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা আছে, দুটি মাত্র আখ্যানে কবিপুত্র কথকচন্দ্রের নাম আছে। কয়েক স্থানে কবির শংকর নাম, পিতার নাম ও পুত্রদের উল্লেখ আছে। রাজা গোপাল সিংহের প্রশস্তি ও বসুদেব গায়েনের উল্লেখ থাকলেও তার সংখ্যা বেশি নয়। বনপর্বের শেষে পানুয়ার প্রাচীন শিব 'গঙ্গাধর'-এর উল্লেখ আছে, অবশ্য সেটি লিপিকারের সংযোজনও হতে পারে। সমগ্র পুঁথিটি পানুয়ানিবাসী যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অনুলিপি। শুধু আদি পর্বের ১-১৪ পৃষ্ঠা এবং বনপর্বের লিপি প্রস্তুত করেন গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। যজ্ঞেশ্বরের লিপি মাঝারি ধরনের, জড়ানো বানান ও উচ্চারণে অজস্র ভুল আছে। মাঝে মাঝে ভুল পাঠও আছে। এই পুঁথির লিপিকাল ১২৩৬ থেকে ১২৩৮ (শান্তিপর্ব) সাল। মৌষল পর্বের লিপিকাল ১২৪২।

আদিপর্বের শেষে পুঁথির অধিকারীর নাম লেখা হয়েছে "হরলাল মুখোপাধ্যায়, পুঁথির লিপিকাল ১২৩৬ সাল তারিখ ১২ মাঘ"। সভা ও বনপর্বের পুঁথিতে লিপিকালের উল্লেখ নেই, বনপর্বের মার্জিনে শুধু "গুরুদাস মুখোপাধ্যায়" লেখা আছে, ইনিও পানুয়াবাসী কবি ছিলেন। বিরাটপর্বের পুঁথিতে ১২৩৬ সালের উল্লেখ আছে। উদ্যোগ ও ভীষ্ম পর্ব লেখা হয়েছে ১২৩৭ সালে। দ্রোণ পর্বে লিপিকার যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম আছে। লিপিকাল নেই তবে "তারিখ ৭ আশ্বিন রবিবার।"। কর্ণপর্ব "১২৩৮ সাল। আশ্বিন তারিখ ৯ রোজ"। শল্য ও গদাপর্বে কোন তারিখ নেই, সৌপ্তিক ও ঐষিক পর্বের "তারিখ ২৬ বৈশাখ" স্ত্রীপর্ব "১৫ আশ্বিন এবং শান্তিপর্ব ১২৩৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ" লেখা হয়। আশ্রমবাসিক পর্ব খণ্ডিত এবং মৌষল পর্ব লেখা হয় "১২৪২ সালের ৩১ শ্রাবণ"।

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় এই পুঁথিটি সংগ্রহ করেন যজ্ঞেশ্বরের পৌত্র পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জননীর নিকট থেকে। যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় আরো বহু পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন এবং সেগুলি অধিকাংশই কবিচন্দ্রের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের পালার অনুলিপি। এই অনুলিখনের সময় তিনি বৈদ্যনাথ গায়েনের লিপিকে আদর্শ করেছিলেন। গায়েনরূপে বৈদ্যনাথের খ্যাতি বসুদেবের মতোই তিনিও সম্ভবতঃ বসুদেবের ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় কেউ ছিলেন। তবে কবিচন্দ্র তার কাব্যে বৈদ্যনাথের কোন উল্লেখ করেন নি। বৈদ্যনাথ গায়েনের পুঁথি কোন-না-কোন ভাবে এই মহাভারত পুঁথিগুলির সঙ্গে জড়িত আছে। আমাদের আলোচ্য ১নং পুঁথির সঙ্গে এই পুঁথির বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্তমান। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যজ্ঞেশ্বর তার পুঁথিকে সংক্ষেপ করেছেন। 'মৌষল পর্ব'-রূপে ভাগবতের ১১শ স্কন্ধকে গ্রহণ করায় মনে হয় ১০০।১৫০ বৎসর পূর্বেই কবিচন্দ্রের মহাভারত পানুয়াতেও দুষ্প্রাপ্য

হয়ে উঠেছিল। পুঁথিটির আরম্ভ এইরূপ—শ্রীহরি। আদি পর্ব লিক্ষতে। "নারায়ণং নমস্কৃত্য" শ্লোকের পর সৌতি আগমন ইত্যাদি ১নং পুঁথির অনুরূপ। গ্রন্থের শেষাংশ না থাকায় গ্রন্থের রচনাকাল নেই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ আদি, বন, উদ্যোগ, দ্রোণ কর্ণ ও শল্য পর্বের খণ্ডিত পুঁথি আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন ও গদাপর্বের এবং বিশ্বভারতী পুঁথিশালাতে খণ্ডিত অশ্বমেধ পর্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও কোন কোন ব্যক্তিগত সংগ্রহেও অনুরূপ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পর্বের সন্ধান মেলে। কিন্তু আমরা পানুয়ায় প্রাপ্ত পুঁথি দুখানির সাহায্য নিয়েই বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করেছি। জনপ্রিয় বহু পালা যা মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে লেখা; যেমন, দাতাকর্ণ, অর্জুনের সেতুবন্ধন, দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ, কুন্তীর শিবপূজা, কুন্তীর বাণভিক্ষা, দুর্বাসার পারণ প্রভৃতি উক্ত মহাভারতের পুঁথিতে না থাকায় আমরা সেগুলিকে বর্জন করেছি। মনে হয়, কবিচন্দ্র নিজেও এই পালাগুলিকে তাঁর সংক্ষিপ্ত বৈয়াসকী মহাভারতের সারানুবাদে যুক্ত করেননি। তিনি মূল কাহিনীকে যথাসম্ভব অতিশয্য বর্জন করে অনুবাদ করেন। তাঁর আশংকা ছিল অন্যান্যদের মতো তাঁর গ্রন্থটিও শেষ হবে না। তাই অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শংকর কবিচন্দ্রের ভূমিলাভ ও তৎসংক্রান্ত দলিলটি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তী। কবিচন্দ্রের বংশপঞ্জীটিও তাঁর সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। মহাভারত সংক্রান্ত বহু মূল্যবান উপদেশ পেয়েছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। পুঁথি পাঠ ও আনুষঙ্গিক জটিলতা দূর করতে সাহায্য করেছেন শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল। অন্যান্য বহু সাহায্য করেছেন শ্রীমাণিকলাল সিংহ, শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ বসু।

প্রকাশনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সাহায্য করেছেন শ্রীসুনীল দাস। সাহিত্যলোকের স্বত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ এই গ্রন্থপ্রকাশ করে বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীদের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও বহু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। কয়েকটি পাঠ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি নি, একথা স্বীকার করছি।

চিত্রা দেব

ভূমিকা

ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবন ধারার শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত পুণ্যতোয়া জাহ্নবী ও অভ্রভেদী হিমালয়ের মতো সুপ্রাচীনকাল থেকে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আবর্ষণ করছে। এই দুখানি গ্রন্থে ভারতবর্ষ আপন অন্তরাত্মা, জাতি ও জীবনের সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করেছে। তাই রামায়ণ ও মহাভারত শুধু মহাকাব্য নয় ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। বিশ্বকবির ভাষায় 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' দুটি মহাকাব্যকে যখন আমরা স্বতন্ত্ররূপে বিচার করি তখন দেখতে পাই, গৃহজীবনের করুণ-মধুর আলেখ্যপূর্ণ রামায়ণকাহিনী ভারতবাসীর জীবনের তটপ্রান্তে নিত্যপ্রবাহিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর মতোই রসপিপাসু চিত্ত পূর্ণ করে শান্তরসের অমৃতধারায়, কিন্তু মহাভারতে সুধা বিষমেশা ভ্রাতৃবিরোধ কাহিনীর যে অনির্বচনীয় প্রকাশ ঘটেছে তা সকলের অন্তরে নির্বেদ বৈরাগ্য সঞ্চার করে। কুরু-পাণ্ডবের প্রচণ্ড বিরোধ-প্রতিশোধ গ্রহণের চরম আকাংক্ষা ও পরম সাফল্যের শেষ পরিণাম ভূলুণ্ঠিতা অবীরা রমণীদের হৃদয়ভেদী হাহাকার সমস্ত জয়-পরাজয়ের একমাত্র পথসংকেত—মহাপ্রস্থানের উত্তরাপথ।

অদৃষ্টতাড়িত মানবের জীবনগাথা মহাভারত তাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। মহাভারতে আমরা দেখি 'সফলতার নিষ্ফল পরিণতি জীবনাসক্তির গৈরিক বৈরাগ্য। পঞ্চপাণ্ডব যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু করায়ত্ত সিদ্ধি তাঁহাদের হস্তগত হইয়াও ব্যর্থ হইয়া গেল ..কোন গ্রীক নাট্যকার মানুষের বাঁচিয়া থাকার মধ্যে, জয়ী হওয়ার মধ্যে এত বড় নিদারুণ ট্র্যাজেডি কল্পনা করিতে পারেন নাই' বিশাল পটভূমিকায় পরিব্যাপ্ত ভারত যুদ্ধের কাব্যকাহিনীতে সমগ্র ভারতবর্ষের বাহজীবন ও অন্ত-জীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে। এ-কাব্য শুধু পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র-পঞ্চমবেদ এমনকি মহাকাব্য নয়, 'ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত স্ত।'

মহাভারত-কাহিনীর সংহত রসরূপ বৈচিত্র্য ও বিশালতা সর্বযুগের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। প্রাচীন যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র, পালিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে মহাভারতের চরিত্রাদির উল্লেখ দেখা যায়। সাংখ্যায়ন-পাণিনি-পতঞ্জলি-বাণভট্ট ও আরো অনেকেই মহাভারতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানি যে এযুগের মতো সেযুগেও শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যরূপে সর্বমান্য ছিল

তৎকালীন মনীষীবৃন্দের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিই তার নিদর্শন। ভারতযুদ্ধের সময় নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকলেও একদা কুরুপাণ্ডবের জ্ঞাতিশত্রুতা রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিরাট পটভূমিতে যে সংঘটিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেদে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ নেই কিন্তু মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদ সংকলন করেন সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব হাজার শতকে নিশ্চয় মহাভারত যুদ্ধ ঘটে থাকবে। মূল মহাভারত রচনা বা গ্রন্থনা করেন বেদ-প্রণেতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, তিনি বেদের সংকলকও হতে পারেন। সম্ভবতঃ ব্যাসের পূর্বেও মহাভারতকাহিনী লোকগাথা রূপে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাসদেবে) এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে।' ব্যাসের পরেও সম্ভবতঃ মহাভারতের সংযোজন ও সংশোধনের কাজ চলেছিল। মহাভারতেই তিনবার রূপান্তরের সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে ব্যাসদেব নিজপুত্র শুক ও শিষ্যচতুষ্টয় সুমন্তু-পৈল-জৈমিনি-বৈশম্পায়নকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাহিনী অধ্যয়ন করান, তখন একে বলা হত 'জয়'। মহাভারতের আরম্ভে এখনও এই শ্লোকটি 'জয়' নাম নির্দেশ করে :

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দ্বিতীয় স্তরে এই 'জয়' কাহিনী 'ভারত' আখ্যানে পরিণত হল। এই স্তরের বক্তা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন শ্রোতা পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয়। সর্বশেষে নৈমিষারণ্যে সমাগত শৌনকাদি ঋষিদের 'ভারত' আখ্যান শুনিয়েছিলেন সূত লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি উগ্রশ্রবাঃ। ব্যাসের অন্যান্য শিষ্যদের সম্পূর্ণ রচনা না পাওয়া গেলেও জৈমিনি লিখিত বিশাল এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত অশ্বমেধ পর্বটি পাওয়া গেছে, প্রসঙ্গত বলা চলে, জৈমিনি-ভারতের শ্রোতাও জনমেজয়। বহুজনের হস্তক্ষেপে মহাভারতের আকারবৃদ্ধি দেখেই তৃতীয় কথক সৌতি মন্তব্য করেছেন :

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

'এই ইতিহাস পূর্বে অনেক কবি বলেছেন, এখনও অনেকে বলছেন এবং

পরেও অনেকে বলবেন।' এখনও মহাভারত নিয়ে যে 'নিতিনবানিরীক্ষা' চলেছে তাতে মহাকবির বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অধুনা প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা যখন সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ঐতিহ্যময়ী দেবভাষা সংস্কৃতের স্থান গ্রহণ করল তখন প্রাদেশিক লোকগাথাগুলি অবলীলায় ভারতকাহিনী স্রোতে মিশে গেল আদি-অন্তহীন বিশাল মহাভারতও অনায়াসে সেই সমস্ত উপকাহিনীকে আত্মসাৎ করে বৃহত্তর ও মহত্তর হয়ে উঠতে কোন বাধা পায়নি। মহাভারতের আকর্ষণ আজও আমাদের চিত্তে চিরঅম্লান। কারণ 'হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পরিমাণ-কলেবরের অংকদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অংকে রাখিয়া লালনপালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে।' মহাভারত তো ভারতবাসীর কর্মের ইতিহাস নয় মর্মের ইতিহাস !

বাংলাদেশে মহাভারত অনুবাদের সূচনা হয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে। তার পূর্বে সংস্কৃত মহাভারতই ধর্মগ্রন্থরূপে পাঠ করা হত। মদনপালদেবের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় তাঁর পট্টমহিষী চিত্রমতিকাদেবী ব্যাস-মহাভারত শ্রবণ করতেন। সম্ভবতঃ মুসলমান শাসকদের ইচ্ছানুসারেই প্রথমদিকে মহাভারতের ভাষানুবাদ আরম্ভ হয়। তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেননি কিন্তু মহাভারতীয় যুদ্ধকাহিনী তাঁদেরও আকৃষ্ট করেছিল এবং তারাও হিন্দু ভূস্বামীদের সঙ্গে এই গ্রন্থখানির অনুবাদে কবিদের উৎসাহিত করতেন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সংস্কৃত অনুবাদের ব্যাপক জোয়ার এসেছিল একদিকে তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার জনমানসে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ এবং অপরদিকে মুসলমান শাসকবর্গের অনুপ্রেরণায় এ সময়ে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থের অনুবাদ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ ও মূলানুগ ছিল না—বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাসসংহিতাই কবিদের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল। মহাভারতের মতো বিশাল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে কোন কবিই অগ্রণী হতে সাহস পাননি। মূল গ্রন্থের পৌনঃপুনিকতা এবং ক্লান্তিকর নীতিকথা-ধর্মানুশাসন-রাজ্যপালন প্রভৃতি উপদেশাত্মক অংশগুলি বর্জন করে প্রাদেশিক কবিরা পৌরাণিক ইতিকথা ও স্থানীয় লোককথাকে ভারতকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক গল্পের আকর্ষণ স্বল্পশিক্ষিতের মানসিক ভোজের পক্ষেও অনুকূল হয়ে উঠেছিল। এর ফলে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের দল সহজেই পৌরাণিক ঐতিহ্য ও মহাভারতের উচ্চ ভাবাদর্শের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হতে পেরেছেন।

ভূমিকায় তিনি কবির জীবন ও অন্যান্য রচনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করেন। তাঁর কাজ শ্রমসাধ্য সত্য কিন্তু তিনি কবিচন্দ্রকে বহু পূর্ববর্তী চৈতন্য-পরিকরদের সমসাময়িক মনে করেছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনও কবিচন্দ্রকে অতি দীর্ঘায়ু (১৫৯৬-১৭১২) এবং চৈতন্য পরিকরদের অন্যতম বলেছেন। তিনি কবিচন্দ্রের মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বোধহয় নিত্যানন্দ ঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি তাঁহার সমসময়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন ইহার নাম শংকর এবং উপাধি ছিল কবিচন্দ্র।' ড. তমোনাশ দাসগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে কবিচন্দ্রকে সাগরদিয়ার কবি শংকর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের (রামশংকর) সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। বীরভূমের শিবরতন মিত্র তাঁর 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' গ্রন্থে কবিচন্দ্র সম্পর্কিত কিছু আলোচনায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন 'শংকর' এবং 'কবিচন্দ্র' ভিন্ন ব্যক্তি এবং কবিচন্দ্র 'পন্মা' বা বর্তমান পোদ্দারডিহি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

মনীন্দ্রমোহন বসু শংকর কবিচন্দ্রের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তাঁর কবিত্বশক্তির কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'কবিত্ব সম্পদে কবিচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ঠস্থানীয় না হইলেও সরল ও প্রাঞ্জল রচনার জন্য যে ইহা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল তাহা কতকগুলি পালার অত্যধিক প্রচার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ড. সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে শংকর কবিচন্দ্রকে নিয়ে সামান্য আলোচনা করে কবির অপরিসীম জনপ্রিয়তার মুখাপেক্ষী হয়ে বলেছেন, 'প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা বিচার করিলে ইহাকে পুরাণো কবিদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিতে হয়।' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শংকর কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল'কে সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারে উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন, 'এই পর্বের মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারে কবিচন্দ্র উপাধিক শংকর চক্রবর্তীকৃত 'গোবিন্দমঙ্গল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি কবিচন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ না করেও কবিচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন, ' 'কবিচন্দ্র শ্রীশংকর চক্রবর্তী মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বর্তমান পুঁথিসংগ্রহে তাঁহার যে নানাবিষয়ক রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিষয় নির্বাচনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-অন্যান্য পুরাণ বৈষ্ণব শংস্ত্র—সমস্ত বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার ও সমস্ত হইতেই তিনি রস আহরণ করিয়া পাঁচালী আকারে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। উদ্ধৃতিসমূহ হইতে তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁহার সমস্ত রচনা একত্র করিয়া প্রকাশ

করিলে তাহা বিরাট আকার ধারণ করিবে ও তিনি যে ১৬।১৭শ শতাব্দীতে বাংলার মানস সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ছিলেন তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।' উপরোক্ত মন্তব্যসমষ্টি থেকে বোঝা যায়, মধ্যযুগের শেষপর্বের খ্যাতিমান কবিরূপে কবিচন্দ্রকে সকলেই স্বীকার করলেও তাঁকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। কবিচন্দ্রের সময়, পৃষ্ঠপোষক রাজা, কবিচন্দ্র নামা এবং কবিচন্দ্র উপাধিক কবির সমস্যা, শংকর নামের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতি নিয়ে বহু গণ্ডগোল সৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত বিষয়টি জটিল হয়ে উঠেছে।

বাংলাসাহিত্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বিরল। এই বিশাল মহাকাব্যখানিকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা খুব কম কবিরই ছিল, যাঁদের ছিল তাঁরাও গ্রন্থ সমাপ্ত করার পূর্বেই পরলোকগমন করেন। শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারতখানির বহুদিন দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরী রামায়ণখানি নিয়ে যত আলোচনা ও প্রচার হয়েছে মহাভারতটিকে নিয়ে তার অর্ধেকও হয়নি। অনেকেই গ্রন্থখানির আলোচনা বা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি, যাঁরা করেছেন তাঁরাও বিশেষ আলোচনা বা মূল্যায়ণের চেষ্টা করেননি। অথচ বৈয়াসকী মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদরূপে গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা দাবি করতে পারে। বাংলাদেশে এই ধরনের সারানুবাদ বিরল. অশ্বমেধপর্বে জৈমিনির পরিবর্তে ব্যাসদেবকে অনুসরণ করেও কবি দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি বহুদিন দৃষ্টির অন্তরালে থাকার জন্যই সম্ভবতঃ সমালোচকদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছে। মল্লভূমরাজ্যে বাস করে একাধিক কাব্য রচনা করলেও মল্লরাজসভাকবিরূপে শংকর কবিচন্দ্র রাজা গোপালসিংহদেবের আদেশানুক্রমে একটিমাত্র গ্রন্থই রচনা করেছিলেন সে গ্রন্থটি হল মহাভারত। সুতরাং এ গ্রন্থটি নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কবি পরিচয়

মধ্যযুগের কবিদের ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁদের স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত অল্পই পাওয়া যায়। সন-তারিখের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে তাঁরা অনেক সময় অলৌকিক দৈবনির্দেশ বা স্বপ্নাদেশকেই প্রাধান্য দান করেছেন। ফলে, তাঁদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত অনুমান অজস্র ভ্রান্তিরূপে অযথা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। শংকর কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের মতো বিস্তারিত আত্মপরিচয় দান করেননি। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থের অজস্র ভণিতায় ছড়িয়ে থাকা বিবরণ থেকে কবির জীবনের কিছু কিছু পরিচয় সংগ্রহ করা যায়। কবির দৌহিত্র

বংশোদ্ভব মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ও বহু উপাখ্যান সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত বিবরণ ও কবির ভণিতাগুলি থেকে কবির মোটামুটি পরিচয়টুকু পাওয়া যায়।

শংকর তাঁর বাসস্থানের কথা বহু ভণিতায় স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছেন ঃ

'মল্লভূমি পান্বায় বসতি' (ব. সা. প. পুঁথি ২৬৭১।৪৬ক)

'নেগার দক্ষিণ দিগে পান্বায় বসতি' (দ্রোণপর্ব)

'নেগার দক্ষিণে ঘর পান্বায় বসতি' (ব বি. মি. পুঁথি ৫৬৭।৫)

'দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পান্বায় বসতি' (মুষল পর্ব)

এই পান্বা বা পানুয়া (পেনো) বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম। বিষ্ণুপুর শহর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৩২ কিলোমিটার। 'গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তনে খুব বড় না হইলেও বেশ জনবহুল। এখানে প্রায় তিন শত ঘর লোকের বাস এবং লোকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।'[১] পানুয়া গ্রামের পূর্বে ছেনো ও উত্তরে লেগো গ্রাম বর্তমান। কবি অধিকাংশ সময়েই লেগো বা লিগার উল্লেখ করেছেন সম্ভবতঃ ঐ সময়ে লেগো সমৃদ্ধশালী গন্ডগ্রাম ছিল। তাঁর সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী আলিগুচিন্যার কবি প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়ও 'লেগ্যা গউর ঘাটে' ধর্মের পীঠস্থান উল্লেখ করেছেন পানুয়ার অপর কবি গুরুদাস মুখোপাধ্যায় পানুয়ার আরো স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।

'ছেনার পশ্চিমে লিগার দক্ষিণে
পানুয়া গ্রামে বসতি।' (উষাহরণবাণযুদ্ধ)

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কবিচন্দ্রের 'নন্দবিদায়' পুঁথিতে আছে ঃ

'চেন্দার দক্ষিণ দিগে পান্বায় বসতি'

এই চেন্দাও লেগো-সন্নিহিত একটি মাঠের নাম, এখনও 'চেঁদোর মাঠ' নামে পরিচিত।

পানুয়া গ্রামে শংকর কবিচন্দ্রের বাস্তুভিটা আজও বর্তমান। তার নিকটবর্তী অনেকখানি স্থান জুড়ে বাস করেন কবিচন্দ্রবংশীয় বিশাল চক্রবর্তী পরিবার। গ্রামে ঐ অঞ্চলটি 'কবিচন্দ্রপাড়া' বা 'চক্রবর্তী পাড়া, 'ভট্টাচার্য পাড়া', 'বামুন পাড়া' প্রভৃতি নামে পরিচিত। কবির কুলদেবতা 'রঘুবীর' ও 'দামোদর' নারায়ণশিলা এখনও চক্রবর্তীদের দ্বারা নিত্য পূজিত হন। 'পালা বা পর্যায় অনুসারে তাঁরা 'রঘুবীর' ও 'দামোদরের পূজার ব্যবস্থা করেন।

শংকর কবিচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। যজন-যাজন ক্রিয়ার জন্য পূর্বপুরুষগণ সম্ভবত চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, তাঁরা অরণ্যসংকুল মল্লভূমরাজ্যের পানুয়ায় কবে বসতি স্থাপন করলেন তা' জানার কোন উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে একটি নতুন বিবরণ পাওয়া যায়, বিষ্ণুপুর সন্নিহিত দৈবজ্ঞ-পণ্ডিত অধ্যুষিত চাকদহ গ্রামের দু'একজন প্রাচীন অধিবাসীর নিকট থেকে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য-পরিষৎ-এর সেক্রেটারী শ্রীমানিক লাল সিংহ আমাদের চাকদহ গ্রামনিবাসী চক্রবর্তীদের সঙ্গে সর্বপ্রথম যোগাযোগ করতে নির্দেশদান করেন। তিনি ঐ গ্রামস্থ একটি জলাশয়েরও সন্ধান দিয়েছিলেন যেটি এখনও 'কবিচন্দ্র পুকুর' আখ্যায় অভিহিত হয়। ঐ জলাশয়টি বহুদিন যাবৎ চক্রবর্তী পরিবারে সম্পত্তি রূপেই পরিগণিত হয়েছে, বর্তমানে সেটি তাঁদের দৌহিত্র বংশের অধিকারে আছে। জলাশয়টির তীরবর্তী একটি বিশাল শিবলিঙ্গ এখনও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চাকদহনিবাসী চক্রবর্তী পরিবারের দু'তিনজন সদস্যের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি। তাঁদের অন্যতম গোপালনগর নিবাসী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী স্মৃতিচারণের মাধ্যমে চাকদহের সংবাদ দান করেন। বিষ্ণুপুরনিবাসী ড. তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী ও তাঁর পুত্র শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তীও চক্রবর্তী মহাশয়ের মতামত সমর্থন করেন। এঁদের মতে, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং বিষ্ণুপুর রাজসভায় নিত্য উপস্থিত হবার সময় তিনি চাকদহেই বসবাস করতেন। কিন্তু কোন ধারাবাহিক বিবরণ বা বংশলতিকা তাঁদের নেই। কবিচন্দ্র তাঁদের ঊর্ধ্বতন কোন্ পুরুষ সে সম্বন্ধেও তাঁরা নীরব। তুলনামূলক ভাবে পানুয়ার দাবি অনেক বেশি। কবি স্বয়ং বহুবার পানুয়ার কথা বলেছেন। প্রমাণ না থাকায় চাকদহের দাবি অগ্রাহ্য হলেও উভয় চক্রবর্তী পরিবারের মধ্যে কয়েকটি আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আছে বলে আমরা চাকদহের দাবিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। চাকদহের চক্রবর্তীরাও শাণ্ডিল্য গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমানের 'নপাড়ি বংশীঘাটি' গ্রাম। তাঁদের আদি পুরুষ ছিলেন বিনোদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র রঘুনাথ বা রঘুনন্দন বিষ্ণুপুরে মল্লরাজসভায় আগমন করেন এবং চাকদহ অঞ্চলে বিস্তৃত নিষ্কর ভূসম্পত্তি (১৫০ বিঘা) লাভ করে সেখানে বসবাস স্থাপন করেন। প্রবাদ, ব্রাহ্মণ রঘুনাথ বা রঘুনন্দন রাজাকে (বীর হাম্বীর?) আশীর্বাদ করতে এলে রাজা অবজ্ঞাভরে দীন ব্রাহ্মণকে অবহেলা প্রদর্শন করেন। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদী পুষ্প সম্মুখস্থ একটি যূপকাষ্ঠের ওপর স্থাপন করা মাত্র যূপকাষ্ঠ জীবন্ত তরুতে পরিণত হয়। রাজা ভীত হয়ে ব্রাহ্মণের মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং তাঁকে চক্রবর্তী উপাধি ও ভূসম্পত্তি দান করেন। পরবর্তীকালে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনায় এঁরা বিশেষ

দক্ষতা অর্জন করেন। এই বংশের হংসেশ্বর চক্রবর্তী কৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে যাইহোক, রঘুনন্দন চক্রবর্তীর নিম্নতম কোন্ পুরুষ কবিচন্দ্র ছিলেন জানা যায়নি। তবে দুই পরিবারের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে কোন রকম পরিচয় বা যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও। প্রথমতঃ, উভয় চক্রবর্তীবংশই শাণ্ডিল্য গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা মনে করেন চক্রবর্তী উপাধিটি রাজপ্রদত্ত চাকদহবাসীর মতে রাজা বীরহাম্বীর প্রদত্ত, পানুয়াবাসীরা এ সম্বন্ধে নীরব। তৃতীয়তঃ, উভয় পরিবারই স্থানীয় ব্রাহ্মণদের গুরুবংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের গৃহে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে চক্রবর্তীরা পৌরোহিত্য করেন। চাকদহবাসীরা অব্রাহ্মণদের দান পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। চতুর্থতঃ, উভয় পরিবারের গৃহদেবতা রঘুবীর ও দামোদর নারায়ণ শিলা। চাকদহবাসীদের মতে রঘুবীরের পূজা প্রবর্তন করেন রঘুনাথ বা রঘুনন্দন। পানুয়াবাসীদের মতে রঘুবীর বেশি প্রাচীন কিন্তু পূজাপ্রবর্তকের নাম অজানা। পর্যায় অনুসারে এই গৃহদেবতাদের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চাকদহে অবশ্য 'রঘুবীর' ও 'দামোদর' ছাড়াও 'বাসুদেব' ও 'শ্রীধর' নারায়ণ শিলা পূজিত হয়। উভয় স্থানেই 'রঘুবীর' শিলা দুটি আকারে কিছু বড়। 'রঘুবীর' ও 'দামোদর'কে উভয় বংশই কবিচন্দ্রের স্বহস্ত পূজিত বলে দাবি করেন। পঞ্চমতঃ. উভয় বংশেরই কুলগুরুর নিবাস ছিল বিষ্ণুপুরে। ষষ্ঠতঃ, কৌলিক ধর্মে বৈষ্ণব হলেও কবিচন্দ্রের শিবানুরক্তির বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পানুয়ার কবির স্বহস্তপূজিত শিব ও চাকদহে কবিচন্দ্র পুকুরের' পাশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল শিবলিঙ্গ আমাদের মনে মিশ্র ধারণা সৃষ্টি করে। সপ্তমতঃ, উভয় পরিবারে এক নামের একাধিক উল্লেখ দেখা যায়। যেমন কবিচন্দ্র কুঞ্জবিহারী, গোকুলানন্দ।

উপরোক্ত সাদৃশ্যমূলক ধারণাগুলি থেকে কোন সিদ্ধান্তে সহজে আসা সম্ভব নয়। আমাদের মনে হয়, কবির জন্মস্থানরূপে পানুয়ার দাবি সোচ্চার ঠিকই কিন্তু নিরুচ্চার হলেও চাকদাহকে কবির পরবর্তীকালীন বাসস্থানরূপে গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না। বিশেষ করে বিষ্ণুপুর ও পানুয়ার দূরত্ব প্রায় কুড়ি মাইল, সেখান থেকে কবির পক্ষে নিত্য রাজসভায় যোগ দেওয়া সম্ভপর ছিল না, অপরদিকে চাকদহ বিষ্ণুপুর থেকে মাত্র মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত, মল্লরাজাদের প্রমোদভ্রমণ এবং বিশ্রামাগারের স্থান রূপে চিহ্নিত। এই পরিবারে রক্ষিত কবিচন্দ্রের বহু পুঁথি পাওয়া গেছে, বর্তমানে ঐ পুঁথি-গুলি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। যাই হোক, কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয় বলে এ প্রসঙ্গ থেকে আমরা বিরত হচ্ছি।

শংকর কবিচন্দ্রের পিতামহের নাম নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এবং মাতামহের নাম ছিল গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়। গঙ্গারাম পানুয়ানিবাসী এবং প্রবল প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি ছিলেন। শংকর মহাভারতের একস্থানে লিখেছেন,

'মাতামহ মহাশয় দ্বিজ গঙ্গারাম।
দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত স্বগ্রামেতে ধাম॥' (বনপর্বের একটি পুঁথি)

পানুয়া গ্রামের প্রাচীন শিবমন্দিরটি সম্ভবত শংকরের মাতামহ ভরদ্বাজ গোত্রজ গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ই প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও এ অঞ্চলে 'গঙ্গাধর'-নামা শিব আর নেই। নামসাদৃশ্যে গঙ্গাধরকে গঙ্গারাম প্রতিষ্ঠিত বলেই মনে হয়। গঙ্গারাম অধস্তন পুরুষরাই ঐ মন্দিরের প্রধান সেবায়েৎ এবং প্রতি চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের সময় তাঁরাই হন গঙ্গাধরের প্রথম পূজারী। বনপর্বের অপর একটি পুঁথিতেও গঙ্গাধরের উল্লেখ দেখা যায়

'গঙ্গাধরের পাদপদ্ম ভরসা আমার।
তোমা বিনে ভবার্ণবে কে তরিবে আর॥'

অবশ্য উক্তিটি লিপিকারেও হতে পারে কারণ পানুয়ায় গঙ্গারামের বংশধরগণ 'গায়েন' বংশ নামে সুপরিচিত। এই বংশের বসুদেব এবং বৈদ্যনাথ মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজসভায় ও অন্যত্র গায়করূপে ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও কথকতা করে 'গায়েন' উপাধি ও ভূসম্পত্তি লাভ করেন। কবিচন্দ্রের গায়েনের নাম ছিল বসুদেব। রামায়ণ ও মহাভারতের নানাস্থানে বসুদেবের উল্লেখ আছে কিন্তু শিবমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল বা ভাগবতে বসুদেবের নাম দেখা যায়নি। কবি লিখেছেন ঃ

'কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন।
সংক্ষেপে রচিল পোথা গানের কারণ॥' (রামায়ণ)
'কহে কবি শংকর বসুদেব প্রাণ মোর
আপুনি বলাবে মুখে বাণী।' (সভাপর্ব)
'বসুদেব বটে মোর প্রথম গায়ন।
সংক্ষেপে রচিল পোথা গানের কারণ॥' (বনপর্ব)
'সংক্ষেপে আঠার পর্ব করি রাত্রিদিনে।
নৃপ আজ্ঞা পায়্যা দিল বসুদেব গায়নে॥
বসুদেবের কণ্ঠে বস্যা বলাইবে বাণী।
গানকালে সারদা সমেত চক্রপাণি॥' (স্বর্গারোহণ পর্ব)

বসুদেব গায়েন সম্ভবত নিজেও কিছু কিছু কাব্য চর্চা করতেন। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিজ বসুদেবের একটি খণ্ডিত 'একাদশীর প'াচালী' আছে; আমরা পানুয়া থেকেও তাঁর রচিত একাদশীর পাঁচালীর খন্ডাংশ পেয়েছি। তাতে তিনি একাদশীর প'াচালীকে 'নারদী পুরাণ'ও বলেছেন 'সাক্ষি ইহার নারদী পুরাণ।' অন্যত্র,

'দ্বিজ বসুদেব বলে শুন সর্বজন।
একাদশী করিলে নাহিএ যম দরশন॥'

মহাভারতের বনপর্বের দু'-একটি উপাখ্যানও বোধ হয় বসুদেব নিজে রচনা ও সংযোজনা করেন। কিরাত-অর্জুন যুদ্ধের দু'-একটি ভণিতায় আছে 'কবিচন্দ্রে বন্দ্যা দ্বিজ বসুদেব গান।' তিনি কবির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন সন্দেহ নেই, গঙ্গারামের বংশধররূপে তিনি কবির আত্মীয় স্থানীয় ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ মহাভারতের বনপর্বে তিনি স্বরচিত আখ্যান সংযোজনের সময় লিখেছেন,

'কবিচন্দ্র সুত দ্বিজ বসুদেব গায়।'

এই উক্তি থেকে মনে হয় বসুদেব গঙ্গারামের প্রপৌত্রস্থানীয় কেউ ছিলেন। এঁদের বর্তমান পুরুষ শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় বংশলতিকার বিবরণ দিলেও কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ ছিলেন বসুদেব এবং বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ বসুদেবের ভ্রাতা বা পুত্র হতে পারেন। সে যাই হোক, কবিপুত্র কুঞ্জবিহারী বসুদেব গায়নের উল্লেখ করেছেন। বোধহয়, পিতার মৃত্যুর পর রামায়ণের শেষাংশ রচনায় কবিপুত্রকে উৎসাহিত করেন বসুদেব। কুঞ্জবিহারী একস্থানে লিখেছেন,

'বসুদেব গায়েন মম পিতার প্রাণধন
উপরোধ করিল আমারে।' (অদ্ভুত কান্ড)

অর্থাৎ, কুঞ্জবিহারী বসুদেবের অনুরোধে অদ্ভুতকান্ড রচনা করেন। পানুয়ায় বসুদেবের গৃহ থেকে প্রচুর পুঁথি আমরা সংগ্রহ করেছি। কবিচন্দ্রের মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি এবং অন্যান্য বহু পুঁথি তাঁর বর্তমান বংশধর শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেই রক্ষিত ছিল।

কবিচন্দ্র স্বয়ং তাঁর পিতামহের নামোল্লেখ কোথাও করেননি কিন্তু তাঁর দৌহিত্র বংশোদ্ভব মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে জানা যায় তাঁর পিতামহের নাম ছিল নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এবং পিতামহীর নাম গঙ্গাদেবী। 'পাষণ্ড দলন নামক একটি প্রাচীন পুঁথির মলাটে শংকর কবিচন্দ্রের, তাঁহার জননী চাঁপাদেবীর, পিতা মুনিরাম ও পিতামহ নিত্যানন্দের মৃত্যু তিথিগুলি শ্রাদ্ধাদিকরণের আবশ্যকে লিখিত রহিয়াছে।'

নিত্যানন্দের পুত্র মনিরাম বা মুনিরাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং পানুয়ার একটি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এখনও কবির বাসস্থানের সন্নিকটবর্তী একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে 'মুনিরামের টোল' বলে অভিহিত করেন। প্রবাদ, 'ঐ টোলের ছাত্রদের পর্যন্ত শিবত্বপ্রাপ্ত হত। শংকর তাঁর পিতার কথা বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন :

'চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্যাসুত কবিচন্দ্র গায়।' (সভাপর্ব)

কিংবা, 'চক্রবর্তী মনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত গাইল শংকর।' (বনপর্ব)

মুনিরামের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যই কবি তাঁকে সর্বদা 'অশেষ গুণের ধাম' বলেছেন। কবির মাতার নাম চম্পাবতী, তিনি পানুয়াবাসী গঙ্গারাম-দুহিতা। কবি মহাভারতের একস্থানে তাঁর কথা বলেছেন :

'ব্যাস পদে হয়্যা নত শ্রীশ্রীচম্পাবতী সুত
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী গায়।' (আশ্রমবাসিক পর্ব)

অধিকাংশ প্রাচীন কবিদের মতোই কবিচন্দ্রের জন্ম সময় বা বাল্যকালের কথা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। মুকুন্দরাম বা রূপরামের মতো আত্মজীবনী রচনা করে কবি আমাদের সন্দেহ নিরসন করেননি। আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কবি জন্মগ্রহণ করেন।

কবির বাল্যকাল সম্বন্ধে পানুয়া গ্রামে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেই কিংবদন্তীর ধূম্রছায়া ভেদ করে সত্যের সূর্যালোক দেখা দুরূহ। এই ধরনের কিংবদন্তী মধ্যযুগের সব কবিদের মধ্যেই শোনা যায়। বিশেষ করে ধর্মমঙ্গলের অধিকাংশ কবির শৈশবকাহিনী এই ছকেই বাঁধা। সব কবিই শৈশবে পাঠে অমনোযোগী দুরন্ত বালক, গৃহ বা গুরুগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে সবাই অকস্মাৎ দৈবকৃপা লাভ করেন। দেবতারাও পথে-ঘাটে, আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকেন এই দুর্বিনীত কিশোরগুলিকে 'বর' দিয়ে নিজের মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়ে নেবার জন্য। মূর্খ বালকগুলি কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের মতো জ্ঞান আহরণ করে ফিরে আসে স্বদেশে বা কোন ভূস্বামীর দুয়ারে দৈব-প্রেরণার সঙ্গে আশ্রয়দাতার অনুপ্রেরণায় কাব্যরচনা শুরু হয়। এই ধরনের বিবরণে কতটুকু সত্য আছে সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, পানুয়ার কবিচন্দ্রের নামে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি আমরা সংগ্রহ করি মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় শ্রীমুকুন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কবির

অধস্তন অষ্টম পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তীর নিকট থেকে। বাল্যকালে শংকর পাঠে অমনোযোগিতার অপরাধে পিতা মুনিরামের দ্বারা তিরস্কৃত এবং তাঁর চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে গৃহত্যাগ করে শ্মশান সন্নিহিত একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গিয়ে বসে থাকেন। সেখানে দেবী পার্বতী বৃদ্ধা রমণীর বেশে কবিকে শিবের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে নির্দেশ দিলেন। কবি তাঁর নির্দেশ মতো পিতার চতুষ্পাঠীর অনতিদূরে একটি বেলগাছের নীচে কণ্টক পরিবৃত পাথরের ওপর বসে শিবের উপাসনা করেন এবং সিদ্ধকায় হয়ে দৈব-আশীর্বাদ সহ প্রভূত কবিত্বশক্তির অধিকারী হন। এখনও গোরাঙ্গপাড়ায় ঐ স্থানটি 'বাস্তুদেবতার তলা' বলে পরিচিত। চক্রবর্তী বংশের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কার্যের সময়ে ঐ স্থানে সর্বপ্রথম পূজা হয়। চার পাঁচটি গাছের নীচে কন্টকাবৃত পাথর, একটি লোহার ত্রিশূল ও প্রাচীন শিবলিঙ্গ কিংবদন্তীর সত্যতা রক্ষা করে চলেছে।

শংকরের পাঠে অমনোযোগিতার যত কিংবদন্তীই প্রচলিত থাকুক তিনি প্রচুর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে তাঁর অসামান্য দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবিধ গ্রন্থানুবাদে তাঁর অনায়াস দক্ষতা দেখে মনে হয় কোন বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। বিভিন্ন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদি গ্রন্থ তাঁর পড়া ছিল। পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক কাহিনী এবং কাল্পনিক আখ্যান রচনাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি হয়েও তিনি একাধিক ছন্দের সুনিপুণ ব্যবহার করে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। কিছু কিছু মুসলমানী শব্দ তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে থাকলে ঐ ভাষাকে কবি সচেতনতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর পাণ্ডিত্য থাকলেও সহজ কবিত্ব ও প্রাঞ্জলতাই ছিল কাব্যের প্রধান গুণ, জনপ্রিয়তার মূল কারণও ছিল এই সারল্য।

শংকর কোন সময় থেকে কাব্যচর্চা করেছেন বলা কঠিন। তাঁর কাব্যে বীরসিংহ রাজার উল্লেখ আছে, সময়ের দিকে থেকে 'শিবমঙ্গল' গ্রন্থখানিই সবচেয়ে বেশী প্রাচীন। তিনি কবে থেকে কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করেছেন সে সম্বন্ধেও সকলে নীরব। উপাধিটি মল্লরাজাদের দেওয়া হতে পারত কিন্তু কবি এ সম্পর্কে আলোকপাত করেননি। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, 'কবিচন্দ্র মল্লরাজাদের সভাকবির উপাধি।' উপযুক্ত প্রমাণ বিনা একথা মেনে নেওয়া যায় না কারণ মল্লরাজসভায় কবিচন্দ্র নামে একাধিক কবির উপস্থিতি দেখা যায় না। গোপাল সিংহের সভায় বহু কবি এসেছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউ 'কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ করেননি। মল্লভূম অঞ্চলে কবিচন্দ্র মিশ্র নামে

অপর কবি ছিলেন কিন্তু তিনিও রাজসভার সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা জানা যায়নি। শংকর তাঁর কবিজীবনের শুরু থেকেই কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করছেন। রাজপ্রদত্ত হলে বীরবোলী ভূষণ ও ভূমিদানের সঙ্গে উপাধি লাভের কথাও কোন-না-কোন গ্রন্থে লেখা থাকত। তার পরিবর্তে বিভিন্ন ভণিতায় দেখি তিনি 'কবিচন্দ্র'কে নামের মতোই ব্যবহার করছেন :

'শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপ গুণধাম।
তস্য সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম।' (আদিপর্ব)

শুধুমাত্র মহাভারত গ্রন্থখানিতেই তিনি কবিচন্দ্র নাম ব্যবহার করেছেন ২৫০ বার কিন্তু শংকর ভণিতা ব্যবহার করেছেন মাত্র ১০ বার। অন্যান্য গ্রন্থেও কবিচন্দ্র ভণিতার সংখ্যাই বেশি। ছোট ছোট পালাগুলিতে শুধু কবিচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হয়েছে. অথচ কোথাও কবি বলেননি এটি তাঁর সম্মানসূচক উপাধি, কোন রাজা বা সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতসমাজ প্রদত্ত বা অন্য কিছু। কবির প্রথম জীবনের রচনা 'শিবমঙ্গল' এও কবিচন্দ্র ভণিতা দুর্লক্ষ্য নয়। সেজন্য মনে হয় কবিচন্দ্র কবির উপাধি নয়, নামই ছিল। শংকর এবং কবিচন্দ্র দুটিই তাঁর নাম হতে পারে। একটি মাতামহ দত্ত ও অপরটি পিতৃদত্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। নিজের ইচ্ছানুযায়ী তিনি দুটি নামই ব্যবহার করতেন এজন্য কেউ কেউ মনে করেছেন শংকর ও কবিচন্দ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি কবি শংকর এবং কবিচন্দ্র উভয় নামেই পিতাকে প্রণতি জানিয়েছেন। দুই বন্ধুর পিতা-পুত্র ও নিবাসের নাম এক হতে পারে না—দুটিই একজনের নাম। তবে তাঁর কবিচন্দ্র নামটিরই প্রচার হয়েছে বেশি. শংকর নামটি বিশেষ প্রচারিত হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি শংকর কবিচন্দ্র নামেই পরিচিত হয়েছেন।

শংকর পাঁচখানি বড় গ্রন্থ ও অসংখ্য পালা রচনা করেন। তাঁর পালার সঠিক সংখ্যা কত জানবার উপায় নেই। আমরা শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের নিজস্ব সংগৃহীত 'হরিশ্চন্দ্র পালা'র একটি পুঁথির একস্থানে পেয়েছি :

'তিন শয় ষাটি পালা আনন্দিত মনে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী করিল রচনে॥'

সংখ্যার দিক থেকে ৩৬০ খুব বেশি হলেও কবির সুবিপুল রচনা সম্ভারের দিকে তাকালে এই সংখ্যাকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কবিচন্দ্র প্রধানত পালা রচয়িতা রূপেই খ্যাতি লাভ করেন। আমরা কবিচন্দ্র রচিত পাঁচখানি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি হল—শিবমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, রামায়ণ, গোবিন্দমঙ্গল বা ভাগবতামৃত এবং মহাভারত।

কবিচন্দ্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিতে একাধিক মল্লরাজার উল্লেখ আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি রাজাদের সংস্পর্শে বহুবার এসেছেন। বাস্তবে তা' হয়নি, তিনি শুধু গোপাল সিংহের সভাসদ নিযুক্ত হন। তাঁর 'শিবমঙ্গলে' বীরসিংহের নাম 'অনাদিমঙ্গলে' ও 'রামায়ণে' রঘুনাথ সিংহের নাম, মহাভারতের সর্বত্র গোপালসিংহের উল্লেখ ও 'কৃষ্ণার্জুন সংবাদ'এ কৃষ্ণসিংহের নাম পাওয়া যায়। মনীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, 'কবি বীরসিংহের রাজত্বকালে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সময়ে শিবমঙ্গল, দুর্জন সিংহের সময়ে প্রায় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে গোবিন্দমঙ্গল রঘুনাথের সময়ে রামায়ণ এবং গোপাল সিংহের সময়ে মহাভারত রচনা করেন।' কিন্তু আমরা কোন 'গোবিন্দমঙ্গল' বা ভাগবতের পুঁথিতে দুর্জন সিংহের নাম পাইনি। 'শিবমঙ্গল'-এ কবি সভাসদ ছিলেন না বলে একটি মাত্র ভণিতায় রাজার নাম করে শুধু বলেছেন, 'তাহার দেশেতে বসি।' রঘুনাথ সিংহের সময়ে রচিত 'অনাদিমঙ্গলে' ও কবি বলেছেন ঃ

'রাজা রঘুনাথ ভুবনে বিখ্যাত
নিবাস তাহার দেশে।'

এই দুট পংক্তি দেখে মনে হয় পরোক্ষে রাজাকে খুশী করার ইচ্ছে থাকলেও কোন 'রাজাদেশ' তাঁর ওপর ছিল না কিন্তু সমগ্র মহাভারতে গোপাল সিংহের প্রশস্তির ছড়াছাড়ি। প্রথমেই রাজার আদেশের কথা 'আদেশিলা বর্ণ মহাভারত পুরাণ' এবং বারবার ঃ

'শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপ গুণধাম।
তস্য সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম॥'

গোপাল সিংহ মল্লরাজবংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। গোপাল সিংহ দুর্জন সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রঘুনাথ সিংহের (২য়) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনেকে গোপালকে রঘুনাথের পুত্ররূপে বর্ণনা করেছেন। নিখিলনাথ রায় এবং ড. সুকুমার সেন উভয়েই গোপালকে রঘুনাথের পুত্র বলেছেন। তাঁদের এই মন্তব্যের কারণ বোধহয় রঘুনাথের উত্তরাধিকারীরূপে গোপালের সিংহাসন লাভ। কিন্তু গোপাল দুর্জন সিংহেরই পুত্র, নিঃসন্তান রঘুনাথের মৃত্যুর পর তিনি মল্লসিংহাসন লাভ করেন। তাঁর সমসাময়িক কবিরা গোপালকে 'দুর্জনপুত্র' বলেই বর্ণনা করেছেন ঃ

'শ্রীযুত গোপাল সিংহ কৃষ্ণ পরায়ণ।
মল্লবংশে দুর্জন সিংহ নৃপতি নন্দন॥'
(শংকর কবিচন্দ্র ঃ মহাভারত-স্বর্গারোহন পর্ব)

কিংবা 'দুর্জন সিংহের সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান।'
(রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ধর্মমঙ্গল)

সুতরাং গোপাল যে দুর্জনপুত্র সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্য বিবরণেও তাঁকে দুর্জনসিংহের পুত্র বলা হয়েছে।

গোপাল সিংহ ছিলেন সুশাসক, প্রজানুরঞ্জক রাজা। তাঁর প্রশস্তি পেয়েছেন অনেক কবি। গোপাল সিংহের সভাকবি শংকর কবিচন্দ্র লিখেছেন :

'গোপাল সিংহ কৃষ্ণ বিনে নাঞি জানে ॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর অংশ উদ্ধারিল মল্লবংশ
হয় নাঞি হবেক নাঞি এমন রাজা।
লক্ষ্মীরূপা রাজধানী আমি কি বলিতে জানি
পুত্রবৎ পালে সব প্রজা ॥' (মহাভারত : সভাপর্ব)

অপর কবি উত্তম দাসও তাঁর 'শ্রীপ্রকাশরত্ন' গ্রন্থে গোপাল সিংহকে ভক্ত ও প্রজাপালক রাজারূপে বর্ণনা করেছেন :

'শ্রীল গোপাল সিংহ যাহা মহারাজা।
শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা ॥
কায়মনোবাক্যে করে কৃষ্ণের সেবন।
রাত্রিদিন করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন ॥
রসিক বৈষ্ণব সঙ্গে সদা বিরাজিত।
পরম বৈষ্ণব তিহো পরম পণ্ডিত ॥
ভক্তশ্রেষ্ঠ অতিশয় সংসার বিদিত।
গৌরাঙ্গের গুণগানে সদা যার চিত ॥
প্রতাপে পূজিত তিঁহো অতি দয়াময়।
প্রজাপালন করে সদয় হৃদয় ॥'

গোপাল সিংহ শুধু প্রতাপশালী সুশাসক ও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্য প্রেমিক ও সঙ্গীত রসিক, নিজেও কাব্যচর্চা করতেন। 'ভবিষ্য পুরাণ,' 'উজ্জ্বল নীলমণি,' ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি অবলম্বনে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি তাঁর রচিত হলে রাজ্য পরিচালনা, ধর্মচর্চা ও যুদ্ধচর্চার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনবদ্য সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন স্বীকার করতেই হবে। কাব্যখানির মধুর ভাষাভঙ্গী ও ভণিতায় তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়াবনত চিত্তের সন্ধান পাওয়া যায় :

'ভূপতি গোপাল সিংহ পাট বিষ্ণুপুরে
গুরুপদ ভাবিয়া গাইলা সুমধুরে ॥'
'গুরুপদে গতি মল্ল মহীপতি
গোপাল সিংহেতে গান ।'
'শ্রীগুরু চৈতন্য পদ ভজন চতুর ।
নরেন্দ্র গোপাল সিংহ গাইলা মধুর ॥'
'গাইলা গোপাল সিংহ মল্লবলীনাথ ।
শ্রীগুরুপদারবিন্দে করি প্রণিপাত ॥' রাধাকৃষ্ণমঙ্গল (ব. সা. প. পুঁথি ১২৬৯)

তিনি পাঠককে 'বন্ধুজন' সম্বোধন করে বিনয় প্রকাশ করেছেন। বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ যে তাঁর পড়া ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। নিজেকে 'মল্লাবনীনাথ' বা 'নরেন্দ্র' বলে অভিহিত করায় 'বিবিধ বিশেষণে' ভূষিত করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কবিরা অনেকেই নিজেকে 'সুকবি' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন। গোপাল সিংহ স্বয়ং একটি পারিবারিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন, হান্টারের বিবরণে তার উল্লেখ আছে। মনে হয়, রাজবংশের আত্মশ্লাঘা সূচক বিবরণটি তিনিই রচনা করেন। বিষ্ণুপুর-রাজবাড়িতে গ্রন্থাগার (গাঁথাঘর) ছিল এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ সেখানে রক্ষিত থাকত। এখানে স্মর্তব্য, বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানি একদা এই গাঁথাঘরেই রক্ষিত ছিল। গোপালের পট্টমহিষী ধ্বজামণিদেবীও স্বহস্তে একখানি 'প্রেমবিলাস'-এর পুঁথি (ব. সা. প. পুঁথি ২৬২) নকল করেছিলেন।

গোপাল সিংহের রাজসভায় একাধিক কবি সমাগম হয়। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমদাস, প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়, দ্বিজ সীতাসুত প্রভৃতি কবি কোন-না-কোন সময়ে গোপাল সিংহের সভায় উপস্থিত ছিলেন। শংকর কবিচন্দ্রকে তো নৃপতি স্বয়ং আহ্বান করে সভাকবির সম্মান দান করেন। ভূষণ ও ভূমিদানের কথাও কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন।—

'শ্রীযুত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে ঘনস্তাপ ॥
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সভাকার মান্য।
পরম দেবতা সদা ভাবেন চৈতন্য ॥
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে।
বীরবৌলী জোড়া দিলা পরম সাদরে ॥

তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা বর্ণ মহাভারত পুরাণ ॥' (আদিপর্ব)

শংকর কবিচন্দ্র মহাভারতের প্রায় সর্বত্র গোপাল সিংহের প্রশস্তি রচনা করেছেন, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে কিন্তু এভাবে রাজবন্দনা যুক্ত হতে দেখা যায় না। আলিগুচিন্যার কবি প্রভুরাম মুখোপাধ্যায় তাঁর ধর্মমঙ্গলে রাজা ও রাজপুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন ঃ

'গোপাল সিংহ নৃপবর তস্যদেশে করি ঘর
করি তার পুত্রের কল্যাণ।
তাহার তনয়ে দয়া করয়্যা দেহ পদছায়া
মুখপাদ্য প্রভুরাম গান ॥'

দ্বিজ সীতাসুতের 'রামায়ণে' বলা হয়েছে 'মহারাজা গোপালসিংহ নাথের জয় জয়।' চামটের কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে গোপালকে বারবার প্রহ্লাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন ঃ

'রাজা গোপাল সিংহ কৃষ্ণপদে মত্ত ভৃঙ্গ
প্রসাদ ভকত সমান।'

কিংবা, 'দুর্জন সিংহের সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান ॥'

কোতুলপুরের কবি দ্বিজ সাফল্যরাম ও দীন ধনঞ্জয়ের লেখা 'রামকথা অরণ্যকান্ডে' ও বলা হয়েছে "মল্লবনীনাথের সর্বথা হউক জয়।" আরো অনেক কবিই মল্লরাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। 'রায়বার' 'কায়বার' জাতীয় রচনাগুলির উদ্ভবও সম্ভবতঃ এই রাজ্যে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এসব অঞ্চল থেকে প্রচুর পুঁথি উদ্ধার করা হয়েছে বলে বোঝা যায় এখানে পুঁথি-পত্রাদির ব্যাপক লেখন-অনুলেখনের চর্চা হত। গোপাল সিংহের মতো সাহিত্যানুরাগী রাজা মল্লবংশে আর কেউ ছিলেন না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুনাথের মতো তিনিও ছিলেন সঙ্গীতবিলাসী। একজন রাজার সভায় এতজন কবির সমাবেশ বাংলাদেশে আর দেখা যায়নি। এছাড়া বৈষ্ণব গ্রন্থাদির আলোচনা ও বিচার তো ছিলই। শংকর কবিচন্দ্র ধর্মপ্রাণ বিদগ্ধ রাজা 'জীবিত বাহনের রাজসভা'র যে বর্ণনা করেছেন অনায়াসে মল্লরাজসভারূপে তাকে কল্পনা করা চলে ঃ

'জীবিতবাহনের সভা বলিতে পারয়ে কেবা
বস্যা রাজা কনক আসনে।

'সৈন্যসামন্ত যত তাহা সে কহিব কত
বেষ্টিত করিয়া পাত্রগণে ॥
সম্মুখেতে মত্ত হাতি প্রচণ্ড যাহার খ্যাতি
উড়ু যেন চন্দ্রেতে বেষ্টিত।
নানা বাক্য রস কথা পণ্ডিত পড়এ গাথা
বিচার করএ সমচিত ॥
সাঙ্খ্যাতে বেদান্ত যত সভ দরশন মত
কেহ কেহ বাখানে পুরাণ।
আগম নিগম বেদ অর্থ বস্যে করে ভেদ
কহে ভাষা হয়্যা সাবধান ॥
অষ্টাদশ পুরাণেতে বাখানে টীকার সাথে
সাহিত্য জ্যোতিষ অবহেলে।
কাক (?) শাস্ত্র করে ব্যাখ্যা কার সনে হয় কক্ষা
পুন সিদ্ধি করে বুদ্ধি বলে ॥
কথকেতে কথা কয় শুন নৃপ মহাশয়
...যোগ কর অবধান।
সত্যধর্ম নামে রাজা সুত সম পালে প্রজা
নৃপতি বড়ই পুণ্যবান॥' (ক. বি. পুঁথি ৮৯০)

জীবিতবাহনের রাজসভার সঙ্গে মল্লরাজাদের বিশেষ করে গোপাল সিংহের রাজসভার সাদৃশ্য সহজেই মনে আসে।

কবি সম্ভবত এ সময় বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কোথাও বাস করতেন। বিড়াই-তটবর্তী চাকদহের কথা প্রথমেই মনে হয় কিন্তু কবি পানুয়ার মতো তাকে কাব্যে স্থান দিয়ে যাননি বলে তার কোন দাবিই কালের বিচারে গ্রাহ্য হবার উপযুক্ত নয়।

কবি তাঁর গুরুর উল্লেখ করলেও, কোন নাম করেননি। কৌলিক ধর্মে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব, তাঁর গুরুও বিষ্ণুপুর নিবাসী বৈষ্ণব ছিলেন। বর্তমানে সে বংশের কেউ জীবিত নেই তবে তাঁদের দৌহিত্র বংশ এখনও চক্রবর্তী পরিবারের কুলগুরুরূপে স্বীকৃত। কবি গুরুর নাম না করলেও তাঁর উদ্দেশে প্রণতি জানিয়েছেন:

'শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া ভাবনা।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা ॥' (আদি পর্ব)

অন্যত্র, 'গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
অজ্ঞান তিমির অন্ধ নাশের কারণ।' (বিশ্ব ৫৬৭৩)
কিংবা 'দীক্ষা গুরু শিক্ষা গুরু বন্দিনু চরণ।
সেই পদাম্বুজে নিবিষ্ট থাক মন।' (বিশ্ব ৮১৯)

মল্লরাজা গোপাল সিংহের সংস্পর্শে এসে বোধহয় কবির মনে কৃষ্ণভক্তি গভীর হয়। বন্দনায় তিনি বৈষ্ণব তীর্থাদি এবং মহান্তদের প্রণতি জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের বন্দনাও দেখা যায়। একাধিক পালায় দেখা যায়—'এইবার কৃপা কর ভাবি শ্রীনিবাস' আধ্যাত্ম রামায়ণের একটি পুঁথি থেকে এটি উদ্ধৃত করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। এই শ্রীনিবাস বিষ্ণু না বৈষ্ণবাচার্য বোঝা যায় না; দুজনের একজন হতে পারেন। উক্তিটি কবির কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে তবে অন্যত্র অভিরাম স্বামী প্রভৃতির উল্লেখে মনে হয় কবি বৈষ্ণবাচার্যদের জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। বাহ্যত আচার-ব্যবহারে কবি বিষ্ণুঠাকুরের সেবক বৈষ্ণব হলেও তিনি যে শিবভক্ত ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্ততঃ প্রথম জীবনে শিব যে তাঁর আরাধ্য দেবতা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দীক্ষাদাতা ছাড়াও কবি বোধহয় তাঁর কবিজীবনের আদর্শ পুরুষ রূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেবকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রায় সর্বত্রই তিনি ব্যাসপ্রশস্তি রচনা করেছেন। মহাভারতে বহুবার লিখেছেন,

'ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।'

কবি নিজের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি। মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় তাঁর নাম ছিল লীলাদেবী বা লীলাবতী। দুই পুত্রের কথা কবি বহুবার বহু স্থানে লিখেছেন। তাঁদের নাম কুঞ্জবিহারী এবং লক্ষ্মণ। 'অনাদিমঙ্গল' কাব্যে শুধু কুঞ্জবিহারীর কথা আছে—

'কুঞ্জবেহারীরে দয়া দেহ ধর্ম পদছায়া
মল্লভূমি পানবায় বসতি।'—(ব. সা. প. ২৬৭১। ৪৬ক)
'ব্যাসের আদেশ পায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
কুঞ্জে রক্ষ্যা কর নারায়ণ॥' (মুষল পর্ব)

দুই পুত্রের উল্লেখ—'জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঞ্জলালে রক্ষ ভগবান।
লক্ষ্মণে সদয় হয়ে করহ কল্যাণ॥' (বনপর্ব)

'বিনশিরা বিঘ্ন পুঞ্জে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে
লক্ষ্মণে হইবে বরদায়।' (আশ্রমবাসিক পর্ব)

অনেক স্থানে লক্ষ্মণের পরিবর্তে নকুল নামটি পাওয়া যায়। সর্বত্রই লিপিপ্রমাদ না নকুল কবির অপর একজন পুত্র বোঝা যায় না।

'বিনাশিয়া বিঘ্নপুঞ্জে   প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে
নকুলে রাখিবে গদাধর।'   (সমুদ্রমন্থন পালা)

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের নিজস্ব সংগ্রহে 'হাওড়া-বাণেশ্বরপুরে' প্রাপ্ত একটি বড় পুঁথির দুটি পালায় কুঞ্জবিহারী ও নকুলের নাম পাওয়া গেছে:

'কুঞ্জ বিহারীরে দয়া   দেহ প্রভু পদছায়া
নকুলে রাখিবে নারায়ণে।' (ধ্রুবচরিত্র)
'কবিচন্দ্র বলে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে।
দয়ানিধি নকুলে রাখিবে বিম্বি পুঞ্জে॥ (লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

ভণিতা থেকে নকুল এবং লক্ষ্মণকে এক ব্যক্তি বলে মনে হয়। দু'একটি ভণিতা দেখে মনে হয় মহাভারত রচনার পূর্বে তাঁর কোন পুত্রের মৃত্যু হয় এবং তাঁরা নিশ্চয় কুঞ্জবিহারী বা লক্ষ্মণ নন কারণ তাঁদের উভয়ের উল্লেখ মহাভারতে আছে। অথচ নানা স্থানে দেখা যাবে:

'দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়   পুত্রশোক যার হয়
মরিলে নাহিক তাপ ঘুচে' (আদি পর্ব)
'দারুণ পুত্রের শোকে   বুঝায়্যা হারিল লোকে
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী জানে।' (গদা পর্ব)

কুঞ্জবিহারী ও লক্ষ্মণের বংশধরেরা অদ্যাবধি পানুয়া গ্রামে বসবাস করছেন। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারী পিতার প্রতিভার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং তাঁরও কথকচন্দ্র নাম বা উপাধি ছিল। মনে হয় তিনি কবিচন্দ্রের রামায়ণ-মহাভারত কথকতা করতেন এবং গেয় অংশ চামর-মন্দিরা সহযোগে পরিবেশন করতেন বসুদেব গায়েন। কুঞ্জবিহারী রামায়ণের অদ্ভুত কাণ্ড ও মহাভারতের দু একটি উপাখ্যান রচনা করে পিতার গ্রন্থে যুক্ত করেছিলেন। প্রথম স্থানে তিনি বলেছেন:

'কবিচন্দ্র মহাশয়   জ্যেষ্ঠ তার তনয়
চক্রবর্তী কথকচন্দ্র গায়।' (বনপর্ব)
'কবিচন্দ্রের সুত দ্বিজ কুঞ্জে রস গায়।
অদ্ভুতে শ্রীরাম লীলা এত দূরে সায়॥' (রামায়ণ)

কথকচন্দ্র রামায়ণের অদ্ভুত কাণ্ডটি রচনা করেন বসুদেবের অনুরোধে। কবিচন্দ্র স্বয়ং 'নলোপাখ্যানে' বলেছেন—'কবিচন্দ্র বলে কথক ঘুচিল জঞ্জাল।'

কবিচন্দ্রের মৃত্যু গোপাল সিংহের রাজ্যকালে ১০৪৭ মল্লাব্দের (১৭৪০ খ্রীঃ অব্দ) পরে কোন এক সময়ে হয়। কবি মহাভারতের সমাপ্তি সময় নির্দেশ করেছেন ঃ

'নৃপশকে ঋষি মনু বৎসর দিবাকরে।
মার্গশীর্ষে শীতে তার বিংশতি বাসরে॥' (ভারতসাবিত্রী)

অর্থাৎ, ঋষি—৭, মনু—১৪ এবং দিবাকর—১=৭৪১১>১১৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কুড়ি তারিখে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এখানে কতকগুলি বৈপরীত্য ঘটেছে যেমন 'নৃপশক' বলে অভিহিত করা সত্ত্বেও এই সনটি মল্লাব্দ নয়, সাধারণ বঙ্গাব্দ। মনে হয় কবি রাজার প্রতি সম্মানার্থে একে নৃপশক বলেছেন, ১১৪৭কে মল্লশক ধরলে কোন অর্থই হয় না। 'বৎসর দিবাকরে' ও খুব প্রাঞ্জল নয়। সাধারণতঃ 'দিবাকর' সূর্য বা 'আদিত্য' অর্থে ১২ সংখ্যা হয় কিন্তু এখানে কবি 'দিবাকর'কে ১ সংখ্যা রূপে ধরা হয়েছে। কবিচন্দ্র মহাভারত থেকেই এ উদাহরণ গ্রহণ করেন। পূর্বোল্লিখিত দানপত্রের (১০৪৪-১১৪৫) মল্লাব্দ দুই বৎসর পরে কবির মহাভারত রচনা সমাপ্ত হয় (১১৪৭)। এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই কবি কোন এক সময়ে, পরলোকগমন করেন। মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের অনুমান, কোন এক কার্তিক কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে কবির মৃত্যু হয়।

কবি নাম ও উপাধি সমস্যা—শঙ্কর কবিচন্দ্রের নিজস্ব সাহিত্যকীর্তিকে খুঁজে বার করতে গেলে তাঁর নাম বা উপাধির কিছু আলোচনা আবশ্যক। বাংলা দেশে শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র ভণিতায় বহু পাঁচালী কাব্য পাওয়া যায়। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই সহজ কথাটা সব জায়গায় প্রমাণিত হলে কোন গণ্ডগোল থাকে না, কিন্তু অসুবিধে এই যে, কবি ইচ্ছেমতো তাঁর নাম বা উপাধি ব্যবহার করেছেন। এজন্য অনেকেই ধরে নিয়েছেন, শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র দুজন পৃথক ব্যক্তি। শিবরতন মিত্র মনে করেছিলেন, এঁরা দুই বন্ধু মাঝে মাঝে একসঙ্গে কাব্য রচনা করেন কিন্তু দুই বন্ধু হলে দুজনেরই গ্রামের নাম, পিতার নাম ও পুত্রদের নাম এক হতে পারে না। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা প্রথমে শঙ্কর নামা কবিদের আলোচনা সেরে নিতে চাই। মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যে নিম্নলিখিত 'শংকর' কবিদের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

১. শংকর আচার্য—সত্যপীরের পাঁচালী, ফেসারার পালা (মল্লভূম)
২. শংকর আচার্য—বিষ্ণুপদতীর্থমালা বা গঙ্গামঙ্গল পাঁচালী (মল্লভূম)
৩. শংকর ব্রহ্মচারী—গঙ্গা বন্দনার একটি পদ (বিশ্ব)

৪. দ্বিজ শংকর—সত্যনারায়ণ পাঁচালী (গোঠপাড়া)
৫. শংকর—পঞ্চানন্দমঙ্গল
৬. দ্বিজ শংকর—সংস্কৃত ভাষায় 'গৌরলীলামৃত'
৭. শংকর মিশ্র—গীত গোবিন্দের টীকা 'রসমঞ্জরী'
৮. শংকর—পাষণ্ডমর্দন (সা. প. পত্রিকা ১৩২৩)
৯. শংকর—ষষ্ঠীমঙ্গল (রাণীর বাজার)
১০. দ্বিজ শংকর—রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ধামালী পদ
১১. শংকর ভট্ট—নিমাই সন্ন্যাস
১২ শংকর ভট্ট—গণিতের আর্যা
১৩. শংকর—গৌরাঙ্গ পদাবলী
১৪. শংকর দাস—বৈষ্ণব পদ
১৫. শংকরাচার্য—রাধিকাষ্টক ও গোপালাষ্টক (মোক্ষদা-সংগ্রহ)
১৬ শংকর—শ্রীগুণমালা (কুচবিহার সাহিত্যসভা)
১৭. পাগল শংকর বা শংকর দাস—দোললীলা (ক. বি. ২৭৫৮), দোল পালিকা (হেমেন্দ্র পালিত সংগ্রহ), দোল আরোহন, নারদ সংবাদ (মোক্ষদা সংগ্রহ) ও যমসংহিতা (এশিয়াটিক সোসাইটি)
১৮. শংকর রায়—প্রকৃত নাম দ্বিজসুন্দর রায়। বৈদ্যনাথ মঙ্গলের দুটি পুঁথিতে শংকর ভণিতা আছে। (সা. প. পত্রিকা ১৩৫৭)
১৯. শংকর দেব—প্রকৃত নাম রামশংকর দেব। অভয়ামঙ্গলে শংকর ভণিতাও আছে।
২০ শংকর বিশ্বাস—প্রকৃত নাম ভবানীশংকর দাস। মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী রচনা করেন। গ্রন্থটি স্থানীয় সমাজে শংকর বিশ্বাসের জাগরণ নামে পরিচিত।
২১. শংকর—ঘনরাম চক্রবর্তীর পিতৃব্য। ঘনরাম তাঁকে 'কবিবর' বলছেন।
২২. শংকর—ক্ষেপুতের কবি কৃষ্ণকিংকর দুজন শংকরের কথা বলেছেন, একজন তাঁর পূর্বপুরুষ, অপরজন তাঁর পুত্র।
২৩. কায়স্থ শংকর—ভাগবত (কুচবিহার সাহিত্য সভা)
২৪. দ্বিজ শংকর—সাবিত্রী পালা। একটি মাত্র পুঁথি শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সংগ্রহে আছে। পুঁথিটি বাঙালী কবির লেখা বলে মনে হয় না কারণ তার ভাষা ভঙ্গীতে ওড়িয়া শব্দ আছে শ্রীভুপতি দত্ত মনে করেন 'ষষ্ঠীমঙ্গল'-এর দ্বিজ শংকরই 'সাবিত্রী পালা' রচনা করেন। এ সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না কারণ মেদিনীপুর অঞ্চলে

ওড়িয়া ভাষার প্রভাব খুব বেশি। তবে ইনি যে শংকর কবিচন্দ্র নন তা নিশ্চিত। আমরা তাঁর বাংলা সাবিত্রী পালার একাধিক পুঁথি দেখেছি। বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা ও আসামেও 'শংকর' কবির সন্ধান মেলে। ওড়িয়া কবি শংকর দাস এবং অসমিয়া কবি শংকর কন্দলী ও শংকর দেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

এঁরা প্রায় সকলেই অষ্টাদশ শতকের স্বল্পখ্যাত কবি। সুখের বিষয় এই যে, এঁদের মধ্যে মাত্র তিন চারজন ছাড়া আর কারো সঙ্গেই শংকর কবিচন্দ্রের মিশে যাওয়ার আশংকা নেই। এঁরা হচ্ছেন শীতলামঙ্গল-রচয়িতা শংকর দে, লক্ষ্মীর পাঁচালী-রচয়িতা বা গায়ক শংকর কিঙ্কর, গুরুদক্ষিণা-রচয়িতা শংকর ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ-রচয়িতা রামশংকর। এঁরা ছাড়া আরো যে সব শংকর নামা কবি আছেন অপ্রয়োজনবোধে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না। 'গৌরীমঙ্গলে'র কবি শংকরকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্রের কথা কবিচন্দ্র প্রসঙ্গে বলা যাবে। আপাতত শংকর প্রসঙ্গে আসা যাক।

পন্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন, শংকর কবিচন্দ্রের প্রথম রচনা একটি সংক্ষিপ্ত শীতলামঙ্গল। এই পুঁথিটি তিনি চুয়াডাঙ্গার পাঁচালী-গায়কদের কাছ থেকে পান। পুঁথিটিতে কয়েকটি শংকর ভণিতা দেখে তিনি ধারণা করেন, এটি নিশ্চয় শংকর কাবচন্দ্রের বাল্যকালের রচনা, তখনো তিনি কবিচন্দ্র উপাধি পাননি বলেই শুধু শংকর নামে লিখেছেন। পুঁথিটি পানুয়ার রামকৃষ্ণ পাঠাগার থেকে ছাপাও হয়। এবং পরবর্তীকালে বিনা দ্বিধায় এটিকে শংকর কবিচন্দ্রের 'শীতলামঙ্গল' বলে সাহিত্যালোচকরা মেনে নিয়েছেন। আমরা মুদ্রিত পুঁথিখানি পরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে এটিকে শংকর কাবচন্দ্রের রচনা গ্রহণ করতে বাধে। এটি কলাইকুণ্ডার কবি শংকর দে রচিত শীতলামঙ্গলের একটি পালামাত্র। বাংলা ১১৪৪ সালে শংকর দে শীতলামঙ্গল লিখেছিলেন। তাঁর ভণিতায় অধিকাংশ স্থলে একটি বিশেষ ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়:

"কাতর শংকর বলে ঝড় বৃষ্টি মহীতলে শীতলা সদয় সেই দিনে।"
কিংবা, "মনে না করিহ ভয় কাতর শংকর কয় শীতলা করিব পরিত্রাণ।"
মুদ্রিত শীতলামঙ্গলেও কবির 'কাতর শংকর' বলার প্রবণতা বেশি।

"কাতর শংকর কয় শীতলার মায়া" (পৃঃ ৭)
"কাতর শংকর ভাষে" (পৃঃ ১৫)
"কাতর শংকর ইহা ভণে" (পৃঃ ১৯) ইত্যাদি।

শংকর কবিচন্দ্র কোথাও নিজেকে 'কাতর শংকর' বলে বর্ণনা করেছেন বলে

আমাদের চোখে পড়েনি। সুতরাং এই দুই শংকরকে আমরা স্বতন্ত্র কবি বলেই মনে করি।

এবার আসা যাক শংকর কিঙ্কর প্রসঙ্গে। মাখনবাবু কিঙ্কর-রচিত 'লক্ষ্মীর পাঁচালী'কে শংকর কবিচন্দ্রের বাল্যরচনা বলেই মনে করেন। কিন্তু আসলে এই পাঁচালীটির রচয়িতার নাম শংকর নয় কিঙ্কর। ক্ষেপুতের কবি কৃষ্ণকিঙ্করের সঙ্গেও এঁকে বোধহয় এক করে দেখা যায় না। কারণ ইনি নিজেকে কোথাও কৃষ্ণকিঙ্কর বলেননি। ইনি ভণিতায় শুধু বলেছেন ঃ

"রচিল কিঙ্কর গীত গাইল শংকর।"

কিংবা, "রচিল কিঙ্কর গীত লিখিল শংকর।"

এতে মনে হয় কবি কিঙ্করের গায়ক ও লেখক ছিলেন শংকর। এই কবির সঙ্গে শংকর কবিচন্দ্রকে মিলিয়ে দেওয়া সঙ্গত নয়।

'গুরুদক্ষিণা'র কবি শংকর ব্রাহ্মণকেও মাখনবাবু শংকর কবিচন্দ্র মনে করেছেন এবং তাঁর ভ্রান্তির কারণও আছে। মল্লভূমে গুরুদক্ষিণার পুঁথি প্রচুর পাওয়া যায়। এই পুঁথিটি কবিচন্দ্রের যে কোন ভাগবতীয় পালার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু শংকর ব্রাহ্মণ পরিষ্কারভাবে ভণিতায় জানিয়েছেন —তাঁর নিবাস কুলচণ্ডায়, সুতরাং পানুয়াবাসী শংকরের সঙ্গে তাঁকে এক করে ফেলা উচিত নয়। শংকর ব্রাহ্মণ আর কোন পালা রচনা করেছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর 'গুরুদক্ষিণা'টি শংকর কবিচন্দ্রের নামে 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দ মঙ্গলে' ছাপা হয়ে গেছে।

চতুর্থজন রামশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। শংকর কবিচন্দ্রের মতো রামশংকরও অধ্যাত্ম রামায়ণ লিখেছেন বলে কেউ কেউ দুটি রামায়ণের পুঁথিকে এক করে দেখেছেন। রামশংকরকে কেউ কেউ সাগরদিয়ার ভবানীশংকরের সঙ্গেও মিশিয়ে ফেলেছেন। যাই হোক ভণিতায় রামশংকর লিখেছেন "বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশংকর গায়।" তাই তাঁকে নিয়ে গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কবি নিজেই ভ্রান্তি অপনোদন করে দিয়েছেন "সেই পথে শ্রীরামশংকর দ্বিজ গান" এই বলে। রামশংকরের রামায়ণ শুরু হয়েছে হরগৌরীর কথাবার্তায়, কবিচন্দ্র শুরু করেছেন বাল্মীকি প্রসঙ্গ থেকে, সুতরাং কিছুটা নাম সাদৃশ্য থাকলেও দুজনকে চিনে নেওয়া মোটেই দুষ্কর নয়।

'কবিচন্দ্র' উপাধিটি মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের খুব প্রিয়, উড়িয়া কবিদের প্রবণতা ছিল কবিসূর্য উপাধি গ্রহণে। মধ্যযুগে প্রায়ই কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারেরা কবিদের একটি করে উপাধিতে ভূষিত করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে উপাধি শূন্যগর্ভ হত না, বসন-ভূষণ-ভূমিসহযোগে পরম

কামনার ধন হয়ে উঠত। কবিরা কখনো কখনো নিজে নিজেই উপাধি বা ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। তাই কবীন্দ্র, কবিরাজ, কবিবল্লভ, কবিরঞ্জন, কবিকঙ্কণ, কবিরত্ন, কবিভূষণ বা কবিচন্দ্রের কোনদিন অভাব ঘটেনি বাংলাদেশে। এঁরা সকলেই যে কবি তা নয় তবু 'নল রাজার ছদ্মবেশী' দেবতাদের মতো সাহিত্য-সভায় জাঁকিয়ে বসে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাতে এঁরা কেউ কম যাননি। এঁদের মধ্যে বলা বাহুল্য, কবিচন্দ্র উপাধিটির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। 'কবিচন্দ্র'দের মোটা-মুটি একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১. কবিচন্দ্র—পদ্যাবলী (সংস্কৃত শ্লোক)
২ যদুনাথ কবিচন্দ্র—নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত
৩ রামদাস কবিচন্দ্র—চৈতন্য শাখাভুক্ত
৪ বনমালী কবিচন্দ্র—অদ্বৈত শাখাভুক্ত
৫. কবিচন্দ্র ভট্ট—চৈতন্য শাখাভুক্ত
৬. কবিচন্দ্র ঠাকুর—গদাধর প্রভুর পরিবার
৭. চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্র অথবা 'পণ্ডিত শেখর', এঁর লেখা সুন্দরকাণ্ড বলে কেদারনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে (মেদিনীপুর) সংযুক্ত হয়েছে।
৮. শংকরকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্র—গৌরীমঙ্গল বা চণ্ডীর চরিত (বিশ্বভারতী)
৯. কবিচন্দ্র মিশ্র—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও 'বাছ'লি' রচয়িতা
১০. কবিচন্দ্র মিশ্র—একাদশীর পাঁচালী বা নারদীয় পুরাণ রচয়িতা
১১. মুকুন্দ কবিচন্দ্র—বাশুলীমঙ্গলের কবি
১২. অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র—গঙ্গা বন্দনা
১৩. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র—শিবায়ন রচয়িতা
১৪. কবিচন্দ্র চক্রবর্তী—ঘটক চক্রবর্তীসুত কবীন্দ্র চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলে এঁর নাম আছে। হয়তো কবীন্দ্র ও কবিচন্দ্র একই ব্যক্তি এবং তাঁর নাম মধুসূদন।
১৫. নিধি কবিচন্দ্র—কালিকামঙ্গলের ভণিতায় এঁর নাম পাওয়া যায়। অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১১৭৯ সালের এডুকেশন গেজেটে কবিচন্দ্রের কালিক-মঙ্গল প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।
১৬. নিধিরাম কবিচন্দ্র—ধর্মমঙ্গলের কবি, নিধি ও নিধিরাম একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় নি।
১৭ দ্বিজ কবিচন্দ্র শাজাদা রায়ের বংশধর, 'জগতী মঙ্গল'-এর কবি
১৮. রামজীবন বিদ্যাভূষণ কবিচন্দ্র—মনসামঙ্গল রচয়িতা

১৯. কবিচন্দ্র কৃষ্ণরাম—কমলামঙ্গল (এই উপাধিটি লিপিপ্রমাদও হতে পারে)

২০. কবিচন্দ্র—চোর পঞ্চাশিকার কবি

২১. কবিচন্দ্র দাস—রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, কৃষ্ণকালী, মন্ত্রাচাষ

২২. কবিচন্দ্র—বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত ভাগবতের অন্যতম কবি।

২৩. কবিচন্দ্র দাস—'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা বা গায়ক

২৪. মাণিক কবিচন্দ্র—দণ্ডীপর্ব

২৫. দ্বিজ গঙ্গাধর কবিচন্দ্র—'জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা'র কবি

২৬. বৈদ্য কবিচন্দ্র—গীত-গোবিন্দের অনুবাদক কুচবিহারের কবি

২৭. প্রাণদাস কবিচন্দ্র—গোপিকার বস্ত্রহরণ

২৮. শংকর কবিচন্দ্র—মল্লরাজ সভাকবি ও পূর্বোক্ত পাঁচটি কাব্যরচয়িতা।
এঁরা ছাড়াও আরো কবিচন্দ্রের নাম বিরল নয়। যথা—

২৯. কবিচন্দ্র পণ্ডিত—যশোরের বারুইখালি নিবাসী মৌখিক কবিতার স্রষ্টা

৩০. কবিচন্দ্র—শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দের বাল্যশিক্ষক

৩১. কবিচন্দ্র—রূপনামের গুরুর পিতার নাম

৩২. গোবিন্দ কবিচন্দ্র—দ্বিজ রামদেবের পিতার নাম ইত্যাদি।

কলিকালের ছড়া এবং বারোমাস্যা রচয়িতা কবিচন্দ্র একজন না দুজন তা জানা যায় না। সুতরাং এতগুলি কবিচন্দ্র নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডিদাস সমস্যা বা সঞ্জয় সমস্যার মতো কবিচন্দ্র ও এক সমস্যা। অবশ্য শংকর কবিচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় বলে তাকে চিনে নিতে আমাদের খুব অসুবিধে হয় না। অন্যান্য কবিচন্দ্ররা তাঁর মতো জনপ্রিয় ও শক্তিধর কবি ছিলেন না। চৈতন্য পরিকর পাঁচ ছজন কবিচন্দ্র ছিলেন সাধক। মাখনবাবু এবং ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদের সঙ্গে শংকর কবিচন্দ্রকে এক করে দেখেছিলেন। আবার মুকুন্দরামের দাদার সঙ্গে তাঁকে এক করে ফেলা হয়েছিল দাতাকর্ণ পালার বিচারের সময়। অনেকেই দাতাকর্ণের কবি হিসেবে নাম করেছেন অযোধ্যারাম কিংবা নিধিরামের অথচ সেটি আমাদের শংকর কবিচন্দ্রের রচনা। শংকর কবিচন্দ্র-ভণিতায় দাতাকর্ণ পালার প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়।

মাখনবাবু আর একজন কবিকেও কবি শংকরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি হলেন কবিচন্দ্র দাস। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, মন্ত্রাচাষ, কৃষ্ণাকলী এই কবিচন্দ্র

দাসের রচনা। আমাদের শংকর নিজেকে দ্বিজ ছাড়া কোথাও দাস বলে পরিচয় দেননি, অথচ ঐ পালাগুলি স্থান পেয়েছে শংকর কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে'। যেমন কবিচন্দ্র মিশ্রের 'একাদশী পাঁচালী'র পুঁথিতে আমরা শংকর কবিচন্দ্রের ভণিতাও পেয়েছি।

কবিচন্দ্রের রচনা—শংকর কবিচন্দ্রের প্রধান রচনাগুলির দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আমরা তাঁর সমস্ত রচনার সন্ধান এখনো পাইনি, কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা তাই বা কে জানে? মধ্যযুগে তাঁর মতো বিপুল সংখ্যক কাব্য এবং পালা আর কোন কবি রচনা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। তাঁর একার দানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছে। অবশ্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। কিন্তু শংকর কবিচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ভক্তিধারার সর্বশেষ কবি। একাধিক মঙ্গলকাব্য রচয়িতারূপে সপ্তদশ শতকের কৃষ্ণরামের নাম শোনা যায় বটে, কিন্তু তাঁর সকল কাব্যই তেমন বৃহৎ নয়। সেদিক দিয়ে শংকর কবিচন্দ্র তিনখানি প্রধান গ্রন্থের অনুবাদক। কবিচন্দ্র ঠিক কতগুলি পালা রচনা করেছিলেন আমরা জানি না, তবে একখানি 'হরিশ্চন্দ্র পালা'র পুঁথিতে দেখা যায়ঃ

তিন শয় ষাটি পালা আনন্দিত মনে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী করিল রচনে॥ (শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত পুঁথি)

'পালা' কথাটি সন্দেহজনক। আমরা যে পাঁচটি বড় গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি সেগুলো কি প্রথমে পালা-আকারেই লেখা হয়েছিল, না সেগুলো ছাড়াও পালার সংখ্যা তিনশ ষাট? আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যে সম্পূর্ণ পুঁথি পেয়েছি, তাতে দেখা যাবে, সেগুলি মোটেই পালার আকারে লেখা নয়, কাণ্ড এবং পর্ব ভাগ করে লেখা। অবশ্য তাদের কোন কোন অংশের স্বতন্ত্র পুঁথিও পাওয়া যায়, যেমন শিবরামের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ভরতের দেশাগমন, কুন্তীর বাণভিক্ষা, সাবিত্রী আখ্যান ইত্যাদি এখন যে রচনাগুলি শংকর কবিচন্দ্রের দাবি করা হয়, আমরা সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিচ্ছি।

১. **শিবমঙ্গল**—বীরসিংহ রাজার আমলে লেখা শংকর কবিচন্দ্রের সর্বপ্রথম রচনা। এটিই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম শিবমঙ্গল কাব্য। কবি লৌকিক শিবকথাকে একত্রে গ্রথিত করে মঙ্গলকাব্যের রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে শিবকে পাওয়া গেছে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে, বিদ্যাপতির মহেশবাণী ও নাচাড়ি শিবপদে।

কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের অখণ্ড পুঁথি পাওয়া যায়নি। তবে খণ্ডিত কয়েকটি পালা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আছে। যেমন, মচ্ছধরা পালা (সম্পূর্ণ, ব. সা.

-প ৪১২) হরগৌরী সংবাদ (খণ্ডিত, ক বি. ২২৮৬)। গৌরীমঙ্গল (খণ্ডিত, বিশ্বভারতী ২০২), মহামায়ার শংখপরা (খণ্ডিত, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম বিষয় সংখ্যা ৫৬৭, ক্রমিক সংখ্যা ৩) ও মালঞ্চপালা (খণ্ডিত, মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত)। মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলীর আরাণ্ডি গ্রামনিবাসী পরাণচন্দ্র মালের কাছে একটি অখণ্ডিত পুঁথি দেখেছিলেন। কিন্তু পুঁথিটি তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি বলে এই পালাগুলির অনুলিপি করে এনেছিলেন —মালঞ্চ পালা, কুরল উদ্ধার, চাষপালা, কার্তিকজন্ম, মচ্ছধরা, শংখপরা প্রভৃতি। তাই মনে হয় কবি বেশ বড় আকারেই শিবমঙ্গল রচনা করেছিলেন। সমগ্র কাব্যটি পাওয়া গেলে কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হত।

২. অনাদিমঙ্গল—আমাদের মতে কবিচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ অনাদিমঙ্গল। কবি নিজেও এই গ্রন্থে তাঁর শিবমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে ধর্ম ও শিব অভিন্ন। কাজেই লাউসেন কাহিনী প্রাধান্যলাভ করলেও এ কাব্য শিবমঙ্গল থেকে খুব দূরবর্তী নয়। শিবমঙ্গলেরও মতো অনাদিমঙ্গলেরও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত পুঁথিগুলি হল—জাগরণ ও পশ্চিমোদয় (ব. সা. প. ২২৪৬) আদ্য ঢেকুর, ইছাইবধ ও নয়নীপালা তিনটি স্বতন্ত্র পুঁথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত এবং নয়নীপালার কয়েকটি পত্র (মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত)। এই খণ্ডিত পুঁথিগুলি থেকে বোঝা যায়, কবিচন্দ্র বেশ বড় আকারেই 'অনাদিমঙ্গল' লিখেছিলেন। লাউসেন-কাহিনীতে নূতনত্ব না থাকলেও দুটি অজানা বিষয় এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। একটি হল গৌড়েশ্বরের নাম, আর একটি নয়নী-ধুসদত্তের অভিনব কাহিনী।

বিষ্ণুপুরী রামায়ণ—কবিচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ। অনাদিমঙ্গলের মতো এটিও রাজা রঘুনাথের সমসাময়িক কালে রচিত। বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত এই রামায়ণখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই রামায়ণটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের সমাপ্তি। গ্রন্থটি কয়েক বছর আগে মুদ্রিত হয়েছে।

৪ ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল—পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ভাগবতের সম্পূর্ণ পুঁথি না পেয়ে বিভিন্ন পালার পুঁথি ভাগবতের স্কন্ধানুসারে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণকথার রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তিনি যেমন মূল রচনার মার্জনা করেছেন, তেমনি অন্যান্য কবির রচনাংশও ভাগবতামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে। তবুও কবিচন্দ্রের কাব্যপ্রকাশে মাখনবাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

কবিচন্দ্রের ভাগবতীয় পালাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রহ্লাদ (বা প্রসাদ) চরিত্র, ধ্রুবচরিত্র, জড়ভরত, কলঙ্কভঞ্জন, নন্দবিদায় প্রভৃতি পালার প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়। মুদ্রিত ভাগবতটিই যদি কবির গ্রন্থের প্রকৃত রূপ হয়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে, তিনি সম্পূর্ণ ভাগবত অনুবাদ না করে নির্বাচিত অংশসমূহের অনুবাদ করেন এবং রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা রচনার সময় অনুসরণ করেন বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীকে। যতদিন না ভাগবতামৃতের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিতর্কের শেষ হবে না। মাখনবাবুও যে সব পালা সংগ্রহ করতে পারেন নি; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাগবতামৃতে স্থান পায়নি, এমন কয়েকটি পালার সন্ধান আমরা পেয়েছি। যেমন, গজেন্দ্রমোক্ষণ, নরকবর্ণন, মহাব্রতের পালা ও গোপিকা-মোহন।

কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই। কেউ কেউ মনে করেন; দুর্জনসিংহের রাজত্বকালে মদনমোহন মন্দির স্থাপনের সময় এ কাব্য লেখা হয়। আবার কারো কারো মতে কবিচন্দ্র মদনমোহন বন্দনা লেখেন মদনমোহনের রথ নির্মাণের সময়। আমাদের অনুমান, কবিচন্দ্রের ভাগবত তাঁর রামায়ণ ও মহাভারত রচনার মধ্যবর্তী সময়ে গোপালসিংহের রাজ্যকালেই লেখা। কৃষ্ণলীলার বর্ণনার কবির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখেই গোপালসিংহ তাঁকে সভাকবির মর্যাদা দিয়ে মহাভারত রচনার আদেশ দেন।

৫. **মহাভারত**—শংকর কবিচন্দ্রের সর্বশেষ রচনা। মল্লরাজ গোপাল-সিংহের আদেশে কবিচন্দ্র মহাভারতের মতো বিশাল গ্রন্থের দুরূহ অনুবাদের কাজে হাত দেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পূর্বসূরিদের মতো তাঁর মহাভারতও হয়তো অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তিনি সংস্কৃত মহা-ভারতের সারানুবাদ করেন। গ্রন্থ শেষ করার আগ্রহে তিনি বহু জনপ্রিয় আখ্যান বর্জন করেছেন, এমন কি বাংলা দেশে মহাভারত অনুবাদের প্রচলিত ধারা ত্যাগ করে অশ্বমেধ পর্বে অনুসরণ করেছেন ব্যাসদেবকে—জৈমিনিকে নয়। সম্ভবত তিনিই মধ্যযুগের একমাত্র কবি যিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদে জৈমিনিকে স্মরণ করেননি।

অন্যান্য রচনা—উপরিউক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ ছাড়াও কবিচন্দ্র কয়েকটি ক্ষুদ্র আখ্যান বা পালা রচনা করেন, যেমন—'কপিলামঙ্গল'; 'জীবিতবাহন উপাখ্যান'; 'মশার কবিতা', 'কাপাসের পালা', 'মদনমোহন বন্দনা'; 'রাজবল্লবীর বন্দনা', ইত্যাদি।

মহাভারত সমীক্ষা

'রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র।...স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।" মহাভারতের গুরুত্ব নির্ধারণের সময়ে আমাদের সর্বদা বিশ্বকবির এই উক্তিটিকে মনে রাখতে হবে। সুপ্রাচীনকাল থেকে মহাভারত সমগ্র ভারতবাসীর জীবনে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। ভারতবর্ষের অমৃত আত্মা, জাতীয় জীবনের সমগ্র সত্তা মহাভারত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার এখনও যেন চিরন্তনের স্মারকরূপে বিরাজ করছে, বহন করছে শাশ্বতকালের চিরনতুন বাণী! মহাভারতকে শুধু মহাকাব্য-ধর্মগ্রন্থ-পুরাণ ইতিহাস বলে অভিহিত করা যাবে না, তাতে এর পরিচয়ও বুঝি পাওয়া যাবে না স্বয়ং মহাকবি বলেছেন, 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ'—এতে যা আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, কিন্তু এতে যা নেই তা' আর কোথাও নেই। এ গ্রন্থ একই সঙ্গে

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষ শাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিত বুদ্ধিনা॥ (আদি ৫৭।২৩)

মহাভারত জনসাধারণের জন্য রচিত প্রথম গ্রন্থ। লোকের মঙ্গলের জন্য দয়া-পরবশ হয়ে মহাকবি রচনা করলেন বেদান্ততুল্য একখানি গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ হল মহাভারত ঃ

লোকানাঞ্চ হিতার্থায় কারুণ্যান্মুনিসত্তমঃ।
অত্রোপনষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
বিস্বাদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমৈঃ॥ (আদি ১/২১৫)

সুবিপুল গ্রন্থ রচনার পরে চতুর্বেদ ও মহাভারতকে তুলাদণ্ডে স্থাপন করে দেবতারা দেখেছিলেন উপনিষৎ-সহ চতুর্বেদের তুলনায় এই গ্রন্থ মহত্বে ও ভারবত্তায় অধিক তাই এর নাম দিলেন মহাভারত ঃ

চত্বার একতো বেদা ভারতঞ্চৈকমেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যাধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোঽধিকম্।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্তাচ্চ মহাভারত মুচ্যতে।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (আদি ১।২৩৩-২৩৫)

লক্ষ শ্লোক সমন্বিত এই মহান গ্রন্থটি ইতিহাসরূপেও সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। মহাকবি স্বয়ং একে 'ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' এই অভিধায় ভূষিত করেছেন ঃ

ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যঞ্চামৃতমেব চ।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা॥
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে॥ (আদি ১।২২৬-২২৭)

এই গ্রন্থ পাঠ করলে সত্য ও অমৃত দুই-ই লাভ করা যায়। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র এবং চতুষ্পদের মধ্যে গাভী যেমন শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত তাদৃশ উৎকৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। 'অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই।' এই মহাভারতের একদিকে জনশ্রুতিমূলক কিংবদন্তী, অপরদিকে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সমন্বিত ভগবদ্‌গীতা। 'আতস কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরম তত্ত্ব।...ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা।' রামেন্দ্রসুন্দর মহাভারতের তুলনা করেছেন উত্তুঙ্গ অভ্রংলিহ হিমালয়ের সঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'মহাভারত একাধারে কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া।' ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য সমালোচক ভিনটারনিৎস্ মহাভারতকে বলেছেন 'Whole literature.' বাস্তবিকই এই বিশাল গ্রন্থখানিকে বোধহয় কোন নামেই অভিহিত করা যায় না। এ গ্রন্থে ভারতবর্ষের আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে, প্রতিবিম্বিত হয়েছে ভারতীয় জনজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রাত্যহিক ছবি। হারমান ওল্ডেনবার্গের (Hermann Oldenberg) কথায়, 'in the Mahabharata breathe the united soul of India and the individual souls of her people.' সি. ভি. বৈদ্য মনে করেন মহাভারত একাধারে ভারতবর্ষের জাতীয় কাব্য। রাজাদের বংশবিবরণী এবং পৌরাণিক গল্পমণিঘর, 'the Mahabharata was and still is, the national poem of India as the Illiad was of Greece. It is the store house of Indian genealogy mythology and antiquity'. এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি মহাভারতের অনুবাদ সম্পর্কিত আলোচনা করবার সময় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন, 'একটা দেশের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের অযুত তরঙ্গলীলা যদি কোন একখানি কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে তবে তাহা নিঃসন্দেহে মহাভারত।' তাই, ভারতবাসীর জীবনে মহাভারতচর্চার মূল্য অপরিসীম।

মহাভারতে কৌরব বংশীয় দুই জ্ঞাতি শত্রু পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্ট্রদের মর্মান্তিক সংগ্রামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই পারিবারিক বিরোধের পশ্চাতে যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত মহাভারত ও মহাভারতে বর্ণিত নানা চরিত্র ও ঘটনাবলীর উল্লেখেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয় এবং আদিতে এর কি রূপ ছিল আজও তা নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। এই যুদ্ধ কি শুধু একটি গৃহ-যুদ্ধ ছিল, না মহাযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল, যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কারা? পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্ররা, না পাঞ্চাল ও কৌরবেরা এ নিয়েও সংশয়ের শেষ নেই। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতকে এই 'ভারতযুদ্ধ' বা মহাভারতের বিখ্যাত ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলে নানা মতভেদ আছে। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, If the so-called Bharata war was originally a small family feud or tribal struggle gradually magnified by poets and minstrels over the centuries, it is obviously not possible to determine its date'. তবুও এই চেষ্টায় বিরতি নেই। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতের মধ্যে এই সময়ের তারতম্য খুব বেশ। আর্যভট্টের মত বিচার করলে মনে হয়, ৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়। হরিদাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ যুধিষ্ঠিরাব্দ ধরে বিচার করে মনে করেন ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বে ভারতযুদ্ধ হয়েছিল। বৃদ্ধ গর্গ, বরাহমিহির প্রমুখ জ্যোতির্বিদের মতে যুদ্ধ হয় ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বে। ভারতে প্রচলিত ধারণা হল ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বে কলিযুগ আরম্ভ হয় এবং কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বাপরযুগের অন্তভাগে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অবতার ছিলেন। যাই হোক, এই মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ বা ৩২০০ মহাভারত যুদ্ধের সময়। এসময় বেদও সংকলিত হয়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গ্রহগণের অবস্থান থেকে ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করে দেখিয়েছেন 'মহাভারত' গ্রন্থেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে সময় বলা হয়েছে তা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের। পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন এই গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থেকে নিশ্চিত যুদ্ধ সময়

আবিষ্কার করা অসম্ভব। কারণ, উদ্যোগ পর্বে যুদ্ধের সাতদিন পূর্বে কৃষ্ণ বলেছেন, যুদ্ধ আরম্ভ হবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায়, ভীষ্ম পর্বে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের পূর্বদিনে প্রভাহীন পূর্ণচন্দ্রের কথা বলেছেন। অন্য একস্থানে আছে, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ প্রতিপদে যুদ্ধারম্ভ এবং অগ্রহায়ণ শুক্ল তৃতীয়ায় যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। আবার 'ভারত সাবিত্রী'তে বলা হয়েছে, হেমন্তের প্রথম মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে যুদ্ধারম্ভ এবং সমাপ্ত হয় ১৮ দিন পরে এক অমাবস্যায়। এই ধরনের একাধিক তিথিনক্ষত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের 'যুদ্ধকাল' নির্ণয়ে গ্রহনক্ষত্রের গণনা কোন কাজে লাগে না। মনে হয় বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হওয়ায় যুদ্ধ সময়ে কোন নিশ্চিত নির্দেশ দিতে ভারত সংকলকেরাও সমর্থ হননি। বিভিন্ন পুরাণ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে :

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নদাভিষেচনম্
এতদবর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ (৪।২৪।৩২)

অর্থাৎ, মহাপদ্মের আবির্ভাবের ১০৫০ বৎসর পূর্বে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্যবধান ১১১৫ বৎসর। ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজান্ডার চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারত আক্রমণ করেন ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বে। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যলাভ করেন ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্বে। "অতএব ঐ ৩১৫ অংকের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫+১১১৫=১৪৩০ খ্রীঃপূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।" পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের মতে এই জ্ঞাতিবিবাদ হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতকের মধ্যে। হপকিনস, পারজিটার, এস. এন প্রধান, ম্যাকডোনেল, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ম্যান্ডালে, এন. কে. সিদ্ধান্ত প্রমুখ মহাভারত-বিশেষজ্ঞরা সকলেই মনে করেন ভারতযুদ্ধ এই সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ণয় করবার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তবে তাঁর সমীক্ষার ফলও একই অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ অব্দে সংঘটিত হয়। তিনি লিখেছেন,......"ভারতের সর্বজন-গৃহীত প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে, বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়, মহাভারতের যুদ্ধের কালে, মহাভারতের পাত্রপাত্রীদের সময়ে।" কারণ সত্যবতী-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বেদ সংগ্রথন করে 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হন। বাক্‌তত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের বিচার করেও ড. চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ঋগ্বেদের ভাষা ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বের। কারণ, তাঁর সহোদরা স্থানীয় অবেস্তার যে প্রাচীন পারসিক নিদর্শন মেলে তার বয়স ৫৫০

খ্রীষ্ট পূর্বের এবং বেদ ও অবেস্তার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা' তিন চার শত বৎসরের বেশি নয়। সুতরাং ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব বেদের সংকলন কাল। ভারত যুদ্ধও এই সময়েই ঘটেছিল। ইরাবতী কার্ভেও তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন মহাভারতীয় যুদ্ধের ক্রিয়াকলাপ-আচারবিচার সবই বৈদিক বিধানের অনুরূপ।

বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও শিলালিপিতে মহাভারতের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোল শিলালিপি থেকে জানা যায়, ভারতযুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু হয় (৫৫৬ শক-৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এই তারিখ প্রচলিত ভারতীয় ধারণাকেই অনুসরণ করেছে। আবার কলহণ এই সময় থেকে ৬৫০ বছর বিয়োগ করতে চান। বেদে মহাভারতের কোন উল্লেখ নেই তবে ঋগ্বেদে ভরতবংশীয়দের উল্লেখ পাওয়া যায়। একাধিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মহাভারতীয় চরিত্রের কথা আছে কিন্তু কুরুসমরের কথা নেই। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। রামায়ণেও জনমেজয়কে 'বিখ্যাত বীর' বলা হয়েছে। এই জনমেজয় পরীক্ষিৎ পুত্র। এবিষয়ে ড. রায়চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য. **'the Ayodhya-kanda (lxiv 42) alludes to king Janmejaya along with several famous kings of bygone times such as Sagara, Salbya, Dilipa, Nahusha and Dhundhumara. This Janmejaya must be identified with the famous son of Parikshit and not with any of the shadowy Janmejayas mentioned in some genealogical lists'.** যজুর্বেদের বহু স্থানে কুরু ও পাঞ্চালের কথা আছে; কিন্তু অন্য কোন ইংগিত নেই। অনেকের মতে কুরুক্ষেত্রে মহাসমর হয়েছিল কুরু ও পাঞ্চালদের মধ্যে। দুই যুযুধান জাতির আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধের পরে পাঞ্চালপক্ষীয় পাণ্ডবরা কুরু সিংহাসন লাভ করেন। ল্যাসেন, ওয়েবার, মণিয়ের উই লয়ামস্, স্বামী বিবেকানন্দ, এন. এন. ভট্টাচার্য কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের কথা বলেছেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি ছিলেন পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। তিনি কুরু সেনাপতি দ্রোণকে বধ করেন। অপর পাঞ্চাল রাজপুত্র শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মবধ করা হয়। ড. ভট্টাচার্য মনে করেন যুদ্ধ যদি ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হত তাহলে তা "কুরুপাণ্ডব" আখ্যা লাভ করত না, কারণ পাণ্ডবরাও 'কৌরব' ছিলেন। পাণ্ডবদের তিনি কৌরব ও মনে করেন না। তাঁর ধারণা পাণ্ডবরা সম্ভবতঃ কোন মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীসম্ভূত বীর ছিলেন—তাঁদের প্রধান পরিচয় তাঁরা 'কুন্তীপুত্র' এবং

তাঁদের আদি বংশজননী ছিলেন উর্বশী—স্বর্গে অর্জুন তাঁকেই আদি-বংশজননী বলেছেন, কোন পিতৃপুরুষের কথা বলেননি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রীতি এ নয়। এছাড়া পঞ্চভ্রাতার দ্রৌপদী বিবাহ কিংবা ভীম-হিড়িম্বা ও অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার বিবাহও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দিকেই অংগুলি নির্দেশ করে। ড. ভট্টাচার্যের যুক্তিগুলি অস্বীকার যায় না। মহাভারতেও বলা হয়েছে কুরুবংশ ধ্বংস করবার জন্যই দ্রুপদের যজ্ঞবেদী থেকে দ্রৌপদীর জন্ম হয়, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী কৌরব বংশের বধূ হলে তা কি সম্ভব হত? বিশেষত মনে রাখতে হবে, পাঞ্চালীর অবমাননাই মহাসমরের প্রধান কারণ। এইসব কারণে অনেকেই মনে করেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল কৌরব ও পাঞ্চালদের মধ্যে। এর বিরুদ্ধ মতও দুর্লভ নয়। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার জন্ম কিছুটা রহস্যাবৃত হলেও তাঁরা যে কৌরব ছিলেন একথা মূল মহাভারতেই আছে। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র হলেও তাঁরা কুরুবংশীয়, শাস্ত্রাদি বিচারে তাই হওয়া উচিত। তাঁদের মধ্যে ভীম ছাড়া আর কারুর ব্যবহারে অনার্যোচিত লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। সুতরাং তাঁরা কুরুবংশীয় ছিলেন না একথা বলা চলে না।

পালি জাতকেও (৪৯৫) বলা হয়েছে 'যুধিট্‌ঠিল ইন্দপত্তে' রাজত্ব করতেন এবং তিনি 'কোরব্ব' বংশীয় ছিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ভীম, নকুল, সহদেবকে কুরুবংশজাত বলা হয়েছে। 'ভারত যুদ্ধের' কথা কিংবা মহাভারতের কোন কোন পাত্রপাত্রীর কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। পাণিনি 'পাণ্ডু' বা 'পাণ্ডব' নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে 'মহাভারত' শব্দটি পাওয়া গেলেও তিনি কোন গ্রন্থ-অর্থে এ শব্দ প্রয়োগ করেননি, তবে অনেকেই মনে করেন পাণিনি 'পাণ্ডব কাহিনী' সম্বলিত কোন গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সাংখায়নের শ্রৌতসূত্রেও বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবরা বিনষ্ট হয়েছিলেন। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে সর্বপ্রথম মহাভারতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র থেকেই আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাই যে, 'মহাভারত' নামক মহাগ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ শতকেই একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল।

ভারতবংশীয় কুরুপাণ্ডব-মহাসমরের কতদিন পরে এই যুদ্ধকাহিনী লিখিত রূপ লাভ করল তা নিয়েও জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। ভারত যুদ্ধের সময় এবং প্রকৃতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে অনেক মতভেদ থাকলেও এই বিশাল গ্রন্থখানির ঐতিহাসিকতা এবং প্রাবীণ্য সম্পর্কে কারও মনে কোন সংশয় নেই। আমরা পূর্বে দেখেছি ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রাদি গ্রন্থে, খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম-৪র্থ শতক থেকেই পাণ্ডুকাহিনী বা ভারতকাহিনীর কথা রয়েছে, অশ্বলায়ন

'ভারত' এবং 'মহাভারত' দুইয়েরই সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মহাভারতের রচনাকাল নির্ধারণ করা রীতিমত দুরূহ। ভিন্টারনিৎস্ মনে করেন "one date of the Mahabharata does not exist at all." তিনি আরো বলেছেন মহাভারতের রচনাকাল সুদীর্ঘ ৮০০ শত বৎসরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। ফ্র্যাঞ্জ বপ ১৮২৯-এই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বের আগে মহাভারত গ্রন্থের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নতুন সংযোজনের সন্ধান মেলে না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, মহাভারত ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বের আগে ছিল না এবং ৪০০ খ্রীষ্টাব্দেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। হপকিন্সও বিভিন্ন গ্রন্থ বিচার করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, '...Bharata (Kuru) lays, perhaps combined into one, but with no evidence of an epic before 400 B. C.' তিনি লক্ষ্য করেছেন ৪০০ থেকে ২০০ খ্রীষ্টপূর্বে কৃষ্ণ ছিলেন অর্ধ ঈশ্বর বা demigod কিন্তু পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে (all-god) পরিণত হন। মহাভারতে এই পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আরো পরবর্তীকালে নীতি-উপদেশ অংশগুলি মহাভারতে সংযোজিত হয় 'the last-books added with the introduction to the first book, the swollen Anucasana seperated from Cauti and recognized as a seperate books 200 to 400 A. D.'

ওয়েবার মহাভারতকে এত প্রাচীন মনে করেন না, কারণ মেগাস্থিনিসের বিবরণে মহাভারতের কথা নেই। তিনি আরো মনে করেন Rhetor Dion Chrysostom প্রথম মহাভারতের উল্লেখ করেন, অতএব মহাভারত ১ম খ্রীষ্টাব্দের বস্তু এবং এ গ্রন্থ লিখিত হয় মেগাস্থিনিস এবং Chrysostom-এর মধ্যবর্তী সময়ে। কিন্তু এ তথ্য গ্রহণ করা যায় না। ওয়েবার ভারতীয় গ্রন্থাদির প্রমাণ স্বীকার করেন'ন অথচ মেগাস্থিনিসের বিবরণকে প্রামাণ্য বলেছেন। এই বিবরণও সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। সি. ভি বৈদ্য ওয়েবারের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে স্পষ্টই বলেছেন, '...It cannot, therefore be believed with Weber that the origin of the Mahabharata is to be placed between 300 B. C. and 50 A. D. this is a very short period indeed for its birth as well as for its growth to such an enormous volume.'

মহাভারতের বিশাল আয়তনই প্রমাণ করে যে, মহাভারতে দীর্ঘদিন ধরে সংকলন ও সংযোজনের কাজ চলেছে। এই সময় সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর হওয়াও

বিচিত্র নয়। ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বে যদি ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আরো ১০০০ বৎসর সময় লেগেছে সেই কাহিনীর মহাকাব্য হয়ে উঠতে। বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন স্তর গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞগণ নানাভাবে এই স্তরগুলিও নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই মনে করেন মহাভারতের পূর্বে এর নাম ছিল 'ভারত'। হয়ত তারও পূর্বে এ গ্রন্থের নাম ছিল 'জয়'। প্রথম স্তরে 'জয়' অর্থাৎ পাণ্ডবদের বিজয়গাথাই ছিল মূল বস্তু। সে সময় এ কাহিনী ছিল চারণ বা লোকগাথার মতো। পরে, কবিত্বশক্তির অধিকারী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বীর্যগাথাগুলি সংকলিত করে একটি কাব্যরূপ দান করেন। তার নাম হয় 'ভারত।' আরো পরে, সংযোজন ও সংকলনের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই গুরুভার গ্রন্থখানি 'মহাভারত' আখ্যায় অভিহিত হয়। মূল কাহিনী পাণ্ডবদের অনুকূলে ছিল না, প্রতিকূলে ছিল সে সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের বিশেষ দ্বিধা নেই। হোলৎস্‌মান ডালমান, বার্থ বুহলার, জ্যাকবি প্রমুখ সমালোচকের মতে প্রথমে কৌরব কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু পরে পাণ্ডবদের জয়গাথারূপে মহাভারত রূপান্তরিত হয়। মহাভারত যুদ্ধের বক্তা সূত সঞ্জয়। যিনি ছিলেন কৌরবপক্ষীয়। সুতরাং তাঁর বিবরণে কৌরবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। ভারতযুদ্ধেও কৌরবরাই প্রাধান্য লাভ করে—তাঁদের সেনাপতিদের নামেই পর্বগুলি বিভক্ত হয়। যুদ্ধের সময়েও দেখা যায় সমস্ত কৌরব বীরকে বধ করবার জন্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধনীতি লংঘন করছেন। পাণ্ডবপক্ষীয় অভিমন্যু ছাড়া আর কেউ অন্যায় যুদ্ধে নিহত হননি। আশ্চর্যের কথা এই যে, যবদ্বীপে প্রচলিত মহাভারত কাহিনীতে এই সপ্তরথী বেষ্টনের কথা নেই। যাক সে কথা। যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রাধান্য দেখে বোঝা যায়, কৌরবপক্ষীয় সঞ্জয় কুরুনরপতিদের বীরত্বকাহিনী বর্ণনায় অকুণ্ঠ ছিলেন। পরে, পাণ্ডবরা জয়ী হলে, সূতেরা এই কাহিনীতে পাণ্ডব প্রাধান্য সংযোজন করেন। জনমেজয়ের সর্পসত্রের সময় থেকেই এ কাহিনী 'পাণ্ডববিজয়' গাথায় পরিণত হয়। মহাভারতেই তিনজন সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বৈশম্পায়ন এবং সৌতি। অশ্বলায়ন, বৈশম্পায়ন ও অপর চারজন ঋষিকে (পৈল, সুমন্তু শুক ও জৈমিনি) ভারতাচার্য বলে অভিহিত করেন। বৈশম্পায়নের মহাভারতে ছিল ২৪,০০০ শ্লোক। ব্যাসের ভারতে সম্ভবতঃ ছিল ৮,৮০০ শ্লোক। তাঁর গ্রন্থকে বলা হয়েছে সংহিতা। বৈশম্পায়ন তাঁর কাব্য আরম্ভ করেন আস্তিকোপাখ্যান থেকে। মহাভারতের তৃতীয় সংকলক সৌতি উগ্রশ্রবাঃ। তিনি বৈশম্পায়নের মুখে ভারতকাহিনী শ্রবণ করেন এবং একলক্ষ শ্লোকে তা বর্ণনা করেন। সৌতিই এ গ্রন্থের নামকরণ

করেন 'মহাভারত।' অশ্বলায়ন 'ভারত' এবং 'মহাভারত' উভয় গ্রন্থের কথাই বলেছিলেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বৈশম্পায়নের গ্রন্থটি 'ভারত' এবং সৌতির গ্রন্থটি 'মহাভারত' নামে পরিচিত ছিল। সৌতি নিজেই বিশাল এবং বিষম ভাবসম্পন্ন গ্রন্থটির নাম রাখেন 'মহাভারত'। অবশ্য প্রক্ষেপের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নির্মাণে সম্রাট অশোকের চরিত্রের প্রক্ষেপ ঘটেছে। 'জয়' নামক ইতিহাসগ্রন্থের 'যুধিষ্ঠির' ছিলেন মহাবীর্যবান পুরুষ, সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও নায়ক। তাঁর নামের মধ্যেই আছে তার প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে ধর্মরাজ অশোকের প্রতিপক্ষ ধর্মরাজ হিসাবে রূপান্তরিত করবার ফলেই তাঁর চরিত্রে এই প্রাণহীনতা ও কৃত্রিমতা ঘটেছে।' শ্রীসেন আরো মনে করেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম মহাভারতের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম তথা সম্রাট অশোককে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল। মহাভারতের দুই স্থানে অশোকের নামও আছে। তাই শ্রীসেন বলেছেন, 'রামায়ণের মতো মহাভারতেরও আদি রূপ অশোকের পূর্ববর্তী হতে পারে। কিন্তু তার বর্তমানরূপ যে অশোকোত্তর কালের রচনা সে বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ নেই।'

মহাভারতের কতখানি পূর্ববর্তীকালে লেখা এবং কোন্ অংশ পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত তারও নির্দেশ দিয়েছেন সমালোচকেরা। সকলেই মনে করেন মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্বাচনের জন্য কয়েকটি নিয়ম সংস্থাপন করেছেন। যেমন, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে সার্ধশত শ্লোকে ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সংকলন করা হয়েছে। সেই শ্লোকগুলিতে যে প্রসঙ্গ নেই তা প্রক্ষিপ্ত। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে যে প্রসঙ্গ নেই তাও বর্জন করতে হবে। যা পরস্পর বিরোধী তার একটি এবং একই ঘটনার একাধিক বিবরণের একটি প্রক্ষিপ্ত বলে ধরা উচিত। শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় কয়েকটি লক্ষণ থাকে, তার বিচারে অসঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বলা উচিত ইত্যাদি। সি. ভি. বৈদ্য মনে করেন মহাভারতকে ইতিহাস ও পুরাণে পরিণত করার জন্য সৌতি জাতীয়গাথা, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে মহাভারতে যুক্ত করেন, কয়েকস্থানে সংশোধনের চেষ্টাও লক্ষিত হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে সরস্বতী উপাখ্যান, রামোপাখ্যান, শান্তি, অনুশাসন পর্ব প্রভৃতির নাম করেছেন। মহাভারতের কয়েকটি অসঙ্গতি দেখিয়ে শ্রীবৈদ্য বলেছেন যে, সেই অংশগুলি নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত। যেমন, ভীষ্মপর্বে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্যকে কর্ণের সারথ্যের অনুরোধ, স্ত্রীপর্বে গান্ধারীর অভিযোগের উত্তরে ভীমের উক্তি—(তিনি দুঃশাসনের রক্তপান করেননি, শুধু

ওষ্ঠস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন মাত্র), আশ্রমবাসিক পর্বে জনমেজয়ের পিতৃদর্শন প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রও লিখেছেন, 'শান্তিপর্ব ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্বের শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পর্বাধ্যায়, বনপর্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্বের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্বের শকুন্তলো-পাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।' প্রমথ চৌধুরী এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন 'মহাভারত ও গীতা' প্রবন্ধে, 'বর্তমান মহাভারতের নয় পর্ব হচ্ছে প্রাচীন ভারত, আর তার বাদবাকি নয় পর্ব হচ্ছে অর্বাচীন মহাভারত'। তিনি আরো বলেছেন, 'প্রথম নয় পর্বের ভিতর অবশ্য অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল না, কিন্তু শেষ নয় পর্বের ভিতর সম্ভবতঃ এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' চৌধুরী মহাশয় মনে করেন সংক্ষেপে দুখানি গ্রন্থ যোগ করে মহাভারত প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী, মেঘদূত, কুমারসম্ভবকে এরকম দুভাগে ভাগ করা যায়। ভারতকাব্যের অপর নাম ছিল 'জয়' কাব্য। সুতরাং যুদ্ধই ছিল তার প্রধান বস্তু। যুদ্ধপরবর্তী ঘটনা সে কাব্যে স্থান পেতে পারে না। নীলকণ্ঠও তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন যে, যুদ্ধপ্রধান কাব্য মহাভারতের প্রকৃত সমাপ্তি হয়েছে সৌপ্তিক পর্বে। চৌধুরী মহাশয় সভা, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও স্ত্রীপর্বকে বলেছেন পূর্বভারত এবং আদি, বন, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ আশ্রমবাসিক, মুষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্বকে বলেছেন উত্তর ভারত। পূর্ব ভারতেও বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, ভীষ্মপর্বের গীতা তারই অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আমরা যদি বহির্ভারতীয় মহাভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাব, যব-দ্বীপের মহাভারতের আকার বেশ সংক্ষিপ্ত। সেখানকার মহাভারতের নাম 'ব্রাত যুদ্ধ' (ভারত যুদ্ধ ?), ৭১৯ টি চার-চরণ-বিশিষ্ট শ্লোকে এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থের কাহিনী মহাভারতের অনুরূপ হলেও আমাদের মহা-ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট অংশ এতে নেই। যেমন, 'জতুগৃহদাহ', দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, চিত্রাঙ্গদাপ্রসঙ্গ, রাজসূয় যজ্ঞ, পাশাখেলা, পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস, সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যুবধ, স্ত্রীপর্ব, যদুবংশ ধ্বংস, পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি।

মহাভারতের প্রাচীনত্ব নির্ণয়কালে বিশেষজ্ঞগণ আর একটি মহাকাব্যের সাহায্য নিয়ে থাকেন। সেটি হল মহাভারতের সহোদরাস্থানীয়া রামায়ণ। ভারত-

বর্ষে এই দুখানি গ্রন্থকেই মহাকাব্য আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সকলক্ষেত্রেই এই দুটি গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ এই দুখানি গ্রন্থকে ভারতবর্ষের নিজস্ব বলে অভিহিত করেছেন, 'রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র। ...ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই। ...শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না।...রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।' বিশ্বকবির এই উক্তি প্রমাণ করে ভারতের জাতীয় জীবনে রামায়ণ ও মহাভারত কোন্ স্থান অধিকার করেছে। এই দুখানি গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি পূর্ববর্তী তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে রাম অবতার হিসেবে কৃষ্ণের পূর্ববর্তী, সুতরাং রামায়ণ পূর্ববর্তী। কিন্তু বিশেষজ্ঞমহল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, মূল রামায়ণে রামচন্দ্র ছিলেন পুরুষোত্তম, অবতার নন। পরবর্তী সময়ে তাঁর উপর অবতারত্ব আরোপ করা হয়। ইদানীংকালে অনেকেই মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ববর্তী বলেছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁদের মতামত আলোচনা করব।

রামায়ণ এবং মহাভারত গ্রন্থ দুটি বিচার করলে দেখা যাবে, আদি কবি বাল্মীকি 'ভারত' বা মহাভারতের কথা বলেননি। পাণ্ডবদের কোন উল্লেখও তাঁর কাব্যে দেখা যায় না। কিন্তু মহাভারতে রামোপাখ্যান বেশ দীর্ঘ স্থান জুড়ে (৭০০ শ্লোক) রয়েছে। সভাপর্বে লংকাধিপতি বিভীষণের কথাও আছে। শুধু বৈশম্পায়নের মহাভারতে নয়, জৈমিনি ভারতেও (অশ্বমেধ পর্ব) রামকাহিনী আছে। অতএব খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক বিচারে রামায়ণকে প্রথম এবং মহাভারতকে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়। কিন্তু কয়েকটি আভ্যন্তরীণ বিচার এই সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা দেয়। হপ্‌কিন্‌স্ তাঁর 'Great Epics of India' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,...'there was a Bharata epic before there was a Ramayana'. তাঁর মতে, গৃহ্যসূত্রের পূর্বে কোন মহাকাব্যই প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং সূত্রগ্রন্থের মধ্যে মহাভারতই প্রথম স্থান লাভ করেছে অতএব মহাভারতই প্রাচীনতর। অবশ্য তিনি আরো মনে করেন যে, মহাভারতের আদিম রূপে পাণ্ডবদের প্রাধান্য ছিল না। রামচন্দ্র পাণ্ডবদের পূর্ববর্তী, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন। তাঁর ভাষায়, '(1) the story of Rama is older than the story of the Pandus. (2) The Pandu story has absorbed the Bharati katha. (3) The Bharati katha & older than Valmiki's poem.'

কিন্তু 'বৈদিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, রামায়ণের দুটি প্রসিদ্ধ চরিত্র ভরতজননী কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতি কেকয় এবং সীতার পালক-পিতা রাজর্ষি জনক অর্জুন তনয় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় প্রভৃতি পরীক্ষিতের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।' বৃহদারণ্যকোপনিষদে জনক রাজার সভাসদ ঋষি যাজ্ঞবল্ককে ভুজ্যু লাহ্যায়নি প্রশ্ন করেছিলেন 'ক্ব পারীক্ষিতাঃ ভবন?' অর্থাৎ পরীক্ষিৎ বংশীয়েরা কোথায় গেছেন? এখানে 'পারীক্ষিত' বলতে পরীক্ষিতের জনমেজয় ও অন্য তিন পুত্রকে বোঝানো হয়েছে মনে হয়। কারণ যাজ্ঞবল্ক উত্তর দিয়েছিলেন যে, যেখানে অশ্বমেধকারীরা গমন করেছেন সেখানে পরীক্ষিত বংশীয়রা গেছেন। অশ্বমেধযজ্ঞের সঙ্গে জনমেজয় প্রভৃতির যোগ ছিল এজন্য কেউ কেউ মনে করেন রামের যে কাহিনীতে অশ্বপতি কেকয় এবং রাজর্ষি জনকের প্রাধান্য আছে—সে কাহিনী গড়ে উঠেছে জনমেজয় এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গের লোকান্তরের পরে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও জনমেজয়ের উল্লেখ আছে। তাছাড়া, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নলোপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। সীতা ও হনুমান সাক্ষাতের সঙ্গে নলোপাখ্যানের সুদেবের উক্তির অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দুই গ্রন্থের মধ্যে যে একটি আন্তর সম্পর্ক বর্তমান ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উভয় গ্রন্থের কাহিনীগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করবার মতো। সীতা এবং দ্রৌপদী উভয়েরই জন্ম অলৌকিক ভাবে হয়েছে, রাম এবং অর্জুন তাঁদের লাভ করেছেন আয়াসসাধ্য পণরক্ষা করে (হরধনুভঙ্গ এবং লক্ষ্যভেদ), উভয়েই একাকী বিবাহ করতে সম্মত হননি—ভ্রাতাদের সঙ্গে বিবাহ করেছেন, রামাদি চতুর্ভ্রাতার সঙ্গে জনক ও তাঁর ভ্রাতার চার কন্যার বিবাহ হয়, পঞ্চপাণ্ডব বিবাহ করেন দ্রৌপদীকে। সত্যরক্ষার্থে রাম এবং যুধিষ্ঠির বনগমন করেন। লক্ষ্মণ ও ভীম তাঁদের অনুসরণ করলেও বীরত্বের আস্ফালন দেখিয়েছেন। সীতা এবং দ্রৌপদী উভয়েই অপমানিতা এবং অপহৃতা হয়েছেন। রাবণভ্রাতা বিভীষণের সঙ্গে বিদুরের সাদৃশ্যও দুর্লভ নয়—দুজনেই ধর্মপরায়ণ, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। রাজ্যলাভের পরে রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির দুজনেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন এবং যজ্ঞাশ্ব নিয়ে পরিভ্রমণ করতে করতে প্রথমে শত্রুঘ্ন পরে রাম স্বয়ং পুত্র লব কুশের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন (জৈমিনি) এবং আবার প্রাণলাভ করেছেন। অর্জুনও অনুরূপভাবে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে মণিপুরে পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে পরাস্ত ও নিহত হয়েও পরিশেষে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এইসব সাদৃশ্য দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উভয় কাব্যের মধ্যে একটি অপরটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, রামায়ণ গ্রীক অভিযানের পরে রচিত এবং তাতে

ইলিয়াডের প্রভাব পড়েছে। ইলিয়াডের হেলেন হরণ ও সীতাহরণ, মেনিলাসের ট্রয় অবরোধ ও রামের লংকা অবরোধ একজাতীয় ঘটনা। তবে হোমারের সহানুভূতি ছিল ট্রয়ের প্রতি এবং বাল্মীকির সহানুভূতি ছিল রামচন্দ্রের প্রতি। তর্কের খাতিরে এসব যুক্তির অবতারণা করা হলেও মনে হয় এসব আকস্মিক সাদৃশ্যের পশ্চাতে কোন প্রভাব কাজ করেনি। আমরা মহাভারতের সঙ্গেও ঈনীডের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। "মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আঁকা নানা ঘটনা ও চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মহাভারত ও ঈনীডের মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। এদিকে কুরুক্ষেত্রে কৌরবেরা অন্যায় দাবি নিয়ে তাদের স্বজন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে লড়ছে। অন্যদিকে লাতিয়ুম-রণাঙ্গনে লাতিনেরা অদৃষ্টের অনিবার বিধান এড়াবার বৃথা চেষ্টায় ট্রোজানদের বিরুদ্ধে যুঝছে। চরিত্রের সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ নয় "কৌরবদের বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তিপ্রিয় হলেও দুর্যোধনের একগুঁয়েমিতে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বনেশে যুদ্ধের পথে নামতে বাধ্য হলেন। লাতিনদের বৃদ্ধ রাজা লাতিনুস শান্তি ও মৈত্রীর ব্যবস্থা করার পর তুর্নুসের প্রতিহিংসা গ্রহণের দুরন্ত জুলুমে নিরুপায় হয়ে তাঁর দেওয়া কথা রাখতে পারলেন না। পাণ্ডবদের নেতা যুধিষ্ঠির যেমন ধর্মপরায়ণ, তেমনি ট্রোজানদের নেতা আইএনাস ধর্মনিষ্ঠ। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর পুষ্পকোমল যৌবন বলি দিলেন। এভান্দেরের পুত্র পাল্লাস যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতায় প্রাণত্যাগ করলেন।" তাছাড়াও দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্র যেমন কৌরবদের পরাভবের পর বেঁচে রইলেন, তেমনি রাজা লাতিনুসও যুদ্ধে না নেমে লাতিনদের পরাভব পরে নিজের চোখে দেখলেন। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর মৃতদেহ দেখে হাহাকার করেছিলেন অর্জুনের অনুপস্থিতিতে। আইএনাস পাল্লাসের মৃতদেহ এভান্দেরের কাছে পাঠাবার সময় অনুরূপ বিলাপ করেছেন, অর্জুন এবং এভান্দেরের বিলাপও অনুরূপ। এউরিয়ালুসের মৃত্যুর পর তাঁর মায়ের ক্রন্দন সুভদ্রার ক্রন্দনের সঙ্গে তুলনীয়। এই জাতীয় আরো অনেক সাদৃশ্য ঈনীড ও মহাভারতে দেখা যাবে। এ নিয়ে বহু আলোচনাও ইতিপূর্বে হয়েছে। শ্রীমতী জোসেটি ল্যালেমাণ্ট (Joscute Lallemant) ও জর্জ-ই-ডাকওয়র্থ (George E. Duckworth) মহাভারত ও ঈনীডের বহু আলোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, মহাভারত ঈনীডের অন্যতম উৎস। রামায়ণও এভাবে ইলিয়াডের উৎস হয়েছিল কিনা আমরা জানি না, তবে আমাদের মহাকাব্যদ্বয় যে অতি প্রাচীন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। রামায়ণের আদর্শেই যে মহাভারতের কিছু কিছু ঘটনা এবং চরিত্র গড়ে উঠেছে সে কথাও নিশ্চিত রূপে বলা যায়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন অবশ্য মনে করেন, "মহাভারত ও রামায়ণের

উৎপত্তি যখনই হোক, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে উভয়ের বিবর্তন চলছিল একই সংগে এবং একই পরিবেশে। সুতরাং উভয় গ্রন্থের পক্ষেই পরস্পরকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।" তিনি মহাভারতকেই পূর্ববর্তী মনে করেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রামায়ণের অনুল্লেখ, জনক-অশ্বপতিকে জনমেজয়ের পরবর্তী রাজারূপে বর্ণনা, রামায়ণে কৃষ্ণের উল্লেখ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, "রাম কাহিনীর উৎপত্তি যখনই হোক, আদিকাব্য রামায়ণ যে মূল মহাভারতের পরবর্তী তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।" তবে তাঁর ধারণা রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির উভয় চরিত্রেই ধর্মাশোকের ছায়াপাত হয়েছে। সেইজন্য তিনি রামায়ণ ও মহাভারত উভয়েরই বর্তমান রূপকে অশোকোত্তর বলতে দ্বিধা করেননি। আবার দেখা যাবে মহাভারতেও বাল্মীকির উল্লেখ আছে ঃ

"অপি চায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
ন হন্তব্যা স্ত্রিয় ইতি যদ্ ব্রবীমি প্লবংগম !
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ স্যাৎ কর্তব্যমেব তৎ। (দ্রোণ ১২৪।৪৯)

এখানে রামায়ণকেই পূর্ববর্তী বলে মনে হয়। অপরদিকে বিরোধীপক্ষ বলবেন পাণিনি ও পতঞ্জলি রামায়ণ সম্পর্কে নীরব ছিলেন কেন ? খ্রীষ্টপূর্ব যুগের সাহিত্যে বা প্রত্নলিপিতে রামায়ণ সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নেই। বৈদিক সাহিত্যের সংগে রামায়ণের সংযোগ ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ বলেই মনে হবে। অথচ মহাভারতের সম্পর্ক নিকটতর। সুতরাং মহাভারতকে কোন প্রকারেই রামায়ণের পরবর্তী বলা সম্ভব নয়। ভিনটারনিৎস্ মনে করেন, "It is probable that the original Ramayana was composed in the third century B. C. by Valmiki on the basis of ancient ballads." তবে তিনি আরো মনে করেন, প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযুক্ত হয়ে রামায়ণ সম্পূর্ণ হতে খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের শেষ পর্যন্ত লেগেছে। তবে কি রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী নয় ? বহুযুগসঞ্চিত এই বিশ্বাসের কোন মূল নেই। এ বিষয়ে একটিমাত্র সমাধান সূত্রই আমাদের হাতে আছে। সেটি হপকিন্সের সুপরিচিত সিদ্ধান্ত—রামকাহিনী পাণ্ডবকাহিনীর পূর্ববর্তী, ভারতকথা রামায়ণের পূর্বে লেখা এবং বাল্মীকি রামায়ণ বর্তমান মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করে বোঝা যায় দুই মহাকাব্যের কাহিনীর উৎস ছিল বৈদিক সাহিত্য—সম্ভবতঃ বৈদিক দেবতা ইন্দ্রই রূপান্তরিত হয়েছিলেন রাম ও অর্জুনে। রামচন্দ্র সম্পর্কে এবং কুরু-পাণ্ডব-পাঞ্চাল সংঘর্ষ সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড কাহিনী লোক-গাথার আকারে মূল রামায়ণ বা

মহাভারত রচনার বহু পূর্ব থেকেই প্রচারিত ছিল এবং মহাকবিরা সকলেই এসব কাহিনী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মূল মহাভারত (২৪০০০ শ্লোক) মূল রামায়ণের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ঠ শতকেই বৈশম্পায়নের 'ভারতকথা' রচিত হয়। রামায়ণ রচনার সূত্রপাত এর অনেক পরে হলেও আকৃতির তনুতার জন্য রামায়ণ বৃহদায়তন মহাভারতের পূর্বেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচিত হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয়। 'মহাভারত যদি সম্পূর্ণতা পেয়ে থাকে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে, তবে রামায়ণ অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্বে সম্পূর্ণ আকার লাভ করেছে। এই হিসাবে সম্পূর্ণ মহাভারত অপেক্ষা সম্পূর্ণ রামায়ণ পূর্ববর্তী। আর এই কারণেই রামায়ণ আদিকাব্যের গৌরবের অধিকারী।'

মহাভারতের বিশাল আখ্যানে নানা উপকাহিনী, রাজবংশ, মুনিবংশানুচরিত, নানা নীতি-উপদেশ, গল্পকথা, ধর্মতত্ত্ব স্থান পেলেও এর মূল কাহিনী হল পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের জ্ঞাতিবিরোধের কাহিনী। কিন্তু অধুনা প্রচলিত মহাভারতের অসংখ্য উপকাহিনী, নীতি উপদেশ ও গল্প-আখ্যান অনুপ্রবেশ করেছে। এই সব কাহিনীর সঙ্গে মূল ভারতকাহিনীর কোন যোগ নেই। অনেকক্ষেত্রেই বারংবার প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে। বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। এর অনেকাংশই যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা বৈশম্পায়নের লেখা নয় তাও বুঝতে পারা যায়। মহামান্য তিলক এবং আরো অনেকের মতে মহাভারত 'এক হাতের লেখা' অর্থাৎ একজন কবির লেখা। কিন্তু মহাভারতকে একজন কবির রচনা মনে করতে হলে ভিনটারনিৎসের মতোই তিক্ত কণ্ঠে বলতে হবে, 'In truth, he who would believe with the orthodox Hindus and the above-mentioned Western schollars, that our Mahabharata, in its present form, is the work of one single man, would be forced to the conclusion that this man was, at one and the same time, a great poet and a wretched scribbler, a sage and an idiot, a talented artist and a ridiculus pedant।' রবীন্দ্রনাথও মহাভারতে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করে বলেছেন, 'মহাভারতে নানা কালের নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই ঠিক আছে।'

মহাভারতের কাহিনী ও তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে আমরা পাঁচটি স্তর লক্ষ্য করি —(১) কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম (২) ক্ষাত্রিয় রাজবংশের কাহিনী (৩) ঋষি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কাহিনী (৪) তীর্থবর্ণনা, সমরনীতি, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র ও

অধ্যাত্মবিদ্যা (৫) পশুপক্ষীর গল্পকাহিনী। অনেকে অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে যে কুরুপাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাহিনী কিভাবে পরবর্তীকালের মহাকাব্য রচনার জন্য সংরক্ষিত ছিল? নানা পণ্ডিত এবং গবেষকদের অনুসন্ধানে যে সমস্ত তথ্য আলোক লাভ করেছে তাতে মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকেও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা বীরগাথা বা যুদ্ধকাহিনী গাওয়া হ'ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে একত্রিত করেন এবং ভারতসংগ্রাম কাহিনীর মহাকাব্য-রূপ দিতে সচেষ্ট হন। "আর্য সমাজে সব কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্বে এই কাহিনী রক্ষিত হয়েছিল লোক-গাথার মধ্যে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, দুর্যোধনাদির সভায় বোধহয় সূত বা ভাটগণ কুরুবংশের গৌরব গান করত। মহামানী দুর্যোধনের রাজসভাতেও সূত এবং মাগধেরা তাঁর গুণকীর্তন করতেন। অর্জুনকে সঙ্গীত সহকারে বীরকাহিনী শোনাতেন গায়ক ও চারণেরা। এইসব স্তুতিমূলক গীতিগুলি যে সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা মনে হয় না, তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা নিশ্চয় ছিল না কারণ. 'Flattery that has no basis in fact may often seem a taunt, and the best panegyrics are these which rost at least in part on actuality.' পরবর্তীকালে অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণের সুযোগ পেলেন ব্রাহ্মণেরা। ফলে সুত-মাগধ চারণেরা যে যুদ্ধগাথা শোনাতেন, ব্রাহ্মণেরা সেই কাহিনীকেই ধর্মমূলক আখ্যানে পরিণত করেন। একথা ভুললে চলবে না, পান্ডবদের প্রপৌত্র জনমেজয়ের কাছে ভারতযুদ্ধের কথক ছিলেন ব্রাহ্মণ বৈশম্পায়ন। আবার শৌনকাদি ঋষির কাছে যিনি মহাভারত শুনিয়েছিলেন, তিনি সৌতি উগ্রশ্রবা অর্থাৎ সূত শ্রেণীর অন্যতম ব্যক্তি। এভাবেই মহাভারত-কথকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতকাহিনীও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

মহাভারতের উপাখ্যানগুলিকেও আমরা বিভিন্ন রূপে দেখতে পাই পুরাণাদি গ্রন্থে। একাধিক পুরাণে একই কাহিনী ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। এই কাহিনী-গুলিও হয়ত প্রথমে গাথার আকারে প্রচলিত ছিল। পরে একই সঙ্গে মহাভারতে

ও পুরাণে গ্রথিত হয়েছে। একই কাহিনীর কিরূপ আমূল পরিবর্তন হয় তা যবদ্বীপের মহাভারতখানিতেই প্রমাণিত হয়। 'ব্রাতযুদ্ধে'র পুন্তাদেব (যুধিষ্ঠির) ক্ষত্রপুত তাবিজ 'কালিমাসাদা'র অধিকারী, এই তাবিজে লিখিত 'হাজী' জ্ঞানের সাহায্যে তিনি সর্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করেছেন। সেখানে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী নেই, তিনি শুধু পুন্তাদেবের স্ত্রী। অর্জুনের স্ত্রী দ্রৌপদীভগিনী শ্রীকান্তি (শিখণ্ডি)। পাশাখেলার কথা নেই বটে কিন্তু 'দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিবার মানসে 'ভীষ্মরাজ' নামে অসুরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, দ্রৌপদীকে নিজের রাণী করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজচিহ্ন 'তুঙ্গুল নাগ' নামে রাজছত্র ও 'কালিমাসাদা' নামে ঐন্দ্রজালিক তাবিজ তাহার সঙ্গে থাকিলে, কেহ-ই তাঁহার হানি করিতে পারিবে না। সেজন্য ভীষ্মরাজরূপী ইন্দ্র তাঁহার ভগিনীকে দেবর্ষি নারদের বেশে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়া ঐ দুইটি বস্তু চাহিয়া আনাইবার জন্য পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির নারদ-বেশী ভীষ্মরাজ-ভগিনীকে বস্তু দুইটি দিলেন এবং দ্রৌপদীকে ভীষ্মরাজের গৃহে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না।" এই জাতীয় অজস্র উদ্ভট আখ্যানে 'ব্রাতযুদ্ধ' পূর্ণ—এতে হয়ত মূল কাহিনীর সামান্য স্পর্শ (দ্রৌপদীর অবমাননা) আছে কিন্তু বাকি সবটাই নতুন। যবদ্বীপ সুদূরবর্তী না হলে এ কাহিনী আবার ভারতে এসে নতুন নামে নতুন ভাবে মহাভারতের আর একটি উপকাহিনী হয়ে উঠত।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা বা সংকলন করেছিলেন। মহাভারতে দেখা যায়, ব্যাসদেব তাঁর বৈশম্পায়ন, পৈল, সুমন্ত, জৈমিনি ও পুত্র শুককে এই মহাকাব্য শুনিয়েছিলেন, তখন স্বভাবতঃ গ্রন্থটি ৮,৮০০ শ্লোকে রচিত হয়েছিল। তারপর বৈশম্পায়ন এই ভারত সংহিতাটি বর্ণনা করেন জনমেজয়ের সর্পসত্রে এসময় গ্রন্থটি ২৪,০০০ শ্লোক সমন্বিত বিরাট সংহিতায় পরিণত হয়। এই সংস্করণেও বৈশম্পায়নের বর্ণনীয় বিষয় ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। তার সঙ্গে ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি স্থান পেলেও অন্যান্য উপাখ্যান যুক্ত হয়নি। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সূত উগ্রশ্রবাঃ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবার বৈশম্পায়ন কথিত ভারত সংহিতাটি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিসমীপে বর্ণনা করেন, তখন এই গ্রন্থ লক্ষ শ্লোকে বিশাল আকার ধারণ করে। এই মহাভারতখানিই আমরা বর্তমানে পাই, এর পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত ভারতকে আর পাওয়া যায় না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, "মহাভারত চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে। ব্যাসের পূর্বে লোক-সমাজে ভরতবংশীয়দের জ্ঞাতি-শত্রুতা-সংক্রান্ত পাণ্ডব-

বিজয় কথা প্রচলিত ছিল (প্রথম রূপ)। ব্যাসদেব এই ব্যালাডকে মহাকাব্যে রূপ দান করিলেন এবং নিজ পুত্র শুকদেব ও আরো চারিজন শিষ্যকে এই মহাভারত শুনাইলেন (দ্বিতীয় রূপান্তর)। ইহার পর তৃতীয় স্তরে বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে এই কাব্য পাঠ করেন—তখন কাব্যটির আকার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সূত উগ্রশ্রবাঃ উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির যজ্ঞে পূর্বশ্রুত মহাভারত পাঠ করেন, জনমেজয়ের সভায় পঠিত মহাভারতই তিনি শৌনকের যজ্ঞে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং এই চতুর্থ সংস্করণটি (চতুর্থ রূপান্তর) পরবর্তীকালে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল।

ব্যাসদেব পাঁচজনকে মহাভারত পড়িয়েছিলেন একথা মহাভারতেই বলা হয়েছে। তাঁরা আবার পৃথক পৃথক ভারত সংহিতা রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈশম্পায়নের সংহিতাটিই রক্ষিত হয়েছে। ভারত সংহিতার অপর রচয়িতা জৈমিনির নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত একটি মাত্র পর্ব এখনও প্রচলিত আছে—সেটি হল অশ্বমেধ পর্ব। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, একদা জৈমিনি সমগ্র মহাভারতই রচনা করেন কিন্তু সেটি ঘটনাবৈচিত্র্যে ও কবিত্বশক্তিতে ব্যাস-রচিত ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ায় ব্যাসের আদেশে তার প্রচার বন্ধ করা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা এবং অত্যন্ত গর্হিত বলা চলে। পুত্রতুল্য শিষ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ভারতীয় আচার্যের পরম কাম্যবস্তু—যাকে তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়েছেন 'ভারত' শিক্ষা দিয়েছেন তার রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থকে কি তিনি কোপনস্বভাববশতঃ প্রচার রহিত বা ধ্বংস করতে পারেন? মনে হয়, জৈমিনি আপন প্রবণতা অনুসারে শুধু অশ্বমেধ পর্বখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে অনেকগুলি নতুন আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, কাহিনীও অনেক বেশি বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয়। জৈমিনি যদি প্রকৃতই ব্যাসশিষ্য হয়ে থাকেন তবে সম্ভবতঃ বৈশম্পায়নের পরে তাঁর গ্রন্থ রচিত হয়। কারণ, ইহার পাঠ ও শ্রবণ সম্বন্ধে এই প্রকার বাক্য প্রচলিত আছে যে, সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশপর্ব মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে যে ফল, ভগবান জৈমিনির এই অশ্বমেধ পর্ব পাঠ ও শ্রবণেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।' প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও বলা চলে যে, জৈমিনীর অশ্বমেধপর্বের শ্রোতাও নৃপতি জনমেজয়। তবে কি বৈশম্পায়ন ও জৈমিনি উভয়েই জনমেজয়কে 'ভারত শ্রবণ' করান? না, অন্য কোন কবি পরবর্তীকালে জৈমিনির নামে (হয়ত তাঁর নামও জৈমিনিই ছিল) একটি নতুন অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। যাই হোক, জৈমিনির মহাভারত বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে

প্রায় সকল কবিই বৈয়াসকী মহাভারত অনুসরণে সতেরোটি পর্ব রচনা করেও জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বটি অবলম্বন করেন। ব্যাসের অশ্বমেধ পর্বটি জৈমিনির গ্রন্থের চেয়ে অনেক ছোট এবং নীতিকথায় পূর্ণ। জৈমিনি-ভারতের সঙ্গে বৈশম্পায়নের ভারতের আর একটি বৈষম্য লক্ষিত হয়। প্রচলিত মহাভারতে যে রামোপাখ্যান আছে তাতে সীতার বনবাস ইত্যাদি পাওয়া যায় না। কিন্তু জৈমিনি ভারতে নির্বাসিতা সীতা ও তাঁর পুত্রদের কথা বলা হয়েছে—এ আখ্যান উত্তরকান্ডের (বাল্মীকি) অনুরূপ। দুই গ্রন্থের এই বৈপরীত্য দেখে দুটি অনুমান করা চলে। প্রথমতঃ, প্রকৃত রামকাহিনীতে 'সীতাবিসর্জন' প্রভৃতি ঘটনা নেই। বাল্মীকির পূর্বে ভার্গব চ্যবন যে রামকাহিনী রচনা করেছিলেন (মহাভারতে যাঁর উল্লেখ আছে) হয়ত তাতেও সীতাবিসর্জন কাহিনী ছিল না। বনপর্বের রামোপাখ্যানে সেই ধারাই অনুসৃত হয়েছে (বাল্মীকিও বোধ হয় উত্তরকাণ্ড রচনা করেননি)। পরে সীতা নির্বাসন কাহিনী প্রচারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণের এই শেষাংশ রচনা করেন জৈমিনি এবং তাঁর অনুসরণে কোন অজ্ঞাত কবি রচনা করেন উত্তরকাণ্ড (রামায়ণ)। কিংবা, কোন কবি উত্তরকাণ্ড রচনা করার পর জৈমিনি ভারত রচিত হয়। যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, একটি মাত্র সিদ্ধান্তই এখানে গ্রহণ করা চলে, তা হল জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব বেশ পরবর্তীকালের রচনা। বাংলাদেশে জৈমিনির প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীন কবিরা অধিকাংশ সময়েই স্বকল্পিত আখ্যান যোগ করে বলে দিয়েছেন "জয়মুনি কহে কথা নহে পতিধর্ম" (আদিপর্ব—কবীন্দ্র পরমেশ্বর) কিংবা

"জয়মুনি কহন্তি রাজা শুন সেই ধর্ম" (সঞ্জয়)। ব্যাসদেব জৈমিনিকেই জনমেজয়ের কাছে নিয়ে এসেছেন ভারত শোনাবার জন্যে ঃ

ব্যাস কহে তাহা কহি শুন নরপতি।
তবে সে বিপদ হতে পাইবা অব্যাহতি॥
জএমুণি দিলাম রাজা তোমা বিদ্যমান।
জএমুণি সকল কথা কৈব তোমা স্থান॥ (সঞ্জয়)

মণীন্দ্রমোহন বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন '...সঞ্জয় জৈমিনি ভারতই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অধুনা অপ্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সঞ্জয়ের সময় বোধ হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।' আমাদের তা মনে হয় না। পঞ্চদশ শতকে সঞ্জয়ের সম্মুখে জৈমিনির আদর্শ থাকলে কোন না কোনভাবে সে গ্রন্থের সন্ধান নিশ্চয় পাওয়া যেত। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু কাশী এবং অন্যান্য স্থানে বহু অনুসন্ধানেও জৈমিনির অন্যান্য পর্বের সন্ধান পাননি। পদ্মপুরাণে জৈমিনির উল্লেখ আছে। বাঙালী কবিরা সেখান

থেকেও উপাদান সংগ্রহ করে জৈমিনির নামে চালাতে পারেন। দ্বিজ অভিরাম, রামচন্দ্র খান, রঘুনাথ, রামচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি কবি জৈমিনি অনুসরণে শুধু অশ্বমেধ পর্বটিই রচনা করেছেন। শংকর কবিচন্দ্র অশ্বমেধ পর্ব রচনার সময় জৈমিনিকে অনুসরণ না করে ব্যাসকেই অনুসরণ করেছেন—অপর কোন ভাষা মহাভারতে বৈয়াসকী অশ্বমেধ পর্ব যুক্ত হতে দেখা যায় না।

ব্যাসদেবের যুগে মহাভারতের একটি না দুটি রূপ বর্তমান ছিল সে নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন স্বয়ং মহর্ষিই এই মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত ও সুপরিসর দুটি আকারই দান করেন। আদি পর্বে বলা হয়েছে ঃ

বিস্তীর্যৈতন্মহজ্‌ জ্ঞানমৃষিং সংক্ষীপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্‌॥ (১।৫১)

বহুজনের হস্তক্ষেপে মহাভারতের আকার বৃদ্ধির কথাও সৌতি বলে গিয়েছেন ঃ

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাসন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥ (আদি ১।২৬)

অর্থাৎ, এই ইতিহাস পূর্বে অনেক কবি বলেছেন, এখনও অনেক বলছেন এবং পরেও অনেকে বলবেন। মহাকবির এই উক্তি সার্থক হয়েছে কালিদাস, ভারবি মাঘ প্রমুখের ভারতাখ্যান অবলম্বনে সাহিত্যচর্চায়। মহাভারতের নব নব তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নব নব আখ্যান রচনায় এ ধারাটি যে আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত চর্চা তারই প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র এবং নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শুধু প্রাচীনযুগেই যে মহাভারতের নানা পরিবর্তন হয়েছে বহুজনের হস্তক্ষেপের ফলে এর সংহতি ক্ষুণ্ন হয়েছে, অবান্তর প্রসঙ্গ প্রবেশলাভ করেছে তা নয়। পরবর্তীকালে নানা অঞ্চল-ভেদে মহাভারতের মূল রচনাতেও নানা পরিবর্তন দেখা গেছে। অঞ্চল-ভেদে ও পুঁথির লিপি অনুসারে এই পরিবর্তন ও সংযোজন অস্বাভাবিক নয়।

মহাভারতের পুঁথি বিচার করে মহাভারতের (পুনা সংস্করণ) সম্পাদক বি. এস. সুকথংকর দেখিয়েছেন যে, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের পুঁথির মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতের অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত দক্ষিণ ভারতে চব্বিশ পর্ব মহাভারতে পরিণত হয়েছে। এক আদি পর্বকে ভেঙ্গে তিনটি পর্ব করা হয়েছে আদি, আস্তিক ও সংভব। দক্ষিণ ভারতের মহাভারতের পরিধি দীর্ঘ এবং উত্তর ভারতের মহাভারতের চেয়ে অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ।

সেইজন্য সুকথংকর দক্ষিণ ভারতের পুঁথির উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন, "The south reconsion impresses us thus by its precision, schematization and thoroughly practical outlook. Compared with it, the northern recension is distinctly vague, unsystematic, sometimes even inconsequent, more like a story rather naively narreted, as we find in actual experience." সত্যিই দক্ষিণ ভারতের পুঁথিগুলি শৃঙ্খলা পূর্ণ। এর প্রধান কারণ হল, উত্তরাপথের মূল মহাভারত নিশ্চয় কিছু বিলম্বে দক্ষিণদেশে পৌঁছিয়াছিল। পরবর্তী কালের দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ও পুঁথিলেখকগণ শিথিল কাহিনীগুলিকে সংহত আকার দিয়া, সংক্ষিপ্ত বা অনুক্ত ব্যাপারকে কল্পনার বলে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের ক্লান্তিকর বর্ণনা দিয়ে মূল মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।' উত্তর ভারতের পুঁথিগুলি বিশৃঙ্খল হলেও অধিকতর প্রাচীন এবং দাক্ষিণভারতের পুঁথির আদর্শ সেজন্য সেগুলিকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা উচিত।

অঞ্চলভেদে নানা প্রকার পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। সংস্কৃত মহাভারতের যত পুঁথি আছে তার মধ্যে আট প্রকার লিপি ব্যবহৃত হয়েছে।—(১) কাশ্মীরের শারদা লিপি, (২) নাগরী বা দেবনাগরী লিপি, (৩) বাংলা লিপি, (৪) নেপালী লিপি, (৫) মৈথিলি লিপি, (৬) তেলুগু লিপি, (৭) মালয়ালী লিপি, ও (৮) তামিল লিপি। সুকথংকর তাঁর মহাভারত সম্পাদনাকালে অনুমান করেছেন যে, বাংলালিপির পুঁথিগুলি অনেক সময়েই বেশি নির্ভরযোগ্য।

ভারতবর্ষের বাইরে মহাভারত প্রচারিত হয় কম্বোজ ও যবদ্বীপে। চীন মঙ্গোলিয়ার দুর্দ্ধর্ষ তুর্ক জাতিও হিড়িম্ববধ কাহিনী শুনে তৃপ্তি লাভ করত খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে। যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে ১000 খ্রীস্টাব্দে মহাভারত চর্চা আরম্ভ হয় এবং আজও সেখানে ছায়ানৃত্যে 'ভ্রাতযুদ্ধ' অভিনীত হয়ে থাকে। যবদ্বীপের প্রাচীন রাজা 'জয়বার' খ্রীষ্টীয় ৭৫-৭৭ সিংহাসন লাভ করেন। সেখানকার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি অর্জুনের পঞ্চম পুরুষ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাদেশিক মহাভারতগুলিতেও বহু কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বোঝা যায় প্রাদেশিক লোক-কথা মহাভারতে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। বাংলায় অনূদিত মহাভারতেও এই নতুন সংযোজন লক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যেও মহাভারতের বিবিধ আখ্যান নিয়ে কাব্যরচনার প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। সেসময়ও বহু কাল্পনিক আখ্যান সংযোজিত হয়।

মহাভারত কাহিনীকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতে যেসব কাব্য ও নাটক রচনা করা হয়েছে নীচে সেগুলির উল্লেখ করা হল।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়,' মাঘের 'শিশুপাল বধ,' বাসুদেবের 'যুধিষ্ঠির বিজয়,' ক্ষেমেন্দ্রের 'মহাভারত মঞ্জরী', নীতিবর্মার 'কীচকবধ,' অমরেন্দ্র সুরির 'বালভারত' ও অনন্ত ভট্টের 'ভারতচম্পু' প্রধান ভারতকাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য। উপাখ্যানধর্মী রচনার মধ্যে 'নলোপাখ্যান' অবলম্বনে লেখা কাব্য ও নাটকের সংখ্যা সর্বাধিক। শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত,' বাসুদেবের 'নলোদয়' বামন ভট্টবাণের 'নলাভ্যুদয়;' ত্রিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পু' বা 'দময়ন্তীকথা,' রামচন্দ্রের 'নলবিলাস,' নীলকান্ত দীক্ষিতের 'নলচরিত' (নাটক), 'নলভূমিপাল রূপক' (নাটক), 'নলযাদব রাঘব পাণ্ডব্য' (শ্লেষকাব্য) লক্ষ্মীকান্তের 'নলবর্ণনাকাব্য,' জীবাবিবুধের 'নলানন্দ,' হরদত্ত সুরির 'রাঘবনৈষধীয়,' ক্ষেমীশ্বরের 'নৈষধানন্দ কাব্য' – এ সমস্ত মহাভারতের নলকাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে।

মহাভারতকাহিনী নিয়ে বিশেষতঃ সুভদ্রা ও অর্জুনকে নিয়েও কিছু কাব্য নাটক লেখা হয়েছে। বণ্টুপালের 'নরনারায়ণানন্দ কাব্য,' কেরালারাজ কুলশেখর বর্মার 'সুভদ্রাহরণ' নাটক ও মাধবের সুভদ্রাহরণ নাটকের বিষয়বস্তু এক। অর্জুনের গাভীউদ্ধার কাহিনী নিয়ে লেখা দুটি নাটক প্রহ্লাদাসাদেবের 'পার্থপরাক্রম' ও কাঞ্চন পণ্ডিতের 'ধনঞ্জয় বিজয়'। 'দ্রৌপদীস্বয়ংবর' অবলম্বনে বিজয় পালের 'দ্রৌপদী স্বয়ংবর' ও ব্যাসশ্রীরামদেবের 'পাণ্ডবভ্যুদয়' নাটক পাওয়া যায়।

ভীমকাহিনীও নাট্যকারদের আকৃষ্ট করেছিল। ভীম হনুমান সাক্ষাৎকার নিয়ে লেখা বিশ্বনাথের 'সৌগন্ধিক হরণ' ও নীলকন্ঠের 'কল্যাণ সৌগন্ধিকা।' 'বকবধ' ঘটনা নাট্যরূপ লাভ করে রামচন্দ্রের 'নির্ভয়ভীম' নাটকে। মোক্ষাদিত্যের 'ভীমবিক্রমব্যায়োগ' নাটকও এই জাতীয় ঘটনা নিয়ে লেখা।

উপাখ্যানধর্মী অন্যান্য রচনার মধ্যে কবি কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের' নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভট্টনারায়ণের বেনীসংহার', কৃষ্ণকবির 'শর্মিষ্ঠাযযাতি', কুলশেখর বর্মার 'তপতীসংবরণ', শংকরলালের 'সাবিত্রীচরিতে'র উল্লেখ করা যায়। ভারতকাহিনী নিয়ে ছ'খানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেন ভাস। কিন্তু তাঁর নাটকগুলিতে মূল ভারতের ছায়া যতখানি পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কাল্পনিক ঘটনার প্রক্ষেপ ঘটেছে। যে-সব ঘটনা ঘটেনি অথচ ঘটতে পারত তাই-ই ভাসের নাটকের বিষয়বস্তু। সেজন্য কোন কোন সমালোচক মনে করেন ভারতকাহিনীর কোন

অংশ হয়ত হারিয়ে গেছে, সেই সব লুপ্ত কাহিনীর স্মৃতি রয়ে গেছে কোন প্রাচীন নাটকে বা কাব্যে। যাই হোক, ভাসের নাটকগুলিকে আমরা মহাকবির কল্পনা বলেও ধরে নিতে পারি। কৃতিমান কবির হাতে প্রাচীন কাহিনী নবরূপ লাভ করে। কল্পনার অবকাশ না থাকলে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে' দুর্বাসার শাপ সংযোজনের সুযোগ থাকত না, লেখা হত না 'বিদায় অভিশাপ,' 'গান্ধারীর আবেদন,' 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী,' 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' প্রভৃতি কবিতা। ভাসের নাটকও এই ধরনের কাল্পনিক বস্তু। 'মধ্যমব্যায়োগে' ভীম ও হিড়িম্বার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, 'পঞ্চরাত্রে' উভয় পক্ষের শুভার্থী দ্রোণ কর্তৃক পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্যদান, 'দূত ঘটোৎকচে' অভিমন্যুর মৃত্যুর পর ঘটোৎকচের কুরুসভার দৌত্য ও ক্রোধ 'দূতবাক্যে' কৃষ্ণের দৌত্য ও সভায় বস্ত্রহরণের চিত্রদর্শন, 'কর্ণভারে' কবচকুণ্ডল দান ও 'ঊরুভঙ্গে' ভীম ও দুর্যোধনের শেষ যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। শেষোক্ত নাটক দুটির সঙ্গে মহাভারতের যোগ নিবিড়।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও মহাভারতের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। পালি সাহিত্যে মহাভারতীয় চরিত্রগুলি ঈষৎ বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে। 'সংযুক্ত নিকায়', 'বিদুরনিকায়', 'কুণালজাতক' ও 'ঘটজাতকে' মহাভারতের কোন কোন কাহিনী স্থান পেয়েছে। প্রাকৃত বা জৈন মহাভারতের নাম 'হরিবংশপুরাণ'। রচয়িতা জীনসেন। জৈনধর্মের প্রাধান্য দেখানো হলেও এতে ভারতকাহিনীকে অবিকৃতভাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া 'উত্তর পুরাণ', 'সজ্জন মাহাত্ম্য', 'পাণ্ডবচরিত' এবং 'পাণ্ডব পুরাণ'ও জৈনদের রচিত গ্রন্থ।

প্রাদেশিক সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার মন্থন করলে দেখা যাবে প্রতিটি প্রদেশেই মহাভারতের অনুবাদ এবং মহাভারতের অংশবিশেষ অবলম্বনে কাব্য রচনার ব্যাপক প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল। ভারতের এই প্রাচীন মহাকাব্যখানি যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই মহাভারতচর্চাই তার প্রমাণ। সম্ভবতঃ কানাড়া ভাষাতেই প্রথম মহাভারত অনুবাদ হয়। খ্রীষ্টীয় ৯০২-এ পম্পা 'বিক্রমার্জুনবিজয়' বা 'সমস্ত ভারত' রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ 'পম্পাভারত' নামেও সুপরিচিত। তামিল ভাষায় পেরুন্দেবনার (Perundevaner) মহাভারত রচনার চেষ্টা করেন খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে। নান্যা (Naunaya) তেলুগু ভাষায় মহাভারতের প্রথম দুই পর্ব ও তৃতীয় পর্বের অর্ধাংশ রচনা করেন খ্রীঃ ১১শ শতকে। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দে টিক্কন (Tikkana) বাকী পঞ্চদশ পর্ব রচনা করেন কিন্তু অর্ধসমাপ্ত পর্বটিক পড়ে থাকতে হয় আরো একশত বৎসর। ১৪শ শতাব্দে ঐ অর্ধসমাপ্ত পর্বটি অনুবাদ করেন য়েররাপ্রগড

(Yerrapragada.)। এভাবে তেলুগু মহাভারত সম্পূর্ণ হয়। পিল্লালমারি পিনাভিরাবদ্রিয়া (Pillalmari Pinavirabhadriah) অনুবাদ করেন জৈমিনি সংহিতা। তামিল ভাষাতে আরও অনেক মহাভারতের অনুবাদ হয়েছিল। তার মধ্যে সি. রাজগোপালাচারীর 'বিয়াসার বিরুন্দু' (Viyasar Virundu) অত্যন্ত জনপ্রিয় মহাভারতের অনুবাদ। তামিল গদ্যে মহাভারতের অনুবাদ করেন এম. ভি রামানুজচারিয়ার। মালয়ালম্ ভাষায় অনুবাদ করেন এজুথাকান (Ezhuthaccan)। সেখানে অনেকেই মহাভারতী আখ্যান অবলম্বনে কাব্য-নাটক রচনা করেন। যেমন, ইরাইম্মান থাম্পি (Erayimman Thampi) রচনা করেন 'উত্তরা স্বয়ংবরম্' 'কীচক বধম্', থোটাকাউ ইক্কাভাম্মা (Thottakattu Ikkavamma) লেখেন 'স্বভদ্রাজুনম্', আন্নাই ওয়ারিয়র (Unnayiariar) রচনা করেন 'নলচরিতম্' ইত্যাদি। কানাড়া ভাষাতেও 'নলচরিত' কনকদাস), 'সাহসভীমবিজয়' (রান্না) লিখিত হয়। ১৬শ শতকেও নারানাপ্পা কানাড়া ভাষায় মহাভারতের দশপর্ব এবং টিম্মানা বাকী পর্বগুলি অনুবাদ করেন।

সুদূর দক্ষিণ ভারতে অনুবাদ আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছু পরে ভারতের অন্যান্য স্থানে মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে ওড়িয়া ভাষায় মহাভারত রচনা করেন সারলাদাস। এই অনুবাদ মূলানুগ না হলেও অপরিসীম জনপ্রিয়তা লাভ করে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে নাকর (Nakar) গুজরাটী ভাষায়, সবলসিং চৌহান হিন্দীতে এবং রামসরস্বতী কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের অনুরোধে অসমীয়া ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। প্রসিদ্ধ ভক্ত একনাথের পৌত্র মুক্তেশ্বর মারাঠী ভাষায় মহাভারতের কয়েক পর্ব অনুবাদ করেন। বাংলাদেশে ১৫শ শতকে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত রচিত হয়, শ্রীকর নন্দী রচনা করেন জৈমিনি সংহিতা। প্রথমদিকের অনুবাদগুলি প্রায়শঃই খুব সরল ভাষায় এবং কল্পিত আখ্যানে পূর্ণ হত। জনসাধারণকে আকৃষ্ট করত ছোট ছোট উপকাহিনী।

বাংলা সাহিত্যে মহাভারত চর্চার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের অজস্র কবি মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশশতাব্দী পর্যন্ত এই অনুবাদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, গঙ্গাদাস সেন ও শংকর কবিচন্দ্র অষ্টাদশ পর্বেরই অনুবাদ করেছিলেন জানা যায়। বাংলা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস প্রথম চারটি পর্ব অনুবাদ করে লোকান্তরিত হন, তাঁর গ্রন্থের পরবর্তী অংশ

রচনা করেন অন্যান্য কবি নন্দরাম দাস, জিত ঘটক, শিবরাম ঘোষ ইত্যাদি। বাংলা দেশে জৈমিনি সংহিতা প্রচার লাভ করে বেশি। শ্রীকর নন্দী প্রথম এর অনুবাদ করেন। দ্বিজ কৃষ্ণরাম, অনন্ত মিশ্র, রামচরণ চক্রবর্তী, প্রমুখ কবিও জৈমিনি অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ বসুর শান্তিপর্ব, রাজীব সেনের উদ্যোগপর্ব, জয়ন্তদেবের স্বর্গারোহণ পর্ব, কুমুদ দত্তের স্বর্গারোহণ পর্ব, রাজেন্দ্র দাসের 'শকুন্তলা আখ্যান' মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের মহাভারত অনুবাদ চেষ্টার প্রমাণ। দণ্ডীপর্ব এবং আশ্চর্যপর্ব নামে দুটি কাল্পনিক পর্বও মহাভারতের মর্যাদা পেয়েছিল।

মধ্যযুগে যাঁরা মহাভারত রচনা করেছিলেন নীচে তাঁদের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

১। সঞ্জয় - সম্পূর্ণ মহাভারত (আদি—স্বর্গারোহণ)

২। কবীন্দ্র পরমেশ্বর—মহাভারত (আদি—শান্তি)

৩। নিত্যানন্দ ঘোষ—মহাভারত (আদি, সভা, শল্য, স্ত্রী, শান্তি)

৪। কাশীরাম দাস—মহাভারত (আদি—বিরাট)

৫। শংকর কবিচন্দ্র—সংপূর্ণ মহাভারত (আদি ভারতসাবিত্রী)

৬। গঙ্গাদাস সেন—মহাভারত (আদি, অশ্বমেধ)

এঁদের 'মহাভারত' গুলির যদিও সব পর্ব (সঞ্জয় ও কবিচন্দ্র বাদে) পাওয়া যায়নি তবু এঁরা যে সমগ্র মহাভারত রচনার কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তা জানা যায়। এঁদের মধ্যে একমাত্র শংকর কবিচন্দ্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচনার পরে 'ভারতসাবিত্রী' রচনা করেন।

৭। নন্দরাম দাস—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আশ্চর্য পর্ব

৮। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ—আদি, সভা, দ্রোণ পর্ব

৯। বৈদ্যনাথ—বন, গদা ও শান্তি পর্ব

১০। দ্বৈপায়ন দাস—বন, গদা, স্বর্গারোহণ পর্ব

১১। অনিরুদ্ধ—বন, উদ্যোগ, ভীষ্ম পর্ব

১২। নিমাই (দেবকীনন্দন)—কর্ণ, গদা পর্ব

১৩। সারল (সারলাদাস নয়)—আদি, বিরাট পর্ব

১৪। গোপীনাথ দত্ত (নন্দী)—দ্রোণ, স্ত্রী পর্ব

১৫। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ—সভা, ঐষিক পর্ব

১৬। রামনন্দন—শল্য, গদা পর্ব

১৭। মহীনাথ—বন, প্রস্থান পর্ব

১৮। জিত ঘটক—বন, মুষল পর্ব

এই কবিদের লেখা একাধিক পর্বের পুঁথি পাওয়া যায়। এঁরা সমগ্র

মহাভারত রচনা করেছিলেন, না কয়েকটি নির্বাচিত পর্বের অনুবাদ করেন তাও বলা কঠিন। সমগ্র ভারত লিখলে ধরে নিতে হবে অন্যান্য পর্বের পুঁথিগুলি হারিয়ে গিয়েছে বা এখনও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর যদি এঁরা সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা না করে থাকেন তাহলে পারম্পর্যহীন কয়েকটি পর্বের অনুবাদের কি সার্থকতা ছিল তাও বোঝা যায় না। এই অনুবাদের পশ্চাতে কি মনোভাব কাজ করত আজ জানার উপায় নেই। তবে মনে হয়, এঁদের অনেকেই সমগ্র মহাভারত অনুবাদের মনস্থ করেছিলেন এবং আপন আপন প্রবণতা অনুযায়ী এক একটি পর্ব বেছে নিয়ে অনুবাদ আরম্ভ করতেন—পরে অনেকেই লোকান্তরিত হন কিংবা গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। নতুবা মধ্যবর্তী দু-তিনটি পর্ব অনুবাদের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাভারতের একটি মাত্র পর্ব লিখেছেন, কিংবা পর্বান্তর্গত একটি আখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন এমন কবিও দুর্লভ নয়।

১৯। রাজেন্দ্র দাস—আদি পর্ব ২০। রামেশ্বর নন্দী—আদি পর্ব ২১। রুদ্রদেব—আদি পর্ব ২২। দ্বিজ রঘুরাম—আদি পর্ব ২৩। জয়দেব—সভা পর্ব ২৪। ব্রজসুন্দর—সভা পর্ব ২৫। গোপীনাথ পাঠক—সভা পর্ব ২৬। দ্বিজ বলরাম—বন পর্ব ২৭। কৌশারি—বন পর্ব ২৮। পরমানন্দ—বন পর্ব ২৯। রামবল্লভ দাস—বন পর্ব ৩০। রামনারায়ণ ঘোষ—বন পর্ব ৩১। লোকনাথ দত্ত—বনপর্ব ৩২। মধুসূদন নাপিত—বনপর্ব ৩৩। জগন্নাথ কবিবল্লভ—বনপর্ব ৩৪। পার্বতীনাথ—বন পর্ব ৩৫। শিবচন্দ্র সেন—বন পর্ব ৩৬। প্রেমানন্দ দাস—বন পর্ব ৩৭। গোবিন্দ কবিশেখর—বন পর্ব ৩৮। বিশারদ চক্রবর্তী—বিরাট পর্ব ৩৯। রমাকান্ত বসু—উদ্যোগ পর্ব ৪০। রাজীব সেন—উদ্যোগ পর্ব ৪১। কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ—ভীষ্মপর্ব ৪২। রামনারায়ণ দত্ত—দ্রোণ পর্ব ৪৩। সারলা দাস—কর্ণপর্ব ৪৪। লক্ষ্মীরাম—কর্ণ পর্ব ৪৫। বৈদ্য পঞ্চানন—কর্ণ পর্ব ৪৬। দ্বিজ গোবর্ধন—গদা পর্ব ৪৭। অকিঞ্চন দাস—সৌপ্তিক পর্ব ৪৮। দ্বিজ রামলোচন—স্ত্রী পর্ব ৪৯। লোচন—নারী পর্ব ৫০। কৃষ্ণানন্দ বসু—শান্তি পর্ব ৫১। শ্রীকর নন্দী—অশ্বমেধ পর্ব ৫২। রামচন্দ্র খান—অশ্বমেধ পর্ব ৫৩। দ্বিজ রঘুনাথ—অশ্বমেধ পর্ব ৫৪। মহীনাথ শর্মা অশ্বমেধ পর্ব ৫৫। দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস—অশ্বমেধ পর্ব ৫৬। ভরত পণ্ডিত—অশ্বমেধ পর্ব ৫৭। চন্দন দাস—অশ্বমেধ পর্ব ৫৮। অনন্ত মিশ্র—অশ্বমেধ পর্ব ৫৯। দ্বিজ হরিদাস—অশ্বমেধ পর্ব ৬০। ঘন শ্যামদাস—অশ্বমেধ পর্ব ৬১। দ্বিজ প্রেমানন্দ—অশ্বমেধ পর্ব ৬২। দ্বিজ অভিরাম—অশ্বমেধ পর্ব ৬৩। কৃষ্ণরাম দাস—অশ্বমেধ পর্ব ৬৪। সুবুদ্ধি রায়—অশ্বমেধ পর্ব ৬৫। দ্বিজ কীর্তিচন্দ্র—আশ্রমিক পর্ব ৬৬। মাধবচন্দ্র—প্রস্থানিক পর্ব

৬৭। ষষ্ঠীবর সেন—স্বর্গারোহণ পর্ব ৬৮। কুমুদ দত্ত—স্বর্গারোহণ পর্ব ৬৯। জয়ন্তীদেব—স্বর্গারোহণ পর্ব ৭০। বাসুদেব ব্রাহ্মণ—স্বর্গারোহণ পর্ব।

বিভিন্ন কবির লেখা একটিমাত্র পর্ব প্রচুর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে অশ্বমেধ পর্বের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং সবগুলিতেই জৈমিনি সংহিতা অনুসৃত হয়েছে। বন পর্বের অনুবাদে কোন একটি কাহিনীর প্রতিই ঝোঁক পড়েছে বেশি। 'দণ্ডী পর্ব'' নামে একটি কল্পিত মহাভারতের পর্বও অনেক কবি রচনা করেছেন যেমন,

৭১। মহেন্দ্র বা মহীন্দ্র ৭২। রাজারাম দত্ত ৭৩। হরিদেব বসু ৭৪। রামেশ্বর দাস ৭৫। উমাকান্ত ৭৬। মানিক কবিচন্দ্র ৭৭। কবীন্দ্র।

দণ্ডীপর্বের কাহিনী মহাভারতের নয়। কিন্তু মহাভারতের সব চরিত্র উপস্থিত আছেন। এই কাহিনীর উৎস বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায়নি।

৭৮। ত্রিলোচন চক্রবর্তী—মহাভারত ৭৯। ভৃগুরাম দাস—ভারত ৮০। বল্লভ দেব—ভারত ৮১। অম্বষ্ঠবল্লভ—মহাভারত ৮২। শিবরাম ঘোষ—মহাভারত ৮৩। দ্বিজ নন্দরাম—মহাভারত ৮৪। মুকুন্দ নন্দী—মহাভারত ৮৫। দুর্লভ সিংহ—ভারত পাঁচালী ৮৬। পুরুষোত্তম দাস—পাণ্ডব পাঁচালী।

এই গ্রন্থ বা পুঁথিগুলি থেকে কোন পর্বের নাম পাওয়া যায় না। কবিরা এদের শুধু ভারত, মহাভারত বা পাণ্ডব পাঁচালী বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও কয়েকটি পুঁথি মহাভারত নামে পরিচিত, যদিও সেগুলির সঙ্গে মহাভারতের যোগ খুব ক্ষীণ।

৮৭। ভৈরবচন্দ্র দাস—উমারসার্ণব ৮৮। ছবিখান বাসঞ্জয়—বিবেকের যুদ্ধ ৮৯। মুকুন্দদাস—কৃষ্ণার্জুন সংবাদ ৯০। গৌরীকান্ত—মুনি যুধিষ্ঠির সংবাদ ৯১। সাগর বসু—ভারতসাবিত্রী ৯২। জগদ্রাম—অভিলাস-রসসিন্ধু বা জগদ্রামী মহাভারত।

মহাভারত আশ্চর্যপর্বও এই পর্যায়ে পড়ে।

মহাভারতকাহিনী নিয়ে নবতর রচনার প্রয়াস দেখা গেল উনবিংশ শতাব্দীতে। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনাকাব্য', 'শর্মিষ্ঠা নাটক', গিরিশচন্দ্রের 'জনা', 'পাণ্ডব গৌরব' নাটক; 'নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' ত্রয়ী মহাকাব্য, রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস' কাব্যনাট্য ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য ক্ষীরোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' নাটক মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। এগুলি ছাড়াও মহাভারত নিয়ে বাংলায় বহু মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', বুদ্ধদেব বসুর

'মহাভারতের কথা', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মহাভারতী' (কবিতা) বাংলাদেশে মহাভারত চর্চার সার্থকতম নিদর্শন। আধুনিক যুগেও বুদ্ধদেব বসু মহাভারতীয় উপাদান নিয়ে 'প্রথম পার্থ', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'কালসন্ধ্যা' প্রভৃতি নাটক রচনা করে দেখিয়েছেন এর আবেদন চিরশাশ্বত। মহাভারতের গদ্যানুবাদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯শ শতাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬০ খ্রীঃ) মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন। বর্ধমানরাজের নির্দেশেও অনূদিত হয় সমগ্র মহাভারত। এই বিশাল গ্রন্থ দুটি ছাড়া মহাভারতের যে অনুবাদটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই দুরূহ মহাকাব্যকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে সেটি হল রাজশেখর বসুর মহাভারতের সারানুবাদ। আরো কিছু কিছু অনুবাদ হলেও উক্ত তিনটি গ্রন্থের পরে মহাভারতের বঙ্গানুবাদের আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা টীকাটিপ্পনী লিখে তাকে সরল করে দিয়েছেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

বিদেশেও মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক থেকে। যবদ্বীপীয় মহাভারতের বর্চায়িতা পাসেনা। সম্রাট আকবরের নির্দেশে মুল্লা বদায়ুনী মহাভারতের ফারসী অনুবাদ করেন ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থের নাম হয় 'রজমনামা।' য়ুরোপীয় ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয় ১৯শ শতাব্দীতে। সম্ভবতঃ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের কয়েকটি অনুবাদের কথা জানা যায়। ক্রিশ্চিয়ান ল্যাসেন সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর গ্রন্থ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় রচিত হয়, নাম 'Indische Alterthumskunde'. এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭তে। মহাভারতের ফরাসী অনুবাদ করেন এম হিপ্পোলাইট ফোচে (M. Hippolyte Fauche) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। তালবয় হুইলারের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৬৭-তে লণ্ডন থেকে। এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা মহাভারত অনুবাদের সূচনা হয় নতুন করে। উদ্যোক্তা ছিলেন উইলসন, জেমস প্রিন্সেপ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মহাভারতের অনুবাদ এবং চর্চায় সর্বজাতির মানব উৎসাহ বোধ করেছেন। ভারতীয় জীবন, দর্শন সমীক্ষায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচারে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিমাপে মহাভারতের প্রয়োজন অপরিসীম। এখনও প্রতিনিয়ত মহাভারতের নিত্য নব নিরীক্ষা পণ্ডিতমণ্ডলে বিতর্কের ঝড় তুলছে। এই ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক গবেষণাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় ভারতবাসীর জীবন থেকে এই মহাকাব্যের (ও রামায়ণের) প্রয়োজন আজিও

শেষ হয়ে যায়নি। 'অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে' যে দুটি অমৃতধারা নিঃসৃত হয়ে সর্বকালের ভারতীয় চিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুর্মর বাসনা চরিতার্থ করে আসছে তাদের প্রতি আমাদের কৌতূহল কোনদিনই নিবৃত্ত হবার নয়।

মূল মহাভারতের সঙ্গে কবিচন্দ্রের মহাভারতের কাহিনীগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বাংলাভাষায় দীর্ঘদিন ধরেই মহাভারত অনুবাদের অনুশীলন চলেছিল। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত অনুবাদের কাজ শুরু হয় ১৫শ শতকে। সঞ্জয় সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না বলে আমরা কবীন্দ্র পরমেশ্বরকেই মহাভারতের প্রথম অনুবাদক রূপে ধরে নিচ্ছি। তিনি সংক্ষেপে মহাভারতের অনুবাদ করেন। তাঁর পরেও অনেকে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ও আংশিক অনুবাদের কাজে হাত দিয়ে বাংলা মহাভারত রচনার ধারাটিকে অনুক্ষণ অব্যাহত রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই মহাভারতের সব কটি পর্ব অনুবাদ করে যাননি। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাসও মাত্র চারটি পর্ব রচনা করেছিলেন, অবশ্য তাঁর গ্রন্থে অন্যান্য কবির লেখা পরবর্তী পর্বগুলি যুক্ত হওয়ায় সেগুলি সবই কাশীরামের রচনারূপে গৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ কাশীরামের পরে সমগ্র মহাভারত রচয়িতারূপে আর কোন কবির নাম শোনা যায় নি। শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারত দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকায় এ নিয়ে বিশেষ আলোচনাও হয়নি। বাংলায় মহাভারতের প্রায় শতাধিক অনুবাদ হলেও বৈয়াসকী মহাভারতের সারানুবাদরূপে ঈষৎ পরবর্তীকালে রচিত (১৭৩৮-৪০) শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারতখানির বিশেষ মূল্য আছে। তিনি সংক্ষেপে মূল সংস্কৃত মহাভারতকে প্রায় অবিকৃতভাবেই প্রাদেশিক ভাষায় পরিবর্তিত করেছেন। ভাষা-মহাভারতের সকল কবিই অশ্বমেধ পর্ব রচনার সময় ব্যাসের অনুসরণ না করে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কবিচন্দ্রের অশ্বমেধ পর্বে ব্যাস ভারতের বঙ্গানুবাদ দেখা যাবে। অবশ্য কবিচন্দ্রও মাঝে মাঝে অন্যান্য কবিদের মতো নতুন আখ্যান গ্রহণ ও নীতি উপদেশাদি নীরস ঘটনা বর্জনের চিরাচরিত আদর্শটিকে গ্রহণ করেছেন। তবু এই গ্রন্থটিকে আমরা সহজেই মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কল্পিত বা লোক-প্রচলিত আখ্যান কবিচন্দ্র তাঁর কাব্যে যুক্ত করেছেন। সেগুলি 'পালা' রূপে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই জনপ্রিয় পালাগুলি কাশীরামের কাব্যের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। কবিচন্দ্র মুখ্যতঃ পাণ্ডব-কৌরব কাহিনীকে তাঁর কাব্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। সেজন্য মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন উপাখ্যান তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে।

কাশীদাসী মহাভারতের অবস্থা বোধহয় তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি সারানুবাদের দিকেই বেশি করে মন দিয়েছিলেন। 'ভারতসাবিত্রী' অংশে বলেছেন,

"পূর্বেতে ভারত ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে।
গাইতে নারিল কেহ বাহুল্যের পাকে ॥
সংক্ষেপে আঠারো পর্ব করি রাত্রিদিনে।
নৃপ আজ্ঞায় দিলাঙ বসুদেব গায়নে ॥"

সুতরাং কবি যে খুব সংক্ষেপে মূলানুগ কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গান করার জন্য অতিরিক্ত সরল করা হলেও কাহিনী গ্রহণ, বর্জন ও সংস্থাপনে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আদি পর্ব—কবিচন্দ্র শৌনকাদি ঋষিদের আশ্রমে সৌতি লোমহর্ষণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মহাভারত-কাহিনীতে প্রবেশ করেছেন। পর্বসংগ্রহ, পর্বাধ্যায় বর্জন করে পৌষ্য ও পৌলোম পর্বাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কবি সুকৌশলে আস্তিক পর্বাধ্যায়টি মাত্র চার পংক্তিতে বর্ণনা করে জনমেজয়ের 'ভা তশ্রবণ' প্রসঙ্গে উপনীত হয়েছেন। তিনি 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' প্রসঙ্গ, যা পালার আকারে পাওয়া যায়, মহাভারত থেকে বর্জন করে জনমেজয়ের ভারত-শ্রবণের কারণ হিসাবে বলেছেন। জনমেজয়ের অশ্বমেধ-রাজসূয় যজ্ঞের চেষ্টা ইন্দ্রের কৌশলে ব্যর্থ হলে ব্যাসদেব জনমেজয়কে ভারত শ্রবণ করতে বলেন। মূল মহাভারতের মতোই কবিচন্দ্রের মহাভারতও উপরিচর বসুর প্রসঙ্গ থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু উপরিচর বসুর ইন্দ্রপূজা অনুষ্ঠানটি (অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হত) মল্লরাজাদের ইদ পূজা বা ইন্দ্রপতাকা পূজার (ভাদ্রসংক্রান্তি) অনুরূপ। মৎস্যগন্ধা ও ব্যাসদেবের সংক্ষিপ্ত জন্মবিবরণের পর কবি সম্ভব পর্বাধ্যায়ের অধিকাংশ আখ্যান কচ-দেবযানী-যযাতি-শর্মিষ্ঠা আখ্যান ও দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনী বর্জন করে একেবারে শান্তনু-গঙ্গার বিবাহ বর্ণনা করেছেন। ভীষ্মের জন্ম থেকে ভীষ্ম কর্তৃক কাশীরাজকন্যাত্রয় হরণ পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ। এরপর অম্বার প্রত্যাবর্তন, ভীষ্মকে বিবাহের অনুরোধ, ভীষ্ম-পরশুরাম যুদ্ধ ও ভীষ্মবধার্থে অম্বার আত্মাহুতির কথা বলা হয়েছে। মূলে এ অংশ আছে উদ্যোগ পর্বে। কুরু বংশ রক্ষার্থে ভীষ্ম-সত্যবতী-ব্যাস আখ্যান মূলানুগ, কিন্তু দীর্ঘতমার গল্প বর্জন করা হয়েছে। অনীমাণ্ডব্যের উপাখ্যানের সঙ্গে সুকৌশলে যুক্ত করা হয়েছে লক্ষ্যহীরা-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বেদশীর ও তৎপত্নী বেদবতীর আখ্যান। মূল মহাভারতে এই আখ্যান নেই। গান্ধারীর বিবাহ, কুন্তীর বিবাহ, কর্ণের জন্মকাহিনী মূলানুগ। তবে দুটি নতুনত্ব দেখা যায় যেমন, দুর্বাসাকে কুন্তীর

অনাবৃত পৃষ্ঠের ওপরে পাক করে অন্ন গ্রহণের অনুমতিদান (সেই দুঃসাহসের জন্যই কুন্তীর দেবহূতি বর লাভ) এবং কর্মপথে কর্ণের জন্ম। একই সঙ্গে কর্ণকে সূর্যের পিতৃপরিচয়দান ও দিব্যবস্ত্রদানের কথা বলা হয়েছে। যে বস্ত্র কর্ণজননী ছাড়া আর কেউ অঙ্গে ধারণ করতে পারবেন না। মূলে এ-কথা নেই। কবিচন্দ্র লিখেছেন, ধৃতরাষ্ট্র নদী থেকে কর্ণকে পান এবং অধিরথকে পালন করতে দেন। এরপর কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ থেকে পাণ্ডবদের জন্ম পর্যন্ত ঘটনা মূলানুগ। মধ্যবর্তী ব্যুষিতাশ্ব ও ভদ্রা উপাখ্যান এবং শ্বেতকেতুর নিয়ম নির্ধারণ অংশ বর্জন করা হয়েছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পূর্বে মাদ্রী-দূর্গ প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে, এ আখ্যান অন্যত্র নেই। পাণ্ডুর মৃত্যু থেকে রাজপুত্রদের অস্ত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠান পর্যন্ত কাহিনী মূলানুগ ও সংক্ষিপ্ত। জতুগৃহ পর্বাধ্যায়, হিড়িম্ববধ পর্বাধ্যায় ও বকবধ পর্বাধ্যায় মূলানুগ। শুধু জতুগৃহে অগ্নিসংযোগকারীরূপে পুরোচনকে দেখানো হয়েছে। মূলে আছে, এ কাজ করেছেন ভীম। চৈত্ররথ পর্বাধ্যায় থেকে মাত্র তিনটি ঘটনা কবি গ্রহণ করেছেন—ব্যাস-আগমন, পাণ্ডবদের স্বয়ম্বর সভাযাত্রা ও অঙ্গার পর্ণের পরাজয় এবং ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ। স্বয়ম্বর পর্বাধ্যায় মূলানুগ তবে দ্রৌপদীর কর্ণ-প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গ নেই। আছে কর্ণের লক্ষ্যভেদের অক্ষমতা। বৈবাহিক পর্বাধ্যায়, বিদুরাগমন পর্বাধ্যায় রাজ্যলাভ পর্বাধ্যায়, অর্জুন বনবাস পর্বাধ্যায়, সুভদ্রাহরণ পর্বাধ্যায়, হরণাহরণ পর্বাধ্যায় খাণ্ডবদাহন পর্বাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ। খাণ্ডব বনের ইতিহাস, মন্দপাল আখ্যান ও ছোট ছোট আখ্যান বর্জন করা হয়েছে।

সভা পর্ব—সভাক্রিয়া পর্বাধ্যায়, রাজসূয়ারম্ভ পর্বাধ্যায়, জরাসন্ধ পর্বাধ্যায় সংক্ষেপে মূলানুসারী। দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায় বর্জন করা হয়েছে। রাজসূয় ও শিশুপালবধ পর্বাধ্যায় মূলের অনুরূপ। দ্যূত পর্বাধ্যায়ে দ্যূতানুষ্ঠানের প্রস্তুতি থেকে দ্রৌপদীর বিচার প্রার্থনা ও কর্ণ-দুর্যোধনে কটুভাষণ পর্যন্ত মূলানুগ। পরবর্তী অংশ, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ থেকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর বরলাভ মূলানুগ। এখানে কিঞ্চিৎ নতুনত্ব সঞ্চার করা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে দ্রৌপদীর পুনরায় কৌরব-অন্তঃপুরে প্রবেশের পর কৌরব-পত্নীদের উপহাসে তাঁর নয়নবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং অন্তঃপুরিকাদের বস্ত্রে আগুন লেগে যায়। তাঁরা ভীত হয়ে বিবস্ত্রা অবস্থায় রাজসভায় এসে দাঁড়ালে দুর্যোধনাদি সকলে লজ্জিত ও বিমর্ষ হয়। এই অংশ মূলে নেই। অনুদ্যূত পর্বাধ্যাশ মূলানুগ।

বন পর্ব—আরণ্যক পর্বাধ্যায় ও কির্মীরবধ পর্বাধ্যায় মূলানুগ। অর্জুনাভি-

গমন পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের আগমন, দ্রৌপদীর ক্ষোভ ও অর্জুনের অস্ত্রলাভের জন্য স্বর্গযাত্রার কথা বলা হয়েছে। সৌভধ্বংস-শাল্ববধ, বলিপ্রহ্লাদ আখ্যান বর্জ্জন করা হয়েছে। কৈরাত পর্বাধ্যায়, ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাধ্যায় ও নলোপাখ্যান পর্বাধ্যায় মূলানুগ। তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়ের সামান্য অংশ কবি গ্রহণ করেছেন, লোমশ সহ পাণ্ডবদের বনগমন ও অগস্ত্য আখ্যান শ্রবণ। এরপর কবি জটাসুর বধ পর্বাধ্যায় সংক্ষেপে বর্ণনা করে দ্রৌপদীর কনকপদ্ম লাভ ও ভীমের সৌগন্ধিক আনয়নের কথা বলেছেন। এর মধ্যবর্তী সমস্ত আখ্যা বর্জ্জন করা হয়েছে। শত্রুযুদ্ধ, নিবাতকবচ যুদ্ধ, অজাগর, মার্কণ্ডেয় সমস্যা, দ্রৌপদী সত্যভামাসংবাদ পর্বাধ্যায় বর্জন করা হয়েছে। ঘোষযাত্রা ও মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্বাধ্যায় মূলানুগ। ব্রীহিদ্রৌণিক পর্বাধ্যায়, বর্জিত হয়েছে। দ্রৌপদীহরণ ও জয়দ্রথ বিমোক্ষণ পর্বাধ্যায় মূলানুগ রামোপাখ্যান ও পতিব্রতামাহাত্ম্য বাদ দেওয়া হয়েছে। কুণ্ডলাহরণ পর্বাধ্যায়, আরণেয় পর্বাধ্যায় সংক্ষেপে মূলানুগত্য রক্ষা করেছে।

বিরাট পর্ব—বিরাটপর্বের সর্বত্রই মূলানুসরণ। সংক্ষেপ করার জন্য ধৌম্যের উপদেশ, সুশর্মার যুদ্ধ, অর্জুনের দশনাম বর্ণন, উত্তরার্জুনের যুদ্ধজয়ের বিস্তৃত বর্ণনা বর্জ্জন করা হয়েছে।

উদ্‌যোগ পর্ব—উদ্‌যোগ পর্ব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সেনোদ্‌যোগ পর্বাধ্যায়ে রাজ্যলাভের মন্ত্রণা, কৃষ্ণের কপট নিদ্রা ও শল্যের কৌরব পক্ষাবলম্বন মাত্র বলা হয়েছে। সঞ্জয়যান, প্রজাগর ও সনৎসুজাত এবং যানসন্ধি পর্বাধ্যায় বর্জন করা হয়েছে। ভগবৎযান পর্বাধ্যায় খুব সংক্ষিপ্ত। কবি এখানে 'ভারতসাবিত্রী'র অনুসরণ করেছেন। রাজা দম্ভোদ্‌ভব, বিশ্বামিত্র-গালব-যযাতি-মাধবী আখ্যান, বিদুলা আখ্যান বর্জন করে কবি শুধু কৃষ্ণ-কুন্তী ও কৃষ্ণ-কর্ণ সাক্ষাতের কথা বলেছেন। কর্ণ-কুন্তী সাক্ষাৎ মূলানুগ। সৈন্যনির্মাণ পর্বাধ্যায় বাদ। উলূক-দূতাগমন পর্বাধ্যায়ের পূর্বেই রথ্যাতিরথ সংখ্যান পর্বাধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এরপরে উলূকের দৌত্য। অম্বা কাহিনী আদিপর্বেই বলা হয়েছে সুতরাং এখানে নেই।

ভীষ্ম পর্ব—জম্বুখণ্ডনির্মাণ ও ভূমি পর্বাধ্যায় থেকে শুধুমাত্র সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি লাভ অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। ভাগবতগীতা পর্বাধ্যায়ের প্রথম অংশ অর্জুনের দুর্গাস্তব বিস্তৃতভাবে এবং গীতা অংশের উল্লেখমাত্র করে কবি ভীষ্মবধ পর্বাধ্যায়ে গমন করেছেন। এই অংশ মূলানুগ, তবে যুদ্ধ বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

দ্রোণ পর্ব—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ মূলানুগ।

কর্ণ পর্ব—মূলানুগ ও সংক্ষিপ্ত। তবে ত্রিপুরবধ, বিন্দানুবিন্দবধ, পাণ্ড্যবধ প্রভৃতি বর্জন করা হয়েছে এবং কুণ্ডলাহরণ অংশ যুক্ত হয়েছে, মূলে যা বনপর্বের অন্তর্গত ছিল।

শল্য পর্ব—শল্য পর্বাধ্যায়কে কবি একটি পর্ব রূপে মূলানুগ বর্ণনা করেছেন। হ্রদপ্রবেশ পর্বাধ্যায় ও গদা যুদ্ধ পর্বাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ।

সৌপ্তিক বা দ্রোণী পর্ব—মূলানুগ। শুধু দুর্যোধনের মৃত্যুঘটন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। অশ্বত্থামা পাণ্ডব ভ্রমে পান্ডবপুত্রদের মুণ্ড নিয়ে এলে দুর্যোধন অকারণ শিশুহত্যা ও দ্রৌপদীকে দুঃখ দেওয়ার জন্য বিমর্ষ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে।

ঐষিক পর্ব- সৌপ্তিক পর্বান্তর্গত ঐষিক পর্বাধ্যায় স্বতন্ত্র পর্বাকারে পাওয়া যায়—পর্বটি মূলানুগ।

স্ত্রী পর্ব—সংক্ষিপ্ত ও মূলের অনুরূপ। শুধু কৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ দান প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়েছে।

শান্তি পর্ব—এই পর্বটি সম্পূর্ণ নয়। রাজধর্মানুশাসন পর্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসকাশে যাত্রা পর্যন্ত মূলানুগ। এর পরের অংশ পাওয়া যায়নি।

ভীষ্মযোগ বা অনুশাসন পর্ব—এর আরম্ভে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে উপদেশ নিতে এসেছেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। ভীষ্মকথিত আখ্যানের সঙ্গে মহাভারতের কোন যোগ নেই—শিবরাত্রিব্রত, দুর্গাষ্টমী ব্রত অদাতার নরকভোগ প্রভৃতি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভীষ্মের স্বর্গারোহন মূলানুগ।

অশ্বমেধ পর্ব—সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ।

আশ্রমবাসিক পর্ব - সম্পূর্ণ মূলানুগ।

মৌষল পর্ব—অর্ধেক অংশ পাওয়া যায়নি, প্রাপ্ত অংশ মূলের অনুরূপ। শুধু জরা ব্যাধের মৎস্য ক্রয় ঘটনাটি কাল্পনিক, যা মূলে নেই।

মহাপ্রস্থান পর্ব—সম্পূর্ণ মূলানুগ।

স্বর্গারোহণ পর্ব—মূলের অনুরূপ। শেষে কবি আশ্চর্য পর্ব হরিবংশের উল্লেখ করেছেন।

ভারতসাবিত্রী—মূলানুগ। কবির গ্রন্থরচনার কাল উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাভারত

আদিপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

মহাভারতের সূচনা

প্রণমিঞা নারায়ণ নরোত্তম নরে ।
দেবী সরস্বতী প্রণমিঞা সমাদরে ॥
জয়াখ্য ভারত গ্রন্থ যে করে কীর্তন ।
সর্বকার্যে জয়ী সেই না দেখে শমন ॥
বাসুদেব পিতামহ দেব প্রজাপতি ।
পরাশর ব্যাস শুক শৌনক মহামতি ॥
নারদাদি করিয়া যতেক ঋষিগণে ।
পিতামাতা শ্রীগুরুর বন্দিয়া চরণে ॥
যত তীর্থ যত ক্ষেত্র আছে পৃথিবীতে ।
তা সভারে প্রণাম করহোঁ জোড় হাতে ॥
সর্ব বিঘ্ন বিনায়কাদিত্য বসুগণ ।
তারপরে বন্দো মুনি শ্রীলোমহর্ষণ ॥
লোমহর্ষ হয় যার কথার শ্রবণে ।
ব্যাস শিষ্য সূত তাঁরে কহে মুনিগণে ॥
নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে শৌনকাদি ঋষি ।
যজ্ঞ করে কৃষ্ণ পাব মনে অভিলাষী ॥
একদিন সুখে বস্যা যত ঋষিগণ ।
দরশন হেতু গেলা শ্রীলোমহর্ষণ ॥
বসাইয়া শুভাসনে বস্যে ঋষিগণ ।
জিজ্ঞাসয়ে কোথা হত্যে হল্য আগমন ॥
এতকাল মহাশয় কোন স্থানে ছিলে ।
দরশন দিয়া সর্বে পবিত্র করিলে ॥
জিজ্ঞাসিত হয়্যা সূত ঋষিগণে কয় ।
সর্পসত্র যজ্ঞ করে রাজা জন্মেজয় ॥
সশিষ্যে আইলা তথা ব্যাস তপোধন ।
সমাদরে পূজে রাজা ব্যাসের চরণ ॥
বসাইয়া দিব্যাসনে জোড় করে কয় ।
ত্রিকালের কথা তুমি জান মহাশয় ॥
কহিবে মোদের কিছু বংশের চরিত ।
শুনিতে হৃদয়ে মোর হইল বাঞ্ছিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবের সন্তোষ যেমনে ।
দুর্যোধন পাণ্ডবে বিরোধ কি কারণে ॥
পিতামহ আমার কেমনে কৈল রণ ।
কৌরব সহিত হৈল ক্ষত্রিয় নিধন ॥
যে কহিলাঙ অপর যে কথা জান তুমি ।
কহ কহ শ্রবণ করিব সব আমি ॥
এত শুনি সংক্ষেপে কহিলা বেদব্যাস ।
বেদতুল্য ভারত পুরাণ ইতিহাস ॥
অপর যতেক বৈশম্পায়ন কহিবেন ।
এত কয়্যা ব্যাস তপস্যায় চলিলেন ॥
বৈশম্পায়ন কহিলা শুনিলা জন্মেজয় ।
শুনিয়া চলিলা সর্বে যার যে আলয় ॥
নানা দেশ তীর্থক্ষেত্র করি পর্যটন ।
স্যমন্তপঞ্চক আমি করিলাঙ গমন ॥
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যেইখানে হল্য ।
পরস্পর করি যুদ্ধ সভাই মরিল ॥
তোমরা মহাত্মা সূর্য অগ্নির সমান ।
অতেব দেখিতে আইলাঙ এই স্থান ॥

কহ কহ শৌনক মুনি এত শুনি কয়।
শুনিব ভারত কথা যাতে জ্ঞান হয়॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্ত্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ॥
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সভাকার মান্য।
পরম দেবতা সদা ভাবেন চৈতন্য॥
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে।
বীরবৌলি জোড়া দিলা পরম সাদরে॥
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা বর্ণ মহাভারত পুরাণ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদ করিয়া ভাবনা।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা॥

জন্মেজয়ের ভারত শ্রবণ

জন্মেজয় রাজা প্রতি বৈশম্পায়ন কয়।
কহিব ভারত কথা শুন মহাশয়॥
বাচ্যমান ভারত যেবা করয়ে শ্রবণ।
পুষ্কর তীর্থের জলে কি কাজ সেবন॥
জয়াখ্য ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
হস্তগত জয় তার সভে সমাদরে॥
স্বর্ণশৃঙ্গ শত গবী যে দেই ব্রাহ্মণে।
তার সম ফল হয় ভারত শ্রবণে॥
উভে সন্ধ্যে ভারত ভারত যেই বলে।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ যাএ অবহেলে॥
তাবত যতেক ইতিহাসের মহত্ত্ব।
যাবত নাহিক দেখে শ্রীমহাভারত॥
দধির নবনী যেন দ্বিপদে ব্রাহ্মণ।
যতেক হ্রদের মধ্যে উদধি যেমন॥
চতুষ্পদের মধ্যেতে গোধন যেমন।
ইতিহাসের মধ্যেতে ভারত তেমন॥
শ্রাদ্ধকালে ভারত যেই করয়ে শ্রবণ।
অন্নাদি অক্ষয় হয় সুখী পিতৃগণ॥
ভারত পঞ্চম বেদ পুরাণেতে কয়।
যে পড়ে শ্রবণ করে চতুর্ব্বর্গ হয়॥
এ অধ্যায়ে আদি পর্ব্বে পড়ে যেই জন।
ভারতের ফল সব পায় ততক্ষণ॥
যুগে যুগে পাপ করে যত যত জন।
পাপ যায় বেদ গানে যে করে শ্রবণ॥
বেদে॥
দ্বিজবন্ধু স্ত্রী শূদ্রের নাহি অধিকার।
ভারতে বেদার্থ সব করিল প্রচার॥
চতুর্ব্বিংশতি সহস্রোত্তরে সার্দ্ধশত শ্লোক।
যে কথা শ্রবণে দূরে যায় রোগ শোক॥
শ্লোক ছন্দ করি শুক পুত্রে পড়াইল।
পক্ষীতে সুজ্ঞান তত্ত্ব যে জনা কহিল॥
পরম দয়ালু ব্যাস পরে মনে গুণি।
ষাটি লক্ষ সংহিতা করিলা মহামুনি॥
দেবে ত্রিংশৎ লক্ষ কহে নারদ মুনি।
পিত্রে পঞ্চদশ লক্ষ কহে দৈবজ্ঞানী॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক যক্ষেতে রাক্ষসে।
শুকদেব কহে তথা পরম হরিষে॥
লক্ষ শ্লোক মানুষেতে বৈশম্পায়ন কয়।
শুনিয়া সভার মন পুলকিত হয়॥
পূর্ব্বে পূর্ব্বে বংশ কথা কয়্যাছিলে তুমি।
সংক্ষেপেতে তার সূত্র কই কিছু আমি॥
মাতৃআজ্ঞা ভীষ্মবাক্য ব্যাস না লঙ্ঘিল।
বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে তিন পুত্র জন্মাইল॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু যে বিদুর মহাশয়।
দুর্য্যোধন আদি করি আর্য্যের তনয়॥
ভার্য্যা সঙ্গে পাণ্ডুরাজা গেলেন কাননে।
মৃগয়ায় মৃগ ভ্রমে বধিলা ব্রাহ্মণে॥
ধর্ম্ম বায়ু শক্র অশ্বিকুমার হইতে।
যুধিষ্ঠির আদি পুত্র হইল বনে যে॥
মন দিয়া মহারাজা করহ শ্রবণ।
ক্রোধময় মহাবৃক্ষ হল্যা দুর্য্যোধন॥
শকুনি তাহার শাখা কর্ণ তার স্কন্ধ।

দুঃশাসন পুষ্প ফল মূল রাজা অন্ধ ॥
ধর্মময় মহাবৃক্ষ রাজা যুধিষ্ঠির।
স্কন্ধ অর্জুন শাখা ভীম মহাবীর ॥
মাদ্রীসুত তাহার হইল পুষ্প ফল।
মূল তার কৃষ্ণ আর ব্রাহ্মণ সকল ॥
তারপরে যথাক্রমে সকলি কহিল।
কুরুপাণ্ডবের সেনা যেমতে মরিল ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইলা নিধন।
উভয়ত তিন সাত রহে দশজন ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কৃপ তপোধন।
কুরুসেনা মধ্যে রহে এই তিনজন ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি।
পাণ্ডবের সেনা শেষ এই সাত বাকি ॥
আঠার পর্ব শত পর্ব কহিল বিস্তারে।
যে যে পর্বে শ্লোক যত শুনাল্য সভারে॥
যে যে পর্বে যথাক্রমে যত উপাখ্যান।
হরিবংশ শেষেতে করিল সমাধান ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপতি আদেশে।
ভাষায় ভারত কিছু কবিচন্দ্র ভাষে ॥

উতঙ্ক উপাখ্যান

তারপর সৌতিরে শৌনক জিজ্ঞাসয়।
সর্পসত্র যজ্ঞ কেন কৈল জন্মেজয় ॥
সুত কহে একমনে করহ শ্রবণ।
সর্পসত্র জন্মেজয় কৈল যে কারণ ॥
ধৌম্য নামে ঋষি সেহ তক্ষশীলায় আছে।
তিন শিষ্য উপমন্যু আরুণি বেদ কাছে ॥
ভিক্ষা কৈর‍্যা দুগ্ধ খাত্যে মুনি মানা করে।
উপমন্যু গরু রাখে থাকে অনাহারে ॥
অর্ক ॥
পত্র খাতে অন্ধ হল্য কূপেতে পড়িল।
অশ্বিনীকুমারে স্তব কর শিষ্যেরে বলিল ॥
স্তব করিতে চক্ষু পাল্য উঠে কূপ হত্যে।
সর্ব শাস্ত্র গুরু তারে দিলেন ভক্তিতে ॥
বেদে ডাকি তারপর করিলা আদেশ।
গরুর প্রায় ছালা বহ ঘুচায় মোর ক্লেশ ॥
শীত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সাহসেতে সহে।
চারিগুণে ছালা চাপায় প্রাণপণে বহে ॥
ভক্তি জানি যত বিদ্যা গুরু দিল তারে।
কৃষি কর কেদারেতে কহে আরুণিরে ॥
ভাঙ্গ্যা যদি যায় বাঁধ বাঁধ্য দৃঢ় করি।
শুন্যা গেল গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করি ॥
জলের তরঙ্গ নানা জন্তু ভাস্যা যায়।
বান্ধিতে না পার‍্যা বাঁধ পড়্যা থাকে তায় ॥
তারে না দেখিয়া গুরু কেদারকে যায়।
আরুণি আরুণি বল্যা ডাকে উচ্চ রায় ॥
জাল পড়্যা ছিল মুনি উঠাল্য সত্বর।
উদ্দালক নাম আজি হত্যে হল্য তোর ॥
ধৌম শিষ্য বেদ উতঙ্কেরে রাখি ঘরে।
যজ্ঞ হেতু গেলা পৌষ্য রাজার মন্দিরে ॥
কথোদিনে গুরুপত্নী ঋতুস্নান কৈল।
মোর ঋতু রক্ষা কর উতঙ্কে কহিল ॥
নারী বাক্যে হেন কার্য করিতে নারিব।
লোকের সমাজে আমি কি বোল বলিব ॥
কালান্তরে আসি গুরু সকল শুনিল।
বর মাগ শুন্যা তাহে উতঙ্ক কহিল ॥
কিছু দিয়া যাব গুরু দক্ষিণা সকাশে।
মোর কার্য নাঞি যাহ গুরুমায়ের পাশে ॥
তথায় কহিতে গুরুপত্নী কহে তারে।
পৌষ্য ভার্যার মণিকুণ্ডল আন্যা দেহ মোরে ॥
চতুর্থে পুণ্যক সাঙ্গে নাঞি আল্যে তুমি।
সত্য কই তোরে তবে শাপ দিব আমি ॥
এত শুনি প্রণমিঞা করিলা গমন।
উতঙ্ক চলিলা শীঘ্র পৌষ্যের ভবন ॥
পথে যাত্যে বৃষারূঢ় পুরুষ তারে কয়।

এই বৃষের গোময় কিছু খাও মহাশয় ॥
হাসিয়া উতঙ্ক কয় না শুনি এমন ।
পুরুষ কয় গুরু তোর কর্যাছে ভক্ষণ ॥
এত শুনি বৃষ গোময় করিলা ভোজন ।
পৌষ্যের সাক্ষাতে যায়্যা দিল দরশন ॥
পৌষ্যে কয় মহাশয় মোর আশিস লহ ।
গুর্বার্থ কুণ্ডল ভিক্ষা ঝাট মোরে দেহ ॥
নৃপ আজ্ঞায় রাণী স্থানে পাইলা কুণ্ডল ।
তক্ষক হরিল পথে করি ন্যাসী ছল ॥
নিজ রূপে বিনদারে গেলেন পাতালে ।
দুঃখ ভাবে দ্বিজবর হস্ত দিয়া ভালে ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বজ্রে বিনদার কৈল ।
সে পথে উতঙ্ক তবে পাতালে পশিল ॥
দিব্য পুরী তথায় দেখিয়া নাগগণ ।
করপুটে নানা মতে করয়ে স্তবন ॥
স্ত্রী পুরুষ সিতাসিত তন্ত্র কুমার ছয় ।
তারপর চক্রেতে পুরুষ এক হয় ।
হের আস্যা তোমার নাহিক কিছু ভয় ।
দেখিয়া করিতে স্তব পুরুষ তারে কয় ॥
উতঙ্ক কারণ কয় সর্প হোকু বশ ।
আমারে উদ্ধার করি রাখ নিজ যশ ॥
পুরুষ কহেন তোর আর নাঞি দুখ ।
ভালমতে এ অশ্বের গুহ্যে দেহ ফুক ॥
স্বকার্য গৌরবে বিপ্র তাতে ফুক দিতে ।
উঠিল দারুণ ধূম অশ্ব গুহ্য হত্যে ॥
ধূম শিখায় নাগলোক পায় বড় তাপ ।
কি হল্য কি হল্য মরি ডাকে সর্ব সাপ ॥
কার্য জানি ব্যস্ত হয়্যা যত সর্পগণ ।
তক্ষকেরে যায়্যা সর্বে লইলা শরণ ॥
তক্ষক কুণ্ডল আনি উতঙ্কেরে দিল ।
উতঙ্ক কুণ্ডল পায়্যা চিন্তিতে লাগিল ॥
অদ্য ॥
গুরুপত্নীর পুণ্য স্নান সমাপন ।
অতি দূর কি করিয়া করিব গমন ॥
পুরুষ উতঙ্কে কয় কিবা আর চাহ ।
এই অশ্বে চাপিয়া ত্বরায় তুমি যাহ ॥
অশ্বে আরোহণ করি গেলা এক্ষণে ।
উতঙ্ক পরম জ্ঞানী গুরুর ভবনে ॥
গুরুপত্নী স্নান করি শাপ দিতে যায় ।
হেন কালে উতঙ্ক পড়িল তার পায় ॥
মণিকুণ্ডল দিল গুরুপত্নী স্থানে ।
আশিস করিয়া তারে পরিলেন কানে ॥
শাপ নাঞি দিব বাপু সিদ্ধ পদ পাবে ।
কত কষ্ট পাল্যে বাছা নানা দুঃখভাবে ॥
গুরুপত্নীর উতঙ্ক করিয়া হৃষ্টমতি ।
গুরুপদে তস্যপর করয়ে প্রণতি ॥
মুনি বলে অহে বাপু কষ্ট কত পাল্যে ।
বিলম্ব হইল কেন কোথা তুমি ছিলে ॥
উতঙ্ক বলেন প্রভু পাল্যাঙ বড় তাপ ।
তক্ষক করিল বিঘ্ন দুষ্টমতি সাপ ॥
নাগলোকে প্রবেশিতে দেখিল নয়নে ।
মায়া হয়্যা শুক্ল কৃষ্ণ তাঁত দোঁহে বোনে ॥
তারপর চক্র ধরে কুমার ছজনে ।
এক পুরুষবর দেখিল নয়নে ॥
এক অশ্বরত্ন আমি দেখি তারপরে ।
এক পুরুষ দেখিলাঙ বৃষের উপরে ॥
বৃষের গোময় মূত্র করিলাঙ ভক্ষণে ।
তুমি পূর্বে খায়্যাছিলে তাঁহার বচনে ॥
খনতি আনিঞা দিল একজন মোরে ।
গর্ত প্রকাশিয়া গেলাঙ পাতাল ভিতরে ॥
এ সকল কেবা তারা বিবরিয়া বল ।
সন্দেহ ভঞ্জন কর ভকত বৎসল ॥
এত শুনি বেদ মুনি উতঙ্কেরে কন ।
সকল বৃত্তান্ত কহি কর তাহে মন ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপতি আদেশে ।
আদি পর্বে ব্যাস উক্তি কবিচন্দ্র ভাষে ॥

উতঙ্কের সংশয় মোচন

মুনি কয় মায়া নয় শুন মোর কথা।
তাঁত বোনে দুইজনে ধাতা বিধাতা ॥
শুক্ল বর্ণ দিবা তার কৃষ্ণ বর্ণ রাতি।
বেদ কহে মন দিয়া শুন মহামতি ॥
চক্র সম্বৎসর যে কুমার ছয় ঋতু।
পুরুষ পর্জন্য সেই কহিলাঙ হেতু ॥
অশ্ব অগ্নি আপনি বৃষভ ঐরাবত।
চাপ্যাছে উপরে তার রাজা পুরুহূত ॥
অমৃত গোময় মূত্র ভক্ষণ করিলে।
নাগলোকে পুণ্য ফলে অতেব বাঁচিলে ॥
একে একে বিবরণ কহিল তোমারে।
ইন্দ্র বজ্র অবশেষে দিলেন তোমারে ॥
অক্ষয় হবেক বংশ করহ প্রস্থান।
সতত হবেক বাপু তোমার কল্যাণ ॥
বেদে প্রণমিঞা গেল পুরী হস্তিনায়।
তক্ষকে করিয়া কোপ কহেন রাজায় ॥
বালক ব্যালিশ মতি পরবোলে ভুল।
হিতাহিত নাঞি বুঝ কর্ম নহে ভাল ॥
পাদ্যাসন দিয়া রাজা করিলা প্রণাম।
কি আজ্ঞা আমারে কহ প্রভু গুণধাম ॥
তক্ষক দারুণ দুষ্ট নষ্ট কর তারে।
তব পিতায় অপরাধ বিনে খল মারে ॥
লুকা ছাপা নহে রাজা এ কথাটি জানা।
ধন্বন্তরি পথে তারে কর্যাছিল মানা ॥
তোর বাপে দংশ্যা অহংকার বড় তার।
বাপের শত্রু আগুনে পোড়ায়্যা ঝাট মার ॥
এত শুনি মন্ত্রীবর্গে রাজা জিজ্ঞাসিল।
উতঙ্কের কথা সত্য সভাই কহিল ॥
পৌষ্য পর্বের কথা এত দূরে সায়।
ব্যাসের চরণ বন্দি কবিচন্দ্র গায় ॥

ভৃগু বংশের জন্ম

সৌতি কহিতে শৌনক পুন তারে কয়।
তব পিতা পৌরাণিক ছিলা মহাশয় ॥
তাহার তনয় সর্ব শাস্ত্র জান তুমি।
ভৃগুবংশ শুনিতে বাসনা করি আমি ॥
সৌতি কয় ভৃগুবংশ দেবের পূজিত।
কহিব শ্রবণ কর হয়্যা একচিত ॥
পুরা বরুণযজ্ঞে ভৃগুর উৎপত্তি।
মহাতেজোময় জ্ঞানবান মহামতি ॥
ভৃগু ভার্যা পুলোমাতে চ্যবন জন্মিল।
প্রমিতি চ্যবনের পুত্র সুকন্যাতে হল্য ॥
তাহার তনয় ঘৃতাচীতে হল্য রুরু।
প্রমদ্বরায় তাহার শুনক সুত চারু ॥
ভবান শুনক সুত ঋষি গুণমণি।
তোমার মহত্ব আমি কি বলিতে জানি ॥
শৌনক কহেন ভার্গব চ্যবন হল্য কেন।
সৌতি কয় তার কথা মন দিয়া শুন ॥
ভৃগু পুলোমাতে গর্ভ করিয়া আধান।
গমন করিলা মুনি করিবারে স্নান ॥
শুনিয়া ভৃগুর ভার্যা পরম সুন্দরী।
পুলোম রাক্ষস তথা আল্য মায়া করি ॥
মোরে পূর্বে বর্যাছিলে বল্যা ধর্তে যায়।
অগ্নি শরণ লয়্যা কন্যা বলে হায় হায় ॥
অগ্নিরে বলায়্যা সাক্ষী বরাহ রূপেতে।
ক্রোধ কর্যা দুষ্ট দৈত্য হর্যা লয়্যা যাত্যে।
ক্রোধে চ্যুত হল্য গর্ভ মাতৃকুক্ষি হত্যে ॥
ভস্মময় হল্য রক্ষঃ শিশুর তেজেতে ॥
চ্যুত হেতু চ্যবন হৈল তার নাম।
মহাতেজোময় শিশু সর্ব গুণ ধাম ॥
শিশু লয়্যা আস্যে সতী করিয়া রোদন।

দৈবে পথে ব্রহ্মা সঙ্গে হল্য দরশন ॥
সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মা যথাস্থানে গেল।
যার অশ্রুপাতে নদী সরবধূ হল্য ॥
পতি পাশে যাত্যে পুত্র দেখি তপোধন।
জিজ্ঞাসিতে সতী তারে কহিল কারণ ॥
শুনি মুনি ক্রোধেতে অগ্নিরে দেই শাপ।
সর্ব ভক্ষ্য হোকু তোর অরে দুষ্ট পাপ ॥
অগ্নি কয় না বুঝিয়া শাপ দিলে তুমি।
জান্যা শুন্যা কেমনে কহিব মিথ্যা আমি ॥
অগ্নি নষ্টে সর্ব নষ্ট ভাবিয়া অন্তরে।
পুনরূপি কৃপা করি বর দিলা তারে ॥
সূর্যের কিরণে যেন শুদ্ধ সব হয়।
তোমার শিখায় তেন হব মহাশয় ॥
চ্যবনসম্ভব এই কহিলাঙ তোমারে।
সূত কহে মন দিয়া শুন তারপরে ॥
সুকন্যাতে চ্যবনের তনয় প্রমিতি।
ঘৃতাচীতে প্রমিতির পুত্র রুরু খ্যাতি ॥
তস্য ভার্যা প্রমদ্বরা শুন তার কথা।
রূপে গুণে শীলে সেহ সর্বলোক খ্যাতা ॥
স্থূলকেশ নামে ঋষি সর্ব জীবে রত।
যাহার চরিত্র বটে দেশে দেশে খ্যাত ॥
বিশ্বাবসু গন্ধর্বের মেনকার সঙ্গে।
নানাবিধ রতিভোগ হল্য লীলারঙ্গে ॥
মেনকার হল্য গর্ভ ভাবি মনে মনে।
গর্ভ ত্যাগ কৈল সেই মুনির আশ্রমে ॥
নির্দয়ীর নাই দয়া স্বর্গপুরে গেল।
স্বর্ণবর্ণা হয়্যা কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥
নির্জনে গহনে বনে কান্দে কন্যা একা।
পিতামাতা ছাড়্যা গেল কেহ নাঞি সখা ॥
অনাহারে প্রাণ পোড়ে কান্দে উচ্চস্বরে।
স্থূলকেশ তপস্যা করয়ে নদীতীরে ॥
কন্যারে দেখিয়া ধায়্যা যাইয়া সত্বর।
দয়া দেখি প্রেমে ঘরে আনে মুনিবর ॥
প্রমদ্বরা নাম রাখি পালন করিল।
রুরুবরে আনি কন্যা কালে বিভা দিল ॥
সখিসঙ্গে প্রমদ্বরা বিহার করিতে।
দৈবযোগে কাল সর্প শুয়্যাছিল পথে ॥
পদ দিতে ক্রোধে সর্প চরণে দংশিল।
ঊর্ধ্বকেশা বর্ণহীনা ভূমেতে পড়িল ॥
ঘারিয়া আনিল বিষে তেজিল জীবন।
ধায়্যা আল্য যত ঋষি শুনিলা মরণ ॥
কন্যা দেখি স্থূলকেশ ভূমে গড়ি যায়।
কান্দে যত ঋষিগণ করে হায় হায় ॥

রুরুর বিলাপ

রুরু আসি ভার্যা পাশে
শোকের সাগরে ভাসে
মৃত জায়া কোলে করি কান্দে।
ধূলায় ধূসর তনু না বাঁচিব তোমা বিনু
অশ্রু বহে বুক নাহি বান্ধে ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু নাস্তি ভার্যা সমবন্ধু
কন্যা রত্ন দিয়া হর্য়া নিলে।
কন্যা বিনে নাঞি জিব বিষ খায়্যা প্রাণ দিব
নতু আমি পশিব অনলে ॥
ভার্যা নাহি থাকে যার বৃথায় জীবন তার
অতএব বাঁচাব ইহারে।
যুক্তি ভাবি সারাৎসার উপায় না দেখি আর
যত পুণ্য দিলাঙ ভার্যারে ॥
ঊর্ধ্ববাহু হয়্যা বলে আমার পুণ্যের ফলে
মোর ভার্যা পাকু প্রাণদান।
ব্রাহ্মণের জানি পণ যতেক দেবতাগণ
দূত পাঠাইল যমস্থান ॥
ধর্মরাজ বাক্য শুনি দেবদূত কহে বাণী
নিজ অর্ধ পরমায়ু দিলে।
বাঁচিব তোমার নারী কার্য বুঝ মনে করি
ব্যাস বন্দ্যা কবিচন্দ্র বলে ॥

রুরুর সর্পবিরাগ

পরমায়ু দিতে কন্যা পাইল জীবন।
আনন্দিত হইল যতেক ঋষিগণ॥
যথাস্থানে গেলা সর্বে প্রশংসি রুরুরে।
সৌতি কয় মন দিয়া শুন তারপরে॥
সর্প দংশ্যাছিল ভার্যা রুরু ক্রোধে জ্বলে।
সর্প না রাখিব আমি অবনীমণ্ডলে॥
হেন কালে দুণ্ডুভ সর্পের দরশন।
মুনি কয় আজি তোর বধিব জীবন॥
কোপ কর দূরে মুনি ঢোড়া সর্প কয়।
আমা হত্যে নরের নাহিক কিছু ভয়॥
অহিংসা পরম ধর্ম সব জান তুমি।
সহস্রপাত নামে ঋষি পূর্বে ছিলাঙ আমি॥
জিজ্ঞাসিতে কয় তাঁরে শাপের কারণ।
খগম নামে ঋষি সখা ছিলা তপোধন॥
ধ্যান কালে বেনার সর্পে ভয় দিলাঙ তারে।
মূর্ছা হয়্যা জ্ঞান পায়্যা শাপ দিলা মোরে॥
নির্বিষ ভুজঙ্গ হয়্যা থাক পৃথিবীতে।
পুন বর দিলা মুক্ত হবে রুরু দৃষ্টে॥
তব দরশনে নিজ মূর্তি পাল্যাঙ আমি।
হিত কহি অহিত না কর্‍্যা কার তুমি॥
জন্মেজয়ের সর্পসত্রে আস্তিক হইতে।
সর্প যত রক্ষা পাল্য বিদিত ভারতে॥
জন্মেজয় সর্পসত্র কৈল কি কারণ।
আস্তিক রক্ষিল কেন কহ বিবরণ॥
ঋষি কয় তব কৃপায় বাসে যাই আমি।
ঋষিগণ মুখে যত তত্ত্ব পাবে তুমি॥
রুরু যায়্যা যত কথা পিতারে কহিল।
প্রমিতি যতেক তত্ত্ব তাহারে বলিল॥
সৌতি কয় ভৃগু বংশ কহিলাঙ তোমারে।
শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম সর্ব পাপ হরে॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপতি আদেশে।
ভাষায় ভারত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভাষে॥

জন্মেজয়ের ভারত শ্রবণ

পিতৃআজ্ঞায় জরৎকারু মুনি তপোধন।
স্বনাম্নী বাসুকী ভগ্নী করিয়া গ্রহণ॥
আস্তিক জন্মিলা তাথে মহাজ্ঞানবান।
সর্পসত্রে সর্পে যে করিলা পরিত্রাণ॥
তারপরে চরাচর দেবের জনম।
ক্রমে বির্বরিয়া কৈল যার যে কারণ॥
ভারতে যে আছে তাহা আছে অন্য ঠাঞি।
অন্য শাস্ত্রে না পাবে যে সব ইথে নাঞি॥
শৌনক কহেন কহ সূত মহাশয়।
শুনিতে ভারথ কথা যেন সুধাময়॥
একদিন হস্তিনাপুরে রাজা জন্মেজয়।
পাদ্যাসন দিয়া ব্যাসে সবিনয় কয়॥
মনের বাসনা পূর্ণ কর প্রভু তুমি।
রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করি আমি॥
ব্যাস বলে কলিকালে এই বেদনীত।
নরে অশ্বমেধ সুরা আদি বিবর্জিত॥
যজ্ঞারম্ভ করে রাজা না শুনিয়া মানা।
ক্রতু বিঘ্ন হল্য তার পাইল যন্ত্রনা॥
অবিধি দেখিয়া ইন্দ্র অশ্বরূপী হল্য।
বপুষ্টমা-য় সভা মাঝে সম্ভোগ করিল॥
লজ্জা পায়্যা রাণীরে করিতে চায় দূর।
কারণ কহিল ব্যাস সভার ঠাকুর॥
জন্মেজয়ে প্রবোধিয়া ব্যাসদেব বলে।
অশ্বমেধের ফল পাবে ভারত শুনিলে॥
ভ অক্ষরে সর্বজীবের অতি দীপ্ত পায়।
র এতে বাড়য়ে রতি কৃষ্ণের কৃপায়॥
ত অক্ষর শ্রবণে সকল জন্তু তরে।

তৃতীয় বর্ণের অর্থ কহিল তোমারে ॥
ভারত করি বেদব্যাস তরাজু ধরিল।
চারি বেদ ভারত দুদিগে চাপাইল ॥
বেদে হত্যে ভারত হইল বড় ভর।
অতেব ভারত বলি শুন মুনিবর ॥
ব্যাসের বচনে রাজা তক্ষশীলায় যায়।
নতি কৈল মহারাজা বৈশম্পায়নের পায় ॥
রাজা বলে ব্যাস কয়্যা গেছেন সকল।
ভারত শুনিলে পাবে অশ্বমেধের ফল ॥
শুন্যা বৈশম্পায়ন কয় শুন নরপতি।
যেমন পড়্যাছি গ্রন্থ যেবা হয় স্মৃতি ॥
দেবাসুরের জন্ম রাজবংশ যত।
সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিবরিয়া কহে কথ ॥
চন্দ্রবংশ বৈশম্পায়ন কহিল রাজারে।
ব্যাসের জন্মের কথা কহেন সাদরে ॥
নৃপে সম্বোধিয়া কহে মুনি বৈশম্পায়ন।
মন দিয়া শুন সত্যবতীর জনম ॥
উপরিচর নামে রাজা ছিলা মহাশয়।
মৃগয়া করয়ে বনে হইয়া নির্ভয় ॥
ইন্দ্রের আদেশে সেই পায়্যা চেদি দেশ।
দুরন্ত তপস্যা করে তপস্বীর বেশ ॥
ভয় পায়্যা ইন্দ্র লয়্যা যত দেবগণে।
তথা যায়্যা বুঝাল্যেন বিবিধ বচনে ॥
আজি হত্যে সখা তুমি হইলে আমার।
উচ্চ দেশে পুজা সভে করিব তোমার ॥
ধর লহ কামরথ বৈজয়ন্তী মালে।
শত্রুবর্গে সমরে জিনিবে অবহেলে ॥
লহ যষ্টি ভুমে রাখি করিবে মোর পুজা।
পৃথিবীতে হবে ছত্র দণ্ডধারী রাজা ॥
অদ্যাবধি ছত্র দন্ড যে নৃপতি ধরে।
ভাদ্রে শুক্লা দ্বাদশীতে শক্র পুজা করে ॥
এই মত শক্র পুজা যে নৃপতি করে।
শক্র সম হয় সেই পৃথিবী ভিতরে ॥
অবিচ্ছেদে তার বংশে বংশে হয় রাজা।
ভুমে যষ্টি রাখি যে করয়ে শক্র পুজা ॥
অতুল সম্পদ হয় শত্রু হয় ক্ষয়।
এত বলি নিজ বাসে গেলা হরিহয় ॥
সেইমত উপরিচর ইন্দ্র পুজা করি।
ধনাধীপ জিনি ধন স্বর্গ তুল্য পুরী।
সেই যে পুরীর অগ্রে শুক্তিমতী নদী ॥
গভীর নির্মল জল নাহিক অবধি ॥
তার তটে আছে এক কোলাহল গিরি।
নানাবিধ বৃক্ষ লতা তাহার উপরি ॥
কামে মত্ত গিরিবর হয়্যা অচেতন।
নদী প্রবেশিয়া গিরি করয়ে রমণ ॥
পর্বত আক্রমণে শুক্তিমতী পায়্যা পীড়া।
উচ্চস্বরে কান্দে দুরে পরিহরি ব্রীড়া ॥
উপরে উপরিচর করিতে ভ্রমণ।
তথায় আইল শীঘ্র শুনিয়া ক্রন্দন ॥
তা দেখিয়্যা গিরির মাথে পদাঘাত মাল্য।
প্রহারে পালাল্য গিরি নদী চল্যা গেল ॥
পর্বত রমণে তাথে মিথুন জন্মিল।
নদী প্রীত হইয়া বসুরে আন্যা দিল ॥
যে পুরুষ তাহারে করিলা সেনাপতি।
গিরিকা কন্যারে ভার্যা কৈল মহামতি ॥
কালেতে যৌবন পায়্যা হল্য ঋতুমতী।
মৃগয়ায় পিতৃ আজ্ঞায় যায় লঘুগতি ॥
রাজারে গিরিকা রাণী কহিল কারণ।
ঋতুমতী আমি আজি তুমি যাহ বন ॥
চেদিরাজ আজ্ঞায় ভূপতি বনে গেল।
ঘোর বনে নিশ্যাযোগে ঋতু মনে হল্য ॥
মনে পড়ে মহারাজার রাণীর বদন।
কামাসক্ত হল্য চিত্তে বিন্দুর পতন ॥
ঋতুরক্ষা হেতু শক্তি দিলেন সয়চানে।

পদ্মপুটে শক্তি লয়্যা উঠিল গগনে ॥
মাংস লোভে সয়চানে সয়চানে যুদ্ধ হল্য ।
যমুনায় পড়ে রেত মৎস্যেতে গিলিল ॥
অদ্রিকা অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্য ছিল ।
মৎস্যের উদরে কন্যা পুত্র জনমিল ॥
ধীবরে ধরিয়া মৎস্য নৃপে লয়্যা দিল ।
উপরিচর রাজা কন্যা পুত্র তাথে পাল্য ॥
সেই পুত্র রাজা হল্য নাম মৎস্য দেশে ।
পালন করিতে কন্যা নিয়োজিল দাসে ॥
নৌকা বাহে মৎস্যোদরী পাইয়া যৌবন ।
সেই নৌকায় চাপে পরাশর তপোধন ॥
মৎস্যাদরীর রূপ দেখ্যা ভুলে মুনির মন ।
কামাসক্ত হয়্যা বলে দেহ আলিঙ্গন ॥
একে যমুনার জল আমি অকুমারী ।
দিবাতে রমণ নয় কহিছে সুন্দরী ॥
মুনির আজ্ঞায় জলে দ্বীপের সঞ্চার ।
দিবসেতে কুজ্ঝটি হল্য ঘোর অন্ধকার ॥
পদ্মগন্ধা বর দিয়া ভুঞ্জে সুখে রতি ।
কবিচন্দ্র কহে আদি পর্বের ভারতী ॥

শান্তনু গঙ্গা উপাখ্যান

মুনির রমণে রামা হল্য গর্ভবতী ।
যমুনার দ্বীপে হল্য ব্যাসের উৎপত্তি ॥
পুত্র জন্মাইয়া দ্বীপে পরাশর যায় ।
দুষ্টা যোনি হল্য মোর বল্যা ধরে পায় ॥
যোনিদুষ্টা দূরে গেল গায় হাত দিতে ।
দ্বৈপায়ন নাম হল্য জন্মিলা দ্বীপেতে ॥
মুনিবর তীর্থে গেলা না বলিলা কিছু ।
সত্যবতী ব্যাসে বলেন ছাড় মোর পাছু ॥
মায়ের আজ্ঞায় ব্যাস তপস্যায় যায় ।
স্মরণে পাইবে মোরে নিবেদিলাঙ পায় ॥
ভারত পঞ্চম বেদ করিল প্রকাশ ।
শুক সুমন্ত বৈশম্পায়নে করাল্য অভ্যাস ॥

বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয় ।
মহাভিষক তপে পাল্য শান্তনু তনয় ॥
শান্তনুরে রাজা করি ভিষক স্বর্গ গেল ।
মৃগয়ায় শান্তনু যাত্যে গঙ্গায় দেখিল ॥
রূপে মোহ হয়্যা বলে ভার্যা হঅ তুমি ।
গঙ্গা বলে ॥
মোর বোল না রাখিলে ছাড়্যা যাব আমি ॥
গঙ্গার সঙ্গেতে রাজার সংগম হইল ।
সাত পুত্র জন্মি রামা জলেতে পেলিল ॥
জন্মিলেন ভীষ্মদেব অষ্টম কুমার ।
শান্তনু বলেন পুত্র না মার আমার ॥
রাক্ষসী পাপিনী দুষ্টে নির্দয় হইলি ।
মা হইয়া সাত পুত্রে কোন দোষে মালি ॥
গঙ্গা আমার নাম পরিচয় দিল ।
দেবতার কার্য হেতু তোরে পতি কল্য ॥
বশিষ্টের শাপ ছিল কহিল তোমারে ॥
কেন শাপিলেন মুনি রাজা কহে তারে ॥
গঙ্গা কহে কামধেনু বসুতে হরিল ।
অর্ণবেতে জন্ম তোরা মুনি শাপ দিল ।
এই পুত্র লয়্যা যাই স্বর্গের উপরে ।
শিখায়্যা সকল অস্ত্র আন্যা দিব তোরে ॥
পরশুরামে আন্যা গংগা অস্ত্র শিখাইল ।
ইন্দ্রাদি হইতে ভীষ্মদেব অস্ত্র পাল্য ॥
পৃথিবীতে আল্যা ভীষ্ম নানা বিদ্যা জানে ।
গংগার যতেক জল বান্ধ্যা রাখে বাণে ॥
শান্তনু নৃপতি দৈবে মৃগয়ায় যায় ।
বাণে বান্ধা গংগা জল দেখিবারে পায় ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম বিস্ময় লাগিল ।
ধনুর্বাণ হাতে এক কুমারে দেখিল ॥
শান্তনু মনেতে ভাবে গেল রাজ্য প্রজা ।
মোরে মার‍্যা এই বীর দেশে হব রাজা ॥

কার পুত্র কেবা তুমি জিজ্ঞাসয়ে তারে।
শুনিঞা পশিলা ভীষ্ম জলের ভিতরে॥
দেব তুল্য কুমার হইল অদর্শন।
কুমারে না দেখি রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
কুমার উঠিয়া আস্য দিব রাজ্য প্রজা।
আপুনি ধরিব ছত্র দেশে হবে রাজা॥
রাজার বিলাপে গঙ্গা ভীষ্ম করে ধরি।
শান্তনুরে দেখা দিল জাহ্নবীসুন্দরী॥
শান্তনু বলেন দেবি লহ পরিচয়।
ধনুর্বান হাতে শিশু কাহার তনয়॥
আমাতে অষ্টম পুত্র জন্মাইয়াছিলে।
ভীষ্মদেব ইহার নাম পুত্র লহ কোলে॥
পরশুরামের শিষ্য বড় বলবান।
যার বাণে গিরি দরী নাঞি ধরে টান॥
তনয়ে রাজারে দিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান।
আদি পর্বে ব্যাসউক্তি কবিচন্দ্র গান॥

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদির জন্ম

ভীষ্মেরে চাপায়্যা রথে ভূপ আল্য ঘরে।
শুভযোগে শান্তনু রাজত্ব দিল তারে॥
শান্তনু নৃপতি স্নান করিবারে যায়।
যমুনার তীরে কন্যা দেখিবারে পায়॥
পরিচয় পায়্যা গেলা দাসের মন্দিরে।
তোমার দুহিতা রাজা বিভা দেহ মোরে॥
দাস কহে নিবেদন করি মহাশয়।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ সর্বশাস্ত্রে কয়॥
মোর কন্যার গর্ভে যেই জন্মিবে কুমার।
সে জন হইব রাজা প্রতিজ্ঞা আমার॥
শান্তনু শুনিঞা মোনে গেলা নিজ বাসে।
পিতার দেখিয়া দুঃখ ভীষ্মদেব ভাষে॥
সর্বজনাধীপ হয়্যা দুঃখ ভাব কেনে।
তব বাক্য লঙ্ঘন করিলা কোন জনে॥
এক পুত্র পুত্র নহে কহেন ভীষ্মেরে।
বাপের বিবাহ ইচ্ছা জানিলা অন্তরে॥
ভীষ্ম পাত্রে জিজ্ঞাসিতে বুঝিলা কারণ।
দাসের নিবাসে আল্যা শান্তনু নন্দন॥
তোমার দুহিতা দেহ মোর জনকেরে।
তার পুত্র হব রাজা সত্য কহি তোরে॥
তব বাক্যে কন্যা দিব কিন্তু মোর ভয়।
তোমার তনয় রাজ্যে রাজা পাছে হয়॥
প্রতিজ্ঞা করিল ভীষ্ম না করিব দারা।
চন্দ্র সূর্য দেবগণ সাক্ষী হয়্যা তারা॥
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র ভীষ্মের উপর।
শান্তনুরে কন্যা দিল দাস নৃপবর॥
শান্তনু বলেন ধন্য ভীষ্ম পুত্র মোর।
সাদরে দিলাঙ বর ইচ্ছা মৃত্যু তোর॥
সত্যবতী সঙ্গে রাজা রমণ করিল।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য দুই পুত্র হল্য॥
কথকাল বই রাজা স্বর্গবাসে গেল।
চিত্রাঙ্গদে ভীষ্মদেব রাজ্যপাট দিল॥
চিত্রাঙ্গদ জিনিলেক যত নৃপবরে।
দেবগণের সঙ্গে রণ কর্ত্যে ইচ্ছা করে॥
স্বনাম গন্ধর্ব শুন্যা ঘোর রণ করে।
তিন বৎসর কুরুক্ষেত্রে হিরণ্যতীর তীরে॥
চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বের সমরে পড়িল।
বিচিত্রবীর্যকে ভীষ্ম রাজ্যে রাজা কল্য॥
কাশীরাজার তিনকন্যা আনে বলাৎকারে।
শাল্বে পরাভব কর্য়া আল্যা নিজ ঘরে॥
অম্বা বলেন শাল্ব বর্য়াছিল মোরে।
ভীষ্ম বলে যাহ কন্যা তাহার গোচরে॥
অম্বিকা অম্বালিকা কন্যা বিচিত্রবীর্যে দিল।

অম্বায় না লয় শাল্ব ভীষ্ম পাশে আল্য ॥
কর্‌যো করিয়া ভীষ্মে কহে নিতম্বিনী।
শাল্ব না লইল বিভা করহ আপনি ॥
প্রতিজ্ঞা কারণে ভীষ্ম তারে না লইল।
নৈরাশ হইয়া কন্যা রামের পাশে গেল ॥
কারণ কহিয়া তারে মানাল্য সেবায়।
কন্যা সঙ্গে পরশুরাম গেলা হস্তিনায় ॥
গুরুকে দেখিয়া ভীষ্ম পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
আসনে বসায়্যা গুরুর চরণ বন্দিল ॥
পরশুরাম বলে বাপু মোর বোল ধর।
মোর বোলে অম্বাবতী কন্যা বিভা কর ॥
প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি না করিব দার।
জান্যা শুন্যা বারে বারে কেন দেহ ভার ॥
লঙ্ঘিলি আমার বাক্য ঘোর নরক যাবি।
দণ্ডচারি থাক বেটা প্রতিফল পাবি ॥
ক্ষত্রির কলঙ্ক বেটা করিস অহংকার।
নিঃক্ষত্রী কর্যাছি পৃথিবী তিন সাতবার ॥
গুরু পার ব্রহ্ম তুমি কি কব তোমাকে।
সেকালে আমারপারা ক্ষত্রিয় নাঞি থাকে।
এত শুনি পরশুরামের হল্য কোপ।
ধনুকে টঙ্কার দিল কাঁপে তিনলোক ॥
ক্ষত্রিয় জাত্যের ধর্ম ভীষ্ম এটা নয়।
গুরু শিষ্যে কাটাকাটি হইল প্রলয় ॥
আঠার দিবস যুদ্ধ হয় দিবারাতি।
রক্তাক্ত শরীর দোঁহার কাঁপে বসুমতী ॥
যুদ্ধ দেখি দেবগণ সর্বে হল্যা ব্যস্ত।
ভয় পায়্যা বিষ্ণুপদে সূর্য হল অস্ত ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বান মারে পরশুরামের গায়।
পরাণে বিকল দ্বিজ পরাভব প্রায় ॥
উভয় সংকট প্রায় হইল বিপদ।
দেবগণ পাঠাইল আইল নারদ ॥
বীণা কান্ধে দেবঋষি মধ্যে দাঁড়াইল্য।
রামের বদন হেরি কহিতে লাগিল ॥
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ জান যত বেদ।।
বুঝ্যা দেখ শিষ্যে পুত্রে কিছু নাঞি ভেদ ॥
ভীষ্ম হেন শিষ্য তোমার কি কব তোমায় ॥
কি সাহসে বাণ মাল্যে বালকের গায় ॥
নির্দয় শরীর তোমার শিষ্য সঙ্গে কক্ষা।
তোমা হত্যে ভীষ্মের বাণেতে বড় শিক্ষা ॥
নারদের কথায় দ্রবিল তার বুক।
লাজ পায়্যা পরশুরাম করে অধোমুখ ॥
ভীষ্মে কয় উচিত নয় করিলি কুকর্ম।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু পারব্রহ্ম ॥
ক্ষত্রির কলঙ্ক বেটা চিনিতে না জুয়ায়।
কেমনে মারিলি বাণ গুরুদেবের গায় ॥
লজ্জা পায়্যা ধরে যায়্যা পরশুরামের পায়।
ধনুতীর দূরে পেলে করে হায় হায় ॥
আমি পাপী দুরাচার তোমা সঙ্গে হঠ।
টাঙ্গীতে করিয়া প্রভু মাথা মোর কাট ॥
স্তব পাঠে ভৃগুরাম পড়িলেন ভোলে।
শিরে ভৃগু ঘ্রান লয়্যা ভীষ্মে করে ॥ কোলে ॥
অম্বা বলে ভীষ্ম বিভা না করিলি মোরে ॥
জম্মিব রাজার ঘরে তোর বধের তরে ॥
ভীষ্ম বধ হেতু পড়ে অগ্নির ভিতরে।
শিখণ্ডী হইল নাম দ্রুপদের ঘরে ॥
অম্বিকা অম্বালিকায় বিচিত্রবীর্যে দিলা
কামাসক্ত হইয়া রাজা যক্ষ্মায়ে মরিল ॥
সত্যবতী দেখিলেন অরাজক হল্য।
রাজা হতে ভীষ্মদেবে বিস্তর বলিল্য ॥
সত্যবতী বলে ভীষ্ম রাজা হও তুমি।
ভীষ্ম বলে প্রতিজ্ঞা কর্যাছি পূর্বে আমি ॥

অরাজক হল্য পুরী পুত্রে পড়ে মনে।
ব্যাসের জনম ভীষ্মে কহিল কারণে॥
স্মরণ করেন পুত্রে ভীষ্মের বচনে।
স্মরণ করিতে ব্যাস আল্যা মায়েরস্থানে
হল্যে রাজা হঅ রাজ্যে কহে সত্যবতী।
নতুবা রাজার ক্ষেত্রে জন্মাঅ সন্ততি॥
মায়ের আজ্ঞায় ব্যাস অম্বিকার সাথে।
ঋতুকালে ভোগ করে পুত্র জন্মে তাথে॥
চক্ষু মুদি ভোগ করে দৈরের নির্বন্ধ।
সেই দোষে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হল্য অন্ধ॥
তারপর ভোগ করে অম্বালিকা সঙ্গে।
চন্দনে ভূষিত সব করিলেন অঙ্গে॥
তাহাতে জন্মাল পুত্র পাণ্ডু নৃপবর।
দাসীতে রমণ ব্যাস করে তারপর॥
তনয়ের মুখ হেরি দুঃখ গেল দূর।
দাসীতে বৈষ্ণব জন্মে বিদুর ঠাকুর॥
যম যে বিদুর হল্য মাণ্ডব্যের শাপে।
আদি পর্ব বিস্তারিত কহিব সংক্ষেপে॥
দস্যু যত প্রবেশিয়া রাজঅন্তঃপুরে।
ধন চুরি কর্যা লয়্যা গেল দেশান্তরে॥
রক্ষকে ডাকিয়া রাজা করেন তর্জন।
দস্যু হরিলেক বস্তু আন্যা দেহ ধন॥
ভয় পায়্যা রক্ষ বর্গ অতি বেগে চলে।
মাণ্ডবে দেখিল সর্বে বস্যা বৃক্ষ মূলে॥
তার কাছে অবশিষ্ট কিছু ধন পাল্য।
রাজ আজ্ঞা পায়্যা তারে ত্রিশূলে
চাপাল্য॥
মুনিবর মহাসুখে ত্রিশূলে রহিল।
লক্ষহীরায় বেদশীরা নয়নে দেখিল॥
মদনে পীড়িত মুনি কহেন সতীরে।
বেশ্যা সঙ্গে মিলন করিয়া দেহ মোরে॥
ধনসাধ্য লক্ষহীরা বটে বারাঙ্গনা।
উষাকালে বেশ্যালয় করয়ে মার্জনা॥
সতী কহে ভজ তুমি আমার পতিরে।
বেশ্যা বলে আজি আন্য নিশার ভিতরে॥
এই কালে কয়্যা আমি যাই তোর কাছে।
গলৎকুষ্ঠী পতি মোর ঘৃণা কর পাছে॥
বেশ্যা বলে বড় ভাগ্য নহি গো অজ্ঞান।
কুষ্ঠী নহে ভাবি তারে কামের সমান॥
কার্য সিদ্ধ করি সতী গেলা পতি কাছে।
পথ পানে চায়্যা ব্যাধি এক দুষ্টে আছে॥
সতীর শুনিয়া বাক্য আনন্দিত মনে।
কিসে সূর্য অস্ত যায় ভাবে মনে মনে॥
নিশাযোগে কান্ধে পতি অতি বেগে যায়।
বেদশীরার মাথা ঠেকে মাণ্ডব্যের পায়॥
ধ্যান ভঙ্গ হত্যে মুনিবর শাপিলেক।
সূর্যের উদয় হাল্যে সেই মরিবেক॥
সতী কয় নাঞি ভয় তো হত্যে কি হয়।
কখন না হবে আর সূর্যের উদয়॥
সতীর বাক্যে দিবা নাঞি রজনী রহিল।
উদয় হত্যে নারে সূর্য প্রলয় হইল॥
দিবার বিনাশ দেখি দেবগণে এ্যাস॥
যত দেব কৃষ্ণ সঙ্গে আল্যা সতীর পাশ॥
গোবিন্দ বলেন তব বাক্য মিথ্যা নয়।
আজ্ঞা কর হউক মা সূর্যের উদয়॥
করুণা সাগর হরি দেব চক্রপাণি।
পতিব্রতা তেজে তুমি ধর্যাছ ধরনী॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে বেদবতী।
সূর্যের উদয় হলে মরিবেক পতি॥
গোবিন্দ বলেন মাগো মিছা দুঃখ ভাব।
মরিলে তোমার পতি জিয়াইয়া দিব॥
কৃষ্ণের আদেশ পায়্যা আজ্ঞা দিল সতী।
অন্ধকার দূরে গেল উদয় দিনপতি॥
সূর্যের উদয় হত্যে বেদশীরা মরে।

আধি ব্যাধি দূরে গেল জিয়াইল তারে ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে হয় বেদধ্বনি।
দেবগণ লয়্যা প্রভু গেলা চক্রপাণি ॥
মাণ্ডব্য ত্রিশূলে বাঁচে দেশে চমৎকার।
লোকমুখে শুন্যা ভয় হইল রাজার ॥
গলায় কুঠার বান্ধ্যা ধরে মুণির পায়।
মাণ্ডব্য রাজার প্রতি ক্ষমা করে দায় ॥
কোপাবেশে কাঁপে বপু গেলা যমালয়।
আমাকে ত্রিশূল কেন ধর্মরাজে কয় ॥
যম বলে মামা ঝিঙ্গার গুহ্যে দুর্বা দিলে।
বুঝ্যা দেখ সেই পাপে ত্রিশূল পরিলে ॥
অল্প অপরাধে বেটা দিলে বড় তাপ।
চৌদ্দ বৎসর গত হল্যে তবে যাবে পাপ ॥
শত বৎসর জন্ম লভ দাসীর উদরে।
যমালয়ের অধিকার দিলাঙ অর্যমারে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ সে তিন তনয় ॥
গান্ধারীর তপে বশ হইলা শংকর।
শত পুত্র হব তোর মহাধনুর্ধর ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হব তোর রাজ অধিপতি।
বর পায়্যা গান্ধারী রহে পিতার বসতি ॥
এথা মনে যুক্তি করি ভীষ্ম ধনুর্ধর।
শোবলে পাঠাল্য দূত অতি দ্রুততর ॥
গান্ধারীরে বিভা দিল না বাধিল অন্ধ।
কবিচন্দ্র বলে ছিল দৈবের নির্বন্ধ ॥

কর্ণের জন্ম

কৃষ্ণের পিতামহ শূর নামে রাজা ছিল।
কুন্তীভোজে কুন্তীকন্যা পুষিবারে দিল ॥
কুন্তী রাজা পুষিলেক কুন্তী তেঞি নাম।
তার গৃহে দুর্বাসা আইল গুণধাম ॥
পাদ্যাসন দিয়া তারে পূজিল রাজন।
মোর গেহে মহামতি আল্যে কি কারণ ॥
চতুর্মাস উপবাস কর্য়া আছি আমি।
মনোনীত রন্ধন ভোজন করাও তুমি ॥
নানাবিধ দ্রব্য আনি দিলেন রাজন।
পাক করি মহানন্দে করহ ভোজন ॥
পৃথ্বী না পোড়াই আমি ব্রত নীত করি।
তার পৃষ্ঠে রান্ধ্যা খাই পাল্যে অকুমারী ॥
শুনিঞা চিন্তিত বড় হইল রাজন।
কুন্তী কহে করপুটে করি নিবেদন ॥
অকুমারী কন্যা আমি কেন কষ্ট পাও।
কালাতীত হয় পৃষ্ঠে পাক কর্য়া খাও ॥
কুন্তীর সাহস দেখি সন্তুষ্ট হইল।
দেবহূতি বিদ্যা তারে কৃপা করি দিল ॥
একদিন অট্টালিকায় অকুমারী বালা।
মন্ত্র পরীক্ষিতে সূর্যে স্মরণ করিলা ॥
মন্ত্রাধীন দেব আল্যা কুন্তীর গোচরে।
কামিনী করয়ে মানা ভোগ করে তারে ॥
বারে বারে নিষেধয়ে হইয়া কাতর।
ভুঞ্জিল সুরতি তাতে দেব দিবাকর ॥
রতি অবশেষে রামা চরণে পড়িল।
ক্ষত যোনি হল্য মোর কলঙ্ক হইল ॥
অক্ষত হইল যোনি দিবাকর বরে।
সূর্যের বীর্যেতে শিশু জন্মিলা উদরে ॥
ইহা জানি পড়ে কুন্তী দিবাকর পায়।
অক্ষত হইল যোনি কি হব উপায় ॥
সূর্য বলে না কান্দিয় হয়্য সাবধান।
কর্ণ পথে হব শিশু মহাবলবান ॥
নিজ স্থানে গেলা সূর্য এত কথা বলি।
কর্ণ পথে হল্য পুত্র সোনার পুতলি ॥
বালকের রূপ যেন কনকের বর্ণ।
কর্ণেতে হইলা শিশু নাম হল্য কর্ণ ॥
লোক লজ্জা ভয়ে পুত্রে করিয়া মঞ্জুষে।

গঙ্গাতে ভাসায়্যা কর্ণে কুন্তী আল্যা বাসে ॥
কুন্তী বর্জ্জিলেক পুত্রে দেখিলেন পিতা ।
আপনি রক্ষিলা সূর্য জগতের ত্রাতা ॥
স্নান করে গঙ্গা জলে ধৃতরাষ্ট্র পাল্য ।
কর্ণ বীরে পুষিবারে সূতে নিয়োজিল ॥
সূতের রমণী রাধা পালিলেক কর্ণে ।
সূত রাধাপুত্র নাম বলে সর্বজনে ॥
সূর্য আসি বলে কর্ণ তুমি মোর পুত ।
রাধার নন্দন তুমি নহ কদাচিত ॥
কবচ কুণ্ডল তারে দিল দিনমণি ।
কর্ণ বলে কহ পিতা কে মোর জননী ॥
বস্ত্র দিল দিবাকর যে পরিতে পারে ।
মাতা বল্যা তাহারে জানিবে ধনুর্ধরে ॥
কর্ণে বর দিয়া গেলা দেব দিবাকরে ।
পাণ্ডুরাজা কুন্তী বিভা কৈল স্বয়ম্বরে ॥
মদ্ররাজে ভীষ্মদেব যুদ্ধেতে জিনিল ।
মাদ্রী নামে কন্যা আনি পাণ্ডুরাজে দিল ॥
বিরূপতা নাম তার রাজদেব কন্যা ।
বিদুরে দিলেন বিভা রূপবতী ধন্যা ॥
রাজ্য পালে ভীষ্মদেব নাহিক আপদ ।
এ তিন কুমার অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ ॥
হস্তিনার পাটে ধৃতরাষ্ট্রে বসাইল ।
পাণ্ডুরে করিয়া রাজা রাজ্যভার দিল ॥
পৃথিবী করিলা বশ জিন্যা রাজগণে ।
পাণ্ডুরাজা পাল্য যশ পিতামহ স্থানে ॥
রাজ্যেতে সাক্ষাৎ ধর্ম বিদুর হইল ॥
নানা পুণ্যদান দ্বিজে পাণ্ডুরাজা দিল ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপের আদেশ ।
সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র ভাষে ॥

মুনি কর্তৃক পাণ্ডুকে অভিশাপ

একদিন পাণ্ডুরাজা মৃগয়ার আশে ।
বিতন্দ্রী কারণে গেলা হিমালয়ের পাশে ।
কিন্দম নামেতে মুনি নিজ জায়া সঙ্গে ।
মৃগ মৃগী হয়্যা ভোগ করে নানা রঙ্গে ॥
মৃগ মৃগী ভোগে দেখ্যা মারে পঞ্চবাণ ।
মৃগরূপ মুনি বলে শুনরে অজ্ঞান ॥
রমণের কালে পাপী করিলি বৈমুখ ।
নারীভোগ কালে মৃত্যু এমনি পাবি দুখ ॥
শাপ দিয়া শরজালে মরে দুইজনে ।
কুন্তী মাদ্রী সঙ্গে রাজা রহে সেই বনে ॥

পাণ্ডুর অনুতাপ

পাণ্ডু করে অনুতাপ মোর হল্য ব্রহ্ম শাপ
পাঁচ দ্বিজ সঙ্গে তার ছিল ।
হল্য মোর সর্বনাশ সন্ততির নাঞি আশ
মোর দশা পিতামহে বল্য ॥
হৃদয়ে রহিল ব্যথা ধৃতরাষ্ট্রে কয়্য কথা
পাণ্ডুবংশ নিবড়িল প্রায় ।
বিধি বাম হল্য মোরে না যাব হস্তিনাপুরে
দণ্ডবৎ কয়্য মোর মায় ॥
এ বড় মনের ব্যথা মা সঙ্গে না হল্য কথা
কোথা রহিল দেবী সত্যবতী ।
হস্তিনার বন্ধু যত সর্বে কয়্য দন্ডবৎ
বল্য বল্য বিদুরে দুর্গতি ॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া কুন্তী মাদ্রী সঙ্গে লয়্যা
অনুতাপে চলে স্বর্গপথে ।
গেলা রাজা হিমালয় যথা গঙ্গা বেগে বয়
দেখ্য হল্য সিদ্ধগণ সাথে ॥
যাত্যে রাজায় স্বর্গপুরে সিদ্ধগণ মানা করে
পণ্ডপুত্র হব ধনুর্ধর ।
সিদ্ধার শুনিয়া বাণী সঙ্গে তার দুই রাণী
ফিরয়া আল্য মন্ত্রীর ভিতর ॥
পাণ্ডুরাজা হয়্যা ভীত কুন্তীরে বুঝায় নীত
মোর বোলে জন্মাও সন্ততি ।

নৃপের আদেশ পায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
আদি পর্বে ব্যাসের ভারতী ॥

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার জন্ম

কুন্তী বলে দেবহূতি মন্ত্র আমি জানি।
পুত্র জন্মাইতে তারে বলে নৃপমণি ॥
পতির পাইয়া আজ্ঞা কুন্তী পতিব্রতা।
মন্ত্র বলে আনে কুন্তী শ্রীধর্ম দেবতা ॥
অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মিলা যুধিষ্ঠির।
হইল আকাশ বাণী ধর্মের শরীর ॥
পবনে সাধিল পুন জন্মে বৃকোদর।
ব্যাঘ্র বল্যা পেল্যা দিল পাষাণ উপর ॥
চাপনে পাষাণ গুঁড়া হয় দৈববাণী ॥
শুন কুন্তী এই পুত্র বীর শিরোমণি ॥
পাণ্ডুর তপস্যা বর্ষ কুন্তীর সাধনে।
পূর্ব ফাল্গুনীতে ইন্দ্র জন্মাল্য অর্জুনে ॥
আকাশে হৈল বাণী শুন কুন্তী সতী।
কার্তবীর্য শিবতুল্য বিক্রমেতে খ্যাতি ॥
নর নারায়ণ যে পাণ্ডব অবতার।
পৃথিবী জিন্যা যুধিষ্ঠিরে দিব রাজ্যভার ॥
অর্জুনের জন্মকালে স্বর্গে জয় জয়।
বিদ্যাধরী নাচে গায় পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥
পাণ্ডুর আজ্ঞায় কুন্তী দিলা দেবহূতি।
অশ্বিনীকুমার জন্মায় মাদ্রীর সন্ততি ॥
কুন্তী মাদ্রী পাণ্ডু শুনে আকাশের বাণী।
নকুল সহদেব পুত্র সর্বগুণে গুণী ॥
শয়নে আছয়ে রাজা সূর্য অস্ত যায়।
মন্ত্রণা করিয়া দোঁহে সূর্যেরে রহায় ॥
সূর্যের না চলে রথ দেখিয়া যৌবন।
খসায়্যা পেল্যাছে বুকে মাদ্রীর বসন ॥
নিদ্রাভঙ্গ হল্য রাজা গেলা কুন্তীর কাছে।
কহ কুন্তী রবি কেন এতক্ষণ আছে ॥
নিদ্রা যাহ মহারাজা সন্ধ্যা হয় পাছে।
যৌবন দেখায়্যা মাদ্রী সূর্যকে রাখ্যাছে ॥
বৃথা জন্ম গেল না জানিলুঁ রতিসুখ।
বাড়িল অনঙ্গ জ্বালা দেখ্যা মাদ্রীর মুখ ॥
একদিন ॥
পাঁচপুত্র লয়্যা কুন্তী জলাশয়ে গেল।
শূন্যালয় পায়্যা রাজা মাদ্রীরে ধরিল ॥
দারুণ বিপ্রের শাপ খণ্ডন না যায়।
তনু তেয়াগিল রাজা পরশিতে কায় ॥
মাদ্রীর রোদন শুন্যা পঞ্চপুত্র সাথে।
বেগে আস্যে কুন্তী দেবী ভাবিতে ভাবিতে ॥
রাজার মরণ দেখি ধরণী লোটায়।
ভালে হানে করাঘাত করে হায় হায় ॥
ধরণী লোটায় পঞ্চ পুত্র শোকাবেশে।
বন্দিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র ভাষে ॥

পাণ্ডুরাজার সহিত মাদ্রীর সহমরণ

মাদ্রী মোর মাথা খালি
রাজায় কেন দেখা দিলি
নিষেধ কর‍্যাছি বারে বারে।
বিধাতা বৈধব্য কল্য পঞ্চ পুত্র ছণ্ড হল্য
কলঙ্কিনী কি বলিব তোরে ॥
ধরিয়া রাজার পায় কুন্তী গড়াগড়ি যায়
জান্যা শুন্যা এমন কৈলে কেনে।
দারুণ দ্বিজের শাপ পূরুবে কর‍্যাছ পাপ
সে সকল না পড়িল মনে ॥
পুত্র লয়্যা থাক তুমি প্রভু সঙ্গে যাব আমি
জান্যা শুন্যা বৃথা কর রোষ।
পুরুষ না শুনে মানা আমি করিলাঙ নানা
না বুঝিয়া মোরে দেহ দোষ ॥
আনি মাদ্রী দুটি সুতে সঁপিল কুন্তীর হাতে
পুত্র বল্যা করিহ লালন।
যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তুমি সুতে দিয়া যাই আমি
ছণ্ড দোঁহায় করিবে পালন ॥

যুধিষ্ঠির রচোচিতা মাদ্রী হল্য অনুমৃতা
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী গায় ।
আদিপর্বে রসকথা শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা
গোপাল সিংহে রক্ষ যদুরায় ॥

কুরু-পাণ্ডবের বাল্যশিক্ষা

শতশৃঙ্গ পর্বতেতে পাণ্ডুর নিধন ।
হস্তিনায় কুন্তীকে লয়্যা গেলা মুনিগণ ॥
দেবের বরে পাণ্ডুরাজা পঞ্চপুত্র পাল্য ।
ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্রে বিবর্য়া কহিল ॥
পাণ্ডুপুত্র দেখ্যা পুরবাসী হৃষ্টমনে ।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ভীষ্ম পালে পঞ্চজনে ॥
গান্ধারী ধরিল গর্ভ দুই সম্বৎসর ।
মাংসপিণ্ড পাল্য এক চিরিতে উদর ॥
কান্দয়ে গান্ধারী ব্যাস বলেন তখন ।
শংকরের বরে পুত্র পাবে শত জন ॥
কলসীতে ঘৃত ভর্য়া লয়্যা শীতল জলে ।
শত ভাগ মাংস কর্য়া জলে পেল্যা
তোলে ॥
শত পুত্র দুঃশলা কন্যা হল্য আর ।
জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন রাজা কলি অবতার ॥
জন্মে দুর্যোধন কর্য়া গর্দভের বাণী ।
ঘরে ঘরে শৃগাল করিয়া বুলে ধ্বনি ॥
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে
কুলং ত্যজেৎ ।
গ্রামং জনদপস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং
ত্যজেৎ ॥
বিদুর বলে এই পুত্রে ত্যাজ মহারাজ ।
ইহা হত্যে অমঙ্গল হইব অকাজ ॥
বৈশ্যা উদরে বীর যুযুৎসু জন্মিল ।
একশত পঞ্চ ভাই একত্রে খেলিল ॥
ধনঞ্জয় মহাশক্তি ভয় নাঞি কারে ।
খেলিতে জিনয়ে ভীম শত সহোদরে ॥
মন্ত্রণা করিয়া জল খেলে দুর্যোধন ।
এককালে ভীমে ধরে দশ বিশ জন ॥
ঠেলিয়া উঠিল ভীম মহাবলবান ।
শত ভাই পলাইল লইয়া পরাণ ॥
ভীমে পাছু দেখ্যা তারা সভে গাছে
চড়ে ।
গাছে ॥
নাড়া দিতে ফল যেন শত ভাই পড়ে ॥
ভুমে পড়ে মূর্ছা হয়্যা শত সহোদর ।
জল দিয়া চেতন করাল্য বৃকোদর ॥
আর দিনে দুর্যোধন মন্ত্রণা করিল ।
বিষ খায়াইয়া ভীমে গঙ্গায় পেলিল ॥
অচেতন হইয়া পাতালে পড়ে ভীম ।
বেড়িয়া দংশিল তারে ভুজঙ্গ অসীম ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা তোরে আমি কই ॥
নিদ্রাভঙ্গ হল্য ভীমের আট দিন বই ॥
বিষে বিষ উত্তরিল ভীম করে দর্প ।
বান্ধ্যা ছিল বন্ধন ছিঁড়িয়া মারে সর্প ॥
বাসুকী আসিয়া ভীমে বহু রত্ন দিল ।
নয় ঘড়া সুধারস ভক্ষণ করাল্য ॥
ভোজন করায়্যা ভীমে কহে নাগগণে ॥
নাগামৃত বল হবে সুধারস পানে ॥
নাগের বচনে ভীম মহাসুখ পাল্য ।
প্রিয় কয়্যা নিজ দেশে পাঠাইয়া দিল ॥
ভীমে না দেখিয়া কান্দে কুন্তী যুধিষ্ঠির ।
হেনকালে ঘরে আল্যা বৃকোদর বীর ॥
যুধিষ্ঠিরে ভীম সব কহিল কারণ ।
রাজা বলে ॥
আজি হত্যে জান সবে দুষ্ট দুর্যোধন ॥
জন্মেজয় বলে দ্রোণের জন্ম কহ মোরে ।
মুনি বলে ভরদ্বাজ গেলা গঙ্গাধারে ॥

ঘৃতাচীরে দেখিয়া মুনির বিন্দু খসে।
দ্রোণাচার্য জন্ম লভে রাখিতে কলসে॥
অগ্নিবেশ্য মুনির স্থানে অস্ত্রবিদ্যা পায়।
দ্রুপদের ঠাঁঞি লঘুতা পায়্যা হস্তিনাকে যায়॥
কৃপাচার্য গৃহে দ্রোণ কথ দিন ছিল।
কৌরব পাণ্ডবে নানা অস্ত্র শিখাইল॥
দ্রোণের স্থানে একলব্য অস্ত্র না পাইল।
ভক্তিতে মাটির দ্রোণ অস্ত্র শিখাইল॥
দ্রোণের আদেশে শিষ্য মৃগয়ায় যায়।
কুক্কুরাস্যে বাণ দেখ্যা অর্জুন শুধায়॥
দ্রোণাচার্য মোর গুরু অর্জুনেরে ভাষে।
পার্থমুখে শুন্যা গুরু আল্যা রাজার পাশে॥
গুরুরে প্রণাম করি একলব্য আছে।
মৃত্তিকা তোমার মূর্তি অস্ত্র শিখ্যায়াছে॥
দুর্যোধন অর্জুনের বিস্ময় লাগিল।
একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা লইল॥
বৃক্ষ-অগ্রে দিয়া চাকা পক্ষে বেঁধ্যা থুল্য।
অর্জুন কাটে পক্ষের মাথা কহিতে না হল্য॥
দ্রোণের চরণে নক্র গঙ্গায় ধরিল।
কুম্ভীরে মারিয়া পার্থ গুরুকে ছাড়াল্য॥
সারাৎসার যত বিদ্যা অর্জুনে পড়ায়।
বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহিয়ে তোমায়॥
তারপরে দ্রোণাচার্য কহে শিষ্যবর্গে।
দ্রুপদে বাঁধিয়া ঝাট আন যায়্যা সর্বে॥
দ্রুপদে বাঁধিয়া আন্যা দ্রোণাচার্যে দিল।
অর্ধ রাজ্য দ্রোণে দিয়া প্রাণ লয়্যা গেল।
তিরস্কার পায়্যা দ্রুপদ জপ যজ্ঞ করে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র জন্মে দ্রোণে মারিবারে॥

দ্রৌপদীসুন্দরী জন্মে যজ্ঞের বেদিতে।
অর্জুনেরে দিব কন্যা রাজা ভাবে চিতে॥
অস্ত্রের পরীক্ষা চাহে ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
বিবিধ করিল মঞ্চ আল্য যত প্রজা॥
ভীষ্ম রাজা বিদুরাদি বস্যে মঞ্চে রঙ্গে।
দ্রোণাচার্য আল্য তথা শিষ্যগণ সঙ্গে॥
গান্ধারী বসিলা কুন্তী কুরুনারী যত।
ঝরকা উপরে বস্যে বাদ্য বাজে কত॥
দুর্যোধন সঙ্গে ভীম গদাযুদ্ধ করে।
বলবান সর্বলোকে বলে বৃকোদরে॥
গুরুর আদেশে পার্থ অগ্নি-অস্ত্র এড়ে।
অগ্নিময় হয়্যা জলের কণা যত উড়ে॥
বরুণ-অস্ত্র তারপর এড়ে মহাবল।
চমৎকার লাগে লোকে দেখাইল জল॥
বায়ু-অস্ত্র রাখে বহে দারুণ পবন।
বাণেতে পর্বত পৃথ্বী করিলা সৃজন॥
লুকি অস্ত্র রাখিতে অর্জুন হল্য লুকি।
হাহাকার করে সর্বে অর্জুনে না দেখি॥
সাধিয়া পর্জন্য-অস্ত্র আনে মেঘগণে।
লোহার শূকর করি ভ্রমাইল বনে॥
সাধিল যতেক অস্ত্র কর‍্যা অনুভব।
সাবাস সাবাস বলে সভাসদ সব॥
পুত্রের বিক্রম দেখি পুলকাঙ্গ প্রায়।
স্রবিল কুন্তীর দুগ্ধ ধারা বয়্যা যায়॥
অর্জুনে কহেন কর্ণ অহংকার রাখ।
বাণের সন্ধান মোর লোচনেতে দেখ॥
কর্ণ কহে অরে রাজা সখা তোর সাথে।
অন্য কেহ স্থির নহে আমার সাক্ষাতে॥
অর্জুনের সঙ্গে রঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়।
হাহাকার করে লোক লাগিল বিস্ময়॥
দুর্যোধন বলে মোর সঙ্গে রাজ্য কর।
পদাঘাত মার শত্রুর মাথার উপর॥

নানা অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ বিচক্ষণ।
দেখিয়া লইল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন॥
ধনুর্বাণ হাতে কর্ণে কহে কুন্তী-বালা।
হেন বুঝি যম তোরে প্রসন্ন হইলা॥
কর্ণ বলে এখনি কাটিব তোরে বাণে।
আজ্ঞা দিল দ্রোণাচার্য যুঝ দুইজনে॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখে সূর্য থাকিয়া গগনে।
মহাবলবান যুদ্ধ করে দুইজনে॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সাজিল দুই বীরে।
হেনকালে কৃপ কহে সভার ভিতরে॥
মহাবংশে জন্ম পার্থ জানে সর্বজন।
কহ দেখি কর্ণ তুমি কাহার নন্দন॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে কি নহ সমসর।
গর্জ্যা দুর্যোধন কহে সভার ভিতর॥
অঙ্গরাজ্য দিলাঙ আমি মহাবীর কর্ণে।
রাজা হয়্যা যুদ্ধ করুক রাজপুত্র সনে॥
এই কালে রথ আলা সভার ভিতরে।
প্রণাম করিয়া কর্ণ চাপে রথোপরে॥
ভীম বীর বলে কর্ণ শুনরে বর্বর।
রথের সারথি হয়্যা নাকিড়ি গিয়া ধর॥
মহামত্ত গজ যেন গর্জিয়া উঠিল।
দুর্যোধন ভীম বীরে বলিতে লাগিল॥
কবচ কুণ্ডল ধরে কর্ণ মহারথী।
অঙ্গরাজ্যে রাজা কর্ণ মোর সেনাপতি॥
কার্ত্তিকের জন্ম হল্য জ্বলন্ত অনলে।
আচার্যের জন্ম হলা কলসের জলে॥
কৃপাচার্যের জন্ম শরস্তম্ভে হল্য।
তোমাদের জন্ম জানি কটু নাই বল্য॥
ভূপতির যোগ্য কর্ণ শুন দুরাশয়।
সভামাঝে কর্ণে নিন্দ সমুচিত নয়॥
সূর্য অস্ত যেতে রাজসভা সে
ভাঙ্গিল্যা।
সভে ঘরে গেল কর্ণে পার্থে প্রশংসিয়া॥
বসুদেব বন্দ্যা কবিচন্দ্রের চরণ।
[গাহেন] ভারত কথা শুনে সর্বজন॥

জতুগৃহ দাহ

বৈশম্পায়ন কহে শুনহ রাজন।
তারপর কি করিল রাজা দুর্যোধন॥
একদিন মহারাজা লয়্যা মন্ত্রীগণে।
হেনকালে কণিক আইল সেইখানে॥
রাজা বলে কণিক কি বুদ্ধি করিব।
কোন রূপে পাণ্ডবের বিনাশ হইব॥
ভীমার্জুনের বল দেখ্যা বড় পাই তাপ।
জেন্যা শুন্যা শত্রু বাড়াইল মোর বাপ॥
কর্ণ কয় শত্রু অগ্নি বাড়াবার নয়।
জম্বুকের মন্ত্রণা শুনেহ মহাশয়॥
ব্যাঘ্র নকুল বৃক মূষিক শৃগাল।
হরিণে মারিতে যুক্তি করে চিরকাল॥
শৃগাল কহিল ব্যাঘ্র সভাই থাকুক।
নিদ্রাগত হরিণ-পদে মূষিক কাটুক॥
মৃগেরে মারিতে প্রাণে কাহতো না হব।
মূষিক মারুক যেয়্যা সভে বেঁট্যা খাব॥
হরিণ ঘুমায়্যা আছে দেখিবারে পায়।
আড়ি মেরা চারি পায় বিষদন্তে খায়॥
হরিণ জ্বালায় মরে রুরুবর ঝাঁপে।
স্নান করিবারে জম্বু পাঠাইল তাকে॥
নেকড়ারে শৃগাল বলে ধর্মপানে চাঅ।
ইন্দুরে কিঞ্চিৎ দিয়া বাকি তুমি খাঅ॥
আমরা শৃগাল জাতি মৃগ কোথা পাই।
কুচা কাকুড়্যা মোরা পেট ভর্যা খাই॥
শৃগাল বলেন বৃক মৃগ রক্ষ তুমি।
কত দূরে আসে ব্যাঘ্র দেখ্যা আসি
আমি॥

পথে যেয়্যা শৃগাল পাড়িল বাঘের পায়।
বাঘ শিকারে আল্য রাজা কি হবে উপায়॥
ব্যাঘ্র বলে ওহে মিতা কোন পথে যাব।
উপায় বল প্রাণ আমি পাব কিনা পাব॥
তিনদিগ ঘেরাছে জালে পূর্বে আছে ফাঁক।
অতি বেগে পালায় বাঘ নাই ডাকে ডাক॥
প্রাণ লয়্যা ব্যাঘ্র এথা বনে বনে ছুটে।
শৃগাল আইল পুন নেকড়া নিকটে॥
শৃগাল বলেন বৃক সর্বনাশ হল্য।
পরিবার সঙ্গে ব্যাঘ্র মৃগ খেতে আল্য॥
শৃগালের কথা শুন্যা নেকড়া পালায়।
নকুলে আসিয়া ফের পাছু পানে চায়॥
মোর যুদ্ধে বৃক ব্যাঘ্র পলাইয়া গেল।
নেউল করিবে যুদ্ধ মোরে সত্য বল॥
শৃগালের তর্জনে নেউল দিল ভঙ্গ।
ইন্দুর চঞ্চল হল্য শুন তার রঙ্গ॥
দন্ত কড়মড়ি দিয়া ধর্তে যায় ঘাড়ে।
প্রাণ লয়্যা ইন্দুর পালাল্য যায়্যা গাড়ে॥
শৃগালে খাইল মৃগ শুন নৃপবর।
যৌঘরে পাণ্ডব মের্যা রাজ্য ভোগ কর॥
ভাল ভাল বলে কর্ণ শকুনি দুঃশাসন।
বারণাবতে যৌঘর নির্মায় দুর্যোধন॥
পুত্র উপরোধে রাজা কহে যুধিষ্ঠিরে।
বারণাবতে থাক এক বৎসরের তরে॥
ভীষ্মাদ্যে প্রণাম করি বারণাবতে যায়।
যুধিষ্ঠিরে বিদুর কহে মেলেচ্ছ ভাষায়॥
পঞ্চভাই কুন্তী সঙ্গে চলে বারণাবতে।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে॥
সাবধান হয়্য রাজা কহেন ঠাকুর।
ম্লেচ্ছ ভাষায় যত কথা কয়্যাছে বিদুর॥
মোদের ভরসা কেবল তুমি যদুপতি।
বারণাবতে যেয়্যা প্রজা পালেন ভূপতি॥
বৎসরান্তে কুন্তী দ্বিজে করান ভোজন।
চণ্ডালী আইল তার পাঁচটি নন্দন॥
ভোজন করিয়া তারা শুয়্যা থাকে পাশে।
পুরোচন আনি অগ্নি দিল দ্বারদেশে॥
যৌয়ের ঘরেতে যদি লাগিল অনল।
আগুনের শিখা উঠে গগনমণ্ডল॥
চিন পায়্যা প্রাণ লয়্যা অর্জুন পালায়।
কুন্তী ডাকে এবার রাখহ যদুরায়॥
যৌঘরে আগুনে আমরা পুড়্যা মরি।
পরাণ বাঁচাও আস্যা বাছাধন হরি॥
গোবিন্দ ডাকিতে দেখে সুড়ঙ্গ রয়্যাছে।
পার্থ যাত্যে কপাটের খিল ভাঙ্গ্যা গেছে॥
দ্বারমুক্ত করে ভীম গোড়ারির ঘায়।
ফির্যা আস্যা বৃকোদর কান্ধে করে মায়॥
কোলে করি লইল নকুল সহদেবে।
অর্জুন আইল ফির্যা যুধিষ্ঠির ভাবে॥
ভীম বলে মহারাজ না করিহ ভয়।
পুরী বহিতে পারি আজ্ঞা যদি হয়॥
দুই ভায়ে তুলিয়া ধরিল দুই হাতে।
বেগে ধায় বৃকোদর সুড়ঙ্গের পথে॥
তরী আরোহণে সুখে নদী হল্য পার।
আদি পর্বে কবিচন্দ্র কহে রসসার॥

ভীম কর্তৃক হিড়িম্ব বধ

পুরোচন বলে রাজা শত্রু সব মল্য।
চণ্ডালী মর্যাছে রাজা আসিয়া দেখিল॥
দুর্যোধন কর্ণ আদি আনন্দ হইল।
দুঃশাসন বলে রাজার শত্রু সব মল্য॥

শুন্যা ধৃতরাষ্ট্র রাজা কান্দে উচ্চস্বরে।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন গেল কোথাকারে॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা ভীমে ডাক্যা বলে।
জল আন মায়েরে রাখিয়া বটমূলে॥
জল আনিবারে গেল ভীম মহাশূর।
ভূতলে শুয়িল সভে নিদ্রাতে আতুর॥
বসনে বান্ধিল জল নামি সরোবরে।
মোম টানা বাস জল বিন্দু নাই ঝরে॥
জল আন্যা দেখে ভূমে পড়্যা যুধিষ্ঠির।
তা দেখিয়া ভীমের লোচনে বহে নীর॥
পালঙ্ক উপরে যেবা করিত শয়ন।
তার দশা দারুণ বিধি করিল এমন॥
ওরে দুষ্ট দুর্যোধন তোর ভাগ্য বড়।
এত বলি কাঁপে কোপে দন্ত কড়মড়॥
যুধিষ্ঠির ধর্মবীর আজ্ঞা নাঞি করে।
বান্ধব সহিত নিতে পারি যমঘরে॥
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে এড়ে বীর ডাক।
গোঁফে তার দিয়া বীর হাতে দেই পাক॥
পদমুখ পাখালিয়া সভে খাইল জল।
উঠিয়া বসিল সভে কত হল্য বল॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা করহ শ্রবণ।
সেই বনে হিড়িম্ব হিড়িম্বা রাক্ষস দুজন॥
হিড়িম্ব ভগিনী পাঠায় জানিবারে বার্তা।
ভীমে দেখি রাক্ষসী কামে হল্য আর্তা॥
মানুষীর মূর্তি ধরি নিল পরিচয়।
বিপত্যের চোর সিভঃ কর মহাশয়॥
ভীম বলে মা ছাড়িব মোর যোগ্য নয়।
কোন তুচ্ছ কিবা তুঞি তো হত্যে কি হয়॥
ভগ্নীর বিলম্ব দেখি হিড়িম্ব আইল।
ভীমের কাছে তারে দেখ্যা অনেক ভর্চ্ছিল॥

ক্ষুধার্ত রাক্ষস আল্য হইল সঙ্কট।
তোমারে বর্‍্যাছি আমি ঝাট তুমি উঠ॥
ভীম বলে নিশাচরী না দেখাসি ভয়।
পদাঘাতে এখনি লইব যমালয়॥
রাক্ষস বলে বিধাতা আহার দিল মোরে।
মানুষের মাংস আজি ভরিব উদরে॥
ভীমের বাজিল যুদ্ধ রাক্ষসের সাথে।
বত্রিশ হাত ঠেল্যা ভীম পেলে রাক্ষসেতে॥
মহাশব্দে গাছ পেল্যা মারে দুইজনে।
রাক্ষস পাইল ত্রাস গাছের চাপানে॥
শব্দ শুন্যা যুধিষ্ঠির অর্জুন আইল।
হিড়িম্বাকে জিজ্ঞাসিতে সকল কহিল॥
মোর স্বামী বৃকোদর বনের ভিতরে।
সহোদর তার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করে॥
অর্জুন ডাকিয়া বলে মার নিশাচরে।
শুনিয়া বাড়িল রণ কহিএ তোমারে॥
এত শুন্যা ভীম তারে ধরিলেক ঘাড়ে।
বাহু ধর্‍্যা ঘুরাইয়া পাথরে আছাড়ে॥
রাক্ষস যুদ্ধেতে মল্য ঘুচিল প্রমাদ।
কবিচন্দ্র বলে বীর ছাড়ে সিংহনাদ॥

ভীম-হিড়িম্বার বিবাহ ও ঘটোৎকচের জন্ম

ভীম বলে রাক্ষসী ভায়্যের হও সাথী।
হিড়িম্বারে বধিবারে তুলে পেলা লাথি॥
রাক্ষসী কুন্তীকে কয় কি বলিব আমি।
কাম দুঃখ বিশেষে সকল জান তুমি॥
ভীম অর্জুনের ভয় রাক্ষসী কুন্তীকে কয়
অগো দেবী লইলাঙ শরণ।
পতি করি বরি যারে
সে চাহে মারিতে মোরে
রক্ষা কর অকাল মরণ॥

বরণ করিলাঙ তব সুতে।
মোরে ছাড়্যা উচিত নয়
আমা হত্যে যত হয়
ঠাকুরাণী জানিবে পশ্চাতে ॥
মায়ের আদেশ পায়
নিশাযোগে আনে তায়
ভীম তারে করিল গ্রহণ।
নন্দনাদি যত বনে ক্রীড়া করে দুইজনে
রাক্ষসীর হইল নন্দন ॥
ঘটোৎকচ থুল্যে নাম
বিধাতা তাহারে বাম
পুত্র লয়্যা চলে নিকেতনে।
স্মরণ করিহ কালে নিবেদয়ে পদতলে
এত বলি করিল প্রস্থানে ॥
হেনকালে আল্য বেদব্যাস।
আদি পর্বের কথা ভারত সঙ্গীত গাথা
কবিচন্দ্র করিল প্রকাশ ॥

পাণ্ডবদের একচক্রায় বাস

ব্যাসে পায়্যা কুন্তী দেবী করয়ে রোদন।
কুন্তীকে কহেন্ ব্যাস প্রবোধ বচন ॥
তব পুত্র রাজা হব হস্তিনানগরে।
একমাস একচক্রায় ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
পাণ্ডব রহিল গিয়া ব্রাহ্মণের স্থানে।
পাঁচ ভায়ে ভিক্ষা মাগি নানা ধন আনে ॥
যথাকালে কুন্তীদেবী করিল রন্ধন।
একা গুণি অর্ধ তার ভীমের ভক্ষণ ॥
চার ভাই ভিক্ষায় গেলা রাখি বৃকোদরে।
উঠিল ক্রন্দন রোল ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
কুন্তীরে পাঠাল্য ভীম শুনিঞা রোদন।
ব্রাহ্মণেরে কুন্তী বলে কান্দ কি কারণ ॥
কন্যা পুত্র কোলে করি নারী পানে চায়।
প্রভাতে বকের পালা কি হব উপায় ॥
মহাদুঃখমোচন করিতে কেহ নাঞি।
সময় নিকট হল্য যাব কার ঠাঁঞি ॥
যযাতির দৌহিত্র করিল তারে ত্রাণ।
দুহিতা তনয়ে স্নেহ আমার সমান ॥
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু করি নিবেদন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
পদে মন থাকে যদি পতিলোক পাব।
শোক মোহ দূর কর আমি কালি যাব ॥
দ্বিজ বলে তুমি মল্যে বাঁচে নাকি প্রাণ।
মৎস্য মাংস ত্যাগ কর‍্যা যেমন সয়চান ॥
বাপেরে প্রবোধ করি কহেন দুহিতা।
আমি যেয়্যা সভার ঘুচাব মনোব্যথা ॥
আমি জিলে নারিব করিতে উপগার।
প্রাণ দিয়া প্রাণ রক্ষা করিব সভার ॥
জীবনে মরণে বাপা সদা পাবে পীড়া।
অন্য দেশে যাহ এই পাপ দেশ ছাড়্যা ॥
ভগ্নীর শুনিয়া কথা সহোদর কয়।
আমি জিতে ভগ্নী গো তোমার কর্ম নয় ॥
তোমা হত্যে বাপের হব পুণ্যের সঞ্চয়।
আমি প্রাতে যাব কালি দূরে কর ভয় ॥
প্রাণ দিয়া মা বাপের রাখিব জীবন।
দারুণ রাক্ষস মোরে করুক ভক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণী বলেন মোর আর কেহ নাঞি।
না জানি দারুণ বিধি কি করে গোসাঞি ॥
শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতি-আদেশে।
আদি পর্বে রসকথা কবিচন্দ্র ভাষে ॥

ব্রাহ্মণীর শোক

বাছারে করিয়া কোলে
ভাসে মাতা অশ্রুজলে
গলা ধরি করেন রোদন।

কেহ মোর নাহি আর
ঘর হল্য অন্ধকার
চান্দ মুখে করয়ে চুম্বন ॥
কি বল্যা বলিব যাহ তুমি।
নিরখিতে চান্দ মুখ বিদরিয়া যায় বুক
কি লয়্যা থাকিব ঘরে আমি ॥
গলায় বান্ধিয়া তোরে পলাইব দেশান্তরে
সত্য নষ্ট হয় লোকে পাপ।
রাত্যে নাঞি দেয় মোরে
মা হয়্যা মারিব তোরে
এত খানি করে তোর বাপ ॥
এ ঘোর বিপত্য হল্য বড়।
যাইব বকের পাশে এই মনে যুক্তি আসে
একত্তরে সর্বে হয়্যা জড় ॥
থাকিব দারুণ বক পেটে।
গলা ধরি বস্যা কোলে
বিধি ফাঁস দিল গলে
মুখ নিরখিতে বুক ফাটে ॥
বুকে মুখে অশ্রুধার
বায়্যা পড়ে অনিবার
অতুল সম্পদ নাঞি রুচে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় পুত্র শোক যার হয়
মরিলে ন্যাহিক তাপ ঘুচে ॥

ভীম কর্তৃক বকবধ

কুন্তী বলে মহাশয় তব কথা ব্রহ্ম।
বিপ্রের বিপত্তি লাগে ক্ষেত্রিদের ধর্ম ॥
কাহারে না কয়্য তারে করিবে সংহার।
মহাবীর রণধীর তনয় আমার ॥
ব্রাহ্মণী বলেন মোরা কব নাঞি কারে।
কুন্তী সব বিবরণ কহেন ভীমেরে ॥
ভীম বলে দ্বিজ লাগি ত্যজিব জীবন।
রাজারে এসব কুন্তী কহিল কারণ ॥
ভাইকে পাঠাব আমি রাক্ষস গোচর।
ভীম হেন ভাই মোর প্রাণের দোসর ॥
কুন্তী বলে ভীম মোর যখন জন্মিল।
জগদল পাথর ছিল চূর্ণ হয়্যা গেল ॥
যার ভয়ে দুর্যোধন চমকিয়া উঠে।
কি করিব নিশাচর তাহার নিকটে ॥
অগো মাতা নগরের লোক পাছে
জানে।
রাজা বলে তব বাক্য লঙ্ঘব কেমনে ॥
বিপ্র উপগারে যদি প্রাণ মোর যায়।
কে লঙ্ঘব তব আজ্ঞা বলি গো তোমায় ॥
বৈশম্পায়ন বলে ভীম চলিলেন প্রাতে।
শকটে চাপিয়া যান ডালি অন্ন হাতে ॥
বকেরে ডাকিয়া অন্ন বৃকোদর খান।
হাতে করি ডালি অন্নের গ্রাস দেখান ॥
মেদিনী কাঁপায়্যা কোপে ধায় কোপ
দৃষ্টে।
চাপিয়া চাপড় বীর মারে ভীম-পৃষ্ঠে ॥
মারয়ে মুটুকি কিল নাঞি গণে তায়।
বক্ষ বাজাইয়া অন্ন বৃকোদর খায় ॥
ভোজন করিয়া সায় ভীম মারে চড়।
ভূমে পড়্যা রাক্ষস করয়ে ধড়ফড় ॥
আপনা সারিয়া পুনঃ মুখ মেলি চায়।
পদাঘাতে বকে মূর্চ্ছা করিলেক প্রায় ॥
দক্ষিণ হাতেতে শির ধড় বাম হাতে।
দ্বিগুণ করিয়া পেল্যা রাখে অবনীতে ॥
ব্রাহ্মণে কহিয়া মায় কহে সমাচার।
কোলে কর‍্যা কুন্তী বলে শুধিলে দুঃখের
ধার।
দুষ্ট বক বধ এত দূরে হল্য সায় ॥
গোপাল সিংহের জয় কর যদুরায় ॥

পাণ্ডবদের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় গমন

জন্মেজয় বলে মোরে কহ তপোবন।
পরে কি করিলেক তারা ভাই পঞ্চজন॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা অপরূপ বড়।
দ্বিজাগারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হল্যা জড়॥
পাঞ্চালেরে যাব চল দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ গেল ভিক্ষা মাগিবারে॥
তত্ত্ব পাল্য একে একে রাজা যুধিষ্ঠির।
পুলকাঙ্গ হল্যা ধনঞ্জয় মহাবীর॥
হেনকালে সেই স্থানে আল্য বেদব্যাস।
পাঞ্চালেরে যাহ বল্যা করিল আশ্বাস॥
সর্ব দশা সুখ পাবে ভাই পঞ্চজন।
পাঞ্চালেতে পাইবে কৃষ্ণের দরশন॥
কোন এক ঋষির কন্যা হর আরাধিল।
পঞ্চ মুখে পঞ্চ পতির বর সেই পাল্য॥
কন্যা বলে এক পতি ইচ্ছা করি আমি।
পঞ্চপতি কি বুঝিয়া বর দেহ তুমি॥
শিব কহে বাক্য মোর বৃথা নহে কবে।
পঞ্চপতি গুণবতী দেহান্তরে পাবে॥
সেই কন্যা জন্মিলেন দ্রুপদের ঘরে।
তোমাদের পত্নী বিধি নিরমিল তারে॥
ব্যাসে প্রণমিয়া সব কহিলেন মায়।
নিশায় জ্বালিয়া উল্কা উত্তর মুখে যায়॥
অঙ্গারপর্ণক নামে গন্ধর্ব আছিল।
অর্জুন সহিত তার ঘোর যুদ্ধ হল্য॥
রথ পোড়াইয়া ধরে গন্ধর্বের কেশে।
কুম্ভীনসী নারী তার পদে পড়ে ত্রাসে॥
যুধিষ্ঠির তার মৃত্যু করিল বারণ।
মিত্রতা করিল দোঁহে বুঝিয়া কারণ॥
পরম কৌতুকে অতি হইয়া সত্বরে।
পাঞ্চালেতে পাঁচ ভাই চলিলা উত্তরে॥

ভিক্ষুকে দেখিয়া সভে করে অনাদর।
কেহ কহে কহ দ্বিজ কোন দেশে ঘর॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মোরা বিদেশেতে আছি।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে আস্যাছি॥
সেনায় পূরিত স্থান আশ্রয় না পায়।
কুম্ভকার-শালে থাকে কহিয়া তাহায়॥
দ্রুপদ রাজার চিত্তে এই সে কামনা।
অর্জুনেরে কন্যা দিব মনের বাসনা॥
বর পরীক্ষার তরে সমর সুধীর।
রাধাচক্র পণ কর্যা রাখে ধনুতীর॥
রাধাচক্র বিন্ধি যেবা ভুমেতে ফেলিব।
বরণ করিয়া তারে দ্রৌপদীরে দিব॥
দেশে দেশে এই কথা হইল ঘোষণা।
স্বয়ম্বর শুনিঞা আইল সর্বজনা॥
দুর্যোধন আদি রাজা আইল পাঞ্চালেতে।
কৃষ্ণ বলরাম আইল দ্বারকা হইতে॥
দ্রুপদ পাইয়া পূজে রামকৃষ্ণের চরণ।
স্বয়ম্বর স্থানে মঞ্চে বস্যে সর্বজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা আদি।
বসিল যতেক বীর কে করে অবধি॥
ষোড়শ দিবস পরে বরণের তরে।
দ্রৌপদীরে ধৃষ্টদ্যুম্ন আনিল সত্বরে॥
দধি অক্ষত অর্ঘ্য করিয়া ভাজনে।
মাল্য মঙ্গলাদি গন্ধ রাখে সাবধানে॥
সুকেশা সুন্দরী শ্যামা যার পানে চায়।
দ্রৌপদীর রূপ দেখ্যা সর্বে মোহ পায়॥
ব্রাহ্মণের সমাজে পাণ্ডব দুই জন।
ভীমার্জুনে চিনিতে না পারে কোনজন॥
সভা মধ্যে ডাক্যা বলে রাজার নন্দন।
বাপের প্রতিজ্ঞা মোর শুন সভাজন॥
শ্রীযুত গোপাল সিংহ দেশে গজপতি।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভারত ভারতী॥

দ্রুপদের প্রতিজ্ঞা

কহি যত নৃপস্থানে এই ধনু পাঁচ বাণে
রাধাচক্রে ভেদ কর‍্যা পেলে।
শুন যত নৃপবরে দ্রৌপদী বরিয়া তারে
সভা মাঝে মাল্য দিব গলে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন তারে কয় ভগিনী না কর ভয়
এই দেখ রাজা দুর্যোধন।
কর্ণ শকুনি বৃক চারুনেত্রে চায়্যা দেখ
পুর্বে সহ বীর দুঃশাসন॥
অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা কলিঙ্গ বাহ্লীক কিব
দন্তবক্র শৈল্য শিশুপালে।
অপর যতেক ভূপ কামের সমান রূপ
রামকৃষ্ণ দেখ এককালে॥
দৌপদীরে একে একে দেখায় সকল ভূপে
দাণ্ডায়্যা রহিল একদেশে।
প্রবন্ধে ধনুক ধরে কেহ বা নাহিক পারে
সমাজ সহিত সর্বে হাসে॥
যদি বা ধনুক ধরে গুণ দিতে নাহি
পারে
কোপে কাঁপে বড় বড় বীর।
দুর্যোধন কর্ণ আদি শিশুপাল গুণনিধি
এই সব ছুঁড়্যাছিল তীর॥
দ্রোণ কৃপাচার্য রামে বসিয়া আছএ বামে
সংকেতে করিল কৃষ্ণ মানা।
দ্রুপদ ভাবয়ে ব্যথা দ্রৌপদীর হেঁট মাথা
বিন্ধিতে নারিল কোন জনা॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় রাজা সব পরাজয়
অর্জুন উঠিল হেনকালে।
বিপ্র যত কাঁপে ত্রাসে কেহ কেহ কটু
ভাষে
আনন্দিত মদন গোপালে॥

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের উদ্যোগ

কেহ বলে থাক থাক কেহ বলে রস্য।
দ্বিজগণ বলে মূঢ় চুপ দিয়া বস্য॥
তো হত্যো বিপ্রের প্রায় হব হতাদর।
কেহ বলে ঢেকা মার‍্যা উহায় দূর কর॥
দ্বিজেরে দেখিয়া কোপে যত রাজাগণ।
কেহ বলে কি সাহসে আসহি ব্রাহ্মণ॥
কর্ণ দুর্যোধন আদি হল্য পরাজয়।
ধনুক টানা বিষম কর্ম ভিক্ষা মাগা নয়॥
রাম কহে পৃথিবীর রাজা আস্যাছিল।
কোন রাজা হত্যে চক্র বেন্ধা নাই গেল॥
রাজকন্যা সভা নিন্দা ফির‍্যা যদি যাবে।
তোমার আমার তবে কলঙ্ক রহিবে॥
উচ্চ বা প্রধানে দোষ বলে বলরাম।
চক্র বিন্ধ্যা গেলে তব যশের বাখান॥
এত শুনি বলে কৃষ্ণ বলদেবের কানে।
কে বিন্ধিতে পারে চক্র ধনঞ্জয় বিনে॥
রাম কহে পাণ্ডুপুত্র যোঘরে মর‍্যাছে।
কৃষ্ণ কহে মরে নাঞি সভে বাঁচ্যা আছে॥
পাণ্ডব আমার প্রাণ শুন দাদা রাম।
হের ধনঞ্জয় ভাই দেখ বিদ্যমান॥
এত শুনি পার্থে দেখ্যা রামের আনন্দ।
গোপাল সিংহের জয় করুন গোবিন্দ॥
ধনঞ্জয় নিষেধ নাহিক কার মানে।
ঈশানে প্রণাম করি কৃষ্ণে ভাবে ধ্যানে॥
সকল ছাড়িয়া গোবিন্দের পানে চায়।
সংকেত করিয়া প্রভু তারে দিল সায়॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পায়্যা ধনু যায়্যা তুলে।
ধনুকেতে দিল গুণ খসাইয়া পেলে॥
গুণ দিয়া টংকারিতে ঘোর শব্দ হয়।
বীর ঘটা চমকিত লাগিল বিস্ময়॥

ধনু হাতে দাণ্ডাইল কুন্তীর নন্দন।
বাণে বাণ এড়্যা বন্দে গুরুর চরণ॥
তা দেখিয়া দ্রোণাচার্য ভাবে মনে মনে।
এই বিদ্যা জানি আমি দিয়াছি অর্জুনে॥
ছল ছল আঁখি গুরু ভীষ্মদেবে বলে।
এই শিশুর জন্ম হবে তোমাদের কুলে॥
ভীষ্ম বলে সত্য হব তোমার বচন।
ছাওয়ালের রূপ দেখ্যা কান্দে মোর মন॥
কুমতি কপট কুচ্ছিত দুর্যোধন।
যোঘরে পোড়ায়্যা মাল্য পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দ্রোণাচার্য বলে ভীষ্মে দেখিয়া ব্রাহ্মণে।
পাসরিয়া ছিলাঙ মনে পড়িল অর্জুনে।
কি কব দুঃখের কথা ফাটে মোর বুক।
মনেতে পড়িল মোর অর্জুনের মুখ॥
বসুদেব বন্দ্যা কবিচন্দ্রের চরণ।
[গাহেন] ভারত কথা শুন সর্বজন॥

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

ধনুক তুলিয়া হাতে বীর দিল গুণ।
পাঁচ বাণ মহাবীর জুড়িল অর্জুন॥
সর্বে কয় বিপ্র নয় ক্ষেত্রিয় হবেক।
এইবার রাধাচক্র এমনে বিন্ধিবেক॥
আকর্ণ পূরিয়া যে এড়িল পাঁচবাণ।
ভূমেতে পাড়িয়া মচ্ছ করে খান খান॥
জয়ধ্বনি মঙ্গল বাজনা হরিবোল।
গোবিন্দের প্রেমাবেশ হল্য মহারোল॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
বসন ঘুরায়্যা নাচে যতেক ব্রাহ্মণ॥
অর্জুনে করিয়া কোলে বিপ্রবর্গ নাচে।
ধর্ম সত্য কৃষ্ণ সত্য ব্রহ্মতেজ আছে॥
দ্রোপদী দিলেন মালা অর্জুনের গলে।
ধন্য ধন্য অগ্রগণ্য সাধু সাধু বলে॥

দুর্যোধন আদি করি যত রাজা কোপে।
দ্রুপদে কাটিব আজি রাখে কার বাপে॥
সাজিয়া চলিল সর্বে করিবারে রণ।
দ্রুপদ লইল গিয়া দ্বিজের শরণ॥
আশ্বাস করিয়া ভীম উপাড়িল বৃক্ষে।
হাতেতে চুঁচিয়া পত্র ধাইল অলক্ষে॥
রণে বেড়া দিয়া বীর মার মার ডাকে।
রথ রথী ঘোড়া হাতি নাশে লাখে লাখে
কুপিয়া দুহাতে ভীম বাড়িয়া চলিল।
রকতে বহিল নদী সেনা ভঙ্গ দিল॥
গোবিন্দ বলেন বলদেবের কানে কানে।
প্রলয় হল্য ভীমার্জুন দোঁহে নামে রণে॥
কর্ণ অর্জুনেতে রণ ভীম শৈল্য সাথে।
দুর্যোধন যুদ্ধ করে দ্বিজ হাতে হাতে॥
যত দ্বিজগণ সভে অর্জুনের পক্ষ।
মারয়ে ফাল্গুনী সেনা পড়ে লক্ষ লক্ষ॥
পরাভব হয়্যা কর্ণ ভয়েতে পালায়।
দুর্যোধন দুঃখ পায়্যা করে হায় হায়॥
মনে মনে গুণে কর্ণ বড় হল্য ঠেক।
রাম কৃষ্ণ ইন্দ্র কিংবা অর্জুন হবেক॥
শৈল্য ভীমে ঘোর যুদ্ধ অবনীতে পাড়ে।
ভূমে ঘসাড়িয়া মুখ চেপ্যা ধরে ঘাড়ে॥
টিটকারি দিয়া যত বীরবর্গ হাসে।
না বধিল ভীম তারে পালাইল ত্রাসে॥
ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ কর অকারণ।
হিত পথ কয়্যা কৃষ্ণ করিলা বারণ॥
বিপ্রগণ অর্জুনে বেড়িয়া লয়্যা যায়।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কবিচন্দ্র গায়॥

কুন্তীর আদেশ

বাসায় বসিয়া কুন্তী ভাবে মনে মনে।
ভীমার্জুন কেন নাঞি আল্য এতক্ষণে॥

অপরাহ্ণে গেলা দোঁহে জননীর পাশে।
প্রণমিঞা পুটপাণি ভীমার্জুন ভাষে॥
এক দ্রব্য আজি মোরা পায়্যাছি ভিক্ষায়।
উচিত যে হয় কর নিবেদিলাঙ পায়॥
দ্রৌপদীরে না দেখিয়া কহে ভীমার্জুনে।
বিভাগ করিয়া ভোগ কর পঞ্চজনে॥
পশ্চাত কন্যারে দেখি কুন্তী করে হায়।
কষ্টে কহিলাঙ আমি কি করি উপায়
যুধিষ্ঠির ধর্মধীর কহেন অর্জুনে।
জিনিয়া আন্যাছ তুমি করহ গ্রহণে॥
বীর বলে না করিহ অধর্মের ভাগী।
দ্রৌপদীরে আনিয়াছি সভাকার লাগি॥
তুমি আগে ভীম তবে তারপরে আমি।
নকুল সহদেব পাছে হবে পঞ্চস্বামী॥
ব্যাসের বচন যুধিষ্ঠিরের পড়ে মনে।
ভ্রাতৃভেদ প্রায় বিধি কৈল এতদিনে॥
যুধিষ্ঠির নানামতে ভাবিতে লাগিলা।
হেনকালে সেই স্থানে কৃষ্ণ রাম গেলা॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিল কৃষ্ণ ভোলে।
বাহু পসারিয়া রাজা করিলেন কোলে॥
ভীমেরে সম্ভাষ করি পার্থে কোল দিলা।
নকুল সহদেবে ভাবে আশিস করিলা॥
কৃষ্ণ রাম লজ্জা পায়্যা ধীরে ধীরে আসি।
প্রণমিঞা দোঁহে বলে কিবা কর পিসী॥
কুন্তী বলে কেও বাপু চিনিতে না পারি।
রাজা বলে দেখা দিতে আইলা রামহরি॥
কুন্তী বলে কেও বাছা বট কৃষ্ণ রাম।
কি দোষে আমারে বাছা হৈলি তোরা বাম॥
এখন গোবিন্দ তুমি আছ কোন নাটে।
ভাল বাছা পিসীরে বুলাল্যা হাটে হাটে॥
বনে বনে ভ্রমণ করায়্যা যুধিষ্ঠিরে।
শত্রুরে সম্পদ দিয়া বস্যা থাক ঘরে॥
শুন কৃষ্ণ তোরে কহি কি তোর মহত্ত্ব।
হীন জন হেলা করে হাসাল্যে জগৎ॥
ওহে বাপু বলরাম কৃষ্ণে তুমি বল।
কিনা জান অভাগীর জন্ম দুঃখে গেল॥
ওহে কৃষ্ণ ওহে হরি তব কথা খ্যাত।
আশ্বাস করিয়া কষ্ট কেন দেহ এত॥
শোকেতে আকুল অন্য বাক্য নাঞি মুখে।
কান্দিয়া কৃষ্ণেরে কুন্তী করিলেন বুকে॥
শ্রীযুত গোপাল সিংহ দেশে গজপতি।
তার শত্রু সর্বথা যাউক অধোগতি॥

কৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর বিলাপ

কৃষ্ণেরে করিয়া কোলে ভাসে কুন্তী অশ্রুজলে
এই ছিল কপালে লিখন।
কুমন্ত্রণা পুত্রে দিল যৌঘরেতে মের্য্যাছিল
বিদুর হত্যে বাঁচিল জীবন॥
শুন কৃষ্ণ তারপর বনে ভ্রমি নিরন্তর
দারুণ রাক্ষস এক আল্য।
ভীম না থাকিত যদি শুন ওহে দয়ানিধি
হিড়ম্ব সভারে খায়্যাছিল॥
কহিতে মনের দুখে একচক্রায় দারুণ বকে
ভাগ্যে পুণ্যে ভীম পাল্য রক্ষা।
আসি দ্রুপদের দেশ পথে পাল্য বড় ক্লেশ
অঙ্গারপর্ণের সঙ্গে কক্ষা॥
থাকি কুম্ভকার শালে পাক করি সন্ধ্যাকালে
অর্ধ গুণি ভীমের ভক্ষণ।
রাজা হয়্যা মাগে ভিক কেহ কয় ধিক ধিক
তৃণশয্যায় করিএ শয়ন॥
পরিধান যেন খণ্ড রাজ্যপাট লণ্ডভণ্ড
তৈল বিনে গায় উড়ে খড়ি॥

পালান চাপায়্যা গায় শীত নিবারিয়ে তায়
অনল সেবিয়া গায় দাঁড়।
পাক করি শাকপাত ভূমে বাছা খায় ভাত
যেজন ভুঞ্জিত স্বর্ণথালে।
মা হয়্যা দেখিতে দুখ বিদারিয়া যায় বুক
অপর কি আছএ কপালে॥
তুমি কৃষ্ণ পরাৎপর কিবা না করিতে পার
দুই এক বলি অনুতাপে।
পরকালে তুমি গতি উদ্ধারিবে যদুপতি
পড়িয়াছি এই ঘোর পাপে॥
কুন্তীর ধরিয়া পায় আশ্বাশিলা যদুরায়
ক্ষেমা কর ওগো পিসী রোষ॥
সকল করয়ে কালে যার যেবা আছে ভালে
কৃপা কর কার নাঞি দোষ॥
অনুতাপ কর বৃথা যদি না আসিতে হেথা
দ্রৌপদী লক্ষ্মীরে কোথা পাতো।
লক্ষ্মীরূপা বধূ পালে পিসী এখন
আল্যো গেলে
ভোজন করিব উহার হাতে॥
কুন্তীর তুষিল মন প্রণমিঞা নারায়ণ
কৃষ্ণ রাম হইলা বিদায়।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় গোপাল সিংহের জয়
কর সদা প্রভু যদুরায়॥

ভীমার্জুন দ্রৌপদী লইয়া যদি আল্য।
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাছু পাছু লুকায়্যা রহিল॥
অন্ন ব্যঞ্জন কুন্তী পাক কর্যাছিলা।
দ্রৌপদী পাইয়া আজ্ঞা সভাকারে দিলা॥
কুশ শয্যায় পাঁচ ভায়ে করিলা শয়ন।
কুন্তীর পদতলে কৃষ্ণা নিদ্রায় অচেতন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিবরিয়া কহিলা রাজারে।
লোক দিয়া প্রভাতে লইলা অন্তঃপুরে॥
মন্ত্রীর সহিতে রাজা সুমন্ত্রণা করি।
ভক্ষ্য আদি বহু দ্রব্য রাখে গৃহ ভরি॥
সেই ঘরে রাখিল পাণ্ডব পঞ্চজনে।
গোপালসিংহের কৃষ্ণবিনে নাঞি মনে॥

বৈষ্ণব বিষ্ণুর অংশ উদ্ধারিল মল্লবংশ
হয় নাঞি হবেক নাঞি এমন রাজা।
লক্ষ্মীরূপা রাজধানী আমি কি বলিতে
জানি
পুত্রবৎ পালে সব প্রজা॥
অপূর্ব ভারত কথা ব্যাস বিরচিত গাথা
মন দিয়া শুন সর্বজনা।
মহারাজা সুপণ্ডিত হরিনামে বড় প্রীত
কবিচন্দ্র করিলা রচনা॥

পঞ্চভ্রাতার সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ

শুন শুন মহারাজা কহে মুনিবর।
দ্রৌপদীর বিবাহ শুনহ অতঃপর॥
শাস্ত্র ছাড়ি অস্ত্র তারা দেখে একমনে।
সর্বক্ষণ অস্ত্র শস্ত্র দেখে পঞ্চজনে॥
লোক যায়্যা বিবরিয়া রাজারে কহিল।
প্রভাতে দ্রুপদ মন্ত্রীগণ সঙ্গে গেল॥
কে তোমরা আমারে করহ পরিচয়।
সন্দেহ ঘুচুক মোর দূর কর ভয়॥
এত শুনি মনে গুণি যুধিষ্ঠির কয়।
পাঁচজন বটি মোরা পাণ্ডুর তনয়॥
এত শুনি নৃপমণি বাহু তুলি নাচে।
বাসনা হইল পূর্ণ তপফল আছে॥
রাজা বলে অর্জুন আমার বাক্য ধর।
দ্রৌপদীরে মোর বোলে অদ্য বিভা কর॥
যুধিষ্ঠির বলে রাজা নাঞি বুঝ তুমি।
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিব আগে আমি॥
রাজা বলে ধর্মে যেন নাঞি হয় ঠেক।
তুমি বা অর্জুন বিভা কর দুয়োর এক॥

মায়ের বচন মোরা লংঘিতে না পারি।
তোমার দুহিতা হব পাঁচ জনার নারী॥
এত শুনি মনে গণি কহে নৃপমণি।
এক কন্যার পাঁচ স্বামী কোথাহ না
শুনি॥
পঞ্চজনে সুতা দিতে দ্রুপদের ত্রাস।
হেনকালে সেইস্থানে আল্যা বেদব্যাস॥
পাদ্য অর্ঘ্য প্রণমিঞা সভাই পূজিল।
দ্রুপদ কারণ যত সকল কহিল॥
বেদব্যাস দ্রুপদের ধরিলেন হাতে।
গেহে প্রবেশিলা কুন্তী পঞ্চপুত্র সাথে॥
ব্যাস কহে বিশ্বভুক আর ঋতধাম।
শিবি শান্তি তেজস্বী পঞ্চজনার নাম॥
পঞ্চ ইন্দ্র উপাখ্যান দ্রুপদে কহিল।
পরম আনন্দ চিত্তে সন্দেহ ঘুচিল॥
সেই পাঁচজনা আসি পাণ্ডু পুত্র হল্য।
ঋষি কন্যা তোমার দ্রৌপদী জন্মাইল॥
রেবতী নক্ষত্রে যুধিষ্ঠির বিভা করে।
কুলক্রিয়া যজ্ঞ আদি ধৌম্য মুনি করে॥
বিবাহ করিল ক্রমে দিবসে দিবসে।
দেহ ভেদে॥
নানারূপে দ্রৌপদী ধরয়ে অনায়াসে॥
কৌতুকে যৌতুক রাজা দেন সভাকারে।
শত রথ শত গজ দাসী অশ্ববরে॥
বসন ভূষণ নানা দিল তারপরে।
মঙ্গল বাজনা শুনি পাঞ্চাল নগরে॥
দ্রৌপদী প্রণাম করে শাশুড়ীর পায়।
সাদরে আশিস সতী করিছেন তায়॥
চিরজীবী পুত্র হোকু জ্ঞানী মহাবীর।
সুন্দর পুরুষবর সমরে সুধীর॥
অগ্নিতে যেমন স্বাহা ইন্দ্রে শচী যথা।
স্বামীর সুভগা তোমায় করুন বিধাতা॥

সোমেতে রোহিণী সতী দময়ন্তী নলে।
কুবেরে ভদ্রার সম দ্রৌপদীরে বলে॥
বশিষ্ঠে অরুন্ধতী যেন লক্ষ্মী নারায়ণে।
তেমনি তোমার প্রেম স্বামীদের সনে॥
এত বলি চুম্বন করিল চাঁদমুখে।
দ্রুপদের ঘরে কত দিবা যায় সুখে॥
শ্রীযুত গোপাল সিংহ দেশে গজপতি।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের ভারতী॥

পাণ্ডবদের হস্তিনায় আগমন

তারপর গোবিন্দ পাঠাল্য নানা ধন।
চর মুখে শুনি দুঃখ ভাবে দুর্যোধন॥
দুঃশাসন বলে বিপ্র গেহে রহে খল।
পরাণে মারিতাঙ সর্বে পাত্য প্রতিফল॥
দৈব বল বড় বল পুরুষার্থ বৃথা।
দুর্যোধনে শান্ত করে কয়্যা নানা কথা॥
বিদুর কহেন তত্ত্ব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।
পাণ্ডুপুত্র নাঞি মরে সর্বে জিয়া
আছে॥
পাঞ্চালে অর্জুন পাল্য দ্রুপদের সুতা।
বিবরিয়া বিদুর কহিল যত কথা॥
বসন ভূষণ নানা যৌতুকাদি লহ।
ধৃতরাষ্ট্র কহেন বিদুর তুমি যাহ॥
প্রাণ সম পাঁচজন কয়্য মোর কথা।
বড় ভাগ্য ভূপে কয়্যা আন গিয়া হেথা॥
দুর্যোধন কর্ণ কোপে ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
শত্রুরে আনিতে এথা সমুচিত নয়॥
ভালমন্দ হিতাহিত কিছু নাহি জান।
সতত তাদের চিন্তা কর পুনঃপুনঃ॥
দ্রুপদে করিয়া বল প্রকারে মারিব।
ভায়ে ভায়ে ভেদ কর্যা সেখানে
নাশিব॥

কর্ণ বলে এসব মন্ত্রণা কর বৃথা।
উপায়ে করিব নাশ আন তারে এথা॥
দ্রুপদের মন রাজা ভুলাত্যে নারিবে।
হইব হাস্যাস্পদ বড় কষ্ট পাবে॥
হস্তিনাপুরীতে কৃষ্ণ না আস্যে যাবৎ।
বিক্রম করহ সর্বে এই মোর মত॥
পুনরপি ভীষ্মের সহিত যুক্তি করে।
ভীষ্ম বলে অর্ধ রাজ্য দেহ পাণ্ডবেরে॥
গোবিন্দ আছএ মন্ত্রী কহিল কারণ।
ভাগ নাঞি দিলে সভে হারাবে জীবন॥
দ্রোণের বচন পুন কেহ না মানিল।
বিদুর যায়্যা যৌতুক দিয়া দেশকে আনিল॥

যথাক্রমে পাঁচজনে করিয়া প্রণতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যায়্যা করিল বসতি॥
সেইখানে তারপর নারদ আইল।
সুন্দ উপসুন্দের কথা বিবর্য়া কহিল॥
একমাস যুধিষ্ঠির পনের ভীমার্জুনে।
পাঁচ পাঁচ দিন নকুল সহদেব দুইজন॥
দ্রৌপদীর সঙ্গে ঘর যেবা প্রবেশিবেক।
বার বৎসর ব্রহ্মচর্য সেই করিবেক॥
দেবঋষি সময় করিয়া সর্বে দিল।
পাঁচজনে তাঁর কথা সাদরে মানিল।
এত বলি দেবঋষি করিল প্রস্থান।
গোপাল সিংহের জয় কর ভগবান॥

নিয়মভঙ্গ হেতু অর্জুনের বনগমন

নানা সুখে সেইখানে থাকে পাঁচজন।
বৈশম্পায়ন বলে রাজা করহ শ্রবণ॥
দস্যু হরে বিপ্রের গরু অর্জুনেরে ডাকে।
রাজা গৃহে ধনু আনে পড়িয়া বিপাকে॥
চোরে মার্য়া গরু আন্যা ব্রাহ্মণেরে দিল।
বনবাসে যাত্যে রাজা নিষেধ করিল॥
জ্যেষ্ঠ যদি প্রবেশয়ে কনিষ্ঠের ঘরে।
তীর্থযাত্রা বনবাস সমুচিত তারে॥
না শুনি রাজার মানা গঙ্গাদ্বারে গেল।
উলূপী নাগের কন্যা বিবাহ করিল॥
কৌরব্য-পুত্রীরে পার্থ কহিল কারণ।
ব্রহ্মচর্য তোমা সঙ্গে না হব রমণ॥
উলূপী বলেন যদি না লইবে মোরে।
নারীবধ দিব আমি তোমার উপরে॥
পর উপগারে নাথ না হবেক দোষ।
ভোগ কর মোর সঙ্গে না করিহ রোষ॥
এক নিশা উলূপীর সঙ্গেতে বঞ্চিল।
প্রভাতে ব্রাহ্মণে কয়্যা ভৃগু সঙ্গে গেল॥
নানা তীর্থ করি পার্থ মহেন্দ্রাচলে গেল।

মণিপুর রাজার সুতা বিবাহ করিল॥
চিত্রাঙ্গদা নামে কন্যা বড় রূপবতী।
তিন বৎসর থাকে পার্থ তাহার সংগতি॥
বর্গা নামা অপ্সরা কুম্ভীরিণী মুনি-শাপে।

পার্থ বাণে বিনাশিয়া মুক্ত করে তাকে॥
তারপর ধনঞ্জয় মণিপুরে গেল।
চিত্রাঙ্গদায় বভ্রুবাহন জন্মাইল॥
বারো বৎসর তীর্থ করি দ্বারকায় আল্য।
প্রিয় সখায় গোবিন্দ আলিঙ্গন কৈল॥
কারণ যতেক কৃষ্ণে বিবর্য়া কহিল।
অন্তর্যামী ভগবান সকল শুনিল॥
যতেক যাদবগণ স্বস্তিক হইয়া।
নানা ক্রীড়া করে তারা রৈবতেতে গিয়া॥
সুভাদ্রার রূপ দেখি আর্ত ধনঞ্জয়। *
গোবিন্দের আদেশে হরিয়া তারে লয়॥
কোপ করি গদা হাতে বলদেব ধায়।

পরিচয় দিয়ে তারে অর্জ্জুনে রহায় ॥
শুভ লগ্নে বিভা দিল যৌতুক নানামত।
গৌরবর্ণ শত দাসী হাতি ঘোড়া কত ॥
রথারোহে বর কন্যা গেল হস্তিনায়।
মঙ্গল বাজনা শুনি পুরবাসী ধায় ॥
কুন্তীপদে প্রণমিল সুভদ্রা সুন্দরী।
পুলকাঙ্গ কুন্তী পুত্রবধূ মুখ হেরি ॥
করুণা করিয়া মৃদু মুখে মন্দ হাসি।
দ্রৌপদীরে কহে পার্থ আন্যা দিল দাসী ॥
দ্রৌপদী বিমনা হয়্যা অর্জ্জুনেরে কয়।
বন্ধনের উপর বন্ধন হল্যে পূর্ব শ্লথ হয় ॥
রাম সুভদ্রায় রাখি দ্বারকায় যায়।
পাণ্ডবের সঙ্গে কৃষ্ণ নানা সুখ পায় ॥
দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের তনয়।
প্রতিবিন্ধ্য নামে পুত্র ধনুর্দ্ধর হয় ॥
ভীমের বালক সুতসোম তার নাম।
অর্জ্জুনের শ্রুতকর্মা সর্বগুণধাম ॥
নকুলের শতানীক সহদেবের শ্রুতসেন।
জন্মেজয়ে বৈশম্পায়ন ক্রমেতে কহেন ॥
পাঁচ পুত্র পাঁচের হল্য বৎসরেক বই।
বাপের সমান যোদ্ধা ত্রিভুবনে বই ॥
পঞ্চ ভায়্যের পঞ্চপুত্র দ্রৌপদীতে হয়।
বৈশম্পায়ন বলে শুন রাজা জন্মেজয় ॥
অভিমন্যু মহাবীর সুভদ্রার হয়।
তব পিতা পরীক্ষিৎ যাহার তনয় ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ দেশে গজপতি ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের ভারতী ॥

খাণ্ডবদাহন

নিদাঘে বিহার হেতু পার্থ কৃষ্ণে কয়।
যমুনায় চল যাব কৃষ্ণ মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লয়্যা পার্থ কৃষ্ণ সঙ্গে।
সস্ত্রীক হইয়া সর্বে গেলা নানা রঙ্গে ॥
যমুনাতে জললীলা করে পরস্পর।
নাচে গায় নারী যত হরষ অন্তর ॥
এই কালে কৃষ্ণার্জ্জুন দোঁহার সকাশ।
এক বিপ্র আল্য শালপ্রতিকাশ ॥
প্রতপ্ত কনকপ্রভা সর্ব গুণধাম।
দেখ্যা পার্থ কৃষ্ণ বিপ্রে করিল প্রণাম ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয়।
ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নি অর্জ্জুনেরে কয় ॥
মন্দাগ্নি হয়্যাছে মোর অগ্নি মোর নাম।
মহাবীর খাণ্ডব কানন দেহ দান ॥
অর্জ্জুন বলেন এই ইন্দ্রের কানন।
মোর যোগ্য ধনু নাঞি করি নিবেদন ॥
বরুণের পাশে ধনু গাণ্ডীব আছিল।
অগ্নি হত্যে ধনঞ্জয় ধনুক পাইল ॥
নরনারায়ণ দোঁহে হল্যা দুই রথী।
পোড়ায় খাণ্ডব বন অগ্নির পিরিতি ॥
ভয়ে ভার্যা সুত রাখি তক্ষক পালাল্য।
শিশুপুত্র স্নেহে সর্পী ভাবিতে লাগিল ॥
পক্ষীরূপে পুত্রে মাতা মুখে করি যায়।
তখন।
অঙ্গুলি হেলায়্যা কৃষ্ণ অর্জ্জুনে দেখায় ॥
তক্ষকের ভার্যা জানি পার্থ এড়ে বাণ।
বাণে মাথা কাট্যা পাড়ে কর্য্যা দুই খান ॥
মুখে হত্যে অশ্বসেন পড়ি ভূমণ্ডলে।
ভিনপথে ত্বরাপরে প্রবেশে পাতালে ॥
খাণ্ডব পোড়ায় দেখ্যা সহস্রলোচন।
আপনি সাজিল ইন্দ্র সঙ্গে দেবগণ ॥

ঘোর রণ দেবতা গন্ধর্বে আসি করে।
শত শত বজ্র ইন্দ্র মারে অর্জ্জুনেরে॥
গাণ্ডীবে টংকার দেই কুন্তীর নন্দন।
চমৎকার হইল যতেক দেবগণ॥
নরনারায়ণের যুদ্ধে নাহিক নিস্তার।
একে একে মানভঙ্গ যত দেবতার॥
দেবগণ পরাভব পাল্যা বড় লাজ।
যুদ্ধে পরাভব পালাইলা দেবরাজ॥
খাণ্ডব কাননে ময়দানব আছিল।
পরাণ বাঁচাহ মোর অর্জ্জুনে বলিল॥
দানবেরে বাঁচাইল কুন্তীর নন্দন।
সেই প্রাণ পাল্যা যেই লইল শরণ॥
অর্জ্জুনেরে কহে অগ্নি হয়্যা মূর্তিমান।
মন্দাগ্নি ঘুচাল্যে তোর হবেক কল্যাণ॥
গদা শংখ মণিভাণ্ড বিন্দু সরোবরে।
আছিল দানব আনি দিল পাণ্ডবেরে॥
দানব বিচিত্র সভা দিলেন অর্জ্জুনে।
সর্বে॥
কৃষ্ণে পার্থে স্তুতি কর‍্যা গেলা
যথাস্থানে॥
ভৃগুবংশ আদি অন্ত খাণ্ডব দাহন।
আদি পর্ব ভারত ইহাতে সমাপন॥
পায়স পিষ্টক নানাবিধ অলংকার।
আদি পর্বে গায়কে দিবেক পুরস্কার॥
শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপ গজপতি।
মল্লাবনীনাথ যার দেশে দেশে খ্যাতি॥
তস্য সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম।
নৃপতি আদেশে রচে ভারত পুরাণ॥
আদি পর্ব যেবা জন করয়ে শ্রবণ।
সর্ব কাম সিদ্ধ হয় ব্যাসের লিখন॥
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর।
সভাপর্ব গান হবে ইহার উত্তর॥

সভাপর্ব

যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ

মুনি কহে শুন রাজা হইয়া সুস্থির।
সভাপর্বে পাশায় হারিল যুধিষ্ঠির॥
এত শুনি বৈশম্পায়নে জন্মেজয় কয়।
কি হেতু খেলিল পাশা কহ মহাশয়॥
মুনি কয় শুন খাণ্ডব দাহনের পরে।
পার্থে কয় ময়দানব কৃষ্ণের গোচরে॥
প্রাণ বাঁচাইলে তোমার করিব উপগার।
যে বলিবে না লঙ্ঘিব বচন তোমার॥
পার্থ কহে কৃষ্ণ আমাদের ধন প্রাণ।
কৃষ্ণ যে কহেন কর এই সে বিধান॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ময় দানবেরে।
নির্মাণ করিয়া সভা দেহ যুধিষ্ঠিরে॥
এত বলি সভাকার লয়্যা অনুমতি।
নিজ গণ সঙ্গে বাসে গেলা রমাপতি॥
তারপর ময় করে সভার নির্মাণ।
আড়ে দীঘে চারি শত ক্রোশ পরিমাণ॥
যে কিছু রচিল তাথে অকথ্য কথন।
সভা দেখি মোহ পায় দেব দৈত্যগণ॥
সেই সভা বহে অটে হাজার রাক্ষস।
মহা বলবন্ত সভে বড়ই কর্কশ॥
রত্নময় কোষ তাহে দিব্য সরোবর॥
যে খুঁজিবে তাই আছে তাহার ভিতর॥
চতুর্দশ মাসে সভা করিল নির্মাণ।

ধর্মরাজে দিলা ময় করিয়া প্রণাম ॥
শুভক্ষণে অযুত দ্বিজ করায়্যা ভোজন।
প্রত্যেকে দক্ষিণা দিলা সহস্র গোধন ॥
তবে সভা পূজা করি ভ্রাতৃগণ সাথে।
সুবেশ হইয়া সভে বসিলেন তাথে ॥
ঋষিগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রজা যত।
সভা দেখিতে নানা দেশের রাজা আল্য কত ॥
সপ্তরাজ্যে ভূপতি সকল হল্য জড়।
নট নর্তক কত সভা হল্য বড় ॥
ধর্মরাজে দেখ্যা সভায় সবার হর্ষ মন।
হেনকালে আইল নারদ তপোধন ॥
প্রণমিঞা পাদ্য দিয়া পূজে নৃপবর।
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন তারপর ॥
নারদ কহেন রাজা তোরে কহি শিক্ষা।
আপ্তনাপ্ত জানি যাতে চৌদ্দ পরীক্ষা।
সন্ধি বিগ্রহ তারপর যানাসন।
দ্বৈধীভাব সংশ্রয় আর শুনহে রাজন ॥
সন্ধ্যাসন সন্ধ্যায় জান অয়ে নৃপমণি।
এই আট কর্মে রাজা যে যেমন চিনি ॥
যোগ্য মন্ত্রী মনে বুঝি রাজা করিবেক।
মূর্খ হাজার দিয়া এক পণ্ডিত কিনিবেক ॥
এক পাত্র রাজপুত্র জ্ঞানবান শুবে।
রাজ্যভার সমর্পণ করিবেক তারে ॥
কুলীন বিদ্বান শান্ত পুরোধা করিবেক।
কোন কালে কখন তাহার নাঞি ঠেক ॥
পুত্রে অনুরাগ কত পণ্ডিতের পূজা।
ভৃত্যের পোষণ দ্বারে দেখিবেক রাজা ॥
ধনধান্য সঞ্চয় করিব অবিরত।
কোষকাষ্ঠ সদর বাহির শত শত ॥
গজ বাজি পদাতিক সাংগ্রামিক যত।
স্থানে স্থানে মহারাজা করিব প্রস্তুত ॥
পরিখা বেষ্টিত পুরী দ্বার দুর্গ খানা।
অন্তঃপুরে নানা চিত্র পাষাণে রচনা ॥
তৃণ হল ভক্ষ্য নানা গড়ের ভিতরে।
নিশায় প্রকট বেশে বুলিবেক পুরে ॥
এই মত নানা নীতি রাজারে শিখায়।
বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহিলাঙ তোমায় ॥
মহারাজা জ্ঞানবান শ্রীগোপাল সিংহ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত যেন লুব্ধ ভৃঙ্গ ॥
তস্য সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম।
নৃপতি আদেশে রচে ভারত পুরাণ ॥

দেবর্ষি কর্তৃক স্বর্গের সভা বর্ণন

রাজা বলে দেবঋষি সর্বত্রেতে যাও।
আমার সভার সমান দেখ্যাছ কোথাও ॥
মুনি বলে মানুষে এমন দেখি নাঞি।
দেশে দেশে নিরবধি ভ্রমি কত ঠাঞি ॥
দেখ্যাছি ইন্দ্রের সভা শুন নরপতি।
সূর্য সম প্রভা যার তিন লোকে খ্যাতি ॥
বিশ্বকর্মা ব্যাস সঙ্গে করিল নির্মাণ ॥
পনের শত যোজন দীর্ঘে সভা পরিমাণ।
কি কহব পরিপাটী আড়ে পাঁচ শত ॥
হাটক পদক মণি হীরা চুনি যুত ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা শোক সে সভায় নাঞি।
শচী সঙ্গে পুরন্দর বস্যে সেই ঠাঞি ॥
সিদ্ধ দেব ঋষি সাধ্য সাবর্ণি পরাশর।
গালব গৌতম আদি যত মুনিবর ॥
শ্রদ্ধা মেধা সরস্বতী গন্ধর্ব অপ্সর।
শুক্র ভৃগু সপ্তঋষি বসয়ে অপর ॥
পুষ্কর মালিনী নামে সভার আখ্যানে।
কহিব যমের সভা শুন সাবধানে ॥
ত্বষ্টার নির্মাণ সভা চিত্র তৈজসের।

দীর্ঘে উচ্চ শতযোজন শতযোজন ফের।
শোক রোগ মোহ মদ সে সভায় নাঞি।
অতি শীত অতি উষ্ণ নাই সেই ঠাঞি॥
সে সভায় যমরাজ করয়ে বসতি।
অপর অনেক তাথে আছে নরপতি॥
যযাতি নহুষ পুরুরবাদি মান্ধাতা।
করন্ধম অর্জ্জুন ভীম ভীষ্মদেব তথা॥
নৃগ ত্রসদস্যু ●তবীর্য প্রতর্দন।
ভগীরথ শিবি মৎস্য অনেক রাজন॥
কার্তবীর্য ভরত সুরথ দিবোদাস।
নল অম্বরীষ ভূপ দিলীপের বাস॥
উশীনর শর্যাতি অরিষ্ট অঙ্গ বেণ।
ব্রহ্মদত্ত প্রতিবিম্ব দশরথ আছেন॥
দুষ্মন্ত সঞ্জয় জয় মরুত্ত সগর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাম লক্ষ্মণ মুচুকুন্দ অপর॥
ধৃতরাষ্ট্র সভায় বসিয়া আছে শত।
অপর যতেক রাজা নাম লব কত॥
শান্তনু ফেনপ পাণ্ডু অগ্নিস্বাত্ত আদি।
যাম্য নামে সভা তার কে করে অবধি॥
পাতালে বরুণের পুরী যমের সমান।
বিশ্বকর্মা যত্ন করি করিল নির্মাণ॥
মধুদ্রুম নানা পক্ষী আছএ সভায়।
বারুণী সহিত বরুণ বসয়ে তাহায়॥
বসয়ে আদিত্যগণ বাসুকি তক্ষক।
ঐরাবত পদ্ম আদি আছএ অনেক॥
বলি বালি নরক দুর্ম্মুখ ঘটোদর।
প্রহ্লাদাদি সে সভায় আছএ বিস্তর॥
চারি সিন্ধু গঙ্গাদি কালিন্দী যত নদী॥
চন্দ্রভাগা সরস্বতী কে করে অবধি॥
মহামেঘ গিরি গন্ধর্বাদি আল্য যত।
মন্ত্রী সুনাভ সভায় পুত্রে পৌত্রে বৃত॥

সে সভার নাম বটে পুষ্কর মালিনী।
কুবেরের সভা বলি শুন নৃপমণি॥
নিজ সভা কুবের নির্মাল্য তপস্যায়।
দীর্ঘ শত যোজনেক নানা চিত্র তায়॥
গুণ্ঠন আবৃত দিব্য গন্ধ শশিপ্রভা।
হেমের তোরণ স্বর্ণ কলসের শোভা॥
হাজার যুবতী সঙ্গে রাজা বৈসে তায়।
অপ্সরা করয়ে নৃত্য গন্ধর্বেতে গায়॥
মিশ্রকেশী রম্ভা মেনা পঞ্চচূড়া লতা।
অলম্বুষা উর্বশী নাচয়ে গায় তথা॥
প্রমথ সমেত শিব ভূত প্রেত যত।
হাহাহূহূ গন্ধর্ব চিত্রসেন তুম্বুরু পর্বত॥
কৈলাস আদি পর্বত আছয়ে দ্রুম জাল।
শঙ্কুকর্ণ ভগদত্ত নন্দী মহাকাল॥
শংখ পদ্ম নানা বিধি আছে কত তায়।
বৈশ্রবণ নামে সভা কহিল তোমায়॥
ব্রহ্মার সভার কথা বিশেষে কহিল।
সে সভায় তব পিতা পাণ্ডুরে দেখিল॥
হরিশ্চন্দ্র বসিয়া ইন্দ্রের একাসনে।
এক রথে যজ্ঞস্থলে ত্রিভুবন জিনে॥
হরিশ্চন্দ্রে দেখি পাণ্ডু আমা প্রতি কয়।
যুধিষ্ঠিরে মোর দশা কয়্য মহাশয়॥
মোর পুত্র রাজসূয় যজ্ঞ যদি করে।
হরিশ্চন্দ্র সম হই বসি ইন্দ্রপুরে॥
এত বলি দেবঋষি সভা তেজি যায়।
যুধিষ্ঠির মনে দুঃখী ধরে তাঁর পায়॥
রাজা বলে উপায় করহ মহাশয়।
রাজসূয় যজ্ঞ মোর কি প্রকারে হয়॥
মুনি বলে ধনসাধ্য কষ্টেতে হবেক।
ব্রহ্ম রাক্ষস বিঘ্ন প্রায় করিবেক॥

যজ্ঞ পূর্ণ হব তোর নারদ কহেন।
ভরসা তোমার এই শ্রীকৃষ্ণ আছেন ॥
যজ্ঞ আয়োজন রাজা কর ঝাট তুমি।
কৃষ্ণে আনিবারে যাই দ্বারকায় আমি ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া দ্বারকায় যায়।
বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহি হে তোমায় ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপ চক্রবর্তী।
মহাবৈষ্ণবত্বে যার দেশে দেশে কীর্তি ॥
তাঁর সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র খ্যাতি ॥
সংক্ষেপে রচিল পায়্যা রাজার ভারতী ॥

জরাসন্ধ বধ

নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিলেন যদুপতি ॥
ঋষি কয় যুধিষ্ঠির দিল পাঠাইয়া।
রাজসূয় করিবেক যাবে তোমা লয়্যা ॥
মন্ত্রীসঙ্গে মন্ত্রণা যে করিল বহুত।
পুনরূপি যুধিষ্ঠির পাঠাইল দূত ॥
দূত মুখে শুনি বাণী দেব নারায়ণে।
রথে আরোহণ করি গেল সন্নিধানে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৃষ্ণে করিলেন পূজা ॥
বিবরিয়া যত কথা কহিছেন রাজা ॥
রাজসূয় যজ্ঞে ইচ্ছা হয়্যাছে আমার।
সকল ভরসা নাথ কি আজ্ঞা তোমার ॥
ঠাকুর বলেন যজ্ঞ তোমার হবেক।
বাসনা হইব পূর্ণ কিছু নাই ঠেক ॥
কৃষ্ণ কয় এই ভয় দগদগী চিত্তে।
না হবেক রাজসূয় জরাসন্ধ জিতে ॥
অস্তি প্রাপ্তি দুই কন্যা ছিল তার ঘরে।
কংস বিভা কেল তারে পরম সাদরে ॥
আমি তারে মধুপুরে করিলাঙ হত।
সেই কোপে জরাসন্ধ করে যুদ্ধ কত ॥
যার ভয়ে দুর্গপুরী করিল আশ্রয়।
অসৎ অধম তার নাই লাজ ভয় ॥
সত্তের বার পরাভব কাটায়্যা অনেক।
আঠারো অক্ষৌহিণী লয়্যা ফের
আসিবেক ॥
যত রাজা তার ভয়ে নানা কষ্ট পায়।
শিবে হত্যে জরাসন্ধ জিনা নাই যায় ॥
বাহুবলে কুড়ি হাজার রাজা বন্দী
করে।
পরাভব কেহ তারে করিতে না পারে ॥
রাজা বলে প্রভু কে যাবেক তার ঠাঞি।
হইব হাস্যাস্পদ যজ্ঞে কাজ নাঞি ॥
ভীমার্জুন দুই চক্ষু তুমি মোর মনে।
মনশ্চক্ষুহীন হল্যে বাঁচিব কেমনে ॥
রাজা কয় শুন্যা ভয় প্রভু চক্রপাণি।
কার সুত সেই রাজা তার জন্ম শুনি ॥
কৃষ্ণ কহে পূর্বে রাজা ছিল বৃহদ্রথ।
তিন অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে অবিরত ॥
অপুত্রক সেই রাজা বড় কষ্ট পায়।
দুই নারী পরিহরি বন যাত্যে চায় ॥
চণ্ডকৌশিক মুনি ভকত বৎসল।
কৃপা করি দিল এক পক্ব আম্রফল ॥
সেই ফল ডাকি দুই যুবতীরে দিল।
বিভাগ করিয়া ফল সেই কালে খাল্য ॥
দুই জনে দুই খণ্ড প্রসব হইল।
রাজার আদেশে ধাত্রী শ্মশানে পেলিল ॥
জরা নামে রাক্ষসী একোসি বুনি সাথে
কৃপা করি সন্ধান করিল যোগপথে ॥
সেই পুত্র ভূপে লয়্যা ত্বরাপরে দিল।
ষষ্ঠী করি রাক্ষসীরে ভূপতি পূজিল ॥
জরাসন্ধ সভাই রাখিল তার নাম।
কতদিন বই রাজা গেল স্বর্গধাম ॥

চণ্ডকৌশিক মুনি তারপর আল্য।
জরাসন্ধে অভিমত বর যত দিল॥
কৃষ্ণ সঙ্গে বৈরীভাব তোর দৈবে হবে।
এই গদা কালরূপ নিক্ষেপ করিবে॥
গদা হাতে পুরী হত্যে আস্যে মথুরায়।
বিনাশ করিতে গদা এড়িল আমায়॥
মথুরা সমীপে পড়ে নই যোজনে।
সেই হত্যে বৈরীভাব আছে মোর সনে॥
হংসডিম্বক মল্য ঘুচিল জঞ্জাল।
জরাসন্ধ জয় করিবার এই কাল॥
যুধিষ্ঠিরে আশ্বাসিয়া গেলা তার
দেশে।
দ্বার ছাড়ি তিন জনে অদ্বারে প্রবেশে॥
সিংহদ্বারে তিন ভেরী সতত বিবাজে।
শত্রু পক্ষ দেখিলে আপনি ঘন বাজে॥
ভীমার্জুনে এ সকল কহিলেন হরি!
একাদশী প্রভাতে গেলেন অন্তঃপুরী॥
দ্বিজে দেখি জরাসন্ধ করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পুন কহে নরপতি॥
দ্বার ত্যজি অদ্বারে আইলে এথা কেন।
এত শুনি মনে গুণি কহে নারায়ণ॥
পরিচয় দিয়া কৃষ্ণ কহিছেন তারে।
প্রবেশ করিব পুরী শত্রুর অদ্বারে॥
দিলে যুদ্ধ দেহ মোরে কহে যদুপতি।
নতুবা করহ মুক্ত যতেক নৃপতি॥
এত শুনি অতি কোপে জরাসন্ধ কয়।
তোর সঙ্গে যুদ্ধ মোর সমুচিত নয়॥
রণভীরু সমুদ্র আশ্রয় কৈলি ভয়ে।
শুন দুষ্ট অরে কৃষ্ণ না বধিব তোয়ে॥
অর্জুনের তেজ খাট উহার সঙ্গে নয়।
ভীম তুল্য বটে মোর যুঝিব নিশ্চয়॥
গদা ধরে দুই জনে করে বীর দম্ভ।
শুক্লপক্ষে প্রতিপদে কার্তিকে আরম্ভ॥
দুই বীর রণধীর করে ঘোর রণ।
অনাহারে দিবানিশি দোহাকার পণ॥
গদায় গদায় ধ্বনি শুনি চটপট।
কম্পবান ধরাতল মারে মালসাট॥
গাছ পালা গুঁড়া হল্য ভীম মগ্ন কত।
গোবিন্দ চাহিতে বল বাড়ে অদভুত॥
মাগধের বল টুটে চতুর্দশী দিনে।
ভীমে কহে কৃষ্ণ ভূপে বধ এই ক্ষণে॥
ভীম কয় মহাশয় বধা নাহি যায়।
বিষম হইল প্রায় বজ্রতুল্য কায়॥
মাথায় বলয় মার বলে বনমালী।
পদে ধরি প্রাণ বধ অবনীতে ফেলি॥
নিজ বল সকল দেখাও জরাসন্ধে।
মায়াবী পাপিষ্ঠ বধ প্রকার প্রবন্ধে॥
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী ভীম অতি
কোপে।
দন্ত কড়মড়ি দিয়া উঠে ঘোর লম্ফে।
পদে ধরি শতবার পাক দেই তাকে।
পৃষ্ঠ দেশ ভাঙ্গ্যা তার বীর ডাক
ডাকে॥
জরাসন্ধ হল্য জয় তেজিল জীবনে।
যুবতীর গর্ভপাত ভীমের গর্জনে॥
ভীমে সাধুবাদ দিয়া কৃষ্ণ করে কোলে।
বধিলে দারুণ শত্রু ভয় ঘুচাইলে॥
একে একে করিলেন রাজার মোচন।
কৃষ্ণ পদে পড়ি সর্বে করিল স্তবন॥
বসন ভূষণ যান সভাকারে দিল।
যজ্ঞ নিমন্ত্রণ কৃষ্ণ আপনি করিল॥
সহদেবে আশ্বাসিয়া রথে আরোহণ।
যে রথে তারকাময় ইন্দ্রে কৈল রণ॥
গোবিন্দ অর্জুন ভীম গেলা ভূপ পাশে।

জরাসন্ধ জয় কথা কৃষ্ণচন্দ্র ভাষে ॥
রাজা বলে দুষ্ট মল্য তোমার মন্ত্রণে ।
অজয়ে করাল্যে জয় কেবা তারে জিনে ॥
এতদিনে জানিলাঙ আমার ঠাকুর ।
সকল তোমার তেজ ভীম কেনে শূর ॥
কৃষ্ণে পূজা করি দুটি ভায়্যে করে
কোলে ।
অভিষেক করে রাজা লোচনের জলে ॥
যুধিষ্ঠিরে আশ্বাসিয়া তবে যদুরায় ।
মাগধের রথে চাপি দ্বারকায় যায় ॥
শ্রীগোপাল সিংহের জয় করুন গোবিন্দ ।
ব্যাসে বন্দ্যা ভারত রচিল কবিচন্দ্র ॥

পান্ডবদের দিগ্বিজয়

যুধিষ্ঠিরে অর্জুন কহে তারপরে ।
কর হরণের হেতু যাইব উত্তরে ॥
জানিঞা তাহার তেজ রাজা দিল সায় ।
গান্ডীব ধরিয়া ধনঞ্জয় বেগে যায় ॥
ভীম পূর্বে সহদেব চলিলা দক্ষিণে ।
নকুল পশ্চিমে সাজে ভয় নাঞি মনে ॥
নানা দেশে নৃপতির নাম লব কত ।
সভারে জিনিল পার্থ কর পাল্য কত ॥
ভগদত্ত সঙ্গে যুদ্ধ আট দিন হল্য ।
পরাজয় মানি কর যথোচিত দিল ॥
গজ বাজি উট গবী লয়্যা নানা ধন ।
প্রণমিঞা যুধিষ্ঠিরে করিল অর্পণ ॥
ভীমবীর পঞ্চালের দেশ কৈল জয় ।
বিদেহ জিনিয়া পুন দশার্ণেতে রয় ॥
একে একে জিনিল শতেক নরপতি ।
সর্বে আসি কর দিল করি নানা স্তুতি ।
রাজার আদেশে প্রেম শিশুপাল সাথে ।
তের দিন বসত করিল ভীম তাথে ॥
জিনিঞা অনেক রাজা ভীমবীর আল্য ।
নানা রত্ন গজ বাজি যুধিষ্ঠিরে দিল ।
সহদেব একে একে সমগ্র জিনিল ।
যুধিষ্ঠিরে নানা ধন দিয়া প্রণমিল ॥
নকুল অনেক দেশ করিলেন জয় ।
রাজারে আনিয়া দিল উট হাতি হয় ॥
কোলে করি লয় রাজা মাথার আঘ্রাণ ।
অর্জুনাদি সভাকার করিল সম্মান ॥
দিগ্বিজয় উপাখ্যান এত দূরে যায় ।
শ্রীগোপাল সিংহের জয় কর যদুরায় ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ

পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ পাশে আল্য ।
যুধিষ্ঠিরে যজ্ঞ হেতু নানা ধন দিল ॥
রাজা বলে বসু দিতে মোরে না জুয়ায় ।
প্রচুর হয়্যাছে ধন তোমার কৃপায় ॥
কৃষ্ণ কহে যজ্ঞের আরম্ভ কর তুমি ।
ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে কৃতার্থ হই আমি ॥
রাজা বলে সর্বসিদ্ধ তোমার কৃপায় ।
রাজসূয়ে অনুমতি দেহ যদুরায় ॥
গোবিন্দের অনুমতি শুভক্ষণ বেলা ।
সহদেব নির্মাণ করয়ে যাগশালা ॥
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল প্রস্তুত ।
যার যেবা কর্মে সর্বে হইল উদ্যত ॥
দ্বিজ মুনিগণ আল্য বেদব্যাস আদি ।
আইল যতেক রাজা কে করে অবধি ॥
ব্যাসদেব হল্য ব্রহ্মা রাজার সভায় ।
সুশর্মা হইল বৃত সামবেদ গায় ॥
যাজ্ঞবল্ক অধ্বর্যু পৌলস্ত্য ধৌম্য
হোতা ।
এ সভার শিষ্য যে সদস্য একমতা ॥
যে যার কার্যেতে রাজা নিযুক্ত করেন ।

কৃষ্ণ সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সুযুক্তি ভাবেন ॥
সহদেবে নিয়োজিল বাসাবাড়ি দিতে।
চারিবর্ণে যে যেমন ভাবিয়া মনেতে ॥
আসনাদি দিতে বিপ্রে নকুলে রাখিল।
রাজার আহ্বানে ভীষ্মে নিযুক্ত করিল ॥
ভক্ষ দিতে নিযুক্ত করেন দুঃশাসনে।
দ্বিজের পূজার তরে নিয়োজিল দ্রোণে ॥
রাজার পূজায় যুক্ত রাখিল সঞ্জয়ে।
দান দিতে রাখে কর্ণে মতি জানি তারে ॥
হ্রাসবৃদ্ধি দক্ষিণা দেখিতে কৃপে রাখে।
ব্যয়ার্থে বিদুরে রাখে মৃদু ভাব দেখে ॥
আয়ের কারণে রাজা দুর্যোধনে স্থাপে।
ভাণ্ডারের অধিকার দিল সর্বে তাকে ॥
গন্ধর্ব প্রভৃতি গায় নাচে বিদ্যাধরী।
পঞ্চচূড়া মেনা রম্ভা উর্বশী কিন্নরী ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিলেন দ্বিজবর্গে।
সমাঝে করিয়া বুধ বসিলেন সর্বে ॥
সঞ্জয় বসালা ক্রমে যত নৃপগণে।
নানাবাদ্য কোলাহল বিচিত্র আসনে ॥
কৃষ্ণ কয় অন্য কর্ম করিতে নারিব।
ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম সাদরে ধোয়াব ॥
দেয়রে নেয়রে খায়রে সদা এই বোল
শুনি।
তা শুনিঞা পুলকাঙ্গ হয় নৃপমণি ॥
দধিকুল্যা মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যা আদি।
কনক কলস কত কে করে অবধি ॥
অন্নের পর্বত কত ব্যঞ্জনের হ্রদ।
পায়স মিষ্টান্ন ক্ষীর ভক্ষ্য চতুর্বিধ ॥
পাদ্য দিতে মনে মনে ভাবেন রাজন।
কাহারে বরিব আগে চিন্তাপর হন ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ মহা জ্ঞানবান।
দিবা নিশি কৃষ্ণ পাদপদ্মে যার ধ্যান ॥
তার সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র গান।
ভারত অমৃত কথা শুনে পুণ্যবান ॥

কৃষ্ণের প্রশংসায় শিশুপালের ক্ষোভ

সহদেব বলে বাণী কিবা ভাব নৃপমণি
ভাগ্য করি মানি এতদিনে।
কুসুম চন্দন মালা বসন ভূষণ বালা
পাদ্য দেহ কৃষ্ণের চরণে ॥
কৃষ্ণের করিলে পূজা সুখী হব সর্বরাজা
ঋষি মুনি সভার সন্তোষ।
দেব দেব জনার্দন খণ্ডিবেক সর্বজন
ইথে না করিব কেহ রোষ ॥
ধ্যানেতে ভাবিয়া হৃদে অর্ঘ্য দেহ
প্রভুপাদে
আগে কর উহার অর্চনা।
দেব দেব পরাৎপর ব্রহ্মাদির অগোচর
সিদ্ধ হল্য মনের বাসনা ॥
রাজার লাগিল চিতে স্বর্ণঝারি নিল হাতে
পাদ্য অর্ঘ্য গোবিন্দের পায়।
পুলকে পূরিত হয়্যা বসন ভূষণ দিয়া
চন্দন লেপেন শ্যাম গায়।
সাধু সাধু সর্বে বলে রাজা ভাসে
অশ্রুজলে
জয় জয় মঙ্গল ঘোষণা।
আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি দেখ্যা সুখী
সুর মুনি
কোলাহল বাজয়ে বাজনা ॥
ভীমার্জুন নাচ্যা বুলে নকুলে করিয়া
কোলে
সহদেব যায় গড়াগড়ি।
আনন্দে নাহিক ওর প্রেমাবেশে হয়্যা
ভোর

নারদ করেন দৌড়াদৌড়ি ॥
শিশুপাল রাজা কোপে। বাহু তুলি
কহে ভূপে
শিশু বুদ্ধে জ্ঞান হল্য লোপ।
গোপে জ্ঞানহীন বরে নিষেধ কেহ না
করে
সমাঝে নাহিক কেহ লোক ॥
কৃষ্ণে অর্ঘ্য কোন গুণে ঋষি মুনি
সন্নিধানে
বেদব্যাস বসিয়া আচার্য।
বস্যা মহা মহারাজা অনল সমান
তেজা
কার বোলে করিলে কুকার্য ॥
তারপর কৃষ্ণে কয় হৃদে না করিলি
ভয়
পূজা নিতে না বাসিলি লাজ।
মদে অন্ধ মূর্খ যত ইহাদের জ্ঞান হত
ছিছি ধিক ভণ্ডের সমাঝ ॥

ক্লীবে দারক্রিয়া যাদগুন্ধেবা রূপ দর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথাতে
মধুসূদন ! ॥
ক্লীবেদারক্রিয়া যেন অন্ধে রূপ
নিরীক্ষণ
অরাজে রাজার মত পূজা।
শুনরে চঞ্চল চোর সেই মতি কৃষ্ণতোর
কাল গতি নাই যায় বুঝা ॥
শুনি কৃষ্ণের নিন্দাবাদ সর্বে কানে
দেই হাত
মনে দুঃখ সভাকার হয়।
গোপাল সিংহের জয় কর প্রভু দয়াময়
সভাপর্ব কবিচন্দ্র কয় ॥

শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

বিনয় করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কয়।
সমাঝে কৃষ্ণের নিন্দা সমুচিত নয় ॥
ভীষ্ম কয় অনুনয় কারে তুমি কর ॥
কৃষ্ণে দ্বেষভাব করে কিবা জ্ঞান তার ॥
তিনলোকে পূজনীয় দেব জনার্দন।
দেবের দেবতা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
তারপরে উচ্চ স্বরে সহদেব কয় ॥
কোন তুচ্ছ কেবা আছে কারে মোর
ভয় ॥
কৃষ্ণপূজা যেবা জন সহিতে না পারে।
সভা মাঝে পদে তুল্যা দিলাঙ তার
শিরে ॥
পুষ্পবৃষ্টি হয় সহদেবের মাথায়।
সাধুবাদ প্রশংসা করয়ে সর্বে তায় ॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্মে কয় ধিক ধিক মোরে।
রাজার সমূহে দুষ্ট কৃষ্ণে নিন্দা করে ॥
ভীষ্ম কয় তেজ ভয় কে নিন্দিতে পারে।
সিংহের সাক্ষাতে শ্বা যেন শব্দ করে ॥
কৃষ্ণের অসংখ্য গুণ কে করে অবধি।
শিশুকালে বধ কৈল যে পুতনা আদি ॥
কৃষ্ণের শুনিঞা গুণ শিশুপাল
জ্বলে।
কোপ করি সভামাঝে ভীষ্মদেবে
বলে ॥
পাপ ভণ্ড অরে ষণ্ড লাজ নাই পাও।
বৃথা বৃদ্ধ পাগল পরের গুণ গাও ॥
অন্ধ অন্ধকে কি করিতে পারে পার।
গাধা কি বহিতে পারে কুঞ্জরের ভার ॥
তেমনি তুঞি অরে অজ্ঞ ইহাদের প্রতি।
পাত্রাপাত্র নহি জ্ঞান যাবি অধোগতি ॥

পূতনা বধের কথা সব জানি আমি।
মূর্খেকে সভাই স্তব মিছা কর তুমি॥
পাপমতি সদা কর পাপীর ঘোষণা।
কেন তোর শত খান না হল রসনা॥
স্ত্রী গো হত্যা যেবা জন পরদার হরে।
কি গুণে পাগল পাপী স্তব কর তারে॥
পূতনা যুবতী নাশ করিতে কি তারে।
যার দুগ্ধ খায় পাপী তারে পুন মারে॥
কেশী বৃষ দোঁহে অজ্ঞ যুদ্ধ নাহি
জানে।
কোন পুরুষার্থ তার ভাব্যা দেখ মনে॥
কাঠের শকট ভাঙগ্যা পড়িল আপনি।
কৃষ্ণের যতেক তেজ সব আমি জানি॥
পর্বত ধরিল বঠে বল্মীকের প্রায়।
গোপ শিশু ঠৈস দিয়া রাখ্যা ছিল
তায়॥
কুবলয় বাঁধল আছিল অতি জরা।
সেটা বড় কর্ম নয় জিয়ন্তয়ে মরা॥
চাণুর মুষ্টিক দোঁহে যুদ্ধে নহে প্রাজ্ঞ।
কংসরাজ মাতুলে সমাঝে বধে অজ্ঞ॥
যার অন্ন খায় তারে করয়ে বিনাশ।
কৃতঘ্ন কুটিল হব নরকে নিবাস॥
গোপীদের ভার কৃষ্ণ বয়্যাছে অনেক।
হয় নয় কান্ধে হাত দিয়া দেখি দেখ॥
কোন জাতি কোন ঘর জিজ্ঞাসিয়া দেখ।
মোর কথা অরে ভীষ্ম অন্যথা নবেক॥
অরে কৃষ্ণ নষ্ট দুষ্ট চায়্যা কহ কথা।
সিঙা বেণু মুরলী চূড়াটি তোর কোথা॥
গরু রাখা গিরি মাথা কতদিন ছাড়াছ।
ইবে দ্বারকায় আস্যা বসত করাছ॥
পীত ধড়া শুনি যে চূড়াটি তোর
কোথা।
কহ কানু কালাচাঁদ কে আনিল হেথা॥
পূর্বেতে তোমার চৌর্য কর্ম ছিল বড়।
যযাতির শাপ তোরে অহমিকা ছাড়॥
যুবতীরে যেবা জন কান্ধে করি বয়।
সেজন বরণ লয় এ বড় বিস্ময়॥
ভীষ্ম বলে অজ্ঞান কুমতি থাক থাক।
অরে পাপী সহা নাই যায় তোর ডাক॥
শিশুপাল কোপাবেশে ভীষ্ম প্রতি কয়।
কবিচন্দ্র বলে গোপাল সিংহের হোকু
জয়॥

শিশুপালের জন্ম বিবরণ

বৃথা তোর ব্রহ্মচর্য নরকে ডুবিলি।
অন্যাসক্ত অম্বিকারে হরিয়া আনিলি।
অক্ষম কুমতি অজ্ঞ না করিলি দারা।
মনে ভাব্যা দেখ তুঞি জিয়ন্তয়ে মরা॥
জপ যজ্ঞ দান ফল সকলি বিফল।
অপুত্রের ক্রিয়া নাঞি শুনরে পাগল॥
তুলসী বনের বাঘ তোরে আমি বাসি।
কুটিল কুমতি কুট কপট তপসী॥
গরিমা গরব ছাড় জ্ঞান নাঞি তোর।
কান পাত্যা কুলাঙ্গার কথা শুন মোর॥
জলচর পক্ষী যত আছে এক গাছে।
বৃদ্ধ হংস অতি ক্রুর থাকে তার কাছে॥
ধর্মধীর বল্যা তারে যত পক্ষ মানে।
হিংসক ঘাতক দুষ্ট রীত নাঞি জানে॥
বিশ্বাস করিয়া ডিম্ব রাখি তার পাশে।
যত পক্ষী উড়্যা যায় চরনের আশে॥
যোগবলে থাকে যেন যোগেন্দ্রের প্রায়।
প্রত্যহ বিরল পায়্যা এক ডিম্ব খায়॥
পক্ষী যত শোকযুত মনে মনে করে।
হায় হায় কেবা খায় কহিব কাহারে॥

হংসকুলাবতংস দেখ্যাছ বুড়াটি।
দিনে দিনে ডিম্ব সব কেন হয় তুটি॥
হংস বলে বিষ্ণু বিষ্ণু শ্রীরাম শ্রীরাম।
কেবা জানে থাকি ধ্যানে জপি হরিনাম॥
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে
ব্যক্ত হল্য।
পক্ষী যত কোপযুত হংসকে মারিল॥
এক এক যত রীত তোর জানি
আমি।
বৃদ্ধ হংসের প্রায় পরমহংস তুমি॥
কৃষ্ণ পাণ্ডবের স্তব কর কোন গুণে।
অনাচার দুরবার ভাব্যা দেখ মনে॥
ভীম সঙ্গে জরাসন্ধে মারিলেক ছলে।
অরে বৃদ্ধ তারে কেবা বীর বল্যা বলে॥
এত শুনি মৌন ব্রত ভীষ্মদেব থাকে।
আরক্ত লোচন দুটি ভীম কোপে কাঁপে॥
উঠিল দারুণ যেন ঢাকের রগুড়।
ওষ্ঠে ওষ্ঠে চাপে ঘন দন্ত কড়মড়॥
ভীম বলে শিশুপাল সব পাশরিলি।
রুক্মিণী করিতে বিভা সুতা বান্ধ্যা
ছিলি।
কি করিয়া সভায় দেখাসি তুঞি মুখ।
কে রাখে গোড়ার‍্যা আজি ভাঙ্গি তোর
বুক॥
বলবন্ত বৃকোদর বধিবারে যায়।
ভাব বুঝি হেনকালে ভীষ্ম ধরে তায়॥
শিশুপাল বলে ভীষ্মে ভীমে ছাড়
ছাড়।
দেখাব বাহুর বল মুচাড়িব ঘাড়॥
সান্তনা করিয়া ভীমে ভীষ্ম মহাশয়।
জন্মকথা শিশুপালের বিবরিয়া কয়॥
তিন চক্ষু চতুর্ভুজ গন্ধর্বের ধনী।
ত্যাগ করিবারে চায় উহার জননী॥
আকাশে হইল বাণী না তেজিহ সুতে।
জননী বলেন মৃত্যু হব কার হাতে॥
ভুজ আঁখি খসিবেক যার কোলে দিতে।
আকাশে হইল ধ্বনি মৃত্যু তার হাতে॥
শুনিঞা অদ্ভুত যে যে দেখিবারে
আল্য।
উহার জননী তাদিগের কোলে দিল॥
একদিন গেলা কৃষ্ণ ক্রীড়া কুতূহলে।
শিশুপালে গোবিন্দের পিসী দিল
কোলে॥
দুই হাত এক চক্ষু খসিয়া পড়িল।
সেই কালে শত অপরাধ মাগ্যা নিল॥
এত শুনি ভীম হাসে কৃষ্ণ ভীষ্মে কয়।
শত অপরাধ ক্ষমা সমুচিত হয়॥
শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপের আদেশে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র সভাপর্ব কথা ভাষে॥

শিশুপাল বধ

শিশুপাল কহে কথা কৃষ্ণে স্তব কর বৃথা
কোন কর্ম পুরুষার্থ কিসে।
অরে ভীষ্ম জ্ঞানহত দুর্যোধন জয়দ্রথ
স্তুতি কর শোভা পায় যিসে॥
দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত পবাক্রমে মহাসত্য
একলব্য দরদ বিরাটে।
এ সকল মহাবীর রাজপুত্র রণধীর
দেবাসুর যার নাঞি আঁটে॥
সদা স্তুতি কর গোপে কি আর
বলিব তোকে
রণশূর বীর ঘটা আছে।
সিংহের মুখের মাস যেবা খাত্যে
করে আশ

ভাব্যা দেখ সেহ নাকি বাঁচে ॥
এত শুনি ভূপ যত   সর্ব্বে হল্যা কোপযুত
সভাই ডাকয়ে হান হান।
ভীষ্মদেব করে মানা   শান্ত হল্যা যত জনা
শিশুপাল কৃষ্ণমুখ চান ॥
শুন কৃষ্ণ কহি অরে   মুর্খে পূজা করে তোরে
পাণ্ডব সমেত দেখি আয়।
আছয়ে অনেক ক্রোধ   আজি পাবি তার শোধ
না পালাল্যে বধিব তোমায় ॥
কৃষ্ণ কহে সত্য কই   পিসীর মমত্বে সই
তোর আয়ু হল্যা প্রায় শেষ।
মনে পড়ে পূর্ব্ব কিবা   করিতে গেছিলি বিভা
রুক্মিণী হরণে পালি ক্লেশ ॥
শিশুপাল পায় ব্যথা   কৃষ্ণেরে কহেন কথা
লাজ নাঞি যাবি অধোগতি।
আর কৃষ্ণ দুষ্ট চোরা   হরিলি আমার দারা
কুলাঙ্গার কুটিল কুমতি ॥
তোরে মোর নাই ভয়   কর্‌্যা নে রে যতেক হয়
গণন না করি আমি শক্রে।
সময় জানিয়া কৃষ্ণ   কাঁপে তনু কোপে নষ্ট
শির কাটে সুদর্শন চক্রে ॥
অবনী মণ্ডলে পড়ে   কাটা অঙ্গ নাই নড়ে
বজ্রাহত যেমন অচলে।
উর্দ্ধ গতি তেজ যায়   সেথা কৃষ্ণে নাই পায়
লীন হয় চরণ কমলে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়   চমৎকার সর্ব্বে হয়
পুষ্পবৃষ্টি কৃষ্ণের উপরে।
শিশুপাল বধ সায়া   শ্রবণে কলুষ যায়
ধন্য ধন্য রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥

পাণ্ডব সভাদর্শনে দুর্য্যোধনের ক্ষোভ

শিশুপালে তারপরে করিল সংস্কার।
চেদি দেশে তস্য পুত্রে দিল অধিকার ॥
শুন রাজা রাজসূয় যজ্ঞ সুখে হল্যা।
সভার আদেশ লয়্যা সমাপ্ত করিল ॥
তারপর অবভৃথ রাজা করে স্নান।
ঋষি মুনি গেলা সর্ব্বে পাইয়া সম্মান ॥
বাস ভূষা হাতি ঘোড়া দিল ভূপবর্গে।
প্রশংসা করিয়া নিজ দেশে গেলা সর্ব্বে ॥
তারপর দুর্য্যোধন আইল সভায়।
শুনহে জন্মেজয় শকুনি সহায় ॥
হেন চিত্র রাজা নাই দেখে কোনকালে।
স্থলে জল বুঝে মোহ পায়্যা বস্ত্র তোলে ॥
জলে স্থল বলি রাজা দুর্য্যোধন বস্যে।
অদ্বারে দ্বারের ভ্রম দেখ্যা সর্ব্বে হাসে ॥
দুয়ারে দেয়াল ভ্রম করে হায় হায়।
মুর্চ্ছা হয়্যা পড়ে তাথে বাজয়ে মাথায় ॥
যুধিষ্ঠির শোকযুত ভীমের আনন্দ।
দানবের কৃত সভা যতেক প্রবন্ধ ॥
লজ্জা পায়্যা রুষ্ট হয়্যা নিজ বাসে যায়।
সতত অন্তর কাঁপে করে হায় হায় ॥

শকুনি বলেন রাজা কেন হে এমন।
পাণ্ডবের শ্রী দেখিয়া দহে মোর মন ॥
ইন্দ্রের অসাধ্য যজ্ঞ করিল সত্বর।
শোকে দেহ দহে মোর ঘোর চিন্তা জ্বর ॥
গরল খাইব কিবা পুড়িব অনলে।
হেন মন করি মোর ডুব্যা মরি জলে ॥
পুরুষার্থ নিরর্থক দৈববল বল।
গব্য দান আদি ব্যর্থ হইল সকল ॥
দহে দেহ পুনঃপুন দেখিতে না পারি।
যুদ্ধ করি মনে করি পরাভব করি ॥
শকুনি বলেন যুদ্ধে নারিবে জিনিতে।
ভীমার্জুন গোবিন্দ সতত যার হাতে ॥
যুদ্ধ বিনে সকল হরিয়া লব আ ম।
মোর বাক্য অহে রাজা ধর যদি তুমি ॥
দুর্যোধন বলে তুমি কি উপায়ে লবে।
হেন দশা বিধাতা করিব মোর কবে ॥
ভূপতি পাশায় প্রিয় খেলা নাই জানে।
প্রতিজ্ঞা উহার সঙ্গে আসিব আহ্বানে ॥
পাটি আমার বশ নানা সন্ধি জানি।
সভারে জিনিব একা দেখ্য নৃপমণি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে শকুনি সকল কথা কয়।
ধর্মধীর অনুমতি না দিল প্রশ্রয় ॥
দুর্যোধন তারপর অনেক কহিল।
উচিত যে হয়ে কর ভূপতি বলিল।
পাশায় হরয়ে জ্ঞান না করিহ পাপ :
দৈবে করে পশ্চাতে পাইবে বড় তাপ ॥
বিদুরের নিষেধ নাহিক রাজা মানে।
সভা নির্মাইয়া যুধিষ্ঠিরে ডাক্যা আনে ॥
শকুনির সাথে পাশা খেলার আরম্ভ।
কবিচন্দ্র বলে হল্য বড়ই কুকর্ম ॥

পাশাক্রীড়া

বৈশম্পায়ন বলে রাজা করহ শ্রবণ।
দ্রৌপদীর কৈল কৃষ্ণ লজ্জা নিবারণ ॥
শকুনির সঙ্গে রাজা পাশা যে খেলিল।
চারি ভায় যথাক্রমে সর্বস্ব হারিল ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হারিল আপনি।
মন্দভাবে কটুভাষে কহেন শকুনি ॥
আর আছে বল তোর অবশিষ্ট কি।
যুধিষ্ঠির বলেন আছে দ্রুপদের ঝি ॥
অবশেষে দ্রৌপদীরে শকুনি জিনিল।
যত সভাজন তারে ধিক্কার করিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি সভাকার সর্ম।
শিরে হাত দিয়া বিদুর স্তুতি করে ধর্ম ॥
বসিয়া রাজার পাশে কর্ণ উচ্চ হাসে।
দ্রৌপদীরে আনিতে রাজা বিদুরে আদেশে ॥
বিদুর বলেন রাজা নিন্দিবেক লোক।
কালসর্পের পুচ্ছ চাপি না করাও কোপ ॥
কোনকালে দ্রৌপদী তোমার নহে দাসী।
কুরুবংশ ধ্বংস হব হেন মনে বাসি ॥
রাজা বলে বিদুর তোমারে ধিক ধিক।
পর পক্ষ দাসীপুত্র বচন অলীক ॥
মোর বোল প্রতিকামী এক চিত্তে শুন।
দ্রৌপদীরে সভা মাঝে ত্বরাপরে আন ॥
ভয়ে দুষ্ট পাপমতি না গেল বিদুর।
কারে না করহ শংকা তুমি মহাশূর ॥
মহাবীর প্রতিকামী গেল অন্তঃপুরে।
দ্বারদেশে থাকি বীর কহে দ্রৌপদীরে ॥
যুধিষ্ঠির পাশায় হারিল ভ্রাতৃবর্গে !

ধন ধরা আপনি যতেক দাসবর্গে ॥
প্রতিকামী বলে দেবি কি ভাব অন্তরে।
বিপাকে পড়িল রাজা হারিল আত্মারে॥
অবশেষে মহারাজা হারিল তোমারে।
রাজার হুকুম চল সমাজ ভিতরে॥
প্রাণনাথে যায়্যা ঝাট জিজ্ঞাসহ তুমি।
পশ্চাতে হারিলে নাঞি দাসী হই আমি॥
এত শুনি প্রতিকামী গেলেন সত্বরে।
দ্রোপদীর কথা জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে॥
কোপ করি নিজ দূতে কহে নৃপমণি।
এখানে জিজ্ঞাসা আস্যা করুক আপনি॥
রাজার হুকুমে বীর গেল পুনর্বার।
চল দেবী দরবারে হুকুম রাজার॥
শ্রীহরি ভাবিয়া দেবী চলে দরবারে।
দ্রোপদী আইল ধৃতরাষ্ট্রের গোচরে॥
শংকর বলেন সুখে শুন সর্বজন।
শ্রবণ করিয়া তর দারুণ শমন॥

দ্রোপদীর সভায় আগমন

একবস্ত্রা রজস্বলা আধানীবী ক্ষীণ বালা
যাজ্ঞসেনী সভামাঝে গেল।
শ্বশুরের অগ্রে কয় অন্তরে দারুণ ভয়
অধোমুখে কান্দিতে লাগিল॥
হাহা শব্দ সর্বে করে দেখি দেবী দ্রোপদীরে
বিরুদ্ধ এসব কর্ম নয়।
পঞ্চ ভায়ে অধোমুখ বিদারিয়া যায় বুক
শরীরে পরাণ নাই রয়॥
রাজা কহে পুনঃপুনঃ দ্রোপদীরে এথা আন
প্রতিকামী অরে দুরাচার।
প্রতিকামী ভূপে কয় শুনুতে মোর লাগে ভয়
ভাল নয় তোমার বিচার॥
রাজা বলে দুঃশাসন দ্রোপদীরে ধর্যা আন
প্রতিকামী করিলেক ভয়।
অজ্ঞান কুমতি দুষ্ট প্রিয় বোলে হয় রুষ্ট
উহা হত্যে একি কর্ম হয়॥
শুনি দুঃশাসন ধায় ডাক্যা বলে আয় আয়
দ্রোপদী রাজার বরাবরে।
তুমি বড় পুণ্যবতী দ্রুপদ দুহিতা সতী
প্রসন্ন বিধাতা আজি তোরে॥
মনে সাত পাঁচ ভাবি পালাইয়া যায় দেবী
লজ্জা ভয় ধায় উভরড়ে।
গান্ধার্যাদি নারী যথা দ্রোপদী যাইয়া তথা
আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে॥
ধর্মাধর্ম নাই তার দুঃশাসন দুরাচার
কোপে দ্রোপদীর ধরে কেশে।
উঠ বল্যা মারে ধাকা কেহ তার নাহি সখা
দুর্যোধন রাজার আদেশে॥
স্বপনে কয়্যাছ হরি ব্রাহ্মণের বেশ ধরি
তবে সে মহিমা সত্য জানি।
কহে দ্বিজ শংকর বসুদেব প্রাণ মোর
আপনি বলাবে তারে বাণী॥

দ্রোপদী কর্তৃক শশক সিংহ উপাখ্যান কথন

দ্রোপদী কাতর হয়্যা দুঃশাসনে কয়।
কেশ ছাড় প্রাণ ফাটে শুন মহাশয়।

ছুঁয়্য না ছুঁয়্য না মোরে নাই জান তুমি।
কাতর হইয়া বলি রজস্বলা আমি॥
আবাল বনিতা সর্বে বলে হায় হায়।
কেশে ধর‍্যা দ্রৌপদীরে মাব্যা লয়্যা যায়॥
দ্রৌপদী কাতর হয়্যা কৃষ্ণে করে স্তুতি।
বিপদ সাগরে রক্ষা কর রমাপতি॥

কৃষ্ণণ্ড বিষ্ণুণ্ড হরিং নরণ্ড।
ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী॥
অহে কৃষ্ণ অহে বিষ্ণু অহে নরহরি।
ত্রাণ কর রমানাথ লজ্জা ভয়ে মরি॥
দ্রৌপদী বলেন দৈব বড় বলবন্ত।
না জানি কি করে পাপ রাজন দুরন্ত॥
না জানিয়া মহারাজ কেন কৈলে কক্ষা।
কোথায় সারথি কৃষ্ণ কে করিবে রক্ষা॥
ভাবিতে ভাবিতে দেবী গেলা সভা মাঝে।
যুধিষ্ঠির আদি তারা হেঁট মাথা লাজে॥
দ্রৌপদী বলেন মোর আর কেহ নাঞি।
অহে কৃষ্ণ দীনবন্ধু যে কৈলে গোসাঞি॥
সূর্যের কিরণ মোর না লাগিত গায়।
অন্তঃপুরে থাকি সদা কে দেখে আমায়॥
জীবনে নাহিক কার্য মরণ বরং ভাল।
কোথায় রহিলে কৃষ্ণ কিবা দশা হল্য॥
এতেক বলিতে অশ্রু নিকলে নয়ানে।
কটাক্ষ করিয়া চান যুধিষ্ঠির পানে॥
সর্বস্ব হারিয়া রাজার যত নৈল দুখ।
দ্রৌপদীর কটাক্ষপাতে বিদরয়ে বুক॥
দুর্যোধন বলে দাসী হের আয় কাছে।
তোরে আর কেবা রক্ষা করিবারে আছে॥
সমাঝে সভাই বস্যা দেখিবেক রঙ্গ।
কে করিব তোরে রক্ষা করিব উলঙ্গ॥
দ্রৌপদী বলেন রাজা কহ অকারণ।
আমারে করিব রক্ষা দেব নারায়ণ॥
রাজা বলে সভা মাঝে উলঙ্গ সে করি।
কেমনে জানিব আমি রক্ষা করে হরি॥
রূপ গুণ নাই কৃষ্ণের গরুর রাখাল।
চৌর্যরীতি ভাল জানে রাখিবারে পাল॥
পরদার পরহিংসা পরশ্রীকাতর।
পরমার্থ জ্ঞান নাঞি ঢুকে পরের ঘর॥
যত বড় বীর কৃষ্ণ জানি আমি তারে।
সমুদ্রে করিল ঘর জরাসন্ধের ডরে॥
পঞ্চ স্বামী দাস হল্য হারিয়া সকল।
ঠেকিল তোমার এখন শ্রীকৃষ্ণের বল॥
তুমি হেথা কৃষ্ণ তোর আছে দ্বারকায়।
জানিব কেমনে রক্ষা করয়ে তোমায়॥
তুমি কি জানিবে রাজা কৃষ্ণের মহিমা।
কল্পে কল্পে শতানন না পাইল সীমা॥
কৃষ্ণের মহিমা দেবী কহে দুর্যোধনে।
সংকটে শশকে রক্ষা কৈল নারায়ণে॥
গহন কানন মাঝে সিংহ তায় রাজা।
অপর যতেক পশু সর্বে তার প্রজা॥
প্রজা হয়্যা করে তারা বিরুদ্ধাচরণ।
শত পশু ধরি খায় কুটিল রাজন॥
ভয় পায়্যা পশু যত পড়ে তার পায়।
নিয়ম করিয়া কর মাগয়ে বিদায়॥
সিংহ বলে শুন অরে প্রজা যে সকল।
আজি হত্যে মোর ঘাটে না খাইবি জল॥
যে জন আমার বাক্য করিব লঙ্ঘন।
তখনি তাহার আমি বধিব জীবন॥
নিয়ম করিয়া পশু গেল স্থানে স্থান।
অতঃপর শুন রাজা কহি উপাখ্যান॥
শশক আতুর এক তৃষায়ে পীড়িত।
অতি দূরে নিজ ঘাট হইল চিন্তিত॥

আপনাদের নিজ ঘাটে যাইতে না
পারে।
প্রচণ্ড রবির তাপ বুক ফাট্যা মরে ॥
নিয়ম করাাছি সর্বে কি বুদ্ধি করিব।
কেমনে রাজার ঘাটে জল আমি খাব ॥
শশক চতুর সাত পাঁচ মনে করি।
জল খায়্যা প্রাণ বাঁচাই যা করে শ্রীহরি ॥
শশক রাজার ঘাটে পান করে জল।
উঠ্যা যাত্যে ঝাঁপে তারে সিংহ মহাবল ॥
সিংহ বলে মোর বাক্য করিলি লংঘন।
কেবা তোরে রাখে আজি বধিব জীবন ॥
শশক বলেন রাজা কাহু বারে বার।
তব মুখে কৃষ্ণ মোরে করিবেন উদ্ধার ॥
সিংহ বলে এইক্ষণে তোরে গ্রাস করি।
বৃথা পণ করিলি মূঢ় কোথা তোর
হরি ॥
বৈকুণ্ঠে আছএ কৃষ্ণ তুঁএ মোর মুখে।
আমি যদি খাই আজি কেবা তোরে
রাখে।
শশশ বলে নারিবে মোরে করিতে
ভক্ষণ।
আমারে করিব রক্ষা নন্দের নন্দন ॥
এত শুনি পশুরাজ মুখ পশারিল।
আতুর শশক হয়্যা কৃষ্ণকে ডাকিল ॥
প্রতিজ্ঞা কর‍্যাছি প্রাণ বধয়ে রাজন।
শশক ডাকিয়া বলে শুন নারায়ণ ॥
শশকের স্তব কৃষ্ণ কর্ণেতে শুনিয়া।
আইলা রাখিতে তারে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ॥
শশকের প্রতি যে কৃষ্ণের হল্য কৃপা।
ধরিতে ধরিতে সিংহে পাল্য এক বপা ॥
শশক প্রবেশ করে তাহার ভিতরে।
অবিরত আর্ত হয়্যা কৃষ্ণে স্তুতি করে ॥

উপরে বসিল সিংহ গর্জন করিয়া।
শংকর বলেন শুন এক চিত্ত হয়্যা ॥
সিংহ ভয়ে শৃগাল আছিল সেই গাড়ে।
কোপ করি ধরিলেক শশকের ঘাড়ে ॥
শৃগাল বলেন সব বিধাতার ভার।
চিরদিন বই মোরে দিলেন আহার ॥
এমন কোমল মাংস আর নাকি পাব।
মনের সুখে দিবানিশি বুক ভর‍্যা খাব ॥
শশক বলেন প্রভু এই বার বার।
শৃগালের মুখে মোরে করহ উদ্ধার ॥
হরি অনুধ্যান কর‍্যা ডাকিতে লাগিল।
শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় তার বুদ্ধি উপজিল ॥
শশক বলেন আগে করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে গোসাঞি আল্যাঙ যে
কারণ ॥
বনমাঝে আমাদের সিংহ রাজা ছিল।
অরাজক হল্য বন কালি রাত্রে মল্য ॥
মোরে পাঠাইয়া গোসাঞি দিল যত
প্রজা।
বন মাঝে তোমারে করিব সর্বে রাজা ॥
কনক মুকুট লয়্যা সভাই রয়্যাছে।
আদেশ লয়্যা গোসাঞি আল্যা তব
কাছে ॥
এত শুনি ফেরু রাজা আনন্দে
বিভোল।
মিতা বল্যা শশকেরে ধর‍্যা দিল কোল ॥
শৃগাল বলেন যদি রাজা হই আমি।
আগে আগে চল মিতা পাত্র হবে তুমি ॥
শশক বলেন মোর আগে যাবা নয়।
কারণ ইহার আছে শুন মহাশয় ॥
সনার মুকুট লয়্যা দাণ্ডায়া আছে
প্রজা।

যার মাথায় মুকুট দিবেক সেই হইবেক রাজা ॥
সংকট স্থানেতে আমি আপ্‌বাব কেমনে ।
শশক ঠেলিয়া শৃগাল উঠিল যতনে ॥
শৃগাল করিয়া শব্দ রাজা হত্যে যায় ।
আছিল কেশরী তার ধরিল মাথায় ॥
মাথা ছাড় মাথা ছাড় প্রাণ যায় ভাই ।
পায়ে পড়ি অহে মিতা রাজা হব নাই ॥
গর্তের ভিতর থাক্যা শশক ডাক্যা বলে ।
রাজত্ব নইল গেলে সিংহের উদরে ॥
দ্বিগুণ আহার সিংহ অনায়াসে পাল্য ।
শশকেরে পশুরাজ আশ্বাস করিল ॥
শশক পাইল প্রাণ এমন সংকটে ।
শুন রাজা দুর্যোধন জ্ঞান নাই ঘটে ॥
ভকত বৎসল হরি দয়ার সাগর ।
মূঢ় রাজা দুর্যোধন কৃষ্ণে নিন্দা কর ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ রাজ চক্রবর্তী ।
শংকর বলেন জয় কর রমাপতি ॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের আদেশ

দুর্যোধন বলে দেবি হের তোরে কই ।
এখনি যাবেক জানা দণ্ড দুই বই ॥
দুর্যোধন বলে রাজা বীর দুঃশাসন ।
দ্রৌপদীর কাড়্যা নেহ সমাঝে বসন ॥
ভীষ্মদেবে বলে দেবী বুঝহ কারণ ।
বস্ত্র কেন নিতে চায় রাজা দুর্যোধন ॥
এত শুনি ভীষ্মদেব কহে মুখ হেরি ।
ধর্মের কি সূক্ষ্ম গতি বুঝিতে না পারি ॥
কর্ণ কহে পঞ্চ স্বামী কুলটা ব্যাভার ।
সমাঝে আনিতে লজ্জ কি হল্য তাহার ॥
মহাবীর কর্ণ ডাক্যা বলে দুঃশাসনে ।
বস্ত্র আগে কাড়্যা আন ভাই পঞ্চজনে ॥
এত শুনি বেগে ধায় পাপ দুঃশাসন ।
ভয় পেয়্যা বস্ত্র তারা দিল পঞ্চজন ॥
শুন দুঃশাসন রাজার হুকুম প্রমাণ ।
দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়্যা ত্বরাপরে আন ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র ধর্‌্যা দুষ্ট দিল টান ।
কাতর হইয়া যুধিষ্ঠির পানে চান ॥
রাজা বলে মোর পানে চায়্যা নাক তুমি ।
হয়্যাছি উহার বশ কি করিব আমি ॥
লজ্জা নিবারণ কর মোর বোল রাখ ।
নারিলাঙ রাখিতে মোরা কৃষ্ণ বল্যা ডাক ॥
দ্রৌপদী বলেন নাথ করহ উদ্ধার ।
বুঝিতে কেবল লজ্জা হবেক তোমার ॥
পঞ্চ স্বামী হত্যে মোর না হইল রক্ষা ।
দয়ার নিধি দীনবন্ধু রাজার সংগে কক্ষা ॥
আপনি বল্যাছ কৃষ্ণ ধর্‌্যা মোর হাতে ।
স্মৃতি মাত্র যাব আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
এ বড় মনের তাপ বাক্য মিথ্যা কৈলে ।
বস্ত্র লয় সভা মাঝে এখন না আল্যে ॥
দ্রৌপদী ডাকিয়া বলে শুন নারায়ণ ।
এইবার কর মোর লজ্জা নিবারণ ॥
লজ্জার সমুদ্রে যদি মোরে না তারিবে ।
ভকত বৎসল নাম কেমনে ধরিবে ॥
উলঙ্গ করুক মোরে তার নাই দায় ।
অভাগীর কলঙ্ক ঠেকিব রাঙ্গা পায় ॥
দ্রৌপদী বলেন মোর আর কেহ নাঞি ।
কাতর কিঙ্করী ডাকে আস্যাহ গোসাঞি ॥
হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ যাদব নন্দন ।

মথুরেশ হৃষীকেশ পাণ্ডবের ধন ॥
এত স্তুতি দ্রৌপদী করিল রমানাথে।
পাশা খেলেন দ্বারকায় সত্যভামার
সাথে ॥
খেলিতে খেলিতে পাশা চিত্ত নহে স্থির।
দুটি চক্ষু বায়্যা গোবিন্দের পড়ে নীর ॥
সত্যভামা আদি দেখি হল্যা চমৎকার।
কেন অশ্রুধারা বহে কহ সমাচার ॥
প্রভু কহে সত্যভামা কিবা আর বল।
পরাণ ধরিতে নারি সর্বনাশ হল্য ॥
দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরে পাশায়
হারায়্যাছে।
কৈতব করিয়া রাজার সর্বস্ব লয়্যাছে ॥
দ্রৌপদী কাতরা হয়্যা ডাকয়ে আমারে।
সভামাঝে যাই তারে রক্ষা করিবারে ॥
আমা বিনে পাণ্ডবের আর কেহ নাঞি।
এত বলি ত্বরাপরে চলিল গোসাঞি ॥
দ্রৌপদীর দুঃশাসন নিতে চায় চীর।
ক্রোধে কাঁপে গদা হাতে উঠে ভীমবীর ॥
গদা হাতে কর্যা ভীম উঠে রণমাতা।
দুঃশাসনে বলে বীর বাঁচ্যা যাবি কোথা ॥
মহাবীর ভীম যদি সমাঝে উঠিল।
ভয় পায়্যা দুঃশাসন বস্ত্র ছাড়্যা দিল ॥
ভীম কহে দুটা বাহুর তেজ দেখাইব।
গদার বাড়িতে রাজার সমাজ মারিব ॥
মহাকোপে কাঁপ্যা উঠে ভীম মহাবল।
দুই পায়ের ভরে পৃথিবী করে দলমল ॥
ভীমের হাতে গদা ফেরে যেন কুমারের
চাক।
দুর্যোধন ভাবে বড় হইল বিপাক ॥
বৃকোদর বীর কোপে দেখে সর্বজনা।
চক্ষু দিয়া বারি হয় আগুনের কণা ॥

তা দেখিয়া দুঃশাসন বস্ত্র ছাড়্যা দিল।
হাতে ধরি যুধিষ্ঠির ভীমেরে বসাল্য ॥
দ্রৌপদী কাতরা হয়্যা ডাকে নারায়ণে।
ভারতের কথা দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥

দ্রৌপদীর প্রার্থনা

এখন না হল্যে হরি বৃথা আমি
প্রাণ ধরি
জীবন রাখিব কি কারণ।
সমাজে উলঙ্গ করে কে আর রক্ষিব
মোরে
যুবতীর লজ্জাটা ভূষণ ॥
যারে বায়ু আর রবি দেখিতে না
পাত্য ছবি
সেজনা কুরুসভা মাঝে।
কুরু ধর্ম হল্য নষ্ট শকুনি পাপিষ্ঠ
দুষ্ট
কুমন্ত্রী ভুলাল্য মহারাজে ॥
লোকে বলিবেক দিলি নিরমল কুলে
কালি
কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবের জায়া।
একবস্ত্র রজস্বলা অধোনীবী ক্ষীণবালা
তথাপি তোমার নৈল দয়া ॥
শ্রীকবি শংকরে কয় সর্বে অধোমুখে রয়
ভীমের হইল বড় কোপ।
উরুতে চাপড় মারে দন্ত কড়মড় করে
প্রলয় মানিল সর্বলোক ॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ

কর্ণবীর ডাক্যা বলে শুন দুঃশাসন।
কারে ভয় কর কাড়্যা আনহ বসন ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র ধর্যা দুঃশাসন টানে।

সূর্য সাক্ষী কর্যা সতী চান সভাপানে
কাতর হইয়া বস্ত্র দ্রৌপদী ধরিল।
দুঃশাসন দুরাচার টানিতে লাগিল॥
তা দেখিয়া যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চজনে।
ভূমেতে লোটায় ভীম চায় রাজার পানে॥
সহদেব নকুল দোঁহে মূর্ছা হল্য প্রায়।
অর্জুন খোলয়ে ক্ষিতি করে হায় হায়॥
আছাড় খাইয়া পড়ে বিদুরে বৈষ্ণব।
হাহাকার শব্দ করে সভাসদ সব॥
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপাচার্যে সবে অধোমুখ।
কর্ণ শকুনি দুর্যোধনের হইল কৌতুক॥
দুর্যোধন বলে উহার ধর্যা আন্য কেশে।
উলঙ্গ করিয়া বসাইব ঊরুদেশে॥
যে জন কৃষ্ণের দাস আমি তার দাসী।
তব কথা দুর্যোধন স্বপ্ন তুল্য বাসি॥
দ্রৌপদী বলেন কৃষ্ণ পাশরিলে মোরে।
রাখা নাঞি যায় বস্ত্র বিবসনা করে॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় দানপতির জয়।
বস্ত্রহরণ গায়াল্যে পট্টবস্ত্র দিতে হয়॥

দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ

দ্রৌপদী কাতরা হয়্যা ঊর্ধ্ব মুখে চায়।
গরুড় উপরে কৃষ্ণ দেখিবারে পায়॥
পাঞ্চালী বলেন কৃষ্ণ তুমি সখা যার।
কি বলিব ওহে নাথ এই দয়া তার॥
দ্রৌপদীকে কৃষ্ণচন্দ্র করিল আশ্বাস।
অচিরাৎ কুরুবংশ করিব বিনাশ॥
আমি যার সখা তার নাঞি পরাজয়।
তোমারে রাখিব আমি হয়্যা বস্ত্রময়॥
অর্জুনে[রে] যুধিষ্ঠির ডাকিয়া দেখায়।
আর ভয় নাঞি ভাই আল্য যদুরায়॥
গোবিন্দ সারথি দেখ গরুড় উপরে।
আর দুর্যোধন রাজা কি করিতে পারে॥
কৃষ্ণের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
ভক্ত বিনে কে জানে প্রভুর অভিপ্রায়॥
দ্রৌপদীর কৃষ্ণচন্দ্র হল্য বস্ত্রময়।
যত টানে দুঃশাসন রাশি রাশি হয়॥
নীল পীত জরদ রক্ত বস্ত্র নানা বর্ণে।
পুনঃ পুনঃ তত হয় যত বীর টানে॥
রাশি রাশি বস্ত্র টানিল রঙ্গ বিরঙ্গ।
দ্রৌপদীরে করিতে নারিল উলঙ্গ॥
টানিতে না পারে বস্ত্র শ্রান্ত বড় হল্য।
চমৎকার সভাসদ বিস্ময় মানিল॥
ধিক ধিক বলি সবে দুর্যোধনে নিন্দে।
সাধুবাদ জয় শব্দ দ্রৌপদীরে বন্দে॥
পতিব্রতা প্রতিজ্ঞা রাখিলে দেবি ধন্যা।
লক্ষ্মীরূপা কর কৃপা দ্রুপদের কন্যা।
কৃষ্ণেরে করছে তুমি সার্থক ভজন।
স্মৃতিমাত্র কৈল কৃষ্ণ লজ্জা নিবারণ॥
সারথি গোবিন্দ আজি দুঃখ কৈল দূর।
হরিবোল বাহু তুলি নাচয়ে বিদুর॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপতি আদেশে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপর্ব ভাষে॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে দ্রৌপদীর বরলাভ

দ্রৌপদীর যোগ্যতা দেখিয়া কুরুরাজ।
কহে, দুর্যোধন এতদিনে করিলে
কুকাজ॥
দুষ্ট পুত্রে নিষেধিলে নাঞি শুনে
মানা।
শকুনির মন্ত্রণায় না জিব একজনা॥
বিদুর কহেন ভীষ্মে একি দেখা যায়।
চন্দ্র সূর্য যারে কভু দেখিতে না পায়॥

পাণ্ডব ভার্য্যা কৃষ্ণসখী সভায় আনে
দুষ্ট।
এত দিনে কুরুধর্ম প্রায় হল্য নষ্ট॥
ভীষ্ম কয় ধর্ম সত্য জানিহ বিদুর।
দুর্যোধন দুষ্ট শীঘ্র যাবে যমপুর॥
বৈশম্পায়ন কহে তবে রাজা দুর্যোধন।
হাসি হাসি সভামাঝে কহিছে বচন॥
ভীম আদি অনীশ বল্যা বলুক
যুধিষ্ঠিরে।
নৃপ সব নাঞি কয় কি ভাবা অন্তরে॥
কোপ দৃষ্টে ভীম কয় শুনরে অজ্ঞান।
জ্যেষ্ঠ প্রভু না হল্যে কি বাঁচে তোর
প্রাণ॥
দ্রৌপদীর যখন কৈল কেশগ্রহণ।
মৃত্যুতুল্য আছি মোরা ভাই চারিজন॥
তথাপি চন্দন সিক্ত দেখ মোর হাত।
রণে ইন্দ্র যম আলে করিব নিপাত॥
ভীষ্ম বলে ক্ষমা কর কালে হব সব।
ধর্মবীর তোমরা কভু নহ পরাভব॥
তারপরে যুধিষ্ঠিরে দুর্যোধন কয়।
ভীমাদি শাসনে তব আছএ নিশ্চয়॥
জিজ্ঞাসহ সভাকারে দ্রৌপদীর কথা।
জিতা কি অজিতা তথ্য কহিবে
বারতা॥
এত বলি সব্য উরুর ঘুচায়্যা বসন।
দ্রৌপদীকে দেখায়্যা করয়ে তাড়ন॥
তা দেখিয়া ক্রোধে ভীমের বহে
অগ্নিকণা।
গদা হাতে উঠিতে যুধিষ্ঠির কৈল
মানা॥
ভীম কয় উরু তোর গদায় ভাঙ্গিব।
অন্যথা পিতৃলোক নাঞি আমি পাব॥

দুর্যোধন কহে ভীম এখনো কহি
তোরে।
অনীশ বলিয়া সবে বল যুধিষ্ঠিরে॥
তবে সবে দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়্যা।
নিজ বাসে যাহ দ্রৌপদীরে সঙ্গে লয়্যা॥
অর্জুন দুর্যোধনে কয় শোনরে বর্বর।
পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠির এখন ঈশ্বর॥
ধর্মবীর মহারাজা বটে মহাজ্ঞানী।
যুধিষ্ঠির বটে রাজা দ্রৌপদী
রাজরাণী॥
এই কালে যজ্ঞশালে শিবা শব্দ করে।
শব্দ শুনি বিদুর ডাক্যা কহিছে
দ্রোণেরে॥
দ্রোণ কয় কুরু বংশ আর নাঞি রয়।
দুর্যোধন সবংশে হইব প্রায় ক্ষয়॥
ধৃতরাষ্ট্র দুঃশাসন দুর্যোধনে বলে।
সভায় পাণ্ডবে আনি কি কাজ করিলে॥
বিশেষে দ্রৌপদী ধর্ম পত্নী পতিব্রতা।
তারে আন সভায় যার গোবিন্দ রক্ষিতা॥
ধৃত কহে দ্রৌপদীকে তুমি লক্ষ্মীসমা।
মোরে দেখি যত অপরাধ কর ক্ষমা॥
কুরু পাণ্ডবের মাগো জ্যেষ্ঠ বধূ তুমি।
বর মাগ যে মাগিবে ভাই দিব আমি॥
শূদ্র এক বৈশ্য দুই বর যে বিহিত।
ক্ষত্রিয়ে তিন বিপ্রে মাগ্যা নিতে পারে
শত॥
দ্রৌপদী কহেন মোর এক অভিলাষ।
এই বর যুধিষ্ঠিরে করহ অদাস॥
অস্ত্র শস্ত্র ভাই সঙ্গে জানু নিজ ঘর।
দ্রৌপদী তোমার পায় মাগে এই বর॥
তথাস্তু বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র দিল সায়।
সভা পর্বে ভারত কথা কবিচন্দ্র গায়॥

কুরুগৃহে অগ্নিসঞ্চার ও কুরুনারীদের বস্ত্র ভস্ম

সভামধ্যে বাহু তুলি কর্ণবীর কয়।
পাণ্ডবের দ্রৌপদী সতি জানিলাঙ
নিশ্চয়॥
শোকের সাগরে পঞ্চভাই ডুব্যা ছিল্য।
দ্রৌপদী হইয়া নৌকা সভারে বাঁচাল্য॥
ভীম কয় সুত পুত্র শোনরে অজ্ঞান।
অর্ধ অঙ্গ ভার্যা ইথে বেদাদি প্রমাণ॥
ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপ স্বামী যদি করে।
সতী হল্যে সঙ্গে যায় পতিরে উদ্ধারে॥
এত বলি ভীম বীর কোপ দৃষ্টে চায়।
যুধিষ্ঠির নেত্রাঙ্গিতে নিবারিল তায়॥
ধৃতরাষ্ট্রে প্রণমিঞা পাণ্ডব ঘরে যাতে।
কুরুরাজ কহে দ্রৌপদীর ধরি হাতে॥
মোর অন্তঃপুর হতে সভায় তোমা
আনে।
পবিত্র করহ পুরী যায়্যা সেই স্থানে॥
সমাদরে দ্রৌপদীরে লয়্যা অন্তঃপুরে।
কহে কর দোষ ক্ষমা দেখিয়া আমারে॥
দ্রৌপদী কহেন প্রভু যে আজ্ঞা তোমার।
কিন্তু তুমি বিদ্যমানে হেন দুর্গতি
আমার॥
কুরুনারী সারি সারি বসি অন্তঃপুরে।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেখিয়া দ্রৌপদীরে॥
তা দেখিয়া যাজ্ঞসেনী ক্রোধিত অন্তরা।
চাহিতে অনল উঠে দুরন্ত দুর্বারা॥
কুরুনারী বেড়িলেক দুরন্ত অনল।
পুরী ছাড়ি পালায় সর্বে ভয়েতে বিকল॥
চন্দ্রমুখী গৌরাঙ্গী সর্বে উন্নত পয়োধর।
বেগে যাতে বস্ত্র পুড়ে না পরে অম্বর॥
দুর্যোধনের ভার্যার দেবে ঋতু
হয়্যাছিল।
এক বস্ত্রা বিকুলা ভয়ে সভায় আইল॥
হেনকালে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া পবন।
কার্য বুঝি কোপে তার উড়াল্য বসন॥
পৃথুকটি উলঙ্গ সভে সভা ধায়্যা যায়।
ঈষৎ হাসিয়া ভীষ্ম বিদুরে দেখায়॥
তা দেখিয়া নতশির সভাই বিমুখ।
দুর্যোধন কর্ণ আদি পায় বড় দুখ॥
ভীম কয় ধর্ম শুন শুন দুর্যোধন।
উলঙ্গ চাহিয়া দেখ ভ্রাতৃবধূগণ॥
দ্রৌপদীর যেমন করিলে মান ভঙ্গ।
তার ফল দেখ ভার্যা সভায় উলঙ্গ॥
পরের করিয়া মন্দ আপন কুশল।
ইহা মনে ভাবিলে হয় আপন অমঙ্গল॥
তা শুনিঞা ধৃতরাষ্ট্র করে হায় হায়।
পাণ্ডব প্রণমিঞা আজ্ঞা পায়্যা ঘরে যায়॥
পঞ্চপতি লয়্যা সতী নিজ বাসে যায়।
সেবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র গায়॥

পুণর্বার পাশা ক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

জন্মেজয় কয় তবে রাজা দুর্যোধন।
কি করিল কহ শুনি মুনি তপোধন॥
মুনি কয়॥
দুর্যোধন দুঃশাসনে কয় [নানা] কথা।
যত্নকৃত কর্ম মোর নষ্ট কৈল পিতা॥
পুনর্বার অনেক বুঝায় কুরুরাজে।
সভায় পাণ্ডব পঞ্চ আনাল্য সমাজে॥
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া কহে দুর্যোধন।
পুনর্বার খেলিব পাশা আস্য কর্য পণ॥
এই পণে এই বার যে জন হারিব।

দ্বাদশ বৎসর সেই বনবাসে যাব ॥
চীর বস্ত্র পরিয়া কম্বল দিয়া গায় ।
অবিদিতে এক বর্ষ কহিলাঙ তোমায় ॥
জানা গেলে বনে পুনঃ দ্বাদশ বছর ।
ভ্রমণ করিব বনে না আসিব ঘর ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ কৃষ্ণ পরায়ণ ।
মল্লবংশে দুর্জন সিংহ নৃপতি নন্দন ॥
পুনঃ পুনঃ সভাজন করয়ে বারণ ।
পুনর্বার পাশা খেলায় নাঞি প্রয়োজন ॥
সাবধান হঅ রাজা বলে সর্বজনা ।
দুষ্ট বুদ্ধি দুর্যোধন কুচ্ছিত মন্ত্রণা ॥
যথানি জম্মিল দুষ্ট গণ্ড পাল্য যায় ।
ডাকিতে লাগিল পাপী শৃগালের প্রায় ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি ভাই পঞ্চজনে ।
পণ করি পাশা পুন খেলে দুইজনে ॥
পাশায় হারিল বাজী শকুনি জিনিল ।
ইঙ্গিত করিয়া সবে হাসিতে লাগিল ॥
লঘুতা করিয়া বর্ম বস্ত্র কাড়্যা নিল ।
চীর কম্বল সর্বে ক্রমে পরাইল ॥
দুঃশাসন বাহু তুলি মহাসুখে নাচে ।
ষণ্ডাতিলা বলে যায় রাজার ধর্ম আছে ॥
পাঞ্চালী ছাড়্হ পাচে জিতে না জুয়ায় ।
চায়্যা দেখ এংবাইয়া পাচ বৃষ যায় ॥
ভীম বলে প্রতিজ্ঞা জানিবি সত্য মোর ।
রণমাঝে বক্ষ ভেদ্যা রক্ত খাব তোর ॥
অরে দুর্যোধন দুষ্ট প্রতিজ্ঞা আমার ।
গদার আঘাতে উরু ভাঙ্গিব তোমার ॥
দ্রোণ পদে প্রণমিঞা চান তার পানে ।
আজ্ঞা পালে বনে যাই ভাই পঞ্চজনে ॥
বলিতে না পারে কিছু ছল ছল আঁখি ।
পাচ জনে প্রণমিলা ভীষ্মদেবে দেখি ॥
শিরে হাত আশিস করয়ে মনে মনে ।
বনবাসে হবে সুখ জয়ী হবে রণে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে নত হয়্যা পাচ ভাই যায় ।
সভাসদ সর্বে তারা করে হায় হায় ॥
বিদুর কহেন বাপু শোন মোর কথা ।
কান্দ্যা বলে মোর ঘরে রাখ্যা যাহ মাতা ॥
কুন্তী কহে বাছা ছাড়া রহিতে নারিব ।
কি লয়্যা থাকিব কোথা পাছু পাছু যাব ॥
যুধিষ্ঠির বলেন মাতা বনে দুঃখ বড় ।
বিদুরের ঘরে থাক মোদের আশা ছাড় ॥
তবে হা কৃষ্ণ বলিয়া কুন্তী করে হায় হায় ।
সভাপর্বে চক্রবর্তী কবিচন্দ্র গায় ॥

কুন্তীর বিলাপ

কোথা কৃষ্ণ যদুরায় পাঁচ পুত্র বনে যায়
ঘোর শোকে বাঁচিব কেমনে ।
আমি জিয়ন্তে মরা শত্রুবর্গ নিল ধরা
চীর পরি রাজা যায় বনে ॥
ভীমের শ্রদ্ধা ভক্তি বড় কি দোষে অর্জুনে ছাড়
প্রাণ সম নকুল সহদেব ।
দ্রৌপদীর হেরি মুখ বিদরিয়া যায় বুক
অভাগিনী কেমনে বাঁচিব ॥
এই দুঃখ বড় মনে বিশেষে দ্রৌপদী বনে
এই দশা করিলে গোসাঞি ।
অন্যাএ পাশায় জিনে বাছা সর্ব যায় বনে
সংসারে আমার কেহ নাঞি ॥
পাণ্ডু রাজা আগে মল্য জায়া সঙ্গে স্বর্গে গেল
না জানিল এ সব যন্ত্রণা ।

নকুল সহদেবে আনি ধরি দ্রৌপদীর পাণি
পাল্য বল্যা করে সমর্পণা ॥
মোর বাক্য ধরিহ পতি সেবা করিহ
এত বলি বলে যুধিষ্ঠিরে।
পাঞ্চালী আর ভাই বর্গে পালন করিহ সর্বে
এত বলি কাঁদে উচ্চ স্বরে ॥
বন্দনা করিয়া সায় পাঁচ ভাই বনে যায়
কুন্তী বলে ধরণী মণ্ডলে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় সভার ভরসা হয়
গোবিন্দ আইলা হেনকালে ॥

পাণ্ডবদের বনগমন

হাসিয়া গোবিন্দ নত হল্যা কুন্তীর পায়।
বুকে করি কৃষ্ণ মুখে কুন্তী চুম্ব খায় ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া পুন কহিছে বচন।
তোমা বিদ্যমান বাছারা সব যায় বন ॥
কৃষ্ণ কহে অগো পিসী তোরে সত্য কই।
পাণ্ডবের বই আমি আর কার নই ॥
বিশেষে দ্রৌপদী যদি ডাকএ আমারে।
তোরে বই আমি না রহিতে পারি ঘরে।
গোবিন্দ ডাকিয়া কথা কহেন বিদুরে।
সমতা করিয়া দেশে রাখ পাণ্ডবেরে ॥
বিদুর কহিল মোর না রাখিল কথা।
গোবিন্দ কহেন তারে বঞ্চিত বিধাতা ॥
যবে ধনঞ্জয় আসি গাণ্ডীব ধরিব।
কুরু বংশ রণমাঝে সভাই মরিব ॥
কাঁদিয়া গোবিন্দে কহে দ্রুপদের ঝি।
বনবাসে যাই মোরা দশা হল্যা কি ॥
পাইবে পরম সুখ সবে যাহ বনে।
সতত থাকিব আমি তোমাদের সনে ॥
কুন্তী কয় বাপু কৃষ্ণ ভয় বাসি বড়।
বিপদের কালে পাছে যুধিষ্ঠিরে ছাড় ॥
সমর্পণ পাঁচ পুত্র করিলাঙ তোমাকে।
পালিব বল্যা হাত দেহ কুন্তীর মস্তকে ॥
কৃষ্ণ কহে পুন পুন হেন কথা কেনে।
পাণ্ডব আমার প্রাণ জানে সর্বজনে ॥
তথাপি তোমার আজ্ঞা কে করে লংঘন।
যে আজ্ঞা বলিয়া হরি কহিলা বচন ॥
কুন্তী রহে বিদুর ঘরে হইয়া নৈরাশ।
গোবিন্দ ভবনে গেলা করিয়া আশ্বাস ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ মল্লাবনীনাথ।
আশীর্বাদী করি আদায় এই কয় পাত ॥
যুধিষ্ঠির বনে যায় আচ্ছাদিয়া মুখ।
কেশাবৃত দ্রৌপদী ঝাঁপিয়া চাঁদমুখ ॥
ভীমবীর বনে যায় দুই বাহু তুলি।
অর্জুন চলিলা বেগে ছড়াইয়া বালি ॥
নকুল ভস্ম মাখে গায় সহদেব বক্রমুখ ॥
ধৌম্য গায় সাম বেদ শুনিতে কৌতুক ॥
সভার যতেক লোক ভাবে মনে মনে।
কি হেতু পাণ্ডব হেন মতে গেলা বনে ॥
বিদুর কহেন সর্বে তার বিবরণ।
রাজ্য নষ্ট ভয় হেতু আমি যাই বন ॥
ভীমের ভাব দুই হাতে বধিব দুর্যোধনে।
অর্জুন কয় শীকর সম বাণ পেলিব রণে ॥
সহদেব কহে কারে না দেখাব মুখ।
নকুল মাথয়ে ভস্ম মনে পায়্যা দুখ ॥
হত নাথা দ্রৌপদী মুখে কচ দিয়া যায়।
মঙ্গল হেতু ধৌম্য গান এই অভিপ্রায় ॥

পাণ্ডব যাইবে বনে সভাকার শোক।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে সর্বলোক॥
পাণ্ডব যাইতে বনে দেশে অমঙ্গল।
ধৃতরাষ্ট্র চিন্তাকুল ভাবিয়া বিকল॥
সভাপর্ব সায় হল্য কবিচন্দ্র কন।
গোবিন্দ সারথি যাদের তারা গেল বন
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপ অবতংস।
শ্রীমদন মোহন তাঁর শত্রু কর ধ্বংস॥
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর।
বনপর্ব ভারত কথা ইহার উত্তর॥
আগে মহারাজার নাম কবির নাম তবে।
যাবৎ চন্দ্র সূর্য ধরা তাবৎ কীর্তি রবে॥
গোপাল মঙ্গল মহাভারতের কথা।
শ্রীশ্রীগোপাল সিংহ রচাইল পোথা॥
ভাষায় ভারত গ্রন্থ গানের কারণ।
কবিচন্দ্রে মহারাজা করাল্য রচন॥

বনপর্ব

পাণ্ডবদের সহিত ব্রাহ্মণদের বন গমন

বনপর্ব চারুচিত্র যে করে শ্রবণ।
পাপ তাপ দূরে যায় না দেখে শমন॥
সুধা সম ভুবনে ভারত করি পান।
সর্ব পাপে মুক্ত অন্তে বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
জনমেজয় কহে মুনি করি নিবেদন।
পাশায় হার্যা বনে গেলা পিতামহগণ॥
বনে যায়্যা কিবা করিল কেবা গেল সাথে।
কি আহার কি আচার গুণাল্য কি রীতে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে রহিল কেমনে।
কহ কহ কৌতুক বড় আমার শ্রবণে॥
বৈশম্পায়ন কহে রাজা শুন জন্মেজয়।
পাশায় হারিয়া দৈবে ধর্মের তনয়॥
বহু কষ্টে কুন্তী মায় করিয়া সান্ত্বনা।
বিদুরের ঘরে রাখে করিয়া মন্ত্রণা॥
পঞ্চভাই দ্রৌপদী ইন্দ্রসেন ভৃত্যগণ।
সিংহদ্বারে উত্তরমুখে প্রবেশিলা বন॥
মহাজ্ঞানী ধৌম্য পুরোহিত গেলা সাথে।
রাজায় কয় তোমা ছাড়া নারিব থাকিতে॥
পাণ্ডব কাননে গেল শুনি পুরলোকে।
উচ্চস্বরে কান্দে সর্বে হল্য দারুণ শোক॥
ভীষ্ম বিদুর গৌতমে নিন্দা কর্যা সর্বে কয়।
ইহাদিগের মন্ত্রণাতে এতখানি হয়॥
শকুনি যাহার মন্ত্রী পাপ দুর্যোধন।
তার দেশে থাকিলে সর্বে হারাব জীবন॥
এত কহি গেল সভে যুধিষ্ঠির পাশে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া গদ গদ ভাষে॥
আমা সভায় রাখিয়া কোথায় কর্যাছ গমন।

যথা যাবে তথা যাব গানের কারণ ॥
কুরাজার দেশে বাস সমুচিত নয় ।
যেমন রাজার রীত প্রজা তেমন হয় ॥
পুষ্পে যেন অন্য দ্রব্য হয় সুবাসিত ।
সংসর্গেতে গুণ দোষ তেমন নিশ্চিত ॥

অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সঞ্জল্পা চ্চ
সহাসনাৎ ।
ধর্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে ন চ সিধ্যন্তি
মানবাঃ ॥

অসতের দর্শন স্পর্শন আলাপন ।
তাহার সহিত যেবা করয়ে ভোজন ॥
ধর্মাচার জনার হানি হয় সর্বক্ষণ ।
তব পদে মহারাজা করি নিবেদন ॥

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ
সমাগমাৎ ।
মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি
চোত্তমৈঃ ॥

নীচ সঙ্গে পুরুষের বুদ্ধিহীন হয় ।
মধ্যমে মধ্যম থাকে হ্রাস বৃদ্ধি নয় ॥
উত্তম সংসর্গেতে নির্মল হয় জ্ঞান ।
সর্বত্র পূজিত সেই সদা তার মান ॥
অতএব তোমার সঙ্গে মোরা সভে যাব ।
ছাড়্যা গেলে মহারাজা পরাণে মরিব ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির হাস্যমুখে কয় ।
এত স্নেহ মোরে মোর টুটা ভাগ্য নয় ॥
হস্তিনাপুরেতে সর্বে করহ গমন ।
ভীষ্ম বিদুর জননী সুহৃৎ করিব
পালন ॥
এত শুনি আর্তস্বর করি প্রজাগণ ।
পার্থ গুণ স্মরি যায় নিজ নিকেতন ॥
নিবর্ত দেখিয়া প্রজা সদা সাবধান ।
মহারাজ তৎক্ষণে ছাড়েন সেই স্থান ॥

শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপ গুণধাম ।
তস্য সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম ॥
নৃপতি আদেশে কৈল ভারত রচনা ।
সর্ব পাপে মুক্ত হয় শোনে যেই জনা ॥

যুধিষ্ঠিরের তাম্রস্থালী লাভ

গঙ্গাতীরে প্রণামাখ্য বট তরুবর ।
তার তলে উত্তরিল পাণ্ডুর কোঙর ॥
গঙ্গাজল পান করি নিশা কৈল পাত ।
উঠিয়া বসিলা সর্বে হইলা প্রভাত ॥
অষ্টাশীতি সহস্র দ্বিজ পাণ্ডব বার্তা
পায়্যা ।
বেদধ্বনি পাণ্ডব স্নেহে সভে আস্যে
ধায়্যা ॥
কোপীন বসন মাত্র ভালে উর্ধফোঁটা ।
শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ সভার মাথায় জটা ॥
ব্রত হেতু নখ শ্মশ্রু কর্য্যাছে ধারন ।
তাম্রবর্ণ অঙ্গ সভার সাক্ষাৎ তপন ॥
আসিয়া পার্থের পাশে দ্বিজ সব কয় ।
তোমার সঙ্গে বন যাবে কহিলাঙ নিশ্চয় ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির করে নিবেদন ।
রাজ্য গেল ধন নাই আমরা যাই বন ॥
বনেতে অনেক দোষ পাবে বহু ক্লেশ ।
নিবৃত্ত হইয়্যা গোসাঞি ফির্যা যাও
দেশ ॥
দুর্যোধনের কাছে যায়্যা করিব পালন ।
বঞ্চিত বিধাতা মোরে শুন বিপ্রগণ ॥
বিপ্র বর্গে কয় যেবা গতি তোমাদের ।
মহারাজ শুন সেই গতি আমাদের ॥
যুধিষ্ঠির কহে শুন দ্বিজ তপোধন ।
সভার চরণে আমি করি নিবেদন ॥
মৃগয়া কর্য্যা যত মৃগ আনিত যত ভাই ॥

তারা সভাই ক্লিষ্ট বড় তেঁঞ দুঃখ পাই।
বিপ্র কয় ভক্ষণ ভার তোমায় নাই দিব।
আনিব বনফল খায়্যা তোমার সঙ্গে
যাব॥
ধ্যান ধারণায় তোমার করিব মঙ্গল।
কথায় থাকিব সুখী না হয়্যা বিকল॥
রাজা কয় তোমাদের সংগে সুখে থাকি
বনে।
আপনারা ফল আন্যা খাবে দেখিব
কেমনে॥
ধিক দুর্যোধন বলি করয়ে রোদন।
জন্মেজয় রাজা প্রতি কয় বৈশম্পায়ন॥
এত বলি যুধিষ্ঠির পড়িলা ভূতলে।
অকস্মাৎ কদলী যেন পড়ে মহানীলে॥
হেনকালে শৌনক দ্বিজ আস্যা রাজায়
কয়।
কর্ম মূল শোক দূরে কর মহাশয়॥

শোকস্থান সহস্রানি ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন
পণ্ডিতম্।

শোক স্থান সহস্রানি ভয়ের স্থান শত।
মূঢ়কে প্রবেশ করে ছাড়িয়া পণ্ডিত॥
অনেক কহিয়া তবে পুনর্বার কয়।
সর্ব সিদ্ধি হব তোমার দূরে কর ভয়॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির কহে পুরোহিতে।
ব্রাহ্মণ না ছাড়ে মোরে কি দিব খাইতে॥
এত শুনি ধৌম্য ধ্যানে যুধিষ্ঠিরে কয়।
সূর্য আরাধন কর পাবে অন্ন কয়॥
আরাধনা বিধি ক্রমে সকল কহিল।
পূজা করি সূর্যে স্তব করিতে লাগিল॥

ত্বং ভানু জগতচক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্ব-
দেহিনাম্।

জগতের চক্ষু আত্মা দেব দেব ভানু।
চরাচর তিলেক না বাঁচে তোমা বিনু॥
এই স্তবে তুষ্ট হয়্যা দেব দিবাকর।
দরশন দিয়া কহে মাগ্যা লহ বর॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির কহে জোড় করে।
অনুবর দেহ মোরে বিপ্র সেবার তরে॥
তাম্রস্থালী দিয়া সূর্য কহে যুধিষ্ঠিরে।
কামধেনু সম পাত্র দিলাঙ তোমারে॥
যে কিছু দ্রৌপদী ইথে করিব রন্ধন।
যত দিবে তত হবেক অন্নাদি ব্যঞ্জন॥
চতুর্বিধ অন্ন হব তোমার মহানসে।
অক্ষয় সকল হব আমার আশিসে॥
যুধিষ্ঠির কিন্তু এক কহি বিবরণ।
যদবধি দ্রৌপদী না করিব ভোজন॥
এত বলি দিবাকর হল্য অন্তর্ধান।
বনপর্বে চিত্রকথা কবিচন্দ্রে গান॥

কৌরব সভায় ব্যাসের আগমন

বর পায়্যা যুধিষ্ঠির পরম আনন্দে।
ভ্রাতৃ ভার্যা সহিত পুরোহিত পদবন্দে॥
প্রতিদিন বিধিমত করায় রন্ধন।
বিপ্রবর্গ খাল্যে সর্বে করএ ভোজন॥
তারপর মহারাজা দ্বিজগণ সাথে।
কাম্যবন প্রবেশিল ফল ফুল যুতে॥
বরাহ গণ্ডার মহিষ পশু পক্ষ যত।
কাননে ভ্রমিয়া বোলে পরম অদ্ভুত॥
মুনি কয় কাম্য কানন পার্থ প্রবেশিতে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে ডাক্যা লাগিলা কহিতে॥
পাণ্ডব আমাদের কিসে ভাল হব ভাই।
বনে গেল পাণ্ডব চিন্তে বড় দুঃখ পাই॥
বিদুর কয় পূর্বে তোমায় কয়্যাছিলাঙ
আমি।

সব ভাল হব পুত্রে ত্যাগ কর তুমি ॥
ধৃত বলে তোর কথা নাই লাগে মনে।
পরের তরে নিজ পুত্র ছাড়িব কেমনে ॥
এখান হইতে তুঞ্রি হয়্যা যারে দূর।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র গেলা অন্তঃপুর ॥
বিদুর বেগে খুঁজ্যা খুঁজ্যা গেল
কাম্যবনে।
যুধিষ্ঠির বিদুরে দেখি বন্দিল চরণে ॥
জিজ্ঞাসিতে বিদুর সব কহিল কারণ।
তোমার হেলনে মরিব রাজা দুর্যোধন ॥
বিদুর যাইতে অন্ধ আসিয়া সভায়।
বিদুরে স্মরণ করি করে হায় হায়।
মূর্ছা হয্যা ভূতলে পড়িয়া পায়্যা জ্ঞান।
না বুঝিয়া ভাএর করিলাঙ অপমান ॥
সঞ্জএ পাঠায়্যা পুন বিদুরে আনাল্য।
প্রণমিতে কোলে লয়্যা কান্দিতে
লাগিল ॥
বিদুরে আসিতে দেখ্যা দুষ্ট দুর্যোধন।
কর্ণ শকুনিকে ডাক্যা কহিছে বচন ॥
দাসীপুত্র বেটা পাছে ভুলায়্যা রাজারে।
মন্ত্রণা করিয়া জানি আনে পাণ্ডবেরে ॥
যাবৎ না মন্ত্রণা করে হয় সাবধান।
আইলে পাণ্ডব আমি না রাখিব প্রাণ ॥
শকুনি কয় ব্যালিশমতি হলি জ্ঞান
হারা।
প্রতিজ্ঞা কর্যাছে পার্থ মধ্যস্থ আছি
মোরা ॥
দুর্যোধন কহে কর্ণ মামা কহে কিবা।
কর্ণ কহে তব হিত ভাবি রাত্রি দিবা ॥
একাইয়া চল সর্বে কাম্য বন যাব।
পাণ্ডবে বিনাশ করি বিবাদ ঘুচাব ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্বে যাতো কাম্যবন।

ব্যাস জানি আসি সর্বে করিল বারণ ॥
পাঁচে মারিবারে তারা পারে পাঁচ লক্ষ।
ত্রিভুবনে কেবা আছে কৃষ্ণ যার পক্ষ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ব্যাস কব হিত কহি আমি।
না বুঝ্যা পাণ্ডবে বন পাঠায়্যাছ তুমি ॥
ধৃত কয় পুত্রকে অনেক করিলাঙ
বারণ।
দৈবগ্রস্ত নাই শুনে আমার বচন ॥
পুত্রস্নেহ হেতু পুত্রে ছাড়া নাই যায়।
কি করি নিবেদন কৈলাঙ তোমার পায় ॥
ব্যাস কয় ভাল কহ পুত্রের পর নাই।
সুরভি আখ্যান পুত্র শোন মোর ঠাঞি ॥
ইন্দ্র পাশে সুরভি যায়্যা করিতে রোদন।
শক্র জিজ্ঞাসিতে সব কহিল কারণ ॥
কৃশ পুত্রের গলায় রজ্জু করিয়া বন্ধন।
বলবানের সঙ্গে বায় কৃষক দুর্জন ॥
ইন্দ্র কহে এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুত্র সভার মধ্যে অধিক দয়া কারে ॥
সুরভি কহেন শক্র নিবেদি চরণে।
পুত্র মধ্যে অধিক দয়া হয় মোর দীনে ॥
যেমন পাণ্ডুর সুত আমার তেমন বিদুর
তুমি।
তথাপি পাণ্ডুর পুত্রে ভালবাসি আমি ॥
অল্প কালে বাপ মল্য ছণ্ড পাঁচ ভাই।
বনে গেছে তাদের তরে পীড়া বড়
পাই ॥
অতএব পাণ্ডব সঙ্গে থাক সমভাবে।
আমার বচন রাখ বড় সুখ পাবে ॥
ধৃত কয় যদি দয়া আছে কৌরবেরে।
কৃপা করি শাসন কর আমার পুত্ররে ॥
ব্যাস কয় মৈত্রেয় জ্ঞানী আসিবেন
এথা।

যে কহিব তার বাক্য না করা অন্যথা ॥
এত বলি ব্যাসদেব গেলা যথাস্থান ।
বনপর্বে ভারত কথা কবিচন্দ্র গান ॥

কৌরব সভায় মৈত্রেয়ের আগমন

মৈত্রেয় আসিতে রাজা করিয়া তাহার পূজা
কহে কোথা হত্যে আগমন ।
বহুত পুণ্যের ফলে দরশন মোরে দিলে
আজি মোর সার্থক জীবন ॥
পুণ কান্দ্যা রাজা কয় শোন মুনি মহাশয়
পাণ্ডবের ভাল মন্দ জান ।
বাছা সব গেছে বনে বাঁচিব তারা কেমনে
তাদের তরে কাঁদে সদাপ্রাণ ॥
মৈত্রেয় রাজারে কয় শোন কুরু মহাশয়
তীর্থযাত্রা করিতে ভ্রমণ ।
প্রবেশিতে কাম্যবন যুধিষ্ঠির জটাজিন
দেখিলাঙ কর্যাছে ধারণ ॥
ছাড় পঞ্চপাণ্ডব ভাল নহে এসব
তস্য পিতা ছিল মহারাজ ।
দুষ্ট পুত্রের বচনে ধর্মধীর পাণ্ডব বনে
ভাল নহে কর্যাছ কুকাজ ॥
মৈত্রেয় দুর্যোধনে কয় হেন কর্ম উচিত নয়
পাণ্ডবের সঙ্গে প্রীত কর ।
এখানে হইতে যাত্যে কাম্যবন প্রবেশিতে
কির্মীর বধিল ভীম বীর ॥

বকাদি জরাসন্ধ বীরে অবহেলে ভীম মারে
মৃত্যু বশ না হয়্য রাজন ।
মৈত্রেয়ের কথা শুনি দুর্যোধন দুষ্ট জ্ঞানী
করে উরু করয়ে তাড়ন ॥
শাপ দিয়া মৈত্রেয় যায় ধৃতরাষ্ট্র ধরি পায়
সান্ত্বনা করিয়া তারে কয় ।
কেমনে কির্মীর শূর বধিল ভীম মহাবীর
বিবরিয়া কহ মহাশয় ॥
মৈত্রেয় কহিছে পুন না শুনিব দুর্যোধন
আমি গেলে বিদুর কহিব ।
তুমি ভালবাস মোরে আস্যাছিলাঙ ভালর তরে
আমি এথা আর না থাকিব ॥
এত বলি মুনি যায় অন্ধ করে হায় হায়
বিদুর যত কহে বিবরণ ।
শুনি সর্বলোকে কয় যুধিষ্ঠির ধর্ম ময়
না বুঝি পাঠালে সভে বন ॥
শ্রীগোপাল সিংহ গজপতি শুদ্ধ সত্ত্ব মহামতি
সঙ্গীত বিলাসী গুণবান ।
পায়্যা তাহার আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভাষে
বনপর্ব অমৃত সমান ॥

কির্মীর বধ

বিদুর কহে এখান হত্যে তিন রাত্রি বই ।
কাম্যকে পাণ্ডব গেলা শুন রাজা কই ॥
অর্ধরাত্রে বনে যাত্যে মানুষগন্ধ পায়্যা ।

কির্মীর দুরন্ত রাক্ষস বেগে আস্যে ধায়্যা ॥
বায়ু বেগে বন বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে।
কদলির বন যেন পড়ে দারুণ ঝড়ে ॥
রাক্ষসের মায়া করি করে ঘোর শব্দ।
বনচর যতেক শুনিয়া হল্য স্তব্ধ ॥
পাণ্ডবে দেখি বনপথ করিল বারণ।
তা দেখি বিস্ময় ভাবে ধর্মের নন্দন ॥
রক্ষাগ্নি মন্ত্রেতে ধৌম্য মায়া দূর কৈল।
মহারাজা রাক্ষসে দেখ্যা কহিতে লাগিল ॥
কে তুমি কি কার্য তোমার কহ মহাশয়।
বক ভ্রাতা কির্মীর নাম দিলাম পরিচয় ॥
মনুষ্য আহার করি থাকি এই বনে।
কি নাম তোমার বনে মরিতে আল্যা কেনে ॥
হাসিয়া তখন রাজা কহে যুধিষ্ঠির।
ভীমার্জুন নকুল সহদেব ভাই রণধীর ॥
পাণ্ডব তনয় পঞ্চ আস্যাছি কাননে।
পথ ছাড়্যা দেহ রক্ষ শুনহ বচনে ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা রাক্ষস কোপে জ্বলে।
মোর ভাগ্যে ভীম বিধি আন্যা দিলেক কোলে ॥
পৃথিবী ভ্রমণ কর্যা নাই পাল্যাঙ যারে।
বক নামে ভীম মোর মারে সহোদরে ॥
হিড়িম্ব আমার সখা বধিয়া তাহারে।
তার ভগিনী হিড়িম্বারে বলে বিভা করে ॥
ভীমে খায়্যা আজি যত ঘুচাইব শোক।
যুধিষ্ঠির বলে তবে গেলি যমলোক ॥
তবে ভীম দশ বেউ বৃক্ষ উপাড়িয়া।
হাতে করি যত পত্র পেলিল মুছিয়া ॥
অর্জুনে বারণ করি বীর বৃকোদর।
গাছ পেলে রাক্ষসের মাথার উপর ॥
বজ্রতুল্য বৃক্ষাঘাতে কির্মীর মোহ পায়।
পাইয়া চেতনা পুন ভীম পানে ধায় ॥
বাম পাদে ভীম তারে ঠেলিয়া পেলিল।
বৃক্ষ লয়্যা রক্ষ পুন ধাইয়া আইল ॥
দুই বীর বন বৃক্ষ লয়্যা দোঁহে হাথে।
যুদ্ধ করে যেন মত্ত হস্তিতে হস্তিতে ॥
শিলা যুদ্ধ তারপর করে পরস্পর।
কুপিয়া কির্মীর বীর ধাইল সত্বর ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে বৃষভের মত।
করয়ে দারুণ রণ পরম অদ্ভুত ॥
কেশাকেশি নখানখি দশনে দশনে।
লোমহরিষণ যুদ্ধ দেখে সর্বজনে ॥
দুই হাতে ধর্যা তারে ভীম পেলে দূরে।
পড়িয়া কির্মীর বীর মহাশব্দ করে ॥
ক্রোধ করি বৃকোদর ধরি মধ্যদেশে।
চণ্ডবায়ু বৃক্ষ যেন ঘুরায় আকাশে ॥
মরিনু মরিনু বলি ধরিবারে যায়।
সূর্য ধরিবারে যেন রাহুগ্রহ ধায় ॥
কটি দেশে জানু দিয়া গলে দিল ভর।
বদনে রুধির বহে মল্য নিশাচর ॥
ভীম কহে হিড়িম্বের কর উপকার।
এত বলি ভূমে পুণ মারিল আছাড় ॥
বকের সঙ্গেতে শীঘ্র দেখা কর গিয়া।
বীর ডাক ডাকে ভীম রাক্ষসে মারিয়া ॥
যুধিষ্ঠির কোলে করি করিয়া চুম্বন।
প্রশংসা অনেক ভীমে কৈল দ্বিজগণ ॥
পথে পড়্যা আছে কির্মীর দেখিলাঙ নয়ানে।
তারপর যুধিষ্ঠির গেলা দ্বৈত বনে ॥
বিদুরের মুখে এত শুনি বিবরণ।
ধৃতরাষ্ট্র নিঃশ্বাস ছাড়ে পুত্রের কারণ ॥

পাণ্ডবের শুনি জয় ভীষ্ম দ্রোণের
আনন্দ।
দুষ্ট হয় ছাড়্যা দ্বিজ কহে কবিচন্দ্র॥

কৃষ্ণের কাছে দ্রৌপদীর ক্ষোভ

বৈশম্পায়ন কহে শুন রাজা জন্মেজয়।
বনপর্বে চিত্রকথা শোন মহাশয়॥
পাণ্ডব গেছয়ে বন শুন্যা বৃষ্ণি গণে।
কৃষ্ণ সঙ্গে বন্ধুবান্ধব সভে আস্যা বনে॥
যথাযোগ্য পরস্পর করিল সম্ভাষণ।
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কিছু কহিছে বচন॥
দুর্যোধন শকুনি কর্ণ দুষ্ট দুঃশাসন।
চারিজনার শোনিত ভূমি করিব সুখে
পান॥
অভিষেক তোমার করিব হস্তিনায়।
হায় মরি আমা হত্যে একি দেখা যায়॥
ক্রোধ দেখি কৃষ্ণে জিষ্ণু করিল সান্ত্বনা।
তোমার ক্রোধের পাত্র আছে কোন
জনা॥
বৈশম্পায়ন বলে তবে ক্রোধিত অন্তরে।
অশ্রুমুখে দ্রৌপদী কথা কহিছে
কৃষ্ণেরে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
যে তোমার সব ছাড়্যা তারা এসো বন॥
সংসারের মধ্যে মোরা স্ত্রিয়া কেবা
আছে।
লাজ খায়্যা শুন কৃষ্ণ কই তোমার
কাছে॥
একবস্ত্রা রজস্বলা সমাজে লইয়া।
কুরু সব ইঙ্গিত করে ঈষৎ হাসিয়া॥
দাসী ভাবে দুর্যোধন বলয়ে আমারে।
কি দেখ ভজহ মোরে ছাড়িয়া পতিরে॥

ধিক ধিক ভীমের বল পার্থের জীবন।
অল্পবল ভার্যায় রাখে কর্য়া প্রাণপণ॥
কুলজা পাণ্ডব প্রিয়া পাণ্ডু বধূ মোরে।
কচে ধরি স্বামী সভার অগ্রে লাথি মারে॥
এত বলি বসনে মুখ করি আচ্ছাদন।
অভিমানে যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন॥
স্তনদ্বয় বাহিয়া পড়ে অশ্রুবিন্দু।
ক্রোধে কয় পুন বাড়িয়াছে শোকসিন্ধু॥

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রান চ
বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন॥

পতি পুত্র নাই মোর ভ্রাতৃবন্ধু জন।
তোমার চরণে হরি করি নিবেদন॥
এইরূপে অনেক কৃষ্ণে কহিলা পাঞ্চালী।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে বনমালী॥
দুঃখ পায়্যা তুমি যেমন করিছ রোদন।
এমনি কান্দিব যত কুরু নারীগণ॥
অচিরাৎ অর্জুন বাণে গো সভাই
মরিব।
আমার যাবৎ সখ্য সহায় করিব॥
সত্য বই মিথ্যা নহে মোর কভু বাণী।
যুধিষ্ঠির হইব রাজা তুমি হবে রাণী॥
দ্রৌপদীরে অর্জুন তবে করিল সান্ত্বনা।
কুরুবংশ বধিয়া সভার ঘুচাব যন্ত্রণা॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি বীর কহে তারপরে।
ভীষ্মে আদি বীর মোরা বধিব সমরে॥
কৃষ্ণ কহে দ্বারকায় থাকিতাও যদি
আমি।
তবে নাকি এত দুঃখ পাঅ দাদা তুমি॥
পুরী প্রবেশিতে যবে কহিল আমারে।
শুনিয়া তখ রায় আস্যাও তোমার
গোচরে॥

যুধিষ্ঠির কহে কোথা গিয়াছিলে তুমি।
কৃষ্ণ কহে শাল্ব যায়্যা বধিলাঙ আমি॥
শাল্ব যুদ্ধ বিবরিয়া কহিলা যুধিষ্ঠিরে।
শুনিয়া বিস্ময় হল্য সভার অন্তরে॥
তারপর পাণ্ডবের লয়্যা অনুমতি।
সুভদ্রা অভিমন্যু সঙ্গে দেব যদুপতি॥
বিমানে চাপিয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায়।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সর্বে বড় পীড়া পায়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীসুত করিয়া গ্রহণ।
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করিলা গমন॥
পাণ্ডবে দেখিতে যত রাজা আস্যাছিল।
রাজার অনুমতি পায়্যা সভে দেশে গেল॥
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গে কহে তারপরে।
বার বৎসর থাকিতে হবেক বনের ভিতরে॥
এক ঠাঁঞে চিরকাল বাস ভাল নয়।
দ্বৈতবনে গেলা তবে পাণ্ডব তনয়॥
নন্দন বিপিন সম বটে সেই বন।
যুধিষ্ঠিরে বিড়িল আস্যা যতেক ব্রাহ্মণ॥
সিদ্ধচারণ সর্বে আল্যা দরশনে।
প্রণমিয়া পার্থ ভায়ে বসাল্য আসনে॥
ফল মূল দ্বিজগণে করাল্য ভোজন।
ধৌম্য যজ্ঞ করে রাজার মঙ্গল কারণ॥
হেনকালে মার্কণ্ডেয় আল্যা সেই স্থানে।
বনপর্ব সুধাসম কবিচন্দ্র ভণে॥

দ্রৌপদীর খেদ

রাজা যুধিষ্ঠিরে দেখি মুনি তপোধন।
রাম রাম পুনঃ পুনঃ করএ স্মরণ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিতে কহিছে মুনিবর।
পিতৃবাক্যে গেছিলা রাম কানন ভিতর॥
তোমারে দেখিতে তাহা হইল স্মরণ।
কহিয়া অনেক কথা মুনি গেলা বন॥
মন দিয়া তারপর শুনহ রাজন।
জন্মেজয় বলে কহ বৈশম্পায়ন॥
ব্যাসদেব নারদাদি আল্যা সেই স্থানে।
পাণ্ডব দ্রৌপদী সঙ্গে বসিল আসনে॥
দ্রৌপদী সভার মধ্যে যুধিষ্ঠিরে কয়।
দুষ্ট দুর্যোধন পাপী কঠিন হৃদয়॥
সর্বস্ব লইয়া ছলে পাঠাইল বনে।
চীরবাস তব দুঃখ দেখি কাঁদে মোর প্রাণে॥
ইঙ্গিতে ভাই সভে তুমি যদি আজ্ঞা কর।
নিমেষে বাঁধিতে পারে কুরু সৈন্য সাগর॥
ধর্ম মূল যাজ্ঞসেনী ক্রোধ ভাল নয়।
ধর্মেতে থাকিলে তার ধর্ম করে জয়॥
দ্রৌপদী কহেন রাজা নিবেদি চরণে।
কোন কার্য সিদ্ধ নয় বিনা কর্ম বিনে॥
অতএব যে পুরুষ কর্ম নাই করে।
আম ঘট জল স্পর্শে যেন নষ্ট করে॥
তিলেতে থাকয়ে তৈল দুগ্ধে থাকে গবি।
উদ্যোগ বিনে না পায়্যা যায় মনে দেখ ভাবি॥
যজ্ঞ বিনা যজ্ঞফল পায়্যা নাই যায়।
নিবেদন মহারাজা করি তব পায়॥
কার্যসিদ্ধ পুরুষে প্রশংসা সভে করে।
অসিদ্ধ পুরুষে কেহ নাই সমাদরে॥
শীঘ্র কর্মা পুরুষের সদা হয় জয়।
অলস পুরুষে কিছু ফল নাই হয়॥

বৈশম্পায়ন মুনি কহে যাজ্ঞসেনীর
কথা।
শ্বাস ছাড়ি পার্থে ভীম কহিছে বারতা॥
কূটবাদী অধর্মে নিলেক মোদের রাজ্য।
তাহারে বধিতে কিছু না হব অকার্য॥
ভয় নাঞি যুদ্ধ কর দুর্যোধন সনে।
ছলে দৈত্য যিনি রাজ্য নিল দেবগণে॥
যুধিষ্ঠির বলে ইহা করিতে নারিব।
সত্য লঙ্ঘন পাপ হত্যে কেমনে তরিব॥
ভীম কয় সকলের প্রতিবিধি আছে।
শত্রু মারি যজ্ঞে পাপ বিনাশিব পাছে॥
এত শুনি মহারাজা ভীম বীরে কয়।
একালে করিলে যুদ্ধ জয় নাই হয়॥
কৃপাচার্য অশ্বত্থামা ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
সর্বে শাস্ত্র বিশারদ দুষ্ট দুর্যোধন॥
অন্য যতেক রাজা দুর্যোধনের বশ।
প্রাণপণে যুঝিবেক না পাইবে যশ॥
কর্ণকে স্মরণ করি মোর নিদ্রা নাই।
তাতে হেন দশা মোদের করিল
গোসাঞি॥
একথা শুনিয়া ভীম কিছু নাই বলে।
ব্যাসদেব সেই স্থানে আল্যা হেনকালে॥
ব্যাস কয় আল্যাঙ [কহ] তোমার হৃদয়।
ভীষ্মাদি হইতে তোমার নাই কিছু ভয়॥
প্রতিস্মৃতি বিদ্যা তুমি করহ গ্রহণ।
সে বিদায় অর্জুনে তুষ্ট হব দেবগণ॥
সদাশিব পুজো করিয়া ধনঞ্জয়।
সকল হইব ভাল কবিচন্দ্র কয়॥

অর্জুনের তপস্যা

বনপর্ব চিত্রকথা বৈশম্পায়ন কয়।
শুনে রাজা জন্মেজয় পুলকাঙ্গ হয়॥
প্রতিস্মৃতি বিদ্যা ব্যাস অর্জুনেরে
দিল।
হিমালয় পর্বতে অর্জুন বীর আল্য॥
বিপ্র বেশে আল্যা তথা দেব পুরন্দর।
তব পিতা ইন্দ্র আমি শুন বীরবর॥
মাতুলির রথে চাপ্যা যায়্য আমালয়।
হর আরাধিতে কয়্যা গেল হরিহয়॥
কৈলাসের উপবনে দিব্য সরোবর।
তাহাতে শিবের পুজো করে ধনুর্ধর॥
বনফুলের মালা গাথে শ্রীমালের দল।
একভাবে শিবের সেবা করে মহাবল॥
নিরাহারে সেবে গৌরীনাথের চরণ।
কৈলাসে জানিয়া ওথা দেব ত্রিলোচন॥
দুর্গা কিরাতিনী শিব কিরাত বেশেতে।
শুকর তাড়ায়্যা আনে ধনুর্বান হাতে॥
পদাঙ্গুষ্ঠে ভর করি ধনঞ্জয় থাকে।
কিরাতের বেশে হর দেখা দিলা তাকে॥
মূক নামে দনুর পুত্র বরাহ মূর্তি ধরে।
বিনাশ করিতে বীর ধায় অর্জুনেরে॥
গাণ্ডীবেতে শর জুড়ি কহেন শুকরে।
মিনি অপরাধে কেনে পীড়া দেহ
মোরে॥
অর্জুন দিলেক তাড়া কিরাতের সাথে।
না মার না মার বল্যা ডাকিছে কিরাতে॥
কেহ নাঞি শুনে মানা দোঁহে ধনুর্ধর।
বরাহ উপরে বাণ মারে পরস্পর॥
তারে মের্যা বীরার্থ হইলা দুই বীরে।
ত্রিকালে রাক্ষস মূর্তি সেই বীর ধরে॥
কিরাতে অর্জুন বলে তুমি বঠ কে।
ঘোরে বনে নারী সনে পরিচয় দে॥
অর্জুন আমার নাম দ্বিতীয় ভাস্কর।
গাণ্ডীব ধনুক মোর অগ্নিতুল্য শর॥

এত শুনি কিরাত হাসিয়া তারে কয়।
সর্বে জানে মোর বল কারে মোর ভয়॥
একা বনে ভ্রম কেনে শুন আরে খর্ব।
না পালাল্যে আজি রণে ঘুচাব তোর গর্ব॥
কিরাত বলেন আমি না হব বিমুখ।
কেমন বীর বান মার পাতি মোর বুক॥
এত শুনি কিরাতিনীয়ে কহে ধনঞ্জয়।
মোর বান বাজিলে বুড়া যাব জমালয়॥
কিরাতিনী বলে বীর মো হতে কি হয়।
উ পুরুষ স্বতন্তর কার বশ নয়॥
মহাকোপে আকর্ণ পূরিয়া ছাড়ে বাণ।
কিরাতের বুকে বাজ্যা হল্য খান খান॥
পার্থ কহে মোর বাণে পর্বত বিদারে।
সহিলি এমন বাণ সাবাস তোমারে॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি দোঁহে ধনুর্ধর।
পর্বত উপরে যেন বর্ষে জলধর॥
নারাচ এড়িয়া বলে কিরাত সামাল।
পার্থের নারাচ কিরাত বুক পাত্যা নিল॥
তূণপূর্ণ ছিল যত অর্জুনের বাণ।
মহাকোপে এককালে পূরিল সন্ধান॥
কিরাতের বুকে বাজ্যা ব্যর্থ হল্য বাণ।
সসিন্ধ কানন গিরি নাঞি ধরে টান॥
মহাবীর অর্জুন ভাবয়ে মনে মনে।
মোর বাণ কে সহিতে পারে শিব বিনে॥
বুকে ঠেক্যা বাণ ভাঙে পার্থের বিস্ময়।
ছলা কর্যা ছলে মোরে রুদ্র পাছে হয়॥
কিরাত অর্জুনে দেখ্যা ছাড়ে হুহুঙ্কার।
মহাকোপে ধনঞ্জয় ডাকে মার মার॥
তূণেতে নাহিক তীর হইল কাতর।
কবিচন্দ্র বলে বীর ধরিল পাথর॥

শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ মোরে আদেশিল।
মহাভারতের কথা পয়ারে রচিল॥

কিরাতার্জুন যুদ্ধ

গাছ পাথর পেলে পার্থ কিরাত উপরে।
বুক নাঞি হেলে বৃদ্ধে যেমন ভূধরে॥
ধনুক গলায় দিয়া ট ন্যা আনে তায়।
মুষ্টি খায়্যা ছাড়াইয়া কিরাত পাছনায়॥
মুষ্টি মুষ্টি যুঝে দুঁহে কেহ নহে কম।
বুকে বুকে বাজে যেন দামামা দম দম॥
মহাকোপে অর্জুন মারয়ে কিরাতেরে।
কিরাত কোপিয়া কিল মারে অর্জুনেরে॥
মাথায় মারিল কিল ঠেল্যা পেলে তাকে।
ধরণী লোটায় পার্থ মহেশের কোপে॥
পড়িল অর্জুন ভূমে ধরণী লোটায়।
তা দেখিয়া ভবানী করেন হায় হয়ে॥
ভবানী বলেন প্রভু করি নিবেদন।
নিরাহারে সেবে বীর তোমার চরণ॥
কিরাতের বেশে ভাল বর দিতে আল্যে।
কহ দেব কি লাগিয়া অর্জুনে মারিলে॥
ভকত বৎসল তোমা বলে কোনজন।
আর না ভজিব কেহ তোমার চরণ॥
গৌরী বলে তব যুদ্ধে পার্থ যদি মরে।
হইব হাস্যসপদ সকল সংসারে॥
গোবিন্দের সখা বীর কুন্তীর নন্দন।
ক্রোধ ছাড় দয়া কর দেব ত্রিলোচন॥
গৌরী বাক্য শুনি শিব হাসিতে লাগিল।
কৃপাদৃষ্টে চাহিতে বীর পরাণ পাইল॥
কিরাতে অর্জুন বলে পাইয়া চেতনা।
আমার হাতেতে আজি তোমার মরণ॥
আগে আমি পূজি গৌরীনাথের চরণ।

তবে তোরে পাঠাইব যমের সদন ॥
এত বলি ধনঞ্জয় সরোবরে যায়।
কবিচন্দ্র রচে দ্বিজ বসুদেব গায় ॥

অর্জুনের শিব পূজা

ধনঞ্জয় পূজা করে দেব দেব পরাৎপরে
স্নান করি তীর্থ সরোবরে।
শ্রীফল সহিত মালা হাথে লয়া কুন্তীবালা
ভাবে দেই মহেশের শিরে ॥
আঁখি মুদি ভাবে ভবে আর দয়া হবে কবে
ঘোর বনে করহ উদ্ধার।
প্রতিজ্ঞা কর‍্যাছি অদ্য কিরাতে মারিব সদ্য
পাদপদ্ম ভরসা তোমার ॥
পুষ্পমালা নাই দেখি ছল ছল করে আঁখি
প্রভুর শিরের মালা গেল কোথা।
ডুবিল আমার নাম সদাশিব হল্যে বাম
হেন বুঝি বাঞ্ছিত বিধাতা ॥
পার্থ করে হায় হায় কিরাতের পানে চায়
সেই মালা কিরাতের গলে।
ধায়্যা গিয়া ধরে পায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
বাহু ধর‍্যা শিব করেন কোলে ॥
নীচ বেশে আল্যে তুমি চিনিতে নারিলাম আমি
তব অঙ্গে মারিলাম বাণ।
কি হবে আমার গতি ভোলানাথ ভূতপতি
পদ তলে তেজিব পরাণ ॥

প্রবোধ করিয়া তারে মহেশ করেন কোলে
পার্বতী ঝাড়িল অঙ্গধূলি।
আইলাম এই বনে বর দিতে দুইজনে
শুন ধনঞ্জয় তোরে বলি ॥
পয়ারে ভারথ পুঁথি আদেশিলা নরপতি
গোপাল সিংহ মল্লবংশধর।
চক্রবর্তী মনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত গাইলা শংকর।

অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ

বৃষের উপরে শিব শিরে শোভে গঙ্গা।
চতুর্ভুজ হল্যা হর গোরী আধ অঙ্গা ॥
অর্জুন দেখিল রূপ ভবানী শংকর।
কর জোড়ে স্তব করে ইন্দ্রের কোঙর ॥
ভবানী রমনী যার পুত্র গজানন।
বৃষভ বাহনে সদাশিবে নম নম ॥
তোমায় ॥
বাণ মারিলাঙ মোর কিবা হবে গতি।
এত বলি পড়ে পার্থ লোটাইয়া ক্ষিতি ॥
অর্জুনে করিয়া কোলে কহে ত্রিনায়ন।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ হইল সমান ॥
বুঝিনু তোমার মন ছাড়হ ভাবনা।
মোর মনে ছিল সাধ যুদ্ধের বাসনা ॥
পশুপতি রুদ্র অস্ত্র দিলেন অর্জুনে ॥
কৈলাসেতে গেলা রুদ্র পার্বতীর সনে ॥
বনপর্বে চিত্রকথা সুধার সমান।
কবিচন্দ্র [রচে] দ্বিজ বসুদেব গান ॥

অর্জুনের প্রতি উর্বশীর অভিশাপ

মাতুলি আনিল রথ পার্থ চাপে তাক্ষে।
গেলেন অমরাবতী ইন্দ্রের সাক্ষাতে ॥

ইন্দ্রে নতি করি স্তব নত দেবগণে।
পুত্র কোলে দেবরাজ বৈস্যে একাসনে॥
ইন্দ্র যম বরুণ হত্যে দেব অস্ত্র পাল্য।
পঞ্চ বৎসর স্বর্গপুরে অর্জুন রহিল॥
ইন্দ্রের সভায় সর্বে হল্য আস্যা জড়।
বসিলেন দেবগণ সভা হল্য বড়॥
গন্ধর্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
পঞ্চচূড়া মেনা নাচে উর্বশী কিন্নরী॥
দেবের সমাঝে নাচে নানা ভঙ্গী করি।
উর্বশীর রূপে সভা করে স্বর্গপুরী॥
উর্বশী মোহিত হল্য দেখিয়া অর্জুনে।
অর্জুন হাসিল চায়্যা উর্বশীর পানে॥
সভা ভাঙ্গ্যা দেবগণ গেলা নিজঘরে।
উর্বশীয়ে পাঠাল্য ইন্দ্র অর্জুন গোচরে॥
পালঙ্কে শুইয়া পার্থ কপাট দুয়ারে।
হস্ত দিতে কপাট খসে প্রবেশিল ঘরে॥
বত্রিশ কলায় যেন শোভিত চন্দ্রমা।
উর্বশী দাণ্ডাল্য যেন কাঞ্চন প্রতিমা॥
গা তুলিয়া পার্থ বলে কি হেতু গমন।
বিস্ময় লাগিল মনে কহ প্রয়োজন॥
উর্বশী বলে চায়্যাছিলে মোর পানে।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল ভোগের কারণে॥
অর্জুন বলে চায়্যাছিলাঙ তোমার পানে।
পুরুবংশের মাতা তুমি শুন্যাছি শ্রবণে॥
পুরুবংশ কালে ধ্বংস অনেক হয়্যাছে।
নোতুন যৌবন তোমার তেমনি রয়্যাছে॥
রূপবতী নারী মধ্যে তুমি অগ্রগণ্য।
তুমি গুরুবত মোরে ভৃত্য কর‍্যা মান্য॥
গুরুর ন্যায় মোরে বলিলি জ্ঞান হত।
মোরে লয়্যা ক্রীড়া করে পুরুবংশ যত॥
মোরে লয়্যা ক্রীড়া কর ইথে দোষ নাঞি।
রসিক রসাল বল্যা আলাঙ তব ঠাঁঞি॥
তোমার চঞ্চল চক্ষু কন্দর্পের সার।
বাজিয়া আমার তনু হৈল্য জরজর॥
উর্বশী বলেন বীর কর অবধান।
কামানলে দহে তনু রতি দেহ দান॥
অর্জুন বলেন অপরাধ কর ক্ষমা।
শিরে পদ দেহ তুমি কুন্তী মাদ্রীসমা॥
উর্বশী কাঁপিয়া কোপে অর্জুনেরে কয়।
নপুংসক হঅ বল্যা গেল নিজালয়॥
পার্থের শাপ চিত্রসেন কহেন শক্রেরে॥
শাপ দূর কর শক্র কহে উর্বশীরে॥
দিয়াছে অনেক দুঃখ কোপে দেবী কয়॥
বৎসরেক নপুংসক হবে ধনঞ্জয়॥
দেবরাজ বলে পার্থে না ভাবিহ ক্লেশ।
অজ্ঞাত বৎসরে হবে নপুংসক বেশ।
বনপর্বের চিত্রকথা শুনে কর্ণপুটে।
কবিচন্দ্র বলে যমের জানা নাঞি ঘটে॥

নল দময়ন্তী উপাখ্যান

বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয়।
কাম্যবনে যুধিষ্ঠিরে বৃকোদর কয়॥
ক্ষেত্রিদের ধর্ম নয় ভ্রম্যা বুল কেন।
শত্রু বধ করি বস্য রাজ সিংহাসনে॥
ধীরমতি হঅ ভাই যুধিষ্ঠির বলে।
বিনাশ করিব শত্রু তেরো বৎসর গেলে॥
হেনকালে আল্যা তথা বৃহদশ্ব মুনি।
পাদ্যাসন দিয়া তারে কহে নৃপমণি॥

এমন দুর্গতি কার দেখ্যাচ নয়ানে।
মুনি বলে বড় দুঃখ নল পাল্য বনে॥
পুষ্কর নামেতে তার সহোদর ছিল্য।
কপট পাশায় নল রাজারে হারাল্য॥
ভার্য্যা সঙ্গে দেশ ছাড়্যা রাজা গেল বনে।
বেথা পাবে তার কথা শুনিলে শ্রবণে॥
চারি ভাই দ্রুপদজা সঙ্গেতে তোমার।
বনবাসে মুনি সঙ্গে দ্বাদশ হাজার॥
রাজা বলে মুনিবর তব মুখে শুনি।
কেন বনে দুঃখ পাল্যা নল নৃপমণি॥
মুনিবলে॥
নৈষধ দেশের রাজা বীরসেন নাম।
তস্য পুত্র নল হল্য সর্ব গুণ ধাম॥
অক্ষবিদ্যা জানে রাজা অক্ষৌহিনী পতি।
কামের সমান রূপ বঠে নরপতি॥
বিদর্ভ নগরে ভীষ্মক নামে রাজা ছিল্য।
দমন মুনিরে সেব্যা কন্যা পুত্র পাল্য॥
দময়ন্তী নামে তার আগে হল্য কন্যা।
রূপে তিন লোক মোহে লক্ষ্মীরূপা ধন্যা॥
চাঁদের সমান মুখ মৃদুমন্দ হাসি।
দূরে হতে দেখি যেন বিদ্যুতের রাশি॥
দমন্তীরে কহে কেহ নল রূপরাশি।
দমন্তীর রূপ কেহ নলে কহে আসি॥
নৈষধ সেনার সঙ্গে মৃগয়া কারণে।
রাজার মজিল চিত দেখি হংসগণে॥
দেখিয়া সোনার হংস নল রাজা ধরে।
সুজনাগণ বন্দী হল্য সর্বে গেল ঘরে॥
প্রসব হয়্যাছে মোর [তনয়] বাসায়।
তারে কে আহার দিবে কে পালিবে তায়॥

জননী আমার জরা কে পালিবে তারে।
অপর তনয় নাই ছাড়্যা দেহ মোরে॥
মোরে বধি কি তব হইবে উপগারে।
আমি জিলে দময়ন্তি মিলায়্যা দিব তোরে॥

দময়ন্তীসকাশে ত্বাং কথায়িষ্যামি নৈষধ।
যথা তদন্যং পুরুষং ন সাকাঙ্ক্ষতি কর্হিচিৎ॥
তব চৈব যথা ভার্যা ভবিষ্যতি তথাঽনঘ।
বিধস্যোমি নর ব্যাঘ্র! সোঽনুজানাতু মাং ভবান্॥

ধর্মবীর নল রাজা দ্বিজে ছাড়্যা দিল।
বিদর্ভ নগরে হংস যূথ সঙ্গে গেল॥
দময়ন্তী সখী সঙ্গে অতিবেগে ধায়॥
দেখিয়া সোনার হংস ধরিবারে যায়॥
হংস ধরিতে সতী ধায় পালাইল তারা।
সুজনাগণ নামে হংস দেবে দিল ধরা॥
হংস বলে তোর সম রূপবতী নাঞি।
তব যোগ্য নল রাজা নির্মাল্য গোসাঞি॥
হংস প্রতি রূপবতী মোহ পায়্যা বলে।
মোর কথা সময়ে কহিবে তুমি নলে॥
দময়ন্তী বরিল হংস নলে কন্যা গেলা।
নল নামে উঠে সদা অনঙ্গের জ্বালা॥
ভূতলে শয়ন অন্ন জল নাঞি খায়।
কার কথা নাঞি মানে কাদিয়া গুঙায়॥
সখি যত অবিরত নিন্দা করে তারে।
দমন্তীরে বিপ্র যত কহিল রাজারে॥
ভীম রাজা দেশে দেশে দূত পাঠাইল। *
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে রাজা শত আল্য॥

নারদে পূজিয়া জিজ্ঞাসয়ে শচীপতি।
রাজা সব ॥
যুদ্ধে কাটা গেলে হয় আমার অতিথি ॥
নারদ বলেন শক্র সভাই মাত্যাছে।
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে রাজা যত আছে ॥
ইন্দ্র যম বরুণ অগ্নি চলে স্বয়ম্বরে।
দেবগণ নলে দেখ্যা পড়িল ফাফরে ॥
রথোপরি নলে দেখ্যা দেবগণ ভাবে।
তথাপি কন্যার হাতে মালা কেবা পাবে ॥
নল রাজায় ডাকিয়া কহিছে শচীপতি।
দূত হয়্যা কন্যার কাছে যাহ নরপতি ॥
রাজা কহে আমিহ আস্যাছি স্বয়ংবরে।
দুয়ারে দুয়ারীগণ কন্যা অন্তঃপুরে ॥
যম বরুণ ইন্দ্র অগ্নি বাট আমি।
চারি দেবের কথা রাজা তারে কবে
তুমি ॥
এত বলি ইন্দ্র তারে লুকি বিদ্যা দিল।
কেহ না দেখিতে পালা অন্তঃপুরে
গেল ॥
নলে দেখি দময়ন্তী মুরছিত হইল।
প্রিয় সখীগণ তারে চেতন করাল্য ॥
বদনে বসন ঝাঁপি যতেক সুন্দরী।
নল কে ছলনা করে লজ্জা পরিহরি ॥
দময়ন্তী মন্দ মন্দ বলেন উত্তর।
কেবা তুমি কিবা নাম কোন দেশে ঘর ॥
কলেবর কাঁপে মোর এথা আল্যে কেন।
আহা মরি মুখ হেরি কান্দে মোর প্রাণ ॥
সুধাময় নল কয় রঙ্গ রসাবেশে।
দেবদূত নল আমি আল্যাঙ তব পাশে ॥
শক্র অগ্নি বরুণ যম এই চারিজনে।
বরণ করগা তুমি যারে লয় মনে ॥
কহে সতী প্রণাম করিয়ে দেবগণে।
তোমারে বর্যাচি আমি হংসের বচনে ॥
সত্য প্রতিজ্ঞা মোর আর কায় মনে।
অন্য পুরুষ নাঞি জানি তোমা বিনে ॥
নল বলে রাজসুতো বুঝিতে না পার।
দেবগণে ছাড়িয়া মানুষে ইচ্ছা কর ॥
দময়ন্তী বলে যার মনে যেবা ভায়।
উষ্ট্র যেন মিষ্ট ছাড়্যা কণ্টক চিবায় ॥
নল বলে দেবের ক্রোধে পরাণ হারাব।
কুরঙ্গীমুখী তোরে বিভা করিতে নারিব ॥
করুণ বচন তারে কহে রূপবতী।
জন্মে জন্মে আমি দাসী তুমি প্রাণপতি ॥
দেবগণে কহিবে কহিল রাজবালা।
যারে মনে লাগে তার গলে দিবে মালা ॥
স্বয়ম্বর স্থানে আস্যা বসে দেবগণে।
কবিচন্দ্র বলে কন্যা আল্যে রঙ্গ স্থানে ॥

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর

চঞ্চল নয়নে কন্যা চায় সভা পানে।
দময়ন্তী রূপ দেখি মোহে দেবগণে ॥
কাঞ্চনবরণীর গলে কাঞ্চনের মালা।
রাজা সব কন্যার রূপে মোহিত হইলা ॥
দময়ন্তী ইন্দ্র আদি লোক পানে চায়।
নল বিনে চন্দ্রমুখীর কারে নাই ভায় ॥
কন্যার মনের কথা জানে দেবগণে।
নলের মূরতি তারা হল্য চারিজনে ॥
ফাঁফরে পড়িল বড় ভূপতির বালা।
পঞ্চ নলাকৃতি দেখি কারে দিব মালা ॥
কান্দ্যা কৃতাঞ্জলি কহে দেবের চরণে।
নলকে বর্যাচি আমি হংসের বচনে ॥
জীবন যৌবন বাক্য আর কায় মনে।
অন্য পুরুষ নাঞি জানি নল বিনে ॥
স্তবে তুষ্ট দেবগণ মায়া ঘুচাইল।

নল রাজার গলায় সতী স্বর্ণ মালা দিল ॥
মুতবত রাজা যত নিজ দেশে যায় ।
নল দময়ন্তী পড়ে দেবগণের পায় ॥
ইন্দ্র বলে যজ্ঞে দেবে দেখিবারে পাবে ।
শুনহে নৈষধরাজ শুভগতি হবে ॥
অগ্নি বলে তৃণ হতে পাইবে অনল ।
বরুণ বলে কলসী ধরিলে পাবে জল ॥
জম বলে মোর কথা জানিহ প্রমাণ ।
অন্নব্যঞ্জন হব সুধার সমান ॥
ভীমরাজা তারপর বেদের বিধানে ।
দমন্তীরে নলে দেই দেখে দেবগণে ॥
গজবাজি রথ রথী দিলেন শ্বশুর ।
দাসদাসী সেনাবৃতে গেলা নিজ পুর ॥
নতুন যৌবন প্রেম বাড়িল দোঁহার ।
শচী সঙ্গে ইন্দ্র যেন করেন বেহার ॥
অশ্বমেধ করে রাজা যযাতি সমান ।
অপর করিল কত অন্য যজ্ঞ দান ॥
ইন্দ্রসেন নামে সুত ইন্দ্রসেনা সুতা ।
চাঁদের সমান রূপ নিরমাল্য ধাতা ॥
পরম আনন্দে করে পৃথিবী পালন ।
বনপর্বে চিত্রকথা কবিচন্দ্র কন ॥

কলির প্রভাবে নলের সর্বনাশ

দ্বাপর সহিত কলি শুন ইন্দ্রমুখে ।
বার বৎসর নল গৃহে আছিলা কৌতুকে ॥
প্রস্রাব করিতে রাজা কলি ছিদ্র পায় ।
অপবিত্র পায়্যা কলি প্রবেশিল তায় ॥
কলি যায়্যা কহিলেন পুষ্করের পাশে ।
নল সঙ্গে খেলে পাশা কলির আদেশে ॥
দ্বাপর পাশায় বসে কলি প্রবেশিল ।
পরস্পর পণ রাখ্যা খেলিতে লাগিল ॥

কলিগ্রস্ত নৃপতির বুদ্ধি নাশে কালে ।
প্রবন্ধ করিয়া পাপী হারাইল নলে ॥
কুমতি হইল্য কার কথা নাঞি মানে ।
পুত্র কন্যা দময়ন্তী পাঠায় পিতার স্থানে ॥
অবশিষ্ট নাঞি কিছু লইল সকল ।
দময়ন্তী পণ রাখ কহে দুষ্ট খল ॥
কহিতে না পারি কিছু করে হেঁট মাথা ।
বাস ভূসা কাড়্যা লয় কয়্যা কটু কথা ॥
রাজপাটে রাজা হয়্যা ঘোষণা ফিরাল্য ।
নগরে বাহিরে ছিল দূর করা দিল ॥
কাঁদ্যা কাঁদ্যা যায় রাজা সঙ্গেতে যুবতী ।
নগরের লোকে যে ধরিতে নারে ছাতি ॥
দময়ন্তী বলে নাথ না শুনিলে কথা ।
দেখিতে না পারি দুঃখ খালে মোর মাথা ॥
কলি বলে কি করিব কি হব উপায় ।
নলরাজা এখন কাপড় পর্য়া যায় ॥
রাণীরে প্রবোধ করি প্রবেশিল বনে ।
স্বর্ণ পক্ষের ঝাক হয়্যা আল্য সেইখানে ॥
গহনের মাঝে বিধি নিধি দিল মোরে ।
কেমনে ধরিব পক্ষ অনুভব করে ॥
পক্ষ ধরি পাখায় অনেক ধন পাব ।
পরাণ বাঁচাব মাস পোড়াইয়া খাব ॥
এত বলি পক্ষের গায় পেল্যা দিল বাস ।
কাছ নিল উড়াইয়া ভূপতি নৈরাস ॥
দৈব যোগে রাজা যদি হল্যা দিগম্বর ।
দময়ন্তী নলে দিল অর্ধেক অম্বর ॥
একখানি বসন পরিয়া দুইজনে ।
ভাবিতে ভাবিতে দুঃখ যায় বনে বনে ॥
নল বলে মনে কর আমার কথায় ।
এই পথে তোমার বাপের বাড়ি যায় ॥
এত শুনি দময়ন্তী কাঁদিয়া কয় তারে ।
প্রাণনাথ প্রায় বুঝি ছাড়িবে আমারে ॥

ঔষধে করত দূরে আধি ব্যাধি যত।
বৈদ্যকে লেখ্যাচে ইহা নারী সেইমত॥
ভার্যার সমান প্রিয় নাঞি ত্রিভুবনে॥
তোমারে ছাড়িয়া যাব ইহা কর মনে॥
মায়ায় মণ্ডব কলি করিলেক বনে।
বাত বৃষ্টে পীড়া পায়্যা প্রবেশে দুজনে॥
পরিতে বসন নাঞি শুয়ে দুইজনে।
শ্রমে নিদ্রা যায় রাণী রাজা ভাবে মনে॥
রাজসুতা ভ্রমিতে নারিবে বন পথে।
পাইবে অনেক কষ্ট থাকে যদি সাথে॥
সতীর সতীত্ব নষ্ট কে করিতে পারে।
আমি ছাড়্যা গেলে যাবে জনকের ঘরে॥
একবস্ত্র পরিয়াছি যে দুইজনে।
উলঙ্গ হইয়া আমি যাইব কেমনে॥
সেই ঘরে পাল্য ছুরি কাটিতে বসন।
বনপর্ব চিত্র কথা কবিচন্দ্র কন॥

নলের খেদ

জায়ারে ছাড়িয়া যায় রাজা করে হায় হায়
দূরে যায়্যা পুনঃ আল্য পাশে।
দেখ্যা দময়ন্তীর মুখ বিদরে নলের বুক
রোদন করএ ঘরশ্বাসে॥
বায়ু নাঞি দেখে যারে বিধি ফের দিল তারে
সে জন শুইয়া রহে ভূমে।
দেখ্যা মোর প্রাণ ফাটে যে শুত্য সোনার খাটে
পিপীলিকা পাংশু চাঁদ মুএ্রে॥
আমি ডাকি পুন পুন শুন্যা কেন নাঞি শুন
ভাগ্যহীনা ভূপতির ঝি।
আমি বনে ছাড়্যা গেলে কাল নিদ্রা ভঙ্গ হলে
চন্দ্রমুখী করিবি গো কি॥
বিলাপ করিল কত রাজা হল উনমত
কলি আস্যা মতি কৈল ভেদ।
নিদ্রা হইয়া যায় ক্ষেণে ফিরা্যা ফিরা্যা চায়
নল রাজা পাল্য বড় খেদ॥
তারপর উঠে সতী পাশে নাঞি দেখে পতি
সচঞ্চলা চতুর্দিকে চায়।
করুণা করিয়া কান্দে কেশ বেশ নাঞি বাঁধে
কোন দোষে ছাড়িলে আমায়॥
কোথা রৈল ধন ধরা কন্যা পুত্র দুটি তারা
পিতা মাতা সখী দাস দাসী।
যত ভূপে করি ক্ষেমা দেবে ছাড়ি ভজি তোমা
অতএব হল্যাঙ বনবাসী॥
মোর কথা নাঞি মান নিষেধিলাঙ পুন পুন
পুষ্করের সঙ্গে খেল পাশা।
এই দুঃখ বড় মনে দুজনে আইলাঙ বনে
প্রাণপতি আছিলে ভরসা॥
কান্দ্যা কান্দ্যা উঠে চিত অশ্রু বহে অবিরত
বোধাইলে বোধ নাঞি মানে।
বিশেষে অবলা জাতি সঙ্গ ছাড়্যা হল্য পতি
কবিচন্দ্রের দুঃখ বড় মনে॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ

বৃহদশ্ব বলে রাজা শোক মোহ ছাড়।
বুঝ্যা দেখ তুমা হত্যে নলের দুঃখ বড় ॥
রাজ পদ হত্যে অধিক সুখ বনে।
দশ হাজার বিপ্রেরে খাওয়াঅ রাত্রি দিনে ॥
দ্রুপদজা যার জায়া তার দুঃখ কিবা।
বনবাসে বেদধ্বনি শুন রাত্রি দিবা ॥
যুধিষ্ঠির বলে যদি নল ছাড়্যা গেল।
কহ দেখি দমন্তীর কোন দশা হল্য ॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুন একমনে।
দময়ন্তী ভয় পায়্যা ভ্রম্যা বুলে বনে ॥
এক অজগর তারে গিলিলেক প্রায়।
ক্রন্দন শুনিঞা ব্যাধ অতি বেগে ধায় ॥
শস্ত্রাঘাতে ভুজঙ্গের বদন ভাঙ্গিল।
অজগর মারি ব্যাধ তারে বাঁচাইল ॥
রূপ দেখি তাহারে ধরিতে চায় বলে।
পুড়িয়া মরিল পাপী সতী কোপানলে ॥
বৃক্ষ পক্ষ পশু আদি সভাকারে বলে।
কান্দ্যা কয় এ পথে দেখাছ যাত্যে নলে ॥
এই মত বিলাপ করিয়া বনে বনে।
তিন দিন বই গেল তপস্বীর স্থানে ॥
বশিষ্ঠ পদে প্রণমিঞা কহিল দর্গতি।
পরাণ তেজিব যদি নাই পাই পতি ॥
নলে পাবে বলিয়া হইল অন্তর্ধান।
বিস্ময় ভাব্যা যাতে পাল্য বেপারির স্থান ॥
কোথা যাও ওহে সাধু দময়ন্তী ভাষে।
সুবাহুর দেশে যাই বাণিজ্যের আশে ॥
সতী বলে সঙ্গে যাব সাধু বলে আয়।
বন পথে প্রভাতে উঠায়্যা সর্বে যায় ॥
জল স্থল দেখ্যা উত্তরিল সর্বজন।
নিশা যোগে মার্গ দেশে সর্বে অচেতন ॥
হস্তী যত শত শত যায় জল খাতে।
মরিল বেপারির বহু বুকে চাপ দিতে ॥
নিদ্রায় আতুর ভয় পায়্যা কেহ উঠে।
পরস্পর কাটাকাটি কেহ বেগে ছুটে ॥
কার মল্য বাপ পুত পৌত্র মল্য কার।
ক্রন্দনের রোল উঠে শুনি হাহাকার ॥
প্রাতে উঠ্যা যেবা যার করিল সৎকার।
দমন্তী দেখিয়া কেহ বলে মার মার ॥
কোথা হত্যে মোদের সঙ্গে পাপমাগী আল্য।
রাক্ষসী ডাকিনী পাকেতেই এত হল্য ॥
কেশে ধর্য়া কোপাবেশে মারে কিল লাথি।
ভূমে পড়্যা করুণা করিয়া কাঁদে সতী ॥
আম জিয়া অরে ধিক আছি কোন সুখে।
হাতি সব পদ মোর না দিলেক বুকে ॥
স্বয়ম্বরে নলে ভজি দেবগণে তেজি।
সেই অধর্মের ফল আমি আজি ভুঞ্জি ॥
অপর না জানি মোর কি আছে কপালে।
পাপ মনে অনেক করেছি বাল্যকালে ॥
এই মতে দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে।
চেদি রাজপুরে গেলা বেপারির সাথে ॥
অর্ধখানি বস্ত্র তার নাঞি ঢাকে গায়।
তার পাছু পাছু কত বালক গোড়ায় ॥
দমন্তী শিশু সঙ্গে রাজদ্বারে যায়।
রাজমাতা যান পথে দেখিবারে পায় ॥
দাসী দিয়া লয়্যা গেল ঝরোকা উপরে।
কোথা ঘর কিবা নাম জিজ্ঞাসে তাহারে ॥
সৈরিন্ধ্রী বটি গো আমি আলু তব ঠাঁঞি।
পতিহীনা অতিদীনা ফল মূল খাই ॥

ধন ধরা পাশায় হারিয়া বনে আল্য।
আমারে পেলিয়া বনে পলাইয়া গেল॥
ছেদন করিয়া নিলা অর্ধখানি বাস।
দেশে দেশে কর্য্যা বুলি তাহার তলাস॥
মোর ঘরে থাক যদি পতিব্রতা হবে।
তত্ত্ব করাইব আমি পতি তুমি পাবে॥
নিয়ম আছে পদ সেবা না করিব কার।
মোরে যে বাসনা লবে প্রাণ লবে তার॥
রাজমাতা ভাব জানি অঙ্গীকার করে।
সুনন্দা নামেতে কন্যা সমর্পিল তারে॥
সমান বয়সাবেশা মোর কথা মান্য।
সৈরিন্ধ্রীরে আজি হত্যে সখী কর্য্যা
জেন্য॥
তার সঙ্গে দময়ন্তীর সুখে যায় কাল।
কবিচন্দ্র বলে কথক ঘুচিল জঞ্জালে॥

নলের বিকৃতাকার প্রাপ্তি

বৃহদশ্ব বলে রাজা শুন একমনে।
দময়ন্তীরে ছাড়্যা নল ভ্রম্যা বুলে বনে॥
দাবাগ্নিতে এক সর্প প্রায় পুড়্যা মরে।
নল রাজায় ডাক্যা বলে রক্ষা কর মোরে॥
আমি কর্কট নরেন্দ্রে করিনু উপহাস।
কোপ কর্য্যা শাপ দিল হল্যা সর্বনাশ॥
অচল হয়্যা থাক মুনি শাপ দিল মোকে।
এখান হত্যে কেহ তুল্যালয় যদি
তোকে॥
অন্যের পরশে তুমি মুক্ত হয়্যা যাবে।
নিজ রূপ ধর্য্যা তুমি নিজ লোক
পাবে॥
মনে করি হয় অন্য মোরে তুল তুমি।
মুক্ত হয়্যা উপগার কর্য্যা যাব আমি॥
রাজা বলে বল নাঞি তুলিতে নারিব।
নিজ পদ গণ্যা যাই অতি লঘু হব॥
সর্প লয়্যা দশ পা যাত্যে বুকেতে
কামড়াল্য।
হল্যা বিপরীত কায় নলরূপ গেল॥
নাগ বলে না মরিবে না বাসিবে দুখ।
আমার কামড়ে তুমি বড় পাবে সুখ॥
না জানিব কোন লোক নল বল্যা
তোরে।
মোর বিষে তোর শত্রু পুড়িব অন্তরে॥
বিষদন্তী সর্প হত্যে না হইবেক ভয়।
মোর বাক্য মিথ্যা নয় রণে হবে জয়॥
বাহুক বলিয়া বল্য কেহ যদি
জিজ্ঞাসে।
অযোধ্যায় যাঅ তুমি ঋতুপর্ণের
পাশে॥
দুখানি বসন নেহ যাতে রূপ পাবে।
অশ্ববিদ্যা দিয়া তারে অক্ষবিদ্যা লবে॥
এত বলি মুক্ত হয়্যা হল্য অন্তর্ধান।
উপদেশ পায়্যা নল অযোধ্যাকে যান॥
ঋতুপর্ণে নল রাজা করে নিবেদনে।
অশ্ববিদ্যায় মোর সম নাঞি এ ভুবনে॥
মোর গুণ সাক্ষাতে দেখিবে নৃপমণি।
রন্ধন সুধার সম নানা তৃপ্তি জানি॥
বাহুক আমার নাম হইব সারথি।
কৃপা কর্য্যা যদি মোরে দেহ অনুমতি॥
ঋতুপর্ণ রাজা বলে থাক মোর ঘরে।
আজি হত্যে অশ্বশালা দিলাঙ
তোমারে॥
এথা ভীম রাজা যুক্তি কর্য্যা মন্ত্রীবর্গ
সনে।
দ্বিজ পাঠায় দময়ন্তী নল অন্বেষণে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সর্বে চেদি পুরে গেল।

সুদেব নামেতে বিপ্র ভৈমীরে চিনিল ॥
সুনন্দা নামেতে রাজসুতা সঙ্গে ছিল ।
আঁচিল ভুরুর মধ্যে চিহ্নে জানা গেল ॥
সুদেব আমার নাম তব ভ্রাতৃসখা ।
করিতে আইলাঙ আমি তোমার সঙ্গে
দেখা ॥.
তোর শোকে তব পিতা মাতা নাঞি
বাঁচে ।
কন্যা পুত্র দুটি তোর কল্যাণেতে আছে ॥
এত শুনি দময়ন্তী কাঁদিতে লাগিল ।
শুন্যা শীঘ্র রাণী আস্যা দ্বিজে শুধাইল ॥
সুদেব কহিল মোরা রাজার প্রেরিতা ।
দময়ন্তী নল ভার্যা ভীমের দুহিতা ॥
পাশায় পুষ্কর সাথে ভূপতি হারিল ।
ভল মন্দ নাঞি জানি কোন দেশে
গেল ॥
রাজমাতা বলে তুমি মোর বোনের ঝি ।
মাসী হই দাসী হলি ই তোর বুদ্ধি
কি ॥
মোর সহোদরানুজা বটে তব মাতা ।
সুদামা রাজার কন্যা খ্যাত এই কথা ॥
প্রেমাবেশে অবিরত বহে অশ্রুধারা ।
মর্যা যাই বাছা মোর দময়ন্তী পারা ॥
পালন আমার তুমি কৈলে মায়ের পারা ।
দময়ন্তীরে কোলে কর্যা চক্ষে বহে
ধারা ॥
দময়ন্তী মাসী পায়ে প্রণমিয়া কয় ।
মাতা পিতা পাশে যাব আজ্ঞা যদি হয় ॥
বাস ভূষা দিয়া তারে কৈল পুরস্কার ।
নরযানে পাল্যা সতী পিতার আগার ॥
জনকে প্রণাম করি বন্দিলেন মাকে ।
বাছা বাছা বল্যা রাণী করিলেন বুকে ॥

মাত্র ঝিএ গলাগলি ভাসে অশ্রু জলে ।
চুম্বন করিল মুখ মুছায়্যা আঁচলে ।
মা বলিয়া কন্যা পুত্র দুটি তারা ধায় ।
বুকে করি গলা ধরি মুখে চুম্ব খায় ॥
ভোজন করিয়া মায়ের সঙ্গেতে শুতিল্য ।
যত দুঃখ একে একে সকল কহিল ॥
প্রভাতে সুদেবে ডাকি গ্রাম আদি যত ।
ভীম রাজা পূজা করি দান দিল কত ॥
মাএ বলে দময়ন্তী তত্ত্ব কর নলে ।
না পাইলে বিষ খাব পড়িব অনলে ॥
দময়ন্তীর কথা রাজা রাণীর মুখে
শুনে ।
দ্বিজগণে আদেশিল নল অন্বেষণে ॥
দময়ন্তী বলে দ্বিজ দণ্ড মাত্র রয়্য ।
সভা দেখ্যা এই শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে গায়্য ॥

ক্ক নু ত্বং কিতব ছিত্ত্বা বস্ত্রার্ধং
প্রস্থিতোমম ।
উৎসৃজ্য বিপিনে সুপ্তামনুরক্তাং প্রিয়াং
প্রিয়ঃ ! ॥

অনুরক্তা প্রিয়া তোমার আছিল শয়নে ।
বস্ত্রার্ধ কাট্যা লয়্যা পেলায়্যা বিপিনে ॥
অত কি তব প্রিয়া এখন তুমি কোথা ।
মুখ পানে চায়্যা আছি হৃদে পায়্যা বেথা ॥
এ কথা শুনিয়া যেবা করিব উত্তর ।
নল বল্যা তাহারে জানিবে দ্বিজবর ॥
আদেশ পাইয়া সর্বে নানা দেশ যায় ।
সভা দেখ্যা সেই কথা উচ্চস্বরে গায়
চিরদিনে আল্য সর্বে ঋতুপর্ণের দেশে ।
শ্লোক গান করিতে বাহুক তারে ভাষে ॥
শ্লোক অর্থ সত্য বটে কহিহে তোমাকে ।
কি করিব নৃপবর কলি এত করে ॥

অনুভবে নল বল্যা দ্বিজ জান্যা গেল।
ভীম রাজে যায়্যা দ্বিজ সকলি কহিল ॥
ঋতুপর্ণের দেশে শেষে গেলাঙ মহাশয়।
শ্লোক গান করিতে বাহুক মোরে কয় ॥
সতীর সতীত্ব নষ্ট কে করিতে পারে।
কলি দুঃখ দিল তেঁঞি ছাড়িল তাহারে ॥
এত শুনি বিবরণ মায়েরে বলিল।
রাণী মুখে শুনি রাজা সুদেবে পাঠাল ॥
সুদেব ত্বরায় গেল ঋতুপর্ণের দেশে।
দময়ন্তীর স্বয়ম্বর কহিল প্রত্যুষে ॥
স্বয়ম্বর মহারাজা কহে বাহুকেরে।
কালি প্রাতে যাব চল বিদর্ভ নগরে ॥
দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর শুনে নল।
আকাশ ভাঙিয়া যেন মাথায় পড়িল ॥
নিশাযোগে ভাবে রাজা বড় হল্য ঠেক।
মনস্তাপে অন্য পতি প্রায় করিবেক ॥
নারীর স্বভাব চিত্ত সদত চঞ্চলা।
এ কি হয় প্রবন্ধ কর্য্যাচে রাজবালা ॥
আমার দারুণ দোষ কি বলিব তারে।
পতিপরায়ণা সতী ইহা নাকি করে ॥
তবে যে কর্য্যাচে তাপে মোর প্রাপ্তি হেতু।
সতী হয়্যা লঙ্ঘিতে নারিব ধর্মসেতু ॥
প্রভাতে সাজিল রথ রাজা চড়ে তাথে।
কৃশ অশ্ব দেখি পাছে না পারে চলিতে ॥
বাহুক বলেন গুণ দেখিবে সাক্ষাতে।
অশ্ববেগ বাহুক উড়াল্য শূন্য পথে ॥
নদী কুঞ্জ কানন এড়ায় অতি বেগে।
রাজা বলে উত্তরি পড়িল বামভাগে ॥
নল রাজা বিদ্যা বলে গতি ফির্য্যা আছে।
উত্তরি তুলিয়া দিল রাজা না জান্যাচে ॥

বাষ্টেয় সারথি সঙ্গে দেখিয়া যোগ্যতা।
নল রাজা মাতুলি বা হবেক দেবতা ॥
বয়ড়া গাছে যত ফল ঋতুপর্ণ গণে।
নল বলে বিদ্যা বদল করিব দুজনে ॥
অশ্ববিদ্যা দিয়া তারে অক্ষবিদ্যা নিল।
বিষ লবণ মুখে কলি কাঁপিতে লাগিল ॥
কলিরে কাটিতে খঞ্জ ধরে নরপতি।
কলিকাল কম্পমান ভূপে করে স্তুতি ॥
দময়ন্তীর শাপে মোর দহে কলেবর।
কীর্তি রবে আমারে বাঁচাও নৃপবর ॥

কর্কোটক নাগস্য দময়ন্তী নলস্য সঃ।
ঋতুপর্ণস্য রাজস্য কীর্তন কলুষনাশং ॥

কর্কোটক দময়ন্তী নল ঋতুপর্ণ।
প্রাতে উঠ্যা যেবাজন করিবে স্মরণ ॥
কলি বলে মহারাজ কহি হে তোমারে।
নরক না যাবে সেই মোর অধিকারে ॥
কোপ দূর কর রাজা দূরে গেল ক্লেশ।
বিভীতক গাছে কলি করিল প্রবেশ ॥
বিদর্ভ নগরে রাজা বায়ুগতি চলে।
দুরু দুরু শবদে রথ চলে অশ্ববলে ॥
ঋতুপর্ণ বাষ্টে রহে অনন্দ অন্তরে।
হরষ বিষাদে নল প্রবেশে নগরে।
ভারত প্রসঙ্গ দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়।
শ্রবণ করিলে ইহা নাহি জম ভয় ॥

দময়ন্তী কর্তৃক নলের পরীক্ষা

এথা ॥

জোড় হাতে দময়ন্তী মায়ের স্থানে কয়।
নল সঙ্গে দেখা মোর নাঞি যদি হয় ॥
যদি অদ্য দেখা না হবেক নল সনে।
দোহাই নলের যদি না পুড়ি আগুনে ॥

তার গুণ শ্রবণে বিদারে মোর বুক।
নিরবধি মনে পড়ে সেই না চাঁদ মুখ ॥
নল নিরখিতে উঠে অতি উচ্চঘরে।
ঋতুপর্ণ বাষ্ণেয় আর দেখে বাহুকেরে ॥
রথে হৈতে নামে ভীম সংগে দরশন।
পুজা কর্‍য়া ভীম বলে কি হেতু গমন ॥
ভৈমীর স্বয়ম্বর শুনি কহি নাঞি লাজে।
যোজনশতাদি পথ আল্যাঙ এই কাজে ॥
ভীম বলে মিথ্যা কথা শত্রু পক্ষে কয় ॥
বাসা দিলাঙ অদ্য স্থিতি কর মহাশয়।
বাসা দিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য ভীম পাঠাইল।
দময়ন্তী কেশিনীরে কহিতে লাগিল ॥
যাহ দাসী বাহুকে নলের মত লাগে।
নিরবধি সেই রূপ হৃদে মোর জাগে ॥
কেশিনী বসিয়া কহে বাহুকের স্থানে।
তোমরা রাজার দেশে আলে কি কারণে ॥
দাসীর শুনিয়া কথা বাহুক কহেন।
ভৈমীর স্বয়ম্বর শুনি ভূপতি আলেন ॥
বাহুক আমার নাম শুন রূপবতী।
তৃতীয় যে পুণ্য শ্লোকের বাষ্ণেয় সারথি ॥
কেশিনী বাষ্ণেয়ে কয় নল কোথা জান।
আমার সঙ্গে কথা কিছু হয়্যাছিল পুন ॥
বাষ্ণেয় বলেন দেখা নাঞি মোর সনে।
কোন দেশে গেল রাজা কেবা তারে জানে ॥
বাহুক বলেন চিত্ত তার নহে ভাল।
নারী পুত্র এথা পেল্যা কোন দেশে গেল ॥
শুন হে রসিকবর দময়ন্তীর কথা।
নলে না দেখি সতী পায় বড় বেথা ॥

বাহুক বলেন তারে অন্য নাঞি জানে।
মৃত্যান্তর হয়্যা নল আছে কোনখানে ॥
দূতী বলে রাজদূত গিয়েছিল তথে।
শ্লোক অর্থ শুনিয়া আইল তব মুখে ॥
সে কথা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।
পুরুষ হয়্যা কে কোথায় পেল্যা যায় নারী ॥
কেশিনীর বাক্য শুনি রাজা পায় বেথা।
জরজর নয়ান ঝুরে করে হেঁটমাথা ॥
বিপদে বিষমে ঠেকি কুল স্ত্রীঅ যত।
পতিব্রতা ধর্ম রাখে বেদ নিত মত ॥
কহিতে না পারে বাক্য পরাণ বিকল।
দময়ন্তীরে দাসী আস্যা কহিল সকল ॥
দাসীরে পাঠায়্যা দেই করিয়া মন্ত্রণা।
জল অগ্নি প্রবাসীরে দিতে কর মানা ॥
জল অগ্নি দিব যে প্রবাসী জনারে।
ধন লয়্যা দেশ বোই কর্‍যা দিব তারে ॥
অগ্নি জল নগরে না দেই কোন জনা।
মনে ভাবে নল সব ভৈমীর মন্ত্রণা ॥
অগ্নি জল [সব] পায় দেবতার বরে।
মিষ্ট অন্ন রন্ধন করিয়া ভোগ করে ॥
দাসীর হাতে অন্ন ব্যঞ্জন মাগ্যা আনে।
নলের রন্ধন সতী আস্বাদন জানে ॥
পুত্র কন্যা দময়ন্তী পাঠায় পতি পাশে।
বন পর্বে চিত্রকথা কবিচন্দ্রে ভাষে ॥

পুত্র দর্শনে নলের খেদ

দেখিয়া তনয়দ্বয় রাজার মমত্ব হয়
উচ্চস্বরে কান্দ্যা করে কোলে।
নাম জিজ্ঞাসিতে নারে শোকে অজ্ঞান করে

মুখে বুকে ভাসে অশ্রুজলে ॥
নানা অনুভব করে চিনিতে নাঞিক পারে
কেশিনীরে কহে সমাদরে।
মোরে সত্য কহ চেটি কাহার তনয় দুটি
আমার ছাওয়াল হতে পারে ॥
শুনিয়া কেশিনী হাসে মায়্যা দময়ন্তীর পাশে
দাসী কহে কর‍্যা করপুটে।
কান্দ্যা পুত্র কোলে নিল প্রায় পরিচয় হল্য
যেই বাহুক সেই নল বটে ॥
কেশিনী রাণীর তোথা কহিল যতেক কথা
রাণী যায়্যা কহিল রাজায়।
ঘুচিল কলঙ্কভয় বধুবর্গে রাজা কয়
যুক্তি কর‍্যা রাজা দিল সায় ॥
স্বপনে করেছ হরি ব্রাহ্মণের বেশ ধরি
তবে সে মহিমা সত্য জানি ॥
কহে দ্বিজ শঙ্কর বসুদেব প্রাণ মোর
আপুনি বলাবে মুখে বাণী ॥

নল দময়ন্তীর পুনর্মিলন

দময়ন্তী দাসী সঙ্গে গেল নল কাছে।
বাহুক বিরলে একা বসিয়া রয়্যাছে ॥
জায়ারে দেখিয়া রাজা শোকাবিষ্ট হল।
যুগল লোচনে ধারা বহিতে লাগিল ॥
নল মুখ হেরিয়া ভৈমীর বুক ফাটে।
বসনে ঝাঁপিয়া কায় বসিল নিকটে ॥
দময়ন্তী বলে মোরে ক্রোধ কর পাছে।
পূর্বে যেন তোমার সঙ্গে দেখা শুনা আছে ॥
বাহুকেরে সতী বলে আছিলাঙ শয়নে।
প্রাণনাথ কোথা গেল মোরে পেলা বনে ॥
ঘোর বনে যুবতীরে পেলিয়া পালায়।
কোথা না শুনি এমন পুণ্য শ্লোকের প্রায় ॥
বরণ করিলঙে তারে ছাড়্যা দেবগণে।
ডুবিলাঙ আপনা খায়্যা হংসের কারণে ॥
যত প্রতিশ্রুতি তার কোথায় রহিল।
পরকালে নাঞি ভয় ছাড়িয়া পালাল ॥
কষ্ট পায়্যা তারে কটু অনেক বল্যাচি ॥
করিয়াচি অপরাধ বৃথা আমি বাঁচি ॥
নল কয় না জানিয়া দোষ দেহ তারে।
রাজ্যনাশ বনবাস কলি এত করে ॥
সেই কলি তোমার শাপেতে দগ্ধ হল।
অঙ্গ হতে বারাইয়্যা পালাইয়া গেল ॥
নল রাজা তব পতি চিনিতে না পার।
বিবর্ণ কুৎসিত কায় হয়্যাছে আমার ॥
কুলবতী হয়্যা কেবা পতি বিদ্যমানে।
পুন স্বয়ম্বর করে বরে অন্যজনে ॥
নৈষধের কথায়ে ভৈমীর হয় ভয়।
পতি পরায়ণা সতী জোড় করে কয় ॥
শ্লোকার্থ তব মুখে দূতে আল্য শুন্যা।
তোমা পাবার তরে আমি সৃজিলাঙ মন্ত্রণা ॥
তোমা বিনে অন্যে যদি চিত হয় আন।
বাউ সূর্য চন্দ্র দিব ইহার প্রমাণ ॥
আকাশে হইল বাণী দূর কর তাপ।
দময়ন্তীর কায় মনে কভু নাঞি পাপ ॥
এত শুন্যা পরে রাজা যুগল বসন।
পূর্বমত রূপ হল্য নূতন যৌবন ॥

কান্দ্যা সতী পড়িল পতির পদতলে।
নিদয় হইয়্যা বনে ফেল্যা গিয়াছিলে॥
নল কয় মরা পতি যদি বাহুড়ায়।
তারে দোষ দিতে রাখা সমুচিত নয়॥
স্বামী লয়্যা ঘরে আল আনন্দ রাজার।
কলঙ্ক কুলের কালি ঘুচিল আমার॥
শ্বশুরের পায়ে রাজা করিল প্রণতি।
যত দুঃখ কহে বিদারিয়া যায় ছাতি॥
সুপ্রভাত হল আজি কহে নরপতি।
নলে লয়্যা ঘরে ভোজন করাইল সতী॥
পালঙ্ক পুষ্পের শয্যায়ে বৈসে দুইজনা।
চিরদিনে দুজনার পুরিল বাসনা॥
রজনী বঞ্চিয়া রাজা উঠিল প্রভাতে।
ঋতুপর্ণ নলে কয় ধরিয়া দুটি হাতে॥
ঋতুপর্ণ রথে চড়্যা অযোধ্যায় গেল।
শ্বশুরে হইয়া মত রাজা রাজ্যে আল্য॥
পাশায় পুষ্করে জিন্যা রাজ্যে হল
রাজা।
বাহু তুল্যা নাচে যত নৈষধের প্রজা॥
বনপর্বে চিত্রকথা কবিচন্দ্রে গায়।
যে জন শ্রবণ করে নাহিঞ জম ভয়॥

পাণ্ডবদের তীর্থভ্রমণ

করপুটে প্রেমাবেশে কহে জন্মেজয়।
দৈবভবন হতে অর্জুন গেল ইন্দ্রালয়॥
যুধিষ্ঠির রাজা কি করিলা ভাই সনে।
মুনি বলে সভে শোক পায় পার্থ
বিনে॥
বিশেষে পাঞ্চালী সতী বুক নাহিঞ
বাঁধে।
অর্জুনের অনুরাগে ফুকারিয়া কাঁদে॥
ভীম বলে যাজ্ঞসেনী সত্য মোর কথা।
অর্জুনে না দেখিয়া আমি পাই বড়
বেথা॥
নকুল সহদেব কাঁদে অর্জুনের গুণে।
জিনিয়া যাদবগণ সুভদ্রারে আনে॥
অর্জুনের লাগ্যা কাঁদে ধর্মের নন্দন।
নারদ আসিয়া শোক করিল বারণ॥
পুনশ্চ [লোমষ] মুনি যে কথা কহিল।
সেই কথা শুন যাবতেক তীর্থের ফল॥
সত্যযুগে কনখল ত্রেতায়ে পুষ্করে।
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ কহিলা দ্বাপরে॥
কলিযুগে তীর্থ চূড়া মানি দেবী গঙ্গা।
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পুণ্যা গিরিবর ভঙ্গা॥
গঙ্গাতীরে একমাস যেবা জন থাকে।
সপ্তকুল উদ্ধারয়ে জম কাঁপে তাকে॥

যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গায়াঃ স্পৃশতে
জলম্।
তাবৎ স পুরুষো রাজন্! স্বর্গলোকে
মহীয়তে॥

যাবৎ পুরুষের অস্থি থাকে গঙ্গা জলে।
তাবৎ কাল তার স্বর্গ যুধিষ্ঠিরে বলে॥

ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ
পরঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি এবমাহে
পিতামহঃ॥

গঙ্গার সমান তীর্থ নাহিঞ নৃপবর।
দেবতা সমান নাহিঞ কেশবের পর॥
ব্রাহ্মণের সমান জগতে নাহিঞ কেহ।
নারদ কহেন কথা কহি পিতামহ॥
যেখানে গঙ্গা সেই দেশ সেই তপোবনি।
সিদ্ধক্ষেত্র গঙ্গাতীর শুনহে রাজন॥

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং
ব্রজেৎ।
অনেক পুত্রে কোন লোক করয়ে
বাসনা।
গয়া যায়্যা পিণ্ড তার দিবে একজনা॥
গয়া শিরে যেবাজন করে পিণ্ড দান।
পিতৃঋণে মুক্ত হন স্বর্গপুরে স্থান॥
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিগে
যত।
বিবরা কহিল রাজায় সিদ্ধ পদ খ্যাত॥
মুনি বর্গে লয়া সর্বে রাজা যুধিষ্ঠির।
করিল যতেক তীর্থ নির্মল শরীর॥
লোমহর্ষে এন্যা পূজা করিল রাজনে।
মনি বলে স্বর্গসুখে আছয়ে অর্জুনে॥
অস্ত্রশিক্ষা কর্যাছেন বাসব ভবনে।
দেবরাজ সঙ্গে বসে অর্ধেক আসনে॥
শ্বেত পর্বতে দেখা হব পার্থ সনে।
লোমস বলেন দুঃখ না ভাবিহ মনে॥
অগস্তের আশ্রম দেখ্যা ভূপতি
জিজ্ঞাসে।
কহ মুনি বাতাপিরে মাল্য কোন
দোষে॥
মনিমতি তীরে ইল্বল বাতাপি আছিল।
বিপ্রে পূজ্যা শক্র তুল্য তনয় মাগিল॥
বিপ্রবর্গে বলে দিতে নারিব তোমরে।
প্রবন্ধে দুই ভাই যত বিপ্র বর্গে মারে॥
মেষ মাংস খালে পেট চিরিয়া বার্যায়।
যাবেদেক বিপ্রগণ পরাণ হারায়॥
অগস্তে পিতৃলোক কয় জন্মাঅ সন্ততি।
তবে মোরা স্বর্গে যাই নহে অধোগতি॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা বিবাহ করিল।
লোপামুদ্রা সঙ্গে হরিদ্বারে তপ কৈল॥

ঋতু স্নান দিনে দেবী বসন মাগিল।
শতপর্বা [নরপতি] পাশে মুনি গেল॥
অগস্তেরে ইল্বলের ঘরে পাঠাইল।
ইল্বল বাতাপির ঘরে মহামুনি গেল॥
অগস্তে ইল্বল পায়্যা পূজিল বিস্তর।
মুনির আদেশ পায়্যা কাটিল পঞ্জর॥
রন্ধন করিয়া মাংস খাইল সকল।
বাতাপি বাতাপি বল্যা ডাকয়ে ইল্বল॥
জল পানে জীর্ণ কৈল্য মাংস ছিল
যত।
মুনির অধোদেশে বাউ হয় সদত
নির্গত॥
নির্গত না হল্য ভাই পড়িল বিপাকে।
রয়্যা রয়্যা ঘোর শব্দ মেঘ যেন ডাকে॥
বাতাপি বাতাপি বল্যা মিছা ডাক তুমি।
পেটের ভিতর জীর্ণ করিয়াচি আমি॥
এত শুনি ইল্বলের বড় ভয় হয়।
করপুটে কাতর হইয়া তারে কয়॥
আজ্ঞা কর মহাশয় কি কাজ করিব।
ভয় দূর কর মোর ভক্ত হয়্যা যাব॥
সনা রূপা বাস ভূষা মাগি তোর ঠাঁই।
দুগ্ধবতী দেহ দান দশ হাজার গাই॥
মুনির আদেশ পায়্যা দৈত্য আন্যা
দিল।
মনে হৃষ্ট হয়্যা তারে আশিস করিল॥
ব্রাহ্মণেরে হিংসা যদি কর দৈত্য খল।
বাতাপির সঙ্গী হবি পাবি প্রতিফল॥
দৈত্য বলে দয়া কর বাঞ্ছাকল্পতরু।
আজি হতে যাবতেক বিপ্র মোর গুরু॥
আশ্বাসিয়া দৈত্যবরে অগস্তে আল্যা
বাসে।
বাস ভূষা ধন দিয়া কান্তায় পরিতোষে॥

লোপামুদ্রার সঙ্গে রঙ্গে ভুঞ্জে রতি।
অমোঘ মুনির শক্তি হল্যা গর্ভবতী॥
সাত বৎসর বই প্রসব হইল।
দৃঢ়স্যু তাহার নাম জনক রাখিল॥
অগস্তের আশ্রমে করিয়া প্রণিপাতে।
করিলা যতেক তীর্থ মুনিগণ সাথে॥
এই উপাখ্যান যেবা করয়ে শ্রবণ।
সর্বতীর্থের ফল পায় ব্যাসের লিখন॥
যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা এত দূরে সায়।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়॥

সুদী হরণ

অর্জুনের উদ্দেশে সবে শ্বেত পর্বতে
যায়।
মধ্যপথে জটাসুর দেখিবারে পায়॥
বক হিড়িম্বরে মালি কহে বৃকোদরে।
তাদের শুধিব ধার যাবি জমপুরে॥
জটাসুরে ডাক্যা বলে বীর বৃকোদর।
বক হিড়িম্বর তোরে করিব দোসর॥
দুই বীরে ঘোর যুদ্ধ করে পরস্পর।
শক্তি পেল্যা মারে ভীম তাহার উপর॥
শক্তি নিবারিয়া বীর বৃক্ষ পেল্যা মারে।
প্রলয় সময় করে যেন দেবাসুরে॥
মুণ্টামুণ্টি বাহুবর শুনি চটচাট।
বালি সুগ্রীবে যেন মারে মালসাট॥
লাফ দিয়া গলায় ধরিল বাম হাথে।
ঘুরাইয়া আছাড় মারিল অবনীতে॥
জটাসুরে বধ করি বদরিকাশ্রমে গেল।
অর্জুন উদ্দেশে শ্বেত পর্বতে রহিল॥
তারপর বৃকোদর ভ্রমিয়া বেড়ায়।
বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহিহে তোমায়॥
কুবেরের সরোবরে এক সুদি পড়্যা ছিল।
পবনে উড়ায়্যা এক গহনে পেলিল॥
ইন্দিবর মনোহর পায়্যা বৃকোদরে।
কনক সুচারু সুদি দিল দ্রৌপদীরে॥
পরম আনন্দে দেবী কহে ভীমবীরে।
সোনার সুদি আর কিছু আন্যা দেহ
মোরে॥
অর্জুন খাণ্ডব দাহি অগ্নিরে তুষিল।
দানব দিলেন সভা পুরুষার্থ হৈল॥
তুমি ইন্দিবর দিয়া রাখ মোর মান।
না পাইলে সুদি আমি তেজিব পরাণ॥
এত শুনি ভীম বীর মনে ভাবে বেথা।
সন্ধান না জানি আমি সুদি পাব
কোথা॥
ধৌম্য বলে কৈলাস পর্বতে সরোবরে।
তাহাতে সনার সুদি যক্ষ রক্ষা করে॥
অতি দুর্গম বনপথ সেথা যাবাগাড়।
যাইতে নারিবে সেথা সুদির আশা
ছাড়॥
দ্রৌপদীর দারুণ পণ বুঝ্যা অভিপ্রায়।
গদা হাতে বৃকোদর অলক্ষিতে যায়॥
প্রবেশে কদলী খণ্ডে বায়ুবেগে যায়।
ভীম পরাক্রমে মহিষ মাতঙ্গ পালায়॥
সরভ শশক গণ্ডা ভল্লুক শার্দুল।
ভয় পায়্যা গাড়ে লুকায় শৃগাল কুকুর॥
বড় বড় গাছ ভাংগ্যা যায় বুক ঠেসে।
মর্কট দেখিয়া পথে বৃকোদর হাসে॥
মনে মনে হনুমান করিল বিচার।
কত বড় বীর তেজ বুঝিব ইহার॥
পথে পড়্যা রহে পাছে পথ অবরোধ।
উঠ বল্যা পায় ঠেল্যা ভীম করে ক্রোধ॥
জীবন্মৃত আমি জরা হনুমান কয়।
পুচ্ছ ঠেল্যা পথে চল্যা যাহ মহাশয়॥

এত শুন্যা মহাবীর পায়ে কর্যা ঠেলে।
প্রমাদ হইল বড় লুচহু নাঞি হেলে॥
গরিমা করিয়া পুন গদায় কর্যা নাড়ে।
বিঘৎ প্রমাণ লেজ তথাপি না নড়ে॥
ক্রোধ কর্যা বৃকোদর বাম হাতে ধরি।
অচলের প্রায় হল্য তুলিতে না পারি॥
দুই হাতে ধরে পুন দন্ত কড়মড়।
প্রলয় হইল বড় কথা হল্য গাড়॥
আকড়ি কর্যা তুলিতে নারে ঘামে কলেবরে।
হাটু পাত্যা ঠেলে পুন পড়িল ফাঁফরে॥
পরাভব হয়্যা বলে ই নহে বানর।
মায়া কর্যা ছলে কোন দেবতা কি। ঈশ্বর॥
প্রণাম করিয়া ভীম করেন স্তবন।
পরিচয় দেহ বীর লইলাঙ শরণ॥
স্তবে তুষ্ট হয়্যা হনু কহেন তাহায়।
হনুমান মোর নাম কহিলাঙ তোমায়॥
তুমি কেবা কোথা যাঅ কিবা তোমার নাম।
একা দুর্গম বনে যাঅ কহ কোন কাম॥
নিজ দুঃখ একে একে কহিল কারণ।
যুধিষ্ঠিরানুজ আমি পাণ্ডুর নন্দন॥
সনার সুদি আনিতে যাই কৈলাস সরোবরে।
রুদ্র অবতার তুমি কহিলাঙ তোমারে॥
পায়েতে ঠেলাচি অপরাধ ক্ষমা কর।
মহাবীর কৈলে তুমি সীতার উদ্ধার॥
ভীমের বচনে হনু পড়িলেন ভোলে।
ছট ভাই বল্যা তারে করিলেন কোলে॥
অর্জুনের রথের মধ্যে কপিধ্বজ কর্য তুমি।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে থাকিব বস্যা আমি॥
তোমায় দেখ্যা যক্ষাধীপ কাঁপিবেক ত্রাসে।
সুদি হয়্যা তুমি হে আনিবে অনায়াসে॥
স্বাদু ফল পাকা কলা কর্যাল্য ভোজন।
বরুণ খায়ায়্যা কৈল উদর পুরণ॥
হনু প্রদক্ষিণ করি ভীম চলে দাপে।
সরোবরে গেল ভীম গোটা তিন লাফে॥
জলে নামিতে যক্ষ তারে করে মানা।
পাশ মুদ্গর হাতে ধায় কতজনা॥
পরাভব বৃকোদর করেন সভায়।
যক্ষ প্রাণ লয়্যা কুবেরের কাছে যায়॥
ধনাধীপ আসিয়া প্রলয় যুদ্ধ করে।
পরাভব বৃকোদর করিল সভারে॥
মহাবীর বৃকোদর জলে ঝাঁপ দিয়া।
তুলিল অনেক সুদি আকাড়ি করিয়া॥
আনিয়া কনক সুদি দ্রৌপদীরে দিল।
দুই কানে দুই ফুল আনন্দে পরিল॥
অপর রাখিল কেশে দুপদের বালা।
তারপরে যত ছিল গাঁথ্যা পরে মালা॥
দ্রৌপদীর হরষ বড় রাজার আনন্দ।
যাজ্ঞসেনী ধৌম্যের বন্দিল পদদ্বন্দ্ব॥
সুদীহরণ চিত্রকথা এতদূরে সায়।
ধন ধরা পুত্র হয় যেজন গাওয়ায়॥
গোপাল সিংহের আদেশ পায়্যা কবিচন্দ্রে কয়।
যে জন শ্রবণ করে নাঞি জম ভয়॥

অর্জুনের প্রত্যাবর্তন

জন্মেজয় বলে মুনি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কতদিন অর্জুন রহিল ইন্দ্রপুরে॥
তারপর শুন রাজা বৈশম্পায়ন বলে।

নিবাত কবচ পার্থ মাল্য বাহুবলে ॥
মারিয়া অসুর বর্গে দেবে কৈল ত্রাণ।
বাস ভূষা পার্থে ইন্দ্র করিল সম্মান ॥
ইন্দ্র পদে আনন্দে বন্দিল ধনঞ্জয়।
কোলে করি আশিস করিল হরিহয় ॥
ইন্দ্রের আদেশে রথ আনিল মাতুলি।
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
আদেশ পাইয়া রথে চাপে দুইজনে।
বাউ বেগে চলে রথ রাজা সেইস্থানে ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা তুমারে সে কই।
রাজার পাশে আল্য পার্থ পাচ বৎসর বোই।
মাতুলিরে সর্বে তারা প্রণাম করিল।
রাজায় পার্থের গুণ কয়্যা রথ লয়্যা গেল।
ধৌম্যে প্রণমিঞা পার্থ যুধিষ্ঠিরে বন্দে।
ভীমে দণ্ডবং কৈল পরম সানন্দে ॥
নকুল সহদেব পড়ে অর্জুনের পায়।
হাতে ধরি কোলে করি মুখে চুম্ব খায় ॥
দ্রৌপদীর পানে চায়্যা হৃষ্ট কৈল মতি।
পতি পদে দণ্ডবৎ করিলেন সতী ॥
পাঁচ ভায়ে একত্র বসিলা চিরকালে।
পরম আনন্দ সভার পরস্পর বলে ॥
অমরাবতীর কথা অর্জুন কহিল।
যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সভাই শুনিল ॥
কথোদিন বোই তারা গেল দ্বৈতবনে।
গোপাল সিংহের আদেশ পায়্যা কবিচন্দ্র ভণে ॥

দুর্যোধনাদির দ্বৈতবনে আগমন

দ্বৈত বনে পাঁচ ভাএ করেন নিবাসে।
মৃগ মারয়া বিপ্র সেবা করে অনায়াসে ॥
দুর্যোধন পাপী শুন্যা হইল উন্মনা।
কর্ণ শকুনির সাথে করেন মন্ত্রণা ॥
শকুনি সমেত কর্ণ দুর্যোধনে বলে।
পাণ্ডবেরে আন্যা দিব ঘোষযাত্রার ছলে ॥
মন্ত্রী বর্গে যায়্যা সর্বে ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
গোষ্ঠে গরু দেখিতে মোরা যাব মহাশয়
রাজা বলে দ্বৈতবনে যাবা উচিত নয়।
পরিণামে পাবে তাপ হইবে প্রলয় ॥
পাণ্ডুসুত পাচ ভাই আছে সেই বনে।
দেখা হলে বিরোধ বাড়িব তাদের সনে ॥
পাচে মারিবারে তারা পারে পাচলক্ষ।
ত্রিভুবনে কেবা আছে কৃষ্ণ যার পক্ষ ॥
দুর্যোধন বলে মোরা সেথা নাঞি যাব।
গোঠে গরু দাগ দিয়া ত্বরায় আসিব ॥
পুত্রের অনুরোধে রাজা দিল সায়।
ছল করি খল মতি দ্বৈত বনে যায় ॥
গোপাল সিংহের আজ্ঞা পায়্যা কবিচন্দ্র গায়।
বারেক করহ দয়া দেব যদুরায় ॥

চিত্ররথ গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধে দুর্যোধনের পরাজয়

আঠারো হাজার রথে সাজে দুর্যোধন।
ক্রোধ করি মহারাজা গেল দ্বৈতবন ॥
পাণ্ডবেরে বেড়িবারে দুর্যোধন যায়।
চিত্ররথ গন্ধর্ব পথে দেখিবারে পায় ॥
রাজা বলে কার বোলে আলি তুঞি এথা।
পরাণে মারিব বেটা পালাইবি কোথা ॥
গন্ধর্ব বলেন মোরা ইন্দ্রের বচনে।
ভ্রমণ করিতে মোরা আলাঙ এই বনে ॥

এক বোল দুই বোল গালাগালি করে।
রাজার আদেশে সেনা বাণ মারে তারে ॥
মিশামিশি হল্য প্রায় সেনায় সেনায়।
হইল তুমুল যুদ্ধ ক্ষুন্নভিন্ন কায় ॥
চিত্ররথে কর্ণ বলে লব জমঘর।
প্রাণ লয়্যা প্রণমিঞা পালারে বর্বর ॥
চিত্ররথ বলে কর্ণ আগাইয়া আয়।
এত বলি দশবাণ এড়িলেক তায় ॥
কর্ণ এড়িলেক বাণ তারা যেন ছুটে।
চিত্ররথ চিত্রবাণে তার বাণ কাটে ॥
চিত্ররথ তীক্ষ্ন বাণ অগ্নি হেন এড়ে।
পাঁচ বাণে কর্ণের সারথি কাট্যা পাড়ে ॥
লাফায়্যা উঠিল কর্ণ বিকর্ণের রথে।
গন্ধর্বের হয় রণ দুর্যোধনের সাথে ॥
দুর্যোধনে বিঁধা বীর করিল জরজর।
সহিতে না পায়্যা রণ হইল কাতর ॥
শকুনি আগায়া বাণ মারয়ে সাহসে।
বিকর্ণ বিমুখ হয়্যা পালাইল ত্রাসে ॥
বোড়ল কৌরবের ঠাটে গন্ধর্বের সেনা।
কাটাকাটি চোটাচটি পাশরে আপনা ॥
রথরথী ঘোড়া হাতি কাটা গেল কত।
পদাতি সমর মাঝে পড়ে শত শত ॥
কার হাত কাটা গেল কার কার পা।
কার মাথা পড়ে কথা রক্তে ভেজে গা ॥
গন্ধর্বে মানবে রণ ধর‍্যা ধর‍্যা কাটে।
মানব হয়্যা গন্ধর্বে কি ঘোর রনে আঁটে ॥
সেনাভঙ্গ দেখ্যা কর্ণ সাহসে আগাল্য।
চিত্ররথ সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥
পরস্পর দুই বীরে করে ঘোর রণ।
কর্ণের কাটিল ধনু হল্য অচেতন ॥
ফাফরে পড়িল রাজা কর্ণ দিল ভঙ্গ।
বিপদেতে কেহ কার নাঞি দিল সঙ্গ ॥

কৌরবের সেনা যত কে কোথা পালায়।
দুর্যোধনে চিত্ররথ বান্ধ্যা লয়্যা যায় ॥
দুঃশাসন সাহস করিয়া বেগে ধায়!
কাতর হইয়া পড়ে যুধিষ্ঠিরের পায় ॥
ত্রাণ কর ধর্মরাজ সর্বনাশ হল।
চিত্ররথ দুর্যোধনে বান্ধা লয়া গেল ॥
তোমারে দেখিতে আসি সঙ্গে লয়া সেনা।
মধ্য পথে গন্ধর্বে আসিয়া দিল হানা ॥
ভীম বলে ইহা হত্যে পালাও মোরা খেদ।
ইহা হইতে সর্বনাশ হল্য জ্ঞাতিভেদ ॥
দুঃশাসন দুষ্টমতি অনর্থের মূল।
দুঃশাসনের বুদ্ধে নষ্ট হইবেক ই কুল ॥
দুর্যোধনের দোষ নাঞি এই এত করে।
নানা কথা কয়্যা দুঃখ দিল মো সভারে ॥
কুটিল কপটমতি উহার কথা জানা।
আমাদিগে দিতে আসিতেছিল হানা ॥
তোমার ধর্মের বলে প্রতিফল পাল্য।
চিত্ররথে লয়্যা গেল আপদ ঘুচিল ॥
যুধিষ্টির ধর্মবীর বৃকোদরে কয়।
এ সময়ে এমন কথা সমুচিত নয় ॥

বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ সতানিচে।
পবেসু প্রীতি পর্ণেসু পঞ্চোত্তর
শতানিধে ॥

আমরা পাঁচ উহারা শত কহি তব
ঠাঞি।

পরের উপরে মোরা শত পাঁচ ভাই ॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা পার্থ চড়ে
কৌরবের রথে।
ঘোর রণ করে গন্ধর্বের সেনা সাথে ॥
চিত্ররথে পরাভব সমরে করিল।
বন্ধন মুক্ত করি দুর্যোধনে আন্যা দিল ॥

দুর্য্যোধন প্রণমিল যুধিষ্ঠিরের পায়।
প্রবোধ করিয়া রাজা আশ্বাসিল তায় ॥
মানুষ হয়্যা বিবাদ কর গন্ধর্বের সনে।
ভাগ্যে পাঁচ ভাই মোরা ছিলাঙ
দ্বৈতবনে ॥

দুর্যোধনে দেখ্যা বীর বলেন বচন।
মনের মতন ফল পালে মস্তক মুণ্ডন ॥
বিষদ ভাব্যা দুর্যোধন রাজা চলে
ঘরে।

জীবনে নাঞিক কাজ অনুতাপ করে ॥
কর্ণ শকুনি বলে দূর কর বেথা।
নিজ পুণ্যে বাঁচা আলে রক্ষিলেন
ধাতা ॥

যুধিষ্ঠির কৈল তোমার কোন উপগার।
তোমার অন্ন খায়্যা প্রাণ বাঁচ্যাছে
তাহার ॥

জয়দ্রথ বলে আমি উপাএ নাশিব।
দৌপদীরে বলে যায়্যা হরিয়া আনিব ॥
দ্রৌপদীর শোকে তারা তেজিব জীবন।
এত শুনি হৃষ্ট হল্য রাজা দুর্যোধন ॥
আজ্ঞা দিল গোপাল সিংহ রাজা ভারত
রচিতে।

বনপর্ব কহে কবিচন্দ্র ব্যাস ভাব্যা
চিতে ॥

যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্ন দর্শন

অর্জুন গাণ্ডিব ধরি নিতি নিতি
মৃগ মারি।
মাংস করায় ব্রাহ্মণ ভোজন
প্রাণ নাঞি কার বাঁচে নিশায় গেল
রাজার কাছে
যুধিষ্ঠিরে কহেন স্বপন ॥
মৃগ সব স্বপ্নে কয় শুন রাজা মহাশয়
আমাদের সর্বনাশ হল।
পুত্র পৌত্র ছিল যত অপর বান্ধব কত
অর্জুন বাণেতে বিন্ধ্যা মাল্য ॥
তুমি ধর্ম অবতার যদি কর অবিচার
আমরা কাহার শরণ লব।
চিরকাল এই বনে সুখে থাকি রাত্র
দিনে
ইহা ছাড়া কোথাকারে যাব ॥
যুবতী আমার জরা শোকে রোগে সেহ
মরা
তনএর তরে কান্দ্যা মরে।
তৃণ জল নাঞি খায় গহন কাননে যায়
প্রবোধ করিতে নারি তারে ॥
হিংসা নাঞি করি কার বৈরী দেহের মাংস
মোর
তথাপি দারুণ লোকে মারে।
ত্রাণ কর মহাশয় দারুণ পার্থের ভয়
নিবেদন করিলাঙ তোমারে ॥
মৃগের শুনিয়া কথা রাজা পায় মনে
বেথা
ভ্রাতৃবর্গে কহিল প্রভাতে।
ছাড়্যা গেল কাম্য বনে বড় দুঃখ পায়্যা
মনে
দ্রৌপদী প্রেয়সী জায়া সাথে ॥
শ্রীগোপাল সিংহ গজপতি শুদ্ধসত্ত্ব
মহামতি
সঙ্গীতবিলাসী গুণবান।
পায়্যা তাহার আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র
ভাষে
বনপর্ব অমৃত সমান।

জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ

জন্মেজয় বলে প্রভু নিবেদি চরণে।
তারপর পাঁচ ভাই কি করিল বনে॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা থাকে কাম্য
বনে।
মৃগয়া করেন সবে বিপ্রের কারণে॥
একদিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজন॥
মৃগয়া করিতে প্রবেশিলা দুর্গম বন॥
হেনকালে জয়দ্রথ জানিয়া কারণ।
মৃগয়ার ছলে সেনা সঙ্গে আল্যা বন॥
যাজ্ঞসেনী একাকিনী কাননে আছিল।
রথে চাপাইয়া লয়্যা সবাসে চলিল॥
তা দেখিয়া ধৌম্য দ্বিজ করে হায় হায়।
দ্রৌপদী হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চরায়॥
তা শুনিয়া বাউবেগে আসে পঞ্চভাই।
কারণ শুনি সেই পথে যায় ধাওয়াধাই॥
জয়দ্রথের রথে ভার্যা দেখিয়া অর্জুন।
কোপে কম্পবান তনু জ্বলন্ত আগুন॥
ভীমার্জুনে দেখি সৈন্য হল্য কোলাহল।
পরস্পর কেহ কার নাঞি শুনে বোল॥
শর বর্ষে অর্জুন করিল অন্ধকার।
গদা হাতে ভীম ধায় বলে মার মার॥
জয়দ্রথ বলে আজি ছাড়্যা নাঞি দিব।
পাঁচ জনে প্রাণে মারি বিবাদ ঘুচাব॥
জয়দ্রথ সঙ্গে রণ হল্য ঘোরতর।
অর্জুনের বাণে সেনা পড়িল বিস্তর॥
রথে হতে দ্রৌপদীরে ভূমেতে পেলিয়া।
জয়দ্রথ বনপথে যায় পলাইয়া॥
ধৌম্য ধায়া দ্রৌপদীরে ধরিলেন হাতে।
তারপরে নকুল চাপায়্যা নিল রথে॥
দ্রৌপদীরে সান্ত্বনা করিয়া ভীম কয়।
জয়দ্রথে এই ক্ষণে নিব যমালয়॥
বাউবেগে ভীম বীর ধায়্যা ধরে কেশে।
ভূমে পেলি বৃকোদর বুকে তার বসে॥
মুকুট লইয়া শিরে মারে পদাঘাত।
ঘাড়ে কিল মারে যেন হয় বজ্রাঘাত॥
প্রহারে পীড়িত হয়্যা মৃতপ্রায় হল্য।
যুধিষ্ঠিরের বাক্য হেতু প্রাণে না
মারিল॥
ভীম বলে জিতে যদি করহ বাসনা।
দাস হঅ মুখে কঅ শুনুক সর্বজনা॥
প্রাণভয়ে দাসত্ব করিলা অঙ্গীকার।
যথোচিৎ ভীম শাস্তি করিল তাহার॥
দাড়ি চুল ছিঁড়িয়া বাঁধিল হাতে হাতে।
মাংসপিণ্ড করিয়া তুলিয়া দিল রথে॥
ধর্মের নন্দন যথা বসিয়া আছিল।
তেনমতে জয়দ্রথে নৃপে আন্যা দিল॥
হাসিয়া ভীমেরে বলে রাজা ধর্মসুত।
বন্ধন ঘুচাও হেন নহে সমুচিত॥
তা দেখি অর্জুন কহে অরে মন্দকারি।
এই বনে হরিতে আস্যাছিলি পরের
নারী॥
ভীম কয় পাণ্ডবের দায় এই দুষ্ট।
আজ্ঞা পাল্যে ইহার পরাণ করি নষ্ট॥
এইক্ষণে তোরে পাপী বধিতাঙ প্রাণে।
দুঃশলা ভগ্নীর বৈধব্য দেখিব কেমনে॥
দ্রৌপদী বলেন যদি হল্য রাজার দাস।
মুক্ত কর্যা দেহ পাপী যাক নিজ বাস॥
বন্ধন ঘুচায়্যা দিয়া ভীম তারে বলে।
প্রণাম করহ যুধিষ্ঠির পদতলে॥
ইহা না করিলে তোরে ছাড়্যা নাঞি
দিব।
না মানিব কার কথা পরাণে মারিব॥

জানিয়া ভীমের পণ রাজা জয়দ্রথ।
করপুটে যুধিষ্ঠিরে করে দণ্ডবৎ॥
ধর্মে মতি হক তোমার যুধিষ্ঠির বলে।
হেন কর্ম আর না করিহ কোন কালে॥
নিজ দেশে যাহ তুমি হইয়া অদাস।
জয়দ্রথ দ্রুত যায় ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
সেই পথে জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে গেল।
অনাহারে হরের তপস্যা বহু কৈল॥
দরশন দিল শিব বলে মাগ বর।
পাণ্ডবেরে একা রণে জিনি মহেশ্বর॥
শিব বলে সভারে জিনিবে তুমি রণে।
এই কালে কই বাছা ধনঞ্জয় বিনে॥
অর্জুনের নাশিতে নারিবে তুমি কক্ষা।
গোবিন্দ সারথি তার সদা করেন রক্ষা॥
বনপর্বের চিত্র কথা কবিচন্দ্র কয়।
যে জন শ্রবণ করে নাগ্রে যমভয়॥

ধর্মবক ও পাণ্ডব

জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
কাম্য বনে কি করিল রাজা যুধিষ্ঠির॥
মুনি বলে বিপ্রের অরণি মৃগী হরে।
বিপ্র সব বিবরণ কহে যুধিষ্ঠিরে॥
বিপ্র বলে অরণি আনিয়া দেহ মোরে।
অগ্নি লয়্যা যজ্ঞ করি বনের ভিতরে॥
বিপ্রবাণী শুনি রাজা ধনু নিল
হাতে।
মৃগন্দেশে ধায় রাজা ধনুর্বাণ হাতে॥
পঞ্চ ভাই মৃগ খুঁজ্যা বনে বনে বোলে।
শ্রান্ত হয়্যা সভাই বসিল বটমূলে॥
তেষ্টায় পীড়িত রাজা নকুলে বলিল।
বৃক্ষে চড়্যা সরোবর নকুল দেখিল॥
রাজার আদেশে নকুল সরোবরে গেল।
জলে নামা জল খাত্যে নিষেধ শুনিল॥
জাঠে বস্যা যক্ষ বলে কর শ্লোকের
অর্থ।
না পুরিয়া জল খালে হবে প্রাণহত॥
না শুনে তাহার কথা তৃষাতে আকুল।
জল ছুঁতে ঘাটে পড়ে মরিল নকুল॥
সহদেব জল হেতু আল্যা তারপর।
না শুনিয়া জলে নামে তেজে কলেবর॥
রাজার আদেশ পায়্যা বৃকোদর গেল।
প্রশ্ন না কহিতে পার্যা বৃকোদর মল্য॥
অর্জুন আসিয়া বহু করিল তর্জন।
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
জয়দ্রথ নই বাণে মোর কি করিবি।
প্রশ্ন না কহিয়া জল ছুঁইলে মরিবি॥
নিষেধ না মান্যা পার্থ বীর জল খায়।
পরাণ তেজিল ভূমে পড়ে তার কায়॥
জল ছুঁয়্যা ধনঞ্জয় পরাণ ছাড়িল।
বনমাঝে যুধিষ্ঠির ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা অতি বেগে
যায়।
বনপর্বের চিত্রকথা কবিচন্দ্রে গায়॥

যুধিষ্ঠিরের খেদ

গতিবেগে রাজা যায় কিহল্য কিহল্য হায়
বিধি কিবা লেখ্যাচে ললাটে।
গাণ্ডীব ধনুক হাথে নকুল সহদেব
সাথে
ভীমার্জুন পড়্যা রহে ঘাটে॥
সর্বনাশ মোর হল্য ভাই সভে কেবা
মাল্য
দুর্যোধন ইহা যদি শুনে।
কে আর রক্ষিব মোরে ভীমার্জুন ভাই
ওরে

আমারে বধিব আস্যা প্রাণে ॥
দেবাসুর নাঞি আটে   হেন বীর মরে ঘাটে
তিন লোক কাঁপে যার ডরে।
শার্দূল শরভ গণ্ডা মহিষ মাতঙ্গ ষণ্ডা
তাড়াইয়্যা বৃকোদর ধরে ॥
দশা মোর হল্য বক্র   প্রায় বুঝি দেবচক্র
জল খায়্যা পরাণ বাঁচাই।
নামিতে সরসী জলে   যক্ষ যুধিষ্ঠিরে বলে
প্রশ্ন কহ শুন মোর ঠাঁঞি ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়   রাজার ঘুচিল ভয়
রাজা বলে প্রশ্ন কহ শুনি।
যক্ষ তারে প্রশ্ন ভাষে   শুনি যুধিষ্ঠির হাসে
ধর্ম পুত্র পুণ্যশ্লোক জ্ঞানী ॥

ধর্মবক ও যুধিষ্ঠির সংবাদ

কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাকশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥
রাজা বলে ভীমার্জুন নকুল সহদেব নই।
তোমার প্রশ্ন একে একে অর্থ ভাঙ্গ্যা কই ॥
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নর ঃ
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর ! মোদতে ॥
দিবসে অষ্টম ভাগে শাক পাক করে।
মন দিয়া শুন পুন কহি আমি তোরে ॥
অঋণী অপ্রবাসী বটএ যেবা নর।
সর্বকাল সুখী সেই শুন বারিচর ॥
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম ॥
দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা কহি আমি পুন।
শ্লোকার্থ কৌশল ব্যাখ্যা মহাশয় শুন ॥
দিবসে দিবসে প্রাণী যায় যমালয়।
শেষে যাত্যা ইচ্ছা করে ই বড় বিস্ময় ॥
ইহার বাড়া কিমাশ্চর্য শুন অতঃপর।
মনে বুঝ্যা তুমি দেখ শুন পরস্পর ॥
অস্মিন মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধানন।
মাসর্ত্তুদর্বী পরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ
পচতীতি বার্তা ॥
তারপর কহি শুন বার্তা নিবেদন।
মাস ঋতু বৎসরের পরিবর্তন ॥
সূর্য আনিল অগ্নি দিবস ইন্ধন।
কাল মোহ কটাহে পাক করে ভূতগণ ॥
প্রাণীকে করএ পাক কালরূপী কর্তা।
যুধিষ্ঠির কহেন ইহাকে বলি বার্তা ॥
বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ
মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃ স পন্থা ঃ ॥
বেদস্মৃতে বিভিন্নার্থ শুনহ নিশ্চয়।
সকল মুনির বাক্য এক মত নয় ॥
গুহায় ধর্মের তত্ত্ব সদত নিহিত।
মহাজন যেদিগে যায় সেইসে সৎ পথ ॥
এত শুনি চমৎকার যক্ষের বিস্ময়।
বনপর্বে ব্যাস উক্তি কবিচন্দ্রে কয় ॥

যুধিষ্ঠিরের জয় লাভ

যক্ষ বলে তোরে তুষ্ট হলাঙ ক্ষিতিশ্বর।
অভিমত মোর ঠাঞি মাগ্যা লহ বর॥
এত শুনি জোড় হাতে যুধিষ্ঠির কয়।
চারি ভাএ বাঁচাইয়া দেহ মহাশয়॥
এক ভাই বাঁচিব তোর শুনহ রাজন।
নকুলে বাঁচাতে বলে ধর্মের নন্দন॥
যক্ষ বলে ভীমার্জুন দুভাই থাকিতে।
নকুল ছাওয়ালে তুমি বল বাঁচাইতে॥
রাজা বলে পুত্র বাঁচুক দু মায়ের দুটি।
ভীমার্জুনের আমি জ্যেষ্ঠ ভাই বটি॥
দানপতি ইহা গাওয়াইব যেই জন।
জলকুম্ভ দিব সেই ব্যাসের লিখন॥
রাজার বুঝিয়া মতি সভারে জিয়াল্য।
ধর্ম বলে পুণ্যফলে সভাই বাঁচিল॥
তোর পিতা ধর্ম আমি চিনিতে না পার।
অরণি আমারে দেহ কহে যুধিষ্ঠির॥
তোর ধর্ম বুঝিবারে অরণি হরিল।
এত বল্যা রাজারে অরণি আন্যা দিল॥
রাজা বলে দ্বাদশ বৎসর গেল বনে।
ত্রয়োদশ অজ্ঞাতে থাকিব কোন স্থানে॥
ধর্ম বলে গুপ্ত বেশে বিরাট নগরে।
বসত করিবে সুখে কহিলাঙ সভারে॥
বর দিয়া ধর্ম রাজা গেল যথাস্থানে।
অরণি আনিয়া রাজা দিল বিপ্রগণে॥
ব্রাহ্মণে অরণি দিয়া সুখী হল্যা সর্ব।
যুধিষ্ঠিরে আশীর্বাদ করে বিপ্রবর্গ॥
রামচন্দ্র যেন দুষ্ট মারিল রাবণে।
রাজ্য পাবে তেমনি মারিয়া দুর্যোধনে॥
পাঁচ ভাই দ্রৌপদী হল্য দণ্ডবৎ।
যার যেই আশ্রমেতে গেলা বিপ্র যত॥
তারপর পাঁচ ভাই বনের সংগতি।
কাম্য ছাড়ি এক ক্রোশ করিলা বসতি॥
গুপ্ত বেশে মন্ত্রণা করেন সর্বজন।
বনপর্ব এতদূরে কবিচন্দ্র কন॥
বসুদেব বটে মোর প্রথম গায়ন।
সংক্ষেপে রচিল পোথা গানের কারণ॥
কবিচন্দ্র কহে এই বন পর্বের কথা।
শ্রবণ করিলে ইহা ঘুচে ভব বেথা॥
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর।
বিরাট পর্ব গান হবে ইহার উত্তর॥

বিরাট পর্ব

অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ

কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব পিতামহাঃ॥
অজ্ঞাতবাস মুষিতা দুর্যোধন-ভয়ার্দিতাঃ॥
জন্মেজয় কয় শুন বৈশম্পায়ন।
মম পূর্ব পিতামহ বিরাট দেশে কেন॥
অজ্ঞাতবাস দুর্যোধনের ভয়েতে অদিত।
সন্দেহ হইল মনে কহিব ঝটিত॥
বৈশম্পায়ন বলে মন দিয়া শুন।
বিরাট দেশে বাস কৈল যে কারণ॥

যুধিষ্ঠিরে তুষ্ট হয়্যা ধর্ম দিল বর।
ব্রাহ্মণে অরণি রাজা দিল তারপর॥
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গে কহিতে লাগিল।
দ্বাদশ বৎসর বনে নিবড়িয়া গেল॥
ত্রয়োদশ বচ্ছর আল্য বহু কষ্ট ইথে।
কোন দেশে বাস করি থাকিব অজ্ঞাতে॥
কুরু পাঞ্চাল মৎস্য আদি এই সব দেশ।
অর্জুন বলে এসব দেশে কোনো নাঞি ক্লেশ॥
রাজা বলে যাই চল বিরাট নগরে।
পরিচয় নাঞি দিব জিজ্ঞাসিলে মোরে॥
পার্থ বলে বিরাটেতে কি কার্য করিবে।
রাজা হয়্যা নানা দুঃখ কেমনে সহিবে॥
রাজা কয় যে করিব শুন সর্বজনা।
সখদ হইব ছাড় আমার ভাবনা॥
কঙ্ক নামে দ্বিজ হব লঞা যাব পাশা।
অবিরত খেলায় পূরিব তার আশা॥
রাজা বলে বৃকোদর বিরাটের পুরে।
কেমনে গোঙাব সেথা কহ দেখি মোরে॥
ভীম বলে রন্ধনাগারেতে আমি রব।
রন্ধনে নিপুণ নাম বল্লভ বলাব॥
যমাগ্নিব্রাহ্মণো ভুক্তা সমাগম্নুণাবরম্।
দিধক্ষঃ খাণ্ডবং দাবং দাশার্হসহিতং পুরা॥
রাজা কয় অর্জুন লুকাবে কোন স্থলে।
খাণ্ডব করিয়া দাহ অগ্নিরে তুষিলে॥
তাপের মধ্যেতে সূর্য দ্বিপদে ব্রাহ্মণ।
সর্পের মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ অনন্ত যেমন॥
যষ্য বাহু অমোদীর্ঘো জ্যাঘাতকঠিনত্ব চো।
দক্ষিণে চৈব্য সব্যে চ গবামিব বপুঃ কৃতঃ॥
যার দুই বাহু দীর্ঘ কঠিন জ্যাঘাতে।
গোসকলের চিহ্ন যেন দক্ষিণ সব্যেতে॥
অর্জুনের গুণ ক্রমে কহিলেন যত।
কবিচন্দ্র দ্বিজ কন বর্ণিলাম কত॥

পাণ্ডবদের ছদ্মবেশ

অর্জুন বলেন রাজা ভয় তেজ তুমি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্লীবলিঙ্গ হব আমি॥
শংখ বলয়ে দুই বাহু আচ্ছাদিব।
শিরে বেণী বৃহন্নলা নাম গিয়া কব॥
গীত নৃত্যবাদ্যে যত যুবতী তুষিব।
আপনার মায়াতে আমি আপনি লুকাব॥
রাজা কয় নকুল তুমি গুঁয়াবে কেমনে।
কোন কর্ম করিবে ভাই রাজার ভবনে॥
নকুল কহেন রাজা অশ্ববৈদ্য হব।
গ্রন্থিকনুপত্য নাম বিরাটে কহিব॥
রাজা বলে সহদেব কহি যে তোমারে।
কেমনে গোঁয়াবে কাল বিরাটের পুরে॥
সহ দেব বলে আমি গুঁয়াইব কাল।
গোরক্ষিয়া রব আমি নাম তন্তিপাল॥
ইয়ং নঃ প্রিয়াভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ শ্বসা॥
যুধিষ্ঠির পুনরপি মুখ হেরি কয়।
মায়ের প্রায় পালন করিতে ইহা হয়॥
বিশেষে অবলা নারী রূপবতী ভার্যা।
প্রাণের প্রেয়সী স্বসা সম পূজ্যা॥
দ্রৌপদী গুঁয়াব কিসে ভয় বড় বাসি।
এই প্রিয় ভার্যা প্রাণ হতে গরীয়সী॥
দ্রৌপদীর দাসী আমি আছিলাঙ পূর্বে।
প্রবন্ধে ভুলাব আমি জিজ্ঞাসিলে সবে॥

দ্রৌপদী বলেন নাথ বৃথা কষ্ট ভাব।
সুদেষ্ণা রাজার রাণী তার পাশে রব॥
রাজা বলে যে যে কর্ম কহিলে আমারে।
সেই কর্ম করিবে সভে বিরাটের পুরে॥
ইন্দ্রসেন আদি রথে যাকু দ্বারাবতী।
দ্রৌপদীর দাসী যাকু পাঞ্চাল সংহতি॥
জিজ্ঞাসিলে না কহিবে করিবেক বৃথা।
পাণ্ডব সকলের তত্ত্ব কেবা জানে কোথা॥
ধৌম্য পায় প্রণমিঞা ছয় জন চলে।
পুরোহিত দুঃখ ভাবি গেলেন পাঞ্চালে॥
কালিন্দীর দক্ষিণ কাননে করি বাস।
মৃগ মারি মহাসুখে ভোগ করে মাস॥
শূরসেন পাঞ্চাল এড়াইয়া যায় ক্লেশ।
প্রবেশ করিল প্রায় বিরাটের দেশ॥
দ্রৌপদী চলিতে নারে মহারাজা কহে।
ধনঞ্জয় আজ্ঞা পায়্যা দ্রৌপদীরে বহে॥
নগর সমীপে যায়্যা দ্রৌপদীরে রাখে।
অতি দূরে বিরাটের পুর সর্বে দেখে॥
রাজধানী প্রবেশিয়া পরম সাদরে।
কুন্তীপুত্র ক্রম জানি কহে অর্জুনেরে॥
তোমার গাণ্ডীব খ্যাত সর্বলোকে জানে।
চিনিলে ভূমিতে পুন হইবে কাননে॥
পার্থ বলে মহারাজা নিবেদিএ আমি।
এই বনে বড় বৃক্ষ অই দেখ শমী॥
শ্মশান সমীপ তার বড় বড় ডাল।
ভয়ানক স্থান দুর্গম মৃগ রুরু ব্যাল॥
এত বলি গাণ্ডীবের খসাল্য শিঞ্জিনী।
জড় কৈল ধনু অস্ত্র একত্তরে আনি॥
প্রবন্ধে বান্ধিল তারে মৃতকের প্রায়।
পূতিগন্ধ স্বরাপরে আনিয়া মাথায়॥
গোবিরক্ষকে কয় মোদের বিতথা।
একাশি বৎসরের হয়্যাছিল মাতা॥
গাছে বান্ধ্যা রাখি মোরা কুলোচিত কই।
দাহন করিএ পুন বৎসরেক বই॥
গাছে বান্ধ্যা রাখা আল্য ধনঞ্জয় বীর।
গুপ্ত নাম সভাকার রাখে যুধিষ্ঠির॥
জয় জয়ন্ত বিজয় ও জয়ৎসেন।
জয়দ্বল এই পঞ্চ মন দিয়া শুন॥
বিরাট নৃপতি বস্যা ছিলেন সভায়।
প্রথমে তাহার পাশে যুধিষ্ঠির যায়॥
দিব্য বাস পর্য়্যা পাশা কক্ষে করি যায়।
সভাসসমেৎ রাজা দেখিবারে পায়॥
দ্বিজ নয় রাজা কয় নরেন্দ্র হবেক।
অভিষিক্ত নৃপতির হল্য কোন ঠেক॥
ভূপতি বিরাটে কহে মনে অভিলাষ।
আছিলাঙ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় দাস॥
সর্বস্ব মজায়্যা আলাঙ মোরে রাজা রাখ।
ধর্মবীর মহারাজা ধর্ম পথ দেখ॥
কেবা তুমি কোথা ঘর কোন কর্ম জান।
কিম্বা গোত্র কি কারণে স্থান ছাড় কেন॥
রাষ্ট্র ভঙ্গ হল্য প্রায় রাজার বিতথা।
প্রাণ লয়্যা পালাইয়া কেবা গেল কোথা॥
প্রাণতুল্য যুধিষ্ঠিরের পূর্বে ছিলাম সখা।
কঙ্ক নাম দ্বিজ বটি না পাইলাঙ দেখা॥
বৈয়াঘ্রপদ্ম গোত্র মোর পাশায় পণ্ডিত।
নাম শুন্যা আলাঙ হেথা যা হয় উচিত॥
রাজা বলে যা মাগিবে তাই দিব আমি।
আজি হতে প্রাণ তুল্য সখা হলে তুমি॥
ঘর বাড়ি দ্বিজবর তোরে নাঞি মানা।
এত বলি ভূষা দিয়া করিল অর্চনা॥
দেশে রাজা তুমি আমি কেবল উপলক্ষ।
তোমায় অনুগত যে সেজন মোর পক্ষ॥

বিরাট ভুবনে সুখে রহে যুধিষ্ঠির।
তারপর দূতত্তর আল্যা ভীম বীর॥
নানা ভাতি শীঘ্র গতি সূর্যের রূপেতে।
হাতা বেড়ি চাটু যে সাঁড়াশি লয়্যা হাতে॥
মৎস্যরাজ পাশে গেলা মলাযুত বাস।
দূরে হতে দেখি যেন রবির প্রকাশ॥
সভাসদ বিতর্ক করেন নৃপবর।
কেহ বলে গন্ধর্ব কেহ বলে পুরন্দর॥
বৃকোদর দাঁড়াইলা বিরাটের পাশে।
অতি দীন দশা হীন মন্দ মন্দ ভাষে॥
নরেন্দ্র করহ মন নিবেদি তোমারে।
আছিলাঙ যুধিষ্ঠিরের রন্ধনাগারে॥
বল্লভ আমার নাম করি পরিচয়।
কবিচন্দ্র বলে পরে মৎস্যরাজা কয়॥

ভীমের সূপকার বেশে আগমন

বিরাট বলেন শুন্যা লাগিল বিস্ময়।
ইন্দ্রতুল্য বাসি মনে না হয় প্রত্যয়॥
সন্দেহ না কর রাজা ভীম বীর বলে।
আছিলাঙ যুধিষ্ঠিরের রন্ধনের শালে॥
আমার রন্ধন যেন সুধার সমান।
দেবে ইচ্ছা করে কিসে লাগয়ে প্রমাণ॥
সাবধানে কথা শুন নৃপচূড়ামণি।
কেবল রন্ধনি নই অন্য কর্ম জানি॥
মোর তেজ মহারাজ সর্বদেশে খ্যাত।
সিংহ ব্যাঘ্র আছাড়িয়া মার্যাছি কত
শত॥
বড় বড় মল্ল মোর যুদ্ধে নাহিঞ আঁটে।
যমকে জিনিতে পারি কে আসে
নিকটে।
পৃথিবী উল্টাতে পারি সমুদ্র অবধি।
তুমি তার যোগ্য বট শুন গুণনিধি॥

মহাশয় রাজা কয় মনে যদি আসে।
নানা ধন পাবে মোর থাক মহানসে॥
রহিল্যা রন্ধনাগারে ভীম বীরবর।
জন্মেজয় বলে মুনি কহ তারপর॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপ চূড়ামণি।
রাজার সভায় গেল দ্রুপদনন্দিনী॥
অধোমুখে কহে সতী মৃদুমন্দ বাণী।
ছিলাঙ দ্রৌপদীর দাসী শুন নৃপমণি॥
সৈরিন্ধ্রী আমার নাম পায়্যা বড় ক্লেশ।
পালন করহ মোরে আল্যাঙ তোমার
দেশ।
এত শুনি পাঠাইল সুদেষ্ণার পাশে।
বিরাট পর্বের কথা কবিচন্দ্র ভাষে॥

দ্রৌপদী ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়ের বিরাট পুরীতে আগমন

প্রবন্ধে পাঞ্চালী তারে দিল পরিচয়
সুন্দরীর কথা শুন্যা সুদেষ্ণার ভয়॥
সুদেষ্ণা বলেন মনে ভয় বড় বাসি।
কামের পতাকা কোন রাজার মহিষী॥
সুদেষ্ণা বলেন তারে শুনলো সুন্দরী।
মায়্যা হয়্যা মোহ পাই তোর মুখ হেরি॥
মুখ দেখ্যা মোহ কোন পুরুষ না পান।
যোগাসিন্ধ যোগীর ভাঙিতে পার
ধ্যান।
কর্কটী ধরয়ে গর্ভ মরিবার তরে।
তার প্রায় হয় পাছে রাখিলে তোমারে॥
হাসিয়া দ্রৌপদী বলে কহি তব পাছে।
গন্ধর্ব যুবক মোর পঞ্চ পতি আছে॥
দূর কর ঠাকুরাণী সে সকল ভয়।
পঞ্চ পতি বিদ্যমানে ইহা নাকি হয়॥
উচ্ছিষ্ট না খাব কার না ধুয়াব পা।

কার কাছে নাঞি শুনুব না জাতিব গা ॥
ক্ষমা যদি করিতে পার রাখহ আমারে।
সুদেষ্ণা শুনিয়া কথা অঙ্গীকার করে ॥
দ্রৌপদী রহিলা সুখে সুদেষ্ণার ঘরে।
সহদেব গোপবেশে গেলা তার পরে ॥
বিরাট দেখিয়া রূপ পরিচয় চান।
বৈশ্যকুলে জন্ম মোর তন্ত্রিপাল নাম ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিল অষ্ট লক্ষ পাল।
গুণবান যুবা অষ্ট লক্ষ যে রাখাল ॥
তস্যাষ্টশতসহস্রা গবাং বর্গা শতং শত।
অপরে দশসাহস্রাদ্বিস্তাবত্তথা পরে ॥
যুধিষ্ঠিরের গো সংখ্যা ব্যাসের লিখিত।
আট কোটি তিন লক্ষ অপর এক শত ॥
যত রাখালের প্রধান ছিলাঙ শুন নৃপমণি।
দশযোজনে থাকে গরু এক দণ্ডে গণি ॥
লক্ষণে প্রসব জানি শুন মহাশয়।
আপনার গুণ বিবরিয়া বিরাটেরে কয় ॥
সহদেবে বলে বিরাট করিয়া মান।
গোধন পালিবে যত্নে রাখালের প্রধান ॥
আট লক্ষে একেক বর্গ গণ্যা নেহ তুমি।
দধিদুগ্ধ পাঠাইবে শুন গুণমণি।
ছয় হাজার বর্গ সম দিলাঙ তোমারে।
মরিলে দেখাবে চিহ্ন আনিয়া আমারে ॥
রাজা বলে অভিপ্রায় জানিলাঙ আমি।
শত হাজার রাখালের প্রধান হঅ তুমি ॥
আদেশ পাইয়া সহদেব তবে গেল।
স্ত্রী বেশ ধরিয়া সভায় বৃহন্নলা আল ॥
ক্লীবরূপে এমন পুরুষ নাঞি দেখি।
অভিপ্রায় জানা যায় রাজ চিহ্নে লেখি।
অর্জুনের মুখ হেরি কহে মৎস্যরাজে।
পৃথিবী নাশিতে পার আলে কোন কাজে ॥
অর্জুন বলেন রাজা নিবেদি তোমায়।
ছিলাঙ আমি সুখী যুধিষ্ঠিরের সভায় ॥
বৃহন্নলা নাম মোর সর্ব দেশে খ্যাত।
নৃত্যগীত তাল মান জানি আমি যত ॥
যুধিষ্ঠির রাজার কাল দৈব চক্র পাকে।
সুতবন্ধ পক্ষ যেন ভূপ পাশে থাকে ॥
এত শুনি রাজা তারে রাখে অন্তঃপুরে।
নৃত্যগীত শিক্ষা হেতু দিলেন উত্তরারে ॥
তারপর সভা মাঝে নকুল আইল।
কে তুমি কোথায় ঘর রাজা জিজ্ঞাসিল ॥
গ্রন্থিক আমার নাম কহিলাঙ তোমারে।
অশ্বশালে ছিলাঙ আমি যুধিষ্ঠিরের ঘরে ॥
এত শুনি রাজা তার করি পুরস্কার।
অশ্ব গজশালা তারে দিল অধিকার ॥
বৈশম্পায়ন কয় রাজা কহি হে তোমায়।
পরস্পর নানা দ্রব্য সভাই পাঠায় ॥
বিরাট নগরে সুখে রহিলা পাণ্ডব।
চারি মাসে সেই দেশে হল্য ব্রহ্মোৎসব ॥
চারি বর্ণে উৎসবে সভাই জড় হল্য।
দেশের যতেক মল্ল সেই স্থলে আল্য ॥
নাচে গায় বারবধূ মঙ্গল ঘোষণা।
মহোৎসব মহারোলে বাজায় বাজনা ॥
গণ সঙ্গে মহারাজ বসিলা সমাজে।
মল্ল খেলে মেলা পড়া নানা বাদ্য বাজে ॥
জীমূত মল্ল বলে রাজা যুদ্ধ দেহ মোরে।
আদেশিল মল্লে রাজা বিনাশিল তারে ॥

জীমূত বলেন আমি জই সর্ব দেশে।
দিলে জয়পত্র দেহ মনে যদি আসে॥
মল্লের শুনিয়া কথা মৎস্যরাজ কোপে।
কঙ্কের পাইয়া সায় বল্লভেরে ডাকে॥
পূর্বে কর‍্যাছিলে মল্লের সনে যুঝ
তুমি।
জিনিলে অতুল ধন তোরে দিব আমি॥
সুপকর্ম করি আমি বৃকোদর কয়।
পর্বত সমান মল্ল দেখ্যা লাগে ভয়॥
মল্ল বলে তব দেশে যোদ্ধা কেহ নাই।
জয়পত্র দেহ তব সভা ছাড়্যা যাই॥
কোপে নিয়োজিল রাজা মল্ল ছিল
যত।
দণ্ডমাত্র বিনাশিল হল্য কক্ষাপাত॥
আমার সমান মল্ল কেবা আর আছে।
অন্য কিসে মাতঙ্গ দাঁড়াতে নারে
কাছে॥
পর্বত ভাঙিতে পারি মটুকির ঘাতে।
শার্দুল ঠেকিলে মোর নাঞি বাঁচে
হাথে॥
মল্ল বলে মহারাজা লেখ পরাজয়।
কঙ্কের ইঙ্গিতে ডাক্যা বৃকোদর কয়॥
জয়পত্র ছাড়্যা নেহ বিরাটের শরণ।
নতুবা আমারি হাতে হারাবি জীবন॥
মল্ল বলে তোরে আজি লব যমপুর।
এত বলি বাজে যুদ্ধ দোঁহে পরস্পর॥
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে দম্ফে দোঁহে উঠে
দর্পে।
গর্বে গর্জে কোপিয়া তর্জে যেন
গরুড় সর্পে॥
সিংহে সিংহে রণ যেন শার্দুলে
শার্দুলে।
কেহ নহে পরাভব যুঝে বাহুবলে॥
দুজনার বাহু দোঁহে ধরে হাথে হাথে॥
বনে যুদ্ধ হয় যেন হস্তিতে হস্তিতে॥
রক্ত লোচন দোঁহে ঘোর রবে আসে।
ঢুষাঢুষি ঘোর রণ যেন বৃষে বৃষে॥
বৃত্র বাসবে যেন হয় ঘোর রণ।
হাথাহাথি রঙ্গ মধ্যে যুঝে দুইজন॥
ভূমে আছাড়িয়া ভীম আঁটু দেই বুকে।
জীমূত জানএ সন্ধি উলটাঅ তাকে॥
পুনরূপি আপনা সারিয়া দোহে উঠে।
বিষম মল্লের লেঠা বল নাঞি তুটে॥
ভীম বলে কেন আলি মরিবার তরে।
এখনি পাঠাব তোরে শমনের পুরে॥
মল্ল বলে ভুক্তা বেটা ভরম রাখ্যা যা।
এবার আল্যে ভূমে পাড়্যা বুকে দিব
পা॥
মৎস্য দেশে আস্যা প্রাণ হারালি রে
বেটা।
প্রাণ যদি পাবি তবে দাঁতে কর কুটা॥
এত বলি ভীম তার ধরিলেক ঘাড়ে।
পদে ধরি ঘুরাইয়া পাথরে আছাড়ে॥
মাথা ভাঙ্গ্যা খান খান গলা ঘড় ঘড়।
জীমূত পড়িল রণে অরি দিল রড়॥
পুনরূপি ঘোর যুদ্ধ দেখে সর্বজনে।
রাজার হুকুমে যত বন জন্তু আনে॥
বাঘে ধর‍্যা বৃকোদর লাফ দেই দম্ভে।
বেগে পেল্যা মারে বীর মাতঙ্গের কুম্ভে॥
মহিষের মাথা ভাঙ্গে মুটকির ঘাতে।
প্রাণ লয়্যা সিংহ পলাইল বনপথে॥
ভল্লুকের পদ ধরি তুলিয়া আছাড়ে।
গড়ের দিয়াল ভাঙ্গ্যা গণ্ডা পালায় রড়ে॥
বসন ভূষণ ভীমে দিলেন অপরে।

কোলে করি প্রশংসা করিল বারে বারে ॥
মঙ্গল বাজনা বাজে বিরাটের জয় ।
জীমূত পড়িল রণে কবিচন্দ্রে কয় ॥

কীচকের দ্রৌপদী দর্শন

মুনি বলে এইরূপে দশ মাস গেল ।
হেনকালে কীচক ভগ্নীর পাশে আল্য ॥
সৈরিন্ধ্রীরে দেখি দেব দুহিতার প্রায় ।
কামেতে মোহিত হয়্যা কীচক শুধায় ॥
কীচক স্থিরতর নয় সৈরিন্ধ্রীর প্রতি কয়
মোর পানে মুখ তুলি চাঅ ।
কার জায়া কার ঘর মোরে পরিচয় কর
কামানলে দহে মোর দেহ ॥
কহ মোরে সত্য কথা বিরাট ভবনে তথা
কে আনিল দাসী হল্যে কেন ।
তোমার অঙ্গের ছটা যেন বিজুরির ঘটা
ঝলমল করে নিকেতন ॥
জম্বুক যেমন বনে মৃগেন্দ্র কন্যার সনে
কীচক কপটি কয় কথা ।
দ্রৌপদী নাহিক শুনে না চায় তাহার পানে
ভাব বুঝি হৃদে পায় বেথা ॥
তুমি যেমন সুন্দরী এমন রূপের নারী
আমি নাঞি দেখি মহীতলে ॥
প্রাণ হর্যা নিলি মোর শরণ লইলাঙ তোর
কামিনী পড়ালি কামানলে ॥
জিনিঞা পদ্মের কোর পীনোন্নত পয়োধর
হার হীরা অলংকার যোগ্যা ।
কামের প্রভোদ দুটি বুক ভেদি দর্পে উঠি
কোন ভাগ্যবানের ছিলে ভোগ্যা ॥
মধ্যদেশ মুষ্টে পাই আজ্ঞা পালে পাশে যাই
কামের সমুদ্র কর পার ।
অতেব তোমারে সাধি অসাধ্য ব্যাধির নিধি
পদ দিঞা করহ উদ্ধার ॥
দ্রৌপদীর নাঞি ভয় কীচক যতেক কয়
চক্রবর্তী কবিচন্দ্রে ভাষে ।
কহে যত পুনপুন ভুলাতে নারিল মন
তার কথা তৃণ হেন বাসে ॥

কীচকের হস্তে দ্রৌপদীর নিগ্রহ

কীচক কহেন তুমি মোর বোল রাখ ।
পরিণামে পাবে সুখ প্রীত কর্যা দেখ ॥
প্রথম যৌবন তোর নিরর্থক যায় ।
যৌবন অনিত্য জুয়ারের জল প্রায় ॥
পুরাতন যত জায়া ছাড়িব তাহারে ।
দিবানিশি লয়্যা আমি থাকিব তোমারে ॥
খাটে বস্যা থাক তুমি দাস আমি হব ।
চামরে করিব বা তাম্বুল যোগাইব ॥
মোর দত্ত রাজ্য গো বিরাট ভোগ করে ।
রাজা যত দেশে দেশে কাঁপে মোর ডরে ॥
কীচকেরে সতী বলে শুন মূঢ় মতি ।
রক্ষা করে গন্ধর্ব মোর পঞ্চ পতি ॥

সিংহের জায়ার সংগে শৃগাল হইয়া।
ভোগ করিবারে চাহ আপনা খাইয়া॥
এতদিনে ওরে পাপী হারাইলি প্রাণ।
তিন লোকে প্রবেশিলে নাই পরিত্রাণ॥
বালক হইয়া চাঁদে চাঅ ধরিবারে।
অজ্ঞানে ঢুকিতে চাঅ অগ্নির ভিতরে॥
ফাড়িঙ্গ হইয়া ইচ্ছা কর মধুপানে।
ভেক হয়্যা থাকিতে চাঅ পদ্মের বিপিনে॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয়।
কামে অন্ধ লাজহত সুদেষ্ণারে কয়॥
কীচক বলেন তুমি মোর রাখ প্রাণ।
কামানলে দহে দেহ দাসী দিহ দান॥
সুদেষ্ণা বলেন তার জানি আমি মতি।
কারে ভয় নাহি তার না ভুলিব সতী॥
সুধা অন্ন হেতু পাঠাইব তোর ঘরে।
শুনিয়া কীচক গেল আপন মন্দিরে॥
পালংকে বসিল বীর ভোজন করিয়া।
রাণী বলে বিরলে সুধার তত্ত্ব পায়্যা॥
সৈরিন্ধ্রী আনহ সুধা কীচক মন্দিরে।
সতী বলে পাঠাঅ অন্য প্রবীণা দাসীরে॥
কথা কাট বল্যা তারে থাল দিল হাথে।
দ্রৌপদী চলিল একা কান্দিতে কান্দিতে॥
কাতরা হইয়া নিল সূর্যের শরণ।
দিননাথ কর মোর লজ্জা নিবারণ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ বিনে অন্য যদি জানি।
কীচকের বশ তবে কর্য দিনমণি॥
মার্কণ্ডের উপাসনা করি দণ্ডদ্বয়।
রক্ষা হেতু রাক্ষস দিলেন মহাশয়॥
ব্যাধবিন্ধ মৃগী যেন চঞ্চল ভএতে।
কীচকের ঘরে গেলা কাঁপিতে কাঁপিতে॥
সৈরিন্ধ্রীরে দেখি সুত উঠিল্যা সাদরে।
পথিক যেমন পাল্য নৌকা পারা বারে॥
কীচক বলেন ধনী আস্য আস্য হের।
রতন কাঞ্চন নেহ অংগে অংগে পর॥
দুঃখ দেখ্যা মরি আমি দাসকর্ম কর।
সুখে গুঞ্জাইবে কাল বাক্য যদি ধর॥
পালংকে পুষ্পের শয্যা দেখ বিদ্যমান।
মোর সংগে রস রংগে কর মধুপান॥
কর্পূর তাম্বুল আমি আপনি যোগাব।
বুকের উপরে কর্যা তোমারে রাখিব॥
দ্রৌপদী বলেন বীর ছাড় উ সব আশা।
পাঠাইঞা দিল রাণী হয়্যাছে পিপাসা॥
পাঠাইঞা দিব সুধা বল্যা ধরে হাথে।
পালংক উপরে তুমি বস্য মোর সাথে॥
দ্রৌপদী বলেন মোর কি হল্য কি হল্য।
কলংক রহিল কুলে জাতি মত গেল॥
বহু কষ্টে কৃষ্ণা তার ছাড়াইল হাত।
পালাতে না পারে সংগ পুরুষের সাথ॥
কীচক বলেন আজি পালাইবি কোথা।
ঘরে বস্যা তোরে আন্যা দিয়াছে বিধাতা॥
পরাণে মরিবি যদি কস কটু ভাষা।
ছি ছি পাপী কংকণে ঝুড়িয়া দিব নাসা॥
এত বলি ঠেল্যা ফেলি পালাইয়া যায়।
অন্তঃপুর ছাড়্যা গেল রাজার সভায়॥
পাঞ্চালীর পাছু ধায় কীচক দুর্মতি।
সভামাঝে কেশে ধর্যা মারে পেল্যা লাথি॥
পদাঘাতে অচেতন পড়ে ভূমিতলে।

তা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভাসে অশ্রুজলে ॥
মাদ্রীসুত দুঃখ পায়্যা করে হায় হায় ।
কোপে ভীম বীর শাল গাছ পানে
চায় ॥
বৃক্ষের আঘাতে আজি কীচকে
মারিব ।
জানাশুনা হলে পুনর্বার বনে যাব ॥
আঙ্গুল টিপিয়া যুধিষ্ঠির তারে রাখে ।
আগুনের কণা বার্যায় বৃকোদরের
চক্ষে ॥
দ্রৌপদীর জটে ধর্যা কীচক আছিল ।
দিবাকর দূত ধায় কীচকে মারিল ॥
ঘুরিয়া পড়িল পাপী হয়্যা অচেতন ।
মূলে কাটা গেলে বৃক্ষ পড়য়ে যেমন ॥
ভূমে ঘসাড়এ মুখ গালে মারে চড় ।
ভূমেতে পড়িয়া পাপী করে ধড়ফড় ॥
প্রবন্ধে পালায় পাপী মূঢ়মতি খল ।
শংকর বলে অসৎকর্মের বিপরীত ফল ॥

দ্রৌপদীকে সংকেতে যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

কাঁদিয়া দ্রৌপদী কোপে কহেন
মৎসরাজে ।
তোমার সাক্ষাতে মোরে মারে সভা
মাঝে ॥
মোর স্বামীর শত্রু নাঞি সমগ্র
অবনীতে ।
তার ভার্যায় সূত পুত্র ধরি পদাঘাতে ॥
কাতর হইয়া যেবা লইত শরণ ।
প্রাণ পণ করি তারে করিত রক্ষণ ॥
ভ্রমএ প্রচ্ছন্ন রূপে তারা মহারথা ।
সূতপুত্র পদাঘাতে আমি পাই বেথা ॥
কপট কুটিল রাজা বদাকার দেশ ।
ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাঞি আমি পাই ক্লেশ ।
সভাসদ সঙ্গে মন্দ কীচক অসৎ ।
এদেশে কি রীতে লোক করএ বসত ॥
বিরাট বলেন শুন চারু নিতম্বিনী ।
কীচক তোমায় দ্বন্দ্ব আমি নাঞি
জানি ॥
সৈরিন্ধ্রী বলেন রাজা ধিক হে
তোমায় ।
কীচকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বুঝা নাঞি যায় ॥
সাধু সাধু বল্যা ডাকে সভাসদগণ ।
লজ্জা পায়্যা অধোমুখে রহেন রাজন ॥
সকরুণে দ্রৌপদীরে যুধিষ্ঠির ভাষে ।
অভিমান তেজ্যা যাঅ সুদেষ্ণার পাশে ॥
তব দুঃখ পতি যত দেখিবারে পায় ।
অকালে ঠেক্যাচে দেবী নাঞিক
উপায় ॥
এত শুনি কাঁদ্যা গেল রাণীর গোচরে ।
সুদেষ্ণা বলেন কহ কে মারিল আরে ॥
সুধা হেতু পাঠাইলে কীচক গোচর ।
মোরে ভজ বল্যা হাথে ধরে কীচক
বর্বর ॥
হাথ ছাড়াইয়্যা গেলাঙ রাজার সমাজে ।
কেশে ধর্যা মারে লাথি দেখে
মৎসরাজে ॥
রাজার সাক্ষাতে মোরে করিল লঘুতা ।
সুদেষ্ণা বলেন তারে বঞ্চিত বিধাতা ॥
মরিব কীচক কালি গন্ধর্বের হাতে ।
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের নিমিত্তে ॥
স্নান করি বিরলে বসিলেন সতী একা ।
অভিমানে কান্দে মোহে কেহ নাঞি
সখা ॥

নিশাকালে গেল দেবী যথা বৃকোদর।
বিরাট পর্বের কথা গাইল শংকর॥

ভীমের নিকটে দ্রৌপদীর গমন

মহানসে সিংহ যেন শুয়্যা নিদ্রা যায়।
জাগ নাথ বল্যা তার হাথ দেই গায়॥
ভীমবরে কোলে করি দ্রুপদের সুতা।
শাল বৃক্ষে যেমন বেড়ায়্যা থাকে লতা॥
নিদ্রা ভঙ্গ হল্য ভীম সুমধুর ভাষে।
দ্রৌপদী কি দুঃখ পায়্যা আলে মহানসে॥
কারণ কহিয়া যাঅ সুদেষ্ণার পাশ।
লোকে জনে দেখিলে হবেক সর্বনাশ॥
দ্রৌপদী বলেন আমি বৃথা প্রাণে জী।
যুধিষ্ঠির যার স্বামী তার দুঃখের কি॥
কেবা রাজকন্যা হয়্যা এত দুঃখে বাঁচে।
না যায় কঠোর প্রাণ কোন সুখে আছে॥
সমাজে উলঙ্গ করে রাজা দুর্যোধন।
তাহাতে গোবিন্দ কৈল লজ্জা নিবারণ॥
তারপর জয়দ্রথ বনেতে হরিল।
ভাগ্যে পুণ্যে জাতিকুল তাহাতে বাঁচিল॥
কীচক মারিল লাথি রাজার সম্মুখে।
পতি হয়্যা যুবতীর দুঃখ চায়্যা দেখে॥
কপাল আমার মন্দ সভাই ভাল বঠ।
কুলে কালি হইবে পরাণে বধ ঝট॥
দারুণ কীচক দুষ্ট প্রতি দিবা বলে।
ভার্যা হঅ মোরে ভজ আস্য করি কোলে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার যন্ত্রণা দেই এত।
তথাপি তোমরা এক তাথে অনুগত॥
ধন ধরা ভ্রাতৃ দারা পাশা খেল্যা হারে।
কোন রাজা বল দেখি হেন কর্ম করে॥
দিবা নিশি কত শত রাজা যার দ্বারে।
লক্ষ দাসী নিত্য যার রন্ধন আগারে॥
আটাশি হাজার দ্বিজ দিবসে ভোজন।
দশ হাজার উর্দ্ধরেতা অপর ব্রাহ্মণ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির অন্নের প্রত্যাশী।
বিষ খাব নতুবা গলাত দিব ফাঁসী॥
রথ রথী ঘোড়া হাতি অযুত অযুত।
যার সংগে অবিরত আগে পাছে যাত॥
হেন রাজা পাশায় উপায় কর্য্যা খায়।
অন্তর ফাটিয়া পড়ে দেখা নাঞি যায়॥
তোমার তা হতে দুঃখ থাক মহানসে।
প্রাণ ফাটে পাঁজর আমার যত শ্বাসে॥
গজ আদি মল্ল সংগে যবে যুঝ তুমি।
কাঁদিয়া গুঙানু কাল মর্য্যাছিলাঙ আমি॥
দেবতা গন্ধর্ব জিনে নর্তক সে জন।
বাহুবলে যে করে খান্ডব দাহন॥
পুরুষ হয়্যা যেবা জন নারীর বেশ ধরে।
শিরে বেণী ধরি কংকণ ভূষা পরে॥
নাচে গায় অবিরত যুবতী বেষ্টিত।
ধনুক টঙ্কারে সুর নর চমকিত॥
এমন দুর্গতি আমি দেখিব কেমনে।
আগুন লাগুক ছি ছি আমার কপালে॥
সহদেব গোপ বেশে রক্ত বস্ত্র পরে।
গরুর রাখাল হঅ বিরাটের ঘরে॥
কুল পুত্র নকুল থাকয়ে অশ্বশালে।
না জানি কতেক দুঃখ আছেত কপালে॥
রাজার যোষিৎ হয়্যা সুদেষ্ণার দাসী।
জীবন মরণ সম আপনাকে বাসি॥

শত শত কিংকরী জাঁতিত মোর পা।
কেশের বিন্যাস করি আমি জাতি গা ॥
কুন্তী বিনে চন্দন না ঘষি আমি কার।
হাত পানে চায়্যা দেখ ঘাটা হল্য মোর ॥
এত বলি পুনরূপি করত রোদন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের বর্ণন ॥

দ্রৌপদীর খেদ

পঞ্চ পতি বিদ্যমানে এত দুঃখ মোর কেনে
কীচক মারএ পেলা লাথি।
কাঁদিয়া গোঙাই কাল যৌবন হইল শাল
বিদরিয়া যায় মোর ছাতি ॥
দুঃখ দেখ্যা ভীম বীর মুখে দিয়া দুই কর
করুণা করিয়া বীর কান্দে।
বাহুবল ধিক মোর অর্জুনের গান্ডীব শর
এত বল্যা বুক নাঞি বান্দে ॥
কীচক কি মোর আঁটে মাথা ঢুকাইব পেটে
সুত পুত্র সেহ কোন বীর।
দুর্যোধন দুঃশাসনে দেখা হবে কত দিনে
কাটিতে না পাই তাদের শির ॥
যদি তুমি বীর বট কীচকে বধহ ঝাট
মোর সনে সদা করে কক্ষা।
আপনি জন্মিয়ে যায় সুতে উৎপত্তি তায়
জায়ারে রাখিলে আত্মরক্ষা ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে দ্রৌপদীরে কর্যা কোলে
বৃকোদর করয়ে সান্ত্বনা।
কীচকে বধিব প্রাতে দেখিবে সকল সাথে
আর নাঞি তোমার যন্ত্রণা ॥

কীচক বধ

সময় করিয়া যেন আসে নাটশালে।
উপদেশ পায়্যা দেবী গেলা যথা স্থলে ॥
প্রভাতে সৈরিন্ধ্রী স্থানে কীচক আইল।
কোথা তোর পঞ্চপতি কে তোরে রাখিল ॥
বিরাটে এদেশে রাজা করিয়াছি আমি।
সুদেষ্ণারে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তুমি ॥
আমা সনে প্রীত কর বড় সুখ পাবে।
কৌতুকে গুঙাবে কাল নানা ভোগ খাবে ॥
দ্রৌপদী বলেন মন্দ আমার কপাল।
কেবা জানে তুমি এত পুরুষ রসাল ॥
রসিক রতন বল্যা আমি নাঞি জানি।
দেশের ঠাকুর উপলক্ষ নৃপমণি ॥
সৈরিন্ধ্রী বলেন তারে নিশাযোগে যাবে।
রাজার নর্তনাগারে মোর দেখা পাবে ॥
নিশাযোগে প্রেমাবেশে থাকিব দুজনে।
নিভৃত নূতন স্থান গন্ধর্ব না জানে ॥
এত শুনি কীচক চলিয়া গেল ঘরে।
দ্রৌপদী আসিয়া সব কহিলা ভীমেরে ॥
কীচক কামেতে অন্ধ রবি পানে চায়।
দিনান্ত হইল তার রজনীর প্রায় ॥
ছেনা পানা ক্ষীর খায় না রুচে ওদন।
মল্লিকার মালা পরে সুগন্ধ চন্দন ॥
কপূর তাম্বুল বীর খায় অবিরত।
নিশা হল্য অতি ঘোর বীর আনন্দিত ॥

শয়নে রয়্যাছে বীর কীচক না যাতে।
সিংহ যেন গুপ্ত থাকে মৃগেরে মারিতে॥
নিশাযোগে কীচক নতর্নাগারে যায়।
দীপ যেন নির্বাণের কালে শোভা পায়॥
ক্ষুদ্র পশু গর্বে যেন সিংহ পাশে যায়।
নিদ্রাযুত ব্যাঘ্রে যেন অজ্ঞানে ঘাটায়॥
পালঙ্কে বসিয়া বীর গায় দেই হাথ।
মদে মত্ত মদনে পীড়িত সেনানাথ॥
হাসিয়া হরষে কয় যদি মোর বঠ।
চায়্যা দেখ আমি আলাও উঠ ধনি ঝাট॥
কামানলে দহে গা পাই বড় বেথা।
খাওয়াঅ অধরামৃত উঠ্যা কহ কথা॥
জিনিয়া বজ্রের সার বৃকোদরের গায়।
পাপমতি পয়োধর খুঁজিয়া বেড়ায়॥
গৃহেতে যতেক নারী সভে বলে ধন্য।
হেন রূপরাশি পুরুষ নাই দেখে অন্য॥
ভীম বলে সত্য বটে তুমি যা বলিলে।
গৃহবাসী যুবতী তোমায় ধন্য বলে॥
হেন অঙ্গে হাথ তুমি না দেহ কখন।
বিদগ্ধ পুরুষ কাম ধর্ম বিচক্ষণ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভীম ভীম পরাক্রম উঠে মহাশয়॥
ভীম বলে বিনাশ করিব আমি তোরে।
নির্ভয়ে সৈরিন্ধ্রী যেন বুলে অন্তঃপুরে॥
ভূতলে পাড়িল বীর ধর্য্যা তার জটে।
কেশ ছাড়াইয়া যে কীচক দাপে উঠে॥
ভয় পায়্যা কীচক ধরিল ভীমের বাহু।
দুজনে আন্ধারে যুদ্ধে নাই জানে কেহু॥
বালি সুগ্রীব যেন হয় ঘোর রণ।
বসন্তে বাসিতা মত্ত মাতঙ্গ যেমন॥
লাফালাফি ঝাপাঝাপি যেন ব্যাঘ্রদ্বয়।
জর্জর হইল দোঁহে রক্তধারা বয়॥
কীচক কাতর হয়্যা পুন ধরে কেশ।
দারুণ ভীমের রণ তনু হল্য শেষ॥
শাদূল দাবায়্যা যেন ধরিল হরিণে।
বুভূক্ষিত রুরুবর ভক্ষের কারণে॥
জানু দিয়া ভীম তার ভাঙ্গে কটিদেশ।
বিনদ্যা সাজনি তার দূরে কৈল কেশ॥
হস্ত পদ শির তার ঢুকাইল পেটে।
মাংসপিণ্ডবৎ কর্য্যা দ্রৌপদীরে ডাকে॥
সভামাঝে পদাঘাত মার্য্যাচে তোমায়।
লাথি মার বল্যা উল্কা জ্বালিয়া দেখায়॥
কাঁদিয়া দ্রৌপদী ধরে ভীমের চরণ।
তোমা বিনে হেন দুষ্টে বধে কোনজন॥
দ্রৌপদীর ভাব দেখ্যা কোলে করে তায়।
বসনে যতন কর্য্যা বদন মুছায়॥
কৃষ্ণারে বিদায় দিয়া গেল মহানশে।
বিরাট পর্বের কথা কবিচন্দ্রে ভাষে॥

উপকীচকবধ

কীচকের মৃত্যু দেবী রক্ষকে কহিল।
গন্ধর্বে না মানে মূঢ় পরাণে মরিল॥
ধাইল রক্ষকগণ কীচকের বন্ধু।
উল্কা জ্বাল্যা দেখে সভে বাড়ে শোক সিন্ধু॥
কেহ বলে কোথা গেল হস্ত পদ শির।
গন্ধর্বে বধিয়া গেল মরিয়াছে বীর॥
উপকীচকগণে ডাক্যা বলে নৃপবর।
সৈরিন্ধ্রীরে কীচকের সঙ্গে দাহ কর॥

উপকীচক দ্রৌপদীরে বান্ধে হাথে পায়।
চতুর্দোলে চাপায়্যা শ্মশানে লয়্যা যায়॥
মহা ভয় পায়্যা দেবী ডাকে উচ্চস্বরে।
কোথা হে গন্ধর্ব স্বামী রক্ষা কর
মোরে॥
জয় জয়ন্ত বিজয় জয়ৎসেন।
জয়দ্বল রক্ষা কর সৈরিন্ধ্রীর প্রাণ॥
দ্রৌপদীর শব্দ ভীম শুনিবারে পায়।
প্রাচীর ফাদিয়্যা পড়ে বাউ বেগে ধায়॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী বল্যা ডাকে উচ্চরায়।
শাল গাছ উপাড়িয়া হাথে করি ধায়॥
চারি শত হাথ দীর্ঘ সেই তরুবর।
দণ্ডপাণি যম যেন বনের ভিতর॥
গন্ধর্ব আইল সভে দেখিয়া সুমুখে।
নগরের মুখে ধায় পড়িল বিপাকে॥
বৃক্ষ পেল্যা মারে বীর হয়্যা রোষযুত।
মরিল কীচক যত পঞ্চাধিক শত॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় বিরাটের কথা।
উপকীচকগণ মল্য ভীমের যোগ্যতা॥

দ্রৌপদীর বন্ধনমুক্তি

বন্ধন করিয়া মুক্ত গেলা বৃকোদর। দেবী॥
প্রভাতে করিয়া স্নান প্রবেশে নগর॥
মরিল কীচকগণ ভূপতি শুনিল।
ভীম পরাক্রম সভে আসিয়া দেখিল॥
বিরাটের পাশে যায়্যা প্রজা যত কয়।
সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব ভয়ে দেশ নাঞি
রয়॥
বিরাট নগরে হল্য গন্ধর্বের বাস।
রতি রঙ্গ দূরে গেল রমণের আশ॥
রাজপাট বিসে রয় করহ বিধান।
দিবসে আগুর হাটি কহিলাও নিদান॥
বিরাটের আদেশে যতেক পুরবাসী।
উপকীচক এক চিতায় দাহ করে
আসি॥
বিরাট বিরলে আসি সুদেষ্ণারে বলে।
সৈরিন্ধ্রীরে ঝটিৎ বিদায় দেহ ছলে॥
এত বলি বিরাট গেলেন অন্যস্থান।
বিরাট পর্বের কথা কবিচন্দ্রে গান॥

অর্জুনকে দ্রৌপদীর ভর্ৎসনা

দ্রৌপদীরে দেখ্যা লোক সভাই ডরায়।
লুকান পুরুষ যত যুবতী পালায়॥
নগর ছাড়িয়া গেল রাজ অন্তঃপুরে।
ভীমেরে দেখিল রন্ধনশালার দুয়ারে॥
হাসিয়া গন্ধর্ব পদে করিল নমস্কার।
এ ঘোর বিপদে মোরে করিলে উদ্ধার॥
সংকেতে দ্রৌপদী প্রতি ভীমবীর কয়।
আনন্দে ভ্রমণ কর আর নাঞি ভয়॥
পরে দেখা পার্থ সাথে ভাবেতে
আসক্ত।
কহ গো সৈরিন্ধ্রী তোমার কে করিল
মুক্ত॥
সৈরিন্ধ্রী বলেন জিজ্ঞাসিয়া কিবা
কাজ।
ধিক ধিক কহিতে না বাস তুমি লাজ॥
খাও দাও নাচ গাও সদা তোমার সুখ।
কোণে থাক কি জানিবে সৈরিন্ধ্রীর
দুখ॥
কীচক মারিত লাথি সভাই দেখ চায়্যা।
কেন হাস কি জিজ্ঞাস মায়্যার সনে
মায়্যা॥

কুন্তী দেবী সার্থক পালিল বৃকোদরে।
তিনি ধন্যা হেন বীর ধরিলা উদরে॥
অহমিকা বৃথা কর না রাখ জায়ারে।
বৃকোদর ভীমবর ধন্য ধন্য তারে॥
অশ্রু বহে চাহে বীর দ্রৌপদীর পানে।
ভয় দূর কে করিতে পারে ভীম বিনে॥
এ দুঃখ যাবেক দেবী গেলে তের দিবা।
গোবিন্দ করেন যদি পরিচয় পাবা॥
এত শুনি গেলা দেবী সুদেষ্ণার ঘরে।
রাণী বলে সৈরিন্ধ্রী গো যাহ অন্যন্তরে॥
দয়াশীল স্বামী মোর তোরে সত্য কই।
স্বামী সব লয়্যা যাবে তের দিন বই॥
হরষ বিষাদে রাণী তারে দিল সায়।
বিরাট পর্বের কথা কবিচন্দ্র গায়॥

মৎস্যরাজসহ পাণ্ডবদের যুদ্ধযাত্রা

দূত পাঠায় দুর্যোধন পাণ্ডবের কাছে।
সমাচার আন্যা দিবি মরে কিনা বাঁচে॥
নানা বেশ ধরি তারা গেল রাজচর।
বন উপবন খুঁজে নগর চত্বর॥
হস্তিনা নগরে আল্য খুঁজি দেশ সব।
দুর্যোধনে বলে দূত মর্যাচে পাণ্ডব॥
দুঃশাসন বলে এতদিনে ভাল হল।
নদী কুঞ্জে পীড়া পায়্যা পাঁচ ভাই মল্য॥
দ্রোণ বলে দেবাসুরে যার নাই ভয়।
ভীষ্ম বলে পাণ্ডু পুত্র মরিবার নয়॥
যেখানে পাণ্ডব আছে নাঞি রোগ শোক।
হৃষ্টপুষ্ট যজ্ঞশীল ধর্মশীল লোক॥
পাণ্ডবে আনায়্যা অর্ধ দেহ রাজ্যভার।
কৃপাচার্য বলে কথা বটে সারাৎসার॥
চর পাঠাইয়া দিল খুঁজে দেশ যত।
বেদ ব্রাহ্মণ যত দেশে দেশে খ্যাত॥
না পাইয়া গেলা সভে হস্তিনা নগরে।
একে একে বিবরিয়া কহিল রাজারে॥
বিরাটে কীচক মল্য শুনে দুর্যোধন।
সুশর্মারে বলে হর্যা আনহ গোধন॥
উত্তর গোগৃহে মোরা যাইব পশ্চাতে।
শুনিয়া সুশর্মা যায় সেনাগণ সাথে॥
সসৈন্যে সুশর্মা সাজ্যা গেল মৎস্যপুর।
গোষ্ঠে যায়্যা বেষ্টিত করিল মহাসুর॥
হরিল গোধন যত কৃষ্ণা সপ্তমীতে।
রাখাল কহিল গিয়া রাজার সাক্ষাতে॥
সুশর্মা হরিল গরু শুন্যা মহারাজ।
দেশ জুড়্যা চমৎকার বলে সাজ সাজ॥
শতানীক আদি করি যত সেনা সাজে।
দামামা দগড় ভেরি করতাল বাজে॥
পাণ্ডব সাজিয়া চলে বিরাটের সাথে।
দিব্যরথ চাপ্যা যায় ধনুর্বাণ হাথে॥
ষাট হাজার হাতি সাজে ছয় হাজার বাজি।
মত্ত মাতঙ্গ কত লক্ষ লক্ষ তাজি॥
অতি ঘোর রণে মৎস্য রাজা সাজি যায়।
দুই দলে কাটাকাটি মিশামিশি প্রায়॥
ধনুকে ধনুকে সঙ্গ ঢালেতে ঢালেতে।
ফরিকাল ধরি ঢাল যুঝে অলক্ষতে॥
রথীতে রথীতে যুদ্ধ চোটর উপর চোট।
হাতাহাতি সোয়ারে সোয়ারে লাগে জোট॥
সুশর্মা বিরাট সঙ্গে করে ঘোর রণ।
বাণে বাণে জর্জর হইল দুইজন॥
চন্দ্রের উদয়ে যুদ্ধ বড়ই বিতথা।

বিরাট কাটিয়া পাড়ে সারথির মাথা ॥
সুশর্মা ধরিয়া গদা মারিল সারথি ।
বিরাটে বাঁধিয়া লয় পাকে মারে রথী ॥
বাঁধিয়া রাজারে লয় রথের উপর ।
রাজা বলে বৃকোদর বিরাটে উদ্ধার ॥
বৃক্ষ উপাড়িতে যায় রাজা করে মানা ।
মানুষের কর্ম নয় পাছে যায় জানা ॥
ধনুতীর ধর‍্যা বীর ছাড়ে বীর ডাক ।
কথ দূরে যাবি বেটা উরে থাক থাক ॥
বৃদ্ধ রাজা জিন্যা যাসি দাঁড়ারে খানিক ।
এই তেজে হর গোরু তোরে ধিক ধিক ॥
ক্ষত্রিয় জাতের ধর্ম এই বড় লেঠা ।
কোথা পালাইয়া যাবে গরুচোরা বেটা ॥
এত বলি খড়্গ ধরি লাফ দিয়া উঠে ।
অবনী মণ্ডলে পড়ে ধর‍্যা তার জটে ॥
বিরাটে কহিয়া মুক্ত বিসারিল দুখ ।
ঘাড়ে ধরি ভূমে তার ঘষাড়য়ে মুখ ॥
ছাড়্যা দিব বল হল্যাঙ বিরাটের দাস ।
যুধিষ্ঠির বলে যাকু হইয়া অদাস ॥
আজ্ঞা পায়্যা ভীম বীর তেজিল বন্ধন ।
সুশর্মা তেজিয়া গুরু করিলা গমন ॥
রণ জিন্যা সভাই রহিলা সেই স্থলে ।
যুধিষ্ঠিরে মৎস্যরাজা সাধু সাধু বলে ॥
বৈয়াঘ্রপদ গরু করিলে উদ্ধার ।
অবিরত শত শত তোমায় নমস্কার ॥
তোমার প্রতাপে রহে আমার রাজত্ব ।
দেশে যায়্যা গাঅ রে দূতে কঙ্কের মহত্ব ॥
রাখিলে আমার প্রাণ রাজা হঅ তুমি ।
সমাদরে অভিষেক পাটে করি আমি ॥
দূতে যায়্যা দেশে গায় বিরাটের জয় ।
দক্ষিণ গোগৃহ যুদ্ধ কবিচন্দ্রে কয় ॥

বৃহন্নলা ও উত্তরের যুদ্ধে গমন

বৈশম্পায়ন বলে রাজা জন্মেজয় শুন ।
উত্তর গোগৃহে গরু হরে দুর্যোধন ॥
গোরক্ষ কাঁদিয়া কয় উত্তরের প্রতি ।
দুর্যোধন গরু হরে মোদের দুর্গতি ॥
বেড়্যা লয়্যা গেল প্রায় ষাটি হাজার পাল ।
ভীষ্ম দ্রোণ আল আর কি করে রাখাল ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি তারে নাঞি ডরি ।
দণ্ড মাত্রে যুদ্ধ কর‍্যা বিনাশিতে পারি ॥
মর‍্যাচে সারথি নাঞি রথের উপরে ।
শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী সব কহিলা উত্তরে ॥
যেকালে খাণ্ডব বন দাহন করিল ।
বৃহন্নলা অর্জুনের সূত হয়্যাছিল ॥
শুনিয়া উত্তর পার্থে ডাকায়্যা আনিল ।
সারথি হইতে তারে উত্তর বলিল ॥
শুন্যা বৃহন্নলা বলে শুন মোর কথা ।
সারথি হইতে রাথ কিসের যোগ্যতা ॥
সকল শুন্যাচি আর কেন ভাণ্ড তুমি ।
ত্বরাপরে সাজ রথ রণে যাব আমি ॥
যুদ্ধে গেছে পিতা মোর পাই বড় তাপ ।
যুবতী হাসাই পাছে দোষ দেন বাপ ॥
হইব সারথি যদি এই কালে কই ।
যুদ্ধ না জিনিলে রথ ফিরাবার নই ॥
সিংহধ্বজ পতাকায় সাজ্যা রথখান ।
রথ লয়্যা দিল উত্তরের সন্নিধান ॥
সনায় আবৃত কায় ধনু তীর ধরে ।
উত্তর চড়িল গিয়া রথের উপরে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপ চূড়ামণি ।
যাত্রাকালে জয়ধ্বনি ডাকয়ে জননী ॥

দ্রোণাদির বাস আন্য বলে রাজসুতা।
পার্থ বলে যদি যুদ্ধ জিনে তব ভ্রাতা॥
রথারোহে রাজপুত্র উত্তরিল রণে।
বিরাট পর্বের কথা কাশিচন্দ্র ভণে॥

দুর্যোধনাদির সঙ্গে ছদ্মবেশী অর্জুনের যুদ্ধ

উত্তর গোগৃহ জুড়্যা সেনার চাপান।
উত্তর অর্জুনে কয় কর‍্যা অনুমান॥
সাগর সমান এই কৌরবের সেনা।
ফির‍্যা ঘরে চল যুদ্ধ নাঞি যাবে জেনা॥
আর নাকি ফিরে রথ বৃহন্নলা বলে।
যুবতীর মধ্যে এই বড়াই কর‍্যা আল্যে॥
সভারে দেখাব মুখ কেমন করিয়া।
সাহসে দাণ্ডাঅ বীর ধনুক ধরিয়া॥
এত বলি বেগে রথ অর্জুন চালায়।
কৌরবের সেনা যত রথ পানে চায়॥
কাঁপ্যা কাঁপ্যা ভূমিতলে পড়িল উত্তর।
শত পা পালাতে ধরে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
কান্দিয়া উত্তর ধরে অর্জুনের পায়।
বাস ভুষা নেঅ বীর বাঁচাঅ আমায়॥
না দিহ না দিহ বীর বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ।
হাসিব যুবতী যত থাকিব কলঙ্ক॥
পরাণ বাঁচাঅ মোর ভঅ কাঁপ্যা মরি।
হরি নেউক যত গরু হরে হরুক নারী॥
বৃহন্নলা বলে বীর ভঙ্গ দিবে কেনে।
ক্ষেত্রি সব স্বর্গে যায় যদি মরে রণে॥
সারথি হইয়া বস্য রথের উপরে।
একা আমি কুরু সেনা মারিব সমরে॥
উত্তর সারথি হল্য বৃহন্নলা রথী।
শমীবৃক্ষের কাছে রথ গেলা শীঘ্রগতি॥
এথা॥
দ্রোণ কয় অন্য নয় অর্জুন হবেক।
ক্লীব বেশে রণে আসে সর্বে নাশিবেক॥
মহাদেবে যুদ্ধে পরিতুষ্ট কৈল যে।
ইহাতে অন্যথা নাই অই আসে সে॥
খাণ্ডব দাহন কারি অগ্নিরে তুষিল।
পালাতে নারিবে কেহ প্রলয় হইল॥
কর্ণ কয় মহাশয় কহ অনুচিত।
অর্জুনের গুরু তুমি বল বিপরীত॥
কখন না কর তুমি প্রশংসা রাজার।
সভামাঝে গুণগ্রাম না কর আমার॥
দুর্যোধন বলে যদি অর্জুন হবেক।
তাহতে কি হয় পুন বনেকে যাবেক॥
উত্তরে ডাকিয়া উথা বৃহন্নলা কয়।
শমীবৃক্ষে পাণ্ডবাস্ত্র পাড় মহাশয়॥
উত্তর বলেন অস্ত্র এথা বাঁধা কেনে।
রাজপুত্র হয়্যা মৃত ছুঁইব কেমনে॥
ছুঁইলে হইবে শুচি গাছে যায়্যা চড়।
খসাঅ বন্ধন অস্ত্র গাছ হতে পাড়॥
শমী গাছে বস্যা বীর করিয়া যতন।
ধনুক গাণ্ডীব গদার খসায় বন্ধন॥
দেখি নানা অস্ত্র এমন যুদ্ধ আয়োজন।
কার অস্ত্র ধনু এই কহ বিবরণ॥
ভ্রমে রাখি শব হতে খসায় বন্ধন।
কার অস্ত্র ধনু এই কহ বিবরণ॥
কালধামিনী বাঁশখানা গাঁঠে গাঁঠে মণি।
কালমুখী কালিকা কেবল কাদম্বিনী॥
বৃহন্নলা বলে শুন গাণ্ডীবের কথা।
সহস্র বৎসর ধনু ধরিলেন ধাতা॥
তারপর প্রজাপতি পঞ্চাশ বৎসর।
গাণ্ডীব ধরিয়া নাম হল ধনুর্দ্ধর॥
ইন্দ্র ধরে এই ধনু বৎসর পঞ্চাশ।

পাঁচ শত বৎসর চন্দ্র মনে অভিলাষী ॥
বরুণ ধরিল গাণ্ডীব বৎসরেক শত।
অর্জুন ঊনত্রিশ বৎসর আমি আছি
জাত ॥
উত্তর বলেন অস্ত্র ধনু রাখি এথা।
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ তারা গেল কোথা ॥
এতদিনে চিনিতে নারিলে মোরে তুমি।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন সেই অর্জুন
আমি ॥
শুনহে উত্তর সভাস্থানে যুধিষ্ঠির।
মহানসে থাকে তার নাম ভীমবীর ॥
অশ্বশালে যে জন নকুল তার নাম।
গোকুলে থাকায় সহদেব গুণবান ॥
সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী সেই শুন গুণধাম।
উত্তর বলেন কহ শুনি দশনাম ॥
অর্জুন বলেন আমি অন্য কেহ নই।
একে একে আপনার দশ নাম কই ॥
অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী
শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়োঃ কৃষ্ণ সব্যসাচী
ধনঞ্জয়ঃ ॥
কোন কর্ম কর‍্যা তোমার কোন নাম
হল্য।
ধনঞ্জয় বিবরিয়া সকল কহিল ॥
রাজার নন্দন ভাবে অর্জুনের বোলে।
কৃষ্ণের সমান রূপ এমন কেন হলে ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা তাঁহার আজ্ঞাতে।
নপুংসক রূপ আমি হইলাঙ অজ্ঞাতে ॥
যুদ্ধ যায় জন লয়্যা রথে চড়ে তূর্ণ।
তের বৎসর দুই দিবা হইয়াছে পূর্ণ ॥
শংখবলয় ধনঞ্জয় পেলে দূরে।
বসন ভূষণ চিত্র পাগ বাঁধে শিরে ॥
উত্তর বলেন দেব কর অবধান।
সারথিতে আমি দারুক মাতুলী সমান ॥
কৃষ্ণের ঘোড়ার তুল্য মোর ঘোড়া দেখ।
সব্য সুগ্রীব মেঘ পুষ্পক বলাহক ॥
বড় ভাগ্যবান আমি নিবেদি চরণে।
একা তুমি কুরুসেনা মারিবে কেমনে ॥
অর্জুন বলেন উ সকল নাঞি বল্য।
ঘোষযাত্রায় আমার দুসর কেবা ছিল ॥
শিব সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ অতি দুরবার।
তেমন সংকটে সঙ্গে কে ছিল আমার ॥
দেবের অবধ্য অসু নিবাত কবচে।
একা আমি বধিলাঙ অন্য নাঞি কাছে ॥
অজয় গাণ্ডীব বাণ ধরি চাপে রথে।
শমী প্রদক্ষিণ করি চলে বাউ পথে ॥
যাইয়া উত্তরদিগে কৈল শংখধ্বনি।
উত্তর পাইল মোহ কাঁপে দিনমণি ॥
অর্জুন বলেন বীর সামাল সামাল।
উত্তর বলেন আমার শ্রুতিরোধ হল্য ॥
ভয় নাঞি ভয় নাঞি ডাকে ধনঞ্জয়।
কপি আসি কপিধ্বজে করিল আশ্রয় ॥
শংখধ্বনি কপিধ্বনি ধনুক টংকার।
অবনী মণ্ডল কাঁপে লাগে চমৎকার ॥
দ্রোণ বলে বাজে শংখ হইল প্রলয়।
অর্জুনের বিনে শংখ আর কার নয় ॥
ধরনী মণ্ডল কাঁপে ঘোর হইল দিবা।
সেনা মধ্যে ঘোর বোলে নাচা বুলে
শিবা ॥
এত শুনি ভীষ্মদেবে দুর্যোধন কয়।
পুন বনবাসে যাবে অর্জুন যদি হয় ॥
মাস পক্ষ ভীষ্মদেব ভাব্যা মনে মনেশ।
দুই দিবা বাড়িয়াছে কহে দুর্যোধনে ॥

দুর্যোধন বলে পূর্ণ হবেক বাসনা।
মনের বাসনা যুদ্ধ করিএ প্রার্থনা ॥
তার পক্ষ অবিরত আচার্য আছেন।
রণভীরু হয়্যা মোরে ভয় জিজ্ঞাসেন ॥
কোপ করি তারপর কর্ণ দাপে কয়।
অর্জুনের নাম শুন্যা দ্রোণাদির ভয় ॥
থাকে থাকু যায় যাকু ফিরয়া ঘরে সর্বে।
ছিদ্রদর্শী সভারে কয়্যাছি আমি পূর্বে ॥
একেলা করিব যুদ্ধ অর্জুনে মারিব।
কুরুসেনা বাঁচাইয়া ধেনু লয়্যা যাব ॥
কর্ণের শুনিয়া কথা কৃপাচার্য কয় ॥
ওরে কর্ণ সব জানি আছে পরিচয় ॥
একা তুমি কুরুগণে করিবে আজি রক্ষা।
অর্জুনের সঙ্গে তুমি বৃথা কর কক্ষা ॥
সুত পুত্র সব জানি অহমিকা ছাড়।
শিব হত্যে ভাব্যা দেখ তেজে নহ বড় ॥
নিবাত কবচে যারে কাঁপে দেবাসুরে।
গাণ্ডীব ধনুক ধরি একা বীর মারে ॥
অঙ্কুশ রহিত গজে যেন আরোহন।
অর্জুনের সংগে যুদ্ধ তোমার তেমন ॥
গলায় শিলা বাঁধ্যা সিন্ধু তরিবারে
চায়।
না জান বাহুর বল অর্জুনে ঘাঁটায় ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ব্যাসের বর্ণন।
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধ কবিচন্দ্রে কন ॥

কৌরবদের বিতর্ক

অশ্বত্থামা বলে কর্ণ অদ্য ফল পাবে।
গরু লয়্যা সীমান্তরে আর কোথা যাবে ॥
প্রবন্ধে রাজারে তোরা পাশায়
হারায়্যাছ।
কখন দৈবের চক্রে অর্জুন জিন্যাছ ॥
শুন মূঢ় পুত্রে শিষ্যে দোঁহেতে সমান।
এই হেতু আচার্যের পাণ্ডুপুত্র প্রাণ ॥
অশ্বত্থামা বলে আজি আগ্বান শকুনি।
পাশায় হারাবা নয় তবে বীর জানি ॥
ভীষ্মদেব বলেন বিরোধের কাল নয়।
প্রাণপণে কর কার্য যা হতে যে হয় ॥
আচার্যের কার্য নয় থাকিহ তোমরা।
রাজা বলে শত্রু সংগে যুঝিব আমরা ॥
অশ্বত্থামা বলেন তেমন বামন নই।
যে বল সে বল যথার্থ কথা কই ॥
শত্রুদের গুণ কই গুরুদের দোষ।
মহারাজা দুর্যোধন বুঝ্যা কর রোষ ॥
দ্রোণ বলে ওহে ভীষ্ম মোর বোলে চল।
অর্জুন সংগে দুর্যোধনের দেখা নহে
ভাল ॥
ভীষ্মের কথায় রাজা ধেনু লয়্যা যায়।
ভীষ্মদেব ব্যূহ করি পশ্চাতে দাণ্ডায়।
তারপর অর্জুন সাজিয়া গেল রণে।
বিরাট পর্বের কথা কবিচন্দ্র ভণে ॥

কৌরবদের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ

বানরের শব্দ শুন্যা লাগিল বিস্ময়।
দ্রোণাচার্যে দেখে যুদ্ধে আল্য ধনঞ্জয় ॥
ধনঞ্জয় চারি বাণ এড়ে সাবধানে।
প্রণাম করিয়া বাণ কহিলেক কাণে ॥
আচার্যের বাণ অর্জুনের কানে কয়।
কোন ভয় নাঞি বাছা যুদ্ধে হবে জয় ॥
হইল দ্বিগুণ বল গুরুর আশিসে।
দ্রোণেরে দক্ষিণে রাখি গেলা ভূপ
পাশে ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বল্যা বাণে করিল আচ্ছন্ন।

রক্তাক্ত শরীর কাঁপে হল্য ক্ষুন্নভিন্ন ॥
শংখ শিঞ্জীর শব্দে কাঁপে ধরাতল।
নাগলোকে পীড়া পায় উগারে গরল ॥
বিকর্ণ ধাইল বনে পাছু করা ভূপে।
অর্ধচন্দ্র বানে ধনঞ্জয় কাটে তাকে ॥
রথ রথী ঘোড়াহাতি বিকর্ণ পড়িল।
রক্ত নদী বহে কর্ণ কুপিয়া ধাইল ॥
ধনুকে জুড়িয়া বাণ কহে অর্জুনেরে।
তোরে মার্যা পশ্চাতে কাটিব যুধিষ্ঠিরে ॥
তর্জন করিয়া কর্ণে ধনঞ্জয় কয়।
আপনা সামাল পাপী পাশা খেলা নয় ॥
পাশা খেল্যা বাক বাণ মারিয়াছ মোরে।
জর্জর করিব তোরে গাণ্ডীবের শরে ॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় হঅ সাবধান।
এত বলি অর্জুনে মারিল বার বাণ ॥
অশ্বে আট বাণ মারে বাজে দাঁতে দাঁতে।
তারপর পাঁচ বাণ উত্তরের হাতে ॥
অর্জুন এড়ায় বাণ তারা যেন ছুটে।
সারথি বিঁধিয়া বাণ রথধ্বজ কাটে ॥
কর্ণের হৃদয়ে চাপ্যা মারে দশ বাণ।
বর্ম ভেদী মর্ম ছেদি শুনিত বার্যান ॥
পীড়া পায়্যা বাণ খায়্যা কর্ণ দিল ভঙ্গ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় সমর প্রসঙ্গ ॥

অর্জুনের জয়

ধনঞ্জয় ঘন দেই ধনুকে টঙ্কার।
দশ বাণ মারে কৃপ বলে মার মার ॥
পার্থ সারথি কাটি পরাজয় প্রায়।
যম তুল্য পরাক্রম গদা ধরি ধায় ॥
লাফালাফি করি গদা মারিবারে যায়।
বুকেতে বাজিল বাণ পাছয়্যা পালায় ॥

তারপর ঘোর যুদ্ধ আচার্যের সাথে।
প্রণমিঞা ধনঞ্জয় বন্দে জোড় হাথে ॥
হইল আকাশবাণী অর্জুন সামাল।
দুষ্কর দ্রোণের যুদ্ধ যমতুল্য বল ॥
গুরু শিষ্যে ঘোর রণ সর্বে হল বেস্ত।
ভয় পায়্যা বিষ্ণু পদে রবি গেল অস্ত ॥
বাণে বাণে বাজ্যা বাণ হয় ঝনঝান।
চটচাট ঝকঝকি ঠুনি ঠনঠান ॥
অর্জুনের অশ্বে দ্রোণ বিন্ধে চারিবাণে।
দ্রোণের ধনুকের গুন ধনঞ্জয় হানে ॥
অর্জুনের রণ মাঝে দেখিয়া যোগ্যতা।
প্রশংসা করেন তারে যতেক দেবতা ॥
আঁখির নিমিষে গুরু পুন দিল চড়া।
রণ মাঝে কার্মুক ধরিয়া নাচে বুড়া ॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ বিন্ধে ধনঞ্জয়।
জর্জর হইলা গুরু স্থিরতর নয় ॥
সাবাশ সাবাশ তারে দ্রোণাচার্য বলে।
যুদ্ধে পরিতোষ কৈলে আস্য করি কোলে ॥
দেবাসুর নামে কাঁপে মোরে কেবা আঁটে।
মোর বাণে সর্বে জানে গিরিদরী ফাটে ॥
পরাভব পায়্যা দ্রোণ প্রবন্ধে পালায়।
গুরুরে প্রণাম করি অর্জুন পাছায় ॥
দিব্য অস্ত্র অর্জুন এড়িল অতি কোপে।
ভঙ্গ দিল যত সেনা ভীষ্মদেব দেখে ॥
অর্জুনে বিঁধিয়া ভীষ্ম করিল জর্জর।
ভীষ্মেরে জর্জর করে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
রণমাঝে দোঁহাকার দেখিয়া যোগ্যতা।
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র যতেক দেবতা ॥
অব্যর্থ দারুন বাণ ধনঞ্জয় রাখে।
নির্ভরে বাজিল গিয়া ভীষ্মদেবের বুকে ॥

অর্জ্জুন হইল জয় ভীষ্মের পায়ান।
বিরাট পর্ব্বের কথা কবিচন্দ্রে গনে॥

সগৌরবে উত্তর ও অর্জ্জুনের প্রত্যাবর্ত্তন

মন্ত্রণা করিয়া রাজা অর্জ্জুনে বেড়িল।
উত্তরে রহিল কর্ণ বিঁধিতে লাগিল॥
পশ্চিমেতে ভীষ্মদেব দ্রোণ আদি আগে।
চারিদিগে বাণ বর্ষে যত বীর ভাগে॥
বাণের উপরে বাণ বর্ষে অবিরত।
তথাপি না হেলে বুক রণে কুন্তীসুত॥
কাল তুল্য যুদ্ধ করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কর্ণে বিন্ধা ভীষ্মে বিঁধে দ্রোণে তারপর॥
রাজার মুকুট কাটে অর্ধচন্দ্র বাণে।
ধনুক হাথের খসে শংখের নিশানে॥
একা বীর পরাভব করিল সভায়।
মোহে বাণ এড়ে বীর সবে মোহ পায়॥
অর্জ্জুনের আজ্ঞা পায়্যা বিরাট নন্দন।
দ্রোণাদির কাড়্যা লয় অঙ্গের বসন॥
রথরথী ঘোড়াহাথি পড়্যাচে সকল।
পঙ্কিল বসুধা হল দুর্গ রণস্থল॥
মেদস্পর্শ মেদনীতে নাঞি চলে পা।
ফেরু ফিরয়া ফির্‌য়া বুলে ঘেঁঘা ঘেঁঘা রা॥
শকুনি গিধিনি যত পড়ে ঝপঝপ।
কঠোর বয়ানে মাংস খায় খপখপ।
দুর্যোধন আদি সর্ব্বে পরাভব প্রায়।
গোধন না লয়্যা সর্ব্বে প্রবন্ধ পালায়॥
গোধন লইয়া গোপ নিজ স্থানে গেল।
শমী বৃক্ষে অস্ত্র রাখি সেই রূপ হল॥
অর্জ্জুন উত্তরে বলে আর নাঞি ভয়।
দেশে যায়্যা ঘোষণা করহ আত্মজয়॥
তবে যদি বারে বারে আজ্ঞা কর তুমি।
ভূপতিরে আত্মজয় নিবেদিব আমি॥
এথা সুশর্ম্মার রণ জিন্যা রাজা আল্য বাসে।
উত্তর আমার কোথা সভারে জিজ্ঞাসে॥
কুরুযুদ্ধে গেছে শূন্যা সেনা নিজদল।
উত্তরের জয় দূতে বিরাটে কহিল॥
বসন ভূষণ বাজি ভূপ দিল তারে।
মঙ্গল বাজনা বাজে বিরাটের পুরে॥
আনন্দ বাড়িল বড় শুন্যা জয় ভাষা।
কঙ্ক সনে কৌতুকে ভূপতি খেলে পাশা॥
খেলিতে খেলিতে পাশা যুধিষ্ঠিরে কয়।
মহাবীর রণধীর উত্তরের জয়॥
বারে বারে উত্তরের জয় কয় তারে।
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহিতে না পারে॥

বৃহন্নলা সারথিশ্চেন্নরেন্দ্র! পরে ন নেষ্যন্তি ভবাদ্য গাস্তাঃ।

বৃহন্নলা সারথি যার শুন মহাশয়।
তার নাকি রণমাঝে হয় পরাজয়॥
বিরাট বলেন না বালহ পুনঃ পুনঃ।
ওহে কঙ্ক কথা তুমি কহিতে না জান॥
বয়ধিক বলি কটু সহিলাঙ তোমার।
এমন অসৎ ভাষা না বলিহ আর॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা বলি হে তোমারে।
বৃহন্নলা বিনে যুদ্ধ কে জিনিতে পারে॥
কোপ করি পাশা পেলে খেলা ভঙ্গে

বাজিল দারুণ পাশা কঙ্কের ললাটে ॥
কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
জলপূর্ণ হেম থালে যাজ্ঞসেনী ধরে ॥
বৃহন্নলা সংগেতে দ্বারে আইল উত্তর।
দুয়ারীরে বলে বার্তা জানাঅ সত্বর ॥
দ্বারী যায়্যা এই কথা কহিল নৃপেরে।
রাজা বলে ত্বরাপরে আনহ উত্তরে ॥
পিতার বুঝিয়া ভাব দ্বারে রাখি সখা।
জনকের পাশেতে উত্তর গেলা একা ॥
কঙ্কের ললাট ফুট্যা পড়ে রক্ত ধারে।
তা দেখিয়া রাজপুত্র হাহাকার করে ॥
বিরাট বলেন পাশা মারিয়াছি আমি।
বারে বারে কটু বলে কিবা জান তুমি ॥
উত্তরের কাণে কাণে যুধিষ্ঠির কয়।
অর্জুন দেখিলে রক্ত হইবে প্রলয় ॥
এত শুনি শুনিত ফেলিল লয়্যা জলে।
বৃহন্নলা হেন কালে গেল সেই স্থলে ॥
বিরাটে সম্ভাষ করি বন্দিল কঙ্কেরে।
মৎস্যরাজ পরিতোষ করিল তাহারে ॥
তনয়ে প্রশংসা করে বৃহন্নলা শুনে।
দ্রোণ ভীষ্ম কেমনে জিনিলে
দুর্যোধনে ॥
উত্তর বলেন যুদ্ধ আমি নাঞি জিণি।
দেবপুত্র জিনিল যুদ্ধ শুন নৃপমণি ॥
সেই নৈলে প্রাণ যেত্য বড় হত্য ঠেক।
কৌরবের সেনা যুদ্ধে একা জিনিলেক ॥
কালি বা পরশু রাজা দেখিব তাহারে।
বৃহন্নলা প্রশংসা করিল বহু তারে ॥
বিদায় হইয়া দোঁহে নিজ স্থানে যায়।
বৃহন্নলা বস্ত্র দিল রাজার সভায় ॥
চিত্র বিচিত্র বাস পায়্যা রাজসুতা ॥
ভাবিনী ভবনে রহে হয়্যা আনন্দিতা ॥

তৃতীয় দিবসে আসি ভাই চারিজনে।
যুধিষ্ঠিরে বসাইল বিরাট আসনে ॥
হেন কালে বিরাট আইল সেইখানে।
সমস্ত পাণ্ডবে দেখ্যা ভাবে মনে মনে ॥
মরুৎসনে বেষ্টিত যেন ত্রিদিব ঈশ্বর।
কঙ্ক প্রতি কুপিয়া বলিছে নৃপবর ॥
সভাচ্ছার হয়্যা বস্য আমার আসনে।
ভরম রাখিয়া উঠ ভয় নাঞি মনে ॥
বিরাটের বাক্য যেন পরিহাষ বাসে।
হাস্য মুখে অর্জুন ভূপতি প্রতি ভাষে ॥
অর্জুন বলেন ক্রোধ কর অকারণে।
বসিতে পারেন ইহ ইন্দ্রর আসনে ॥
শুন হে বিরাট তুমি অহমিকা ছাড়।
বাসব হইতে তুমি তেজে নহ বড় ॥
যার যশ যশে রাজা ব্যাপিলেক স্বর্গ।
পুণ্যশ্লোক যার নামে পায় অপবর্গ ॥
বিরাট পর্বের কথা অজ্ঞাতের বাসে।
যুধিষ্ঠির পরিজ্ঞান কবিচন্দ্রে ভাষে ॥

পাণ্ডবদের পরিচয় দান

কথা শুন্যা মৎস্য রাজা ভাবে মনে
মনে।
এইকালে উত্তর আইল সেইখানে ॥
উত্তর বলেন বাপা নিবেদি চরণে।
যুধিষ্ঠির মহারাজা দেখহ নয়ানে ॥
গন্ধর্ব কীচক মাল্য এই ভীম বীরে।
ব্রাহ্ম আদি যতেক বধিল তব পুরে ॥
এই ভীম বীর দেখ বন্যা তব পাশে।
ইহা হত্যে বিপদে তরিলে অনায়াসে ॥
নকুল সহদেব এই দ্রৌপদীরে দেখ।
উত্তর বলেন বাপা মোর বোল রাখ ॥

দেবপুত্র বল্যাছি অর্জুন ইঁহার নাম।
কুরু যুদ্ধ জিন্যা মোর বাঁচাইল প্রাণ ॥
পার্থ নইলে প্রাণ যাত্য বড় হত্য ঠেক।
দ্রোণ আদি যত রথী একা জিনিলেক ॥
অর্জুন করিয়া কোলে মৎস ও রাজা কয়।
মোর ঘরে পাণ্ডু পুত্র টুটা ভাগ্য নয় ॥
যুধিষ্টিরে বলে প্রাণ বাঁচালে সভার।
কোন ধন দিয়া গুণ শুধি তব ধার ॥
উত্তরারে বিভা কর বলে অর্জুনেরে।
পিতৃবৎ কন্যা বল্যাছে আমারে ॥
অভিমন্যু পুত্রে দেহ রাখ মোর কথা।
কৃষ্ণের ভাগিনা তোমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ॥
দূত পাঠায় যুধিষ্ঠির সকল দেশেতে।
কৃষ্ণ বলরাম আল্য অভিমন্যু সাথে ॥
গোবিন্দে দেখিয়া ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির।
বাহু তুল্যা নাচে রাজা চক্ষে বহে নীর ॥
প্রণাম করিয়া বলে তোমার বই নই।
দেখা হল সভার সঙ্গে তের বৎসর বই ॥
শুভক্ষণে বিরাট করিল কন্যাদান।
বিষ্ণু প্রীতে দেন কন্যা কৃষ্ণ সন্নিধান ॥
দক্ষিণা যৌতুক রাজা দিলেন অপার।
ক্রমে পুরস্কার রাজা করিল সভার ॥
পুরীময় আনন্দ পুরিত যতজন।
অবিরত ভূপের প্রশংসা সর্বে কন ॥
বিরাট পর্বের কথা কবিচন্দ্র গান।
হরি হরি বল সর্বে হরি সন্নিধান ॥
উদযোগ পর্বের কথা হইরে উত্তর।
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর ॥

উদযোগ পর্ব

দূতরূপে কৃষ্ণের হস্তিনায় গমন

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে রাজ যুধিষ্ঠির কয় ॥
গোগৃহে হারিয়া গেছে ধৃতরাষ্ট্র সুত।
কুপাত্র কুমন্ত্রী তার সর্বে অবিরত ॥
শুনিয়া রাজার কথা কৃষ্ণচন্দ্র কন।
যুদ্ধ বিনে রাজ্য না দিবেক দুর্যোধন ॥
রাজা গণে বরে সেহ তুমিও বরিহ।
মোরে আনিতে দ্বারকায় পার্থে পাঠাইহ ॥
কৃষ্ণ গেলা দ্বারকায় রাজা ভাবে মনে।
করিলা যুদ্ধের সজ্জা ডাকে যোধগনে ॥
পালঙ্কেতে নিদ্রাযুত গোবিন্দ আছিল।
দুর্যোধন আগে পার্থ পশ্চাতে ত গেল ॥
শিয়রেতে দুর্যোধন পার্থ পদতলে।
নিদ্রাভঙ্গ হল্য কৃষ্ণ অর্জুন নেহালে ॥
যুদ্ধের নিমন্ত্রণ দোঁহে করে এককালে।
অস্ত্র না ধরিব আমি অর্জুনেরে বলে ॥
নারায়ণী সেনা অর্বুদ আমি একভিতে।
মনে ভাব্যা লহ ভাই যে যার হয় চিতে ॥

অর্জুন বলেন কৃষ্ণ লইব তোমায়।
দুর্যোধন সেনা নিল কৃষ্ণের মায়ায়॥
পার্থের সারথি হয়্যা গেলা যদুরায়।
সেনা নিয়া দুর্যোধন গেলা হস্তিনায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কেন কৃষ্ণে না আনিলি।
রণে না হবেক জয় সবংশে মজিলি॥
সৈন্যযুত শৈল যায় ভাগিনা দেখিতে।
মন্ত্রণাতে দুর্যোধন বরিলেক পথে॥
যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলা মনে দুঃখ
পায়্যা।
দুর্যোধনের পাশে গেলা বিবরণ কয়্যা॥
শৈলে পায়্যা দুর্যোধন পরম হরিষে।
যুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে ভগদত্ত পাশে॥
বড় বড় যত রাজায় বরে দুর্যোধনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য বরে বীর কর্ণে॥
চিত্রসেন জয় সেন ভগীরথ আদি।
এগার অক্ষৌহিনী সেনা কে করে
অবধি॥
বিরাট দ্রুপদ আদি যত নৃপমণি।
সাত অক্ষৌহিনী সাজে পাণ্ডব
বাহিনী॥
পুরোধারে দূত করি ধর্ম পাঠাইল।
মূঢ় রাজা দুর্যোধন কিছু না মানিল॥
সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইয়া দিল।
যুধিষ্ঠিরে যত কথা বিবর্য্যা কহিল॥
শুনিঞা গোবিন্দ বলে রাজা
যুধিষ্ঠিরে।
দুর্যোধনে বুঝাইব যাব হস্তিনারে॥
সাত্যকী প্রভৃতি সঙ্গে চলে দশ রথী॥
গজাভয়ে উত্তরিলা দেব যদুপতি॥
মন্ত্রীসঙ্গে সমাজে বস্যাছে কুরুরাজে।
হেনকালে গোবিন্দের পাঞ্চজন্য বাজে॥

শংখের নিনাদ শুনি রাজা চমৎকার।
দূত যায়্যা বলিল কৃষ্ণের আগুসার॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে বাপু ভাগ্য কার মান।
পুরী শোভা করে কৃষ্ণ আগু হয়্যা
আন॥
করিলা পুরীর ভূষা পাড়িল ঘোষণা।
সভয় আইলা কৃষ্ণ দেখে সর্বজনা॥
পাদ্য দিতে দুর্যোধনে কহে যদুরায়।
দূতে পাদ্যাসন দিতে কভু না জুয়ায়॥
সম্ভাস করিয়া সবে বসিলা সমাজে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি হৃৎপদ্মে পূজে॥
কৃষ্ণ কহে কল্যাণ চিন্তয়ে চিরকাল।
যুধিষ্ঠিরের দায় দেহ ঘুচুক জঞ্জাল॥
রাজা বলে যদি মোর হবেক কুকার্য।
যুদ্ধ বিনে যুধিষ্ঠিরে নাই দিব রাজ্য॥

ইন্দ্রপ্রস্থং বৃকপ্রস্থং জয়ন্তং বারণাবতম্।
দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং
কঞ্চিদেব তু॥

অবিস্থল বৃকস্থল মাকন্দী আখ্যান।
বারণাবত ক্ষুদ্র বটে দেহ অবসান॥
বিবাদ ঘুচুক কৃষ্ণ কহে দুর্যোধনে।
পাঁচখানি গ্রাম দেহ ভাই পাঁচ জনে॥

সূচ্যাগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ
মেদিনী॥
তদর্দ্ধং তু ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন
কেশব!॥

রাজা বলে প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমায়
কই।
যুদ্ধ বিনে সূচ্যগ্রে ভূমি দিবার নই॥
বিদুর বলেন দুর্যোধন এতদিনে গেলি।

সুধা তুল্য কৃষ্ণ বাক্য কেননা মানিলি ॥
কাক হয়্যা ময়ূরে জিনিতে চাহ রণে।
শৃগাল করিব রণ মৃগেন্দ্রের সনে ॥
রাজা বলে বিদুর তুমি দাসীর তনয়।
সমাঝে বসিতে তোরে সমুচিত নয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কহে শুন দুর্যোধন।
গোবিন্দের বাক্যকে না করহ লংঘন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে বাপু হইল অকার্য।
বাক্য রাখ গোবিন্দের দেহ অর্ধ রাজ্য ॥
ভীমার্জুন আমারে আসিতে করে ক্রোধ।
দূত হয়্যা আল্যাও যুধিষ্ঠিরের
উপরোধ ॥
দ্রৌপদীর সমতায় মনোনীত নয়।
কুরুবংশ সমরে করিব আমি ক্ষয় ॥
ভীমার্জুন ঘটোৎকচ অভিমন্যু আছে।
ইহারা মারিব কৌরব দ্রৌপদী কয়্যাছে ॥
মাগিতে না দিলি রাজ্য কুমন্ত্রীর পাকে।
এতদিনে বিধাতা বঞ্চিত হল্য তে'কে ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজা কিবা আর দেখ।
কুচক্রিয়া গোবিন্দেরে বেড়ি দিয়া রাখ ॥
মন্ত্রীবর চলে বেড়ি স্বরাপরে আনে।
ভীষ্ম দ্রোণ চমকিত হাসে নারায়ণে ॥
মায়ামোহ বেড়ি মোর সকল সংসারে।
কি তোর যোগ্যতা রাজা বান্ধিবি
আমারে ॥
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র হল্যা রাজার বিশ্বময়।
বিশ্বরূপ দেখ্যা হল্য রাজার বিস্ময় ॥
কায় ব্যূহ হল্যা প্রভু দেব জর্নাদন।
পৃষ্ঠদেশে দেখিল পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
কোপ করি ভীষ্মদেব কহেন রাজারে।
গোবিন্দে বাঁধিতে যুক্তি দিল কোন
ছারে ॥

ধৃতরাষ্ট্র কান্দ্যা করাঘাত মারে মাথে।
কার বোলে বান্ধিতে আনিলি
যদুনাথে ॥
বিদুর বলেন কৃষ্ণ চল মোর ঘরে।
কৃতার্থ হইব আমি পূজিব তোমারে ॥
বিদুরের ঘরে আল্যা দেব জর্নাদন।
কুন্তী সঙ্গে দেখা হল্য কবিচন্দ্র কন ॥

কুন্তীর ক্রন্দন

ধরিয়া কৃষ্ণের গলে ভাসে কুন্তী
অশ্রুজলে
শোকানলে প্রাণ নাহি বাঁচে।
ফাট্যা যায় মোর বুক মনে পড়ে বধূর
মুখ
বাছা সব কেমন মোর আছে ॥
তাপের উপরে তাপ রাজা দুর্যোধন
পাপ
কপটী করিয়া পাশা খেলা।
কার কথা নাই মানে সভা মাঝে ধর্য্যা
আনে
দ্রৌপদী আছিল রজস্বলা ॥
ধন ধরা সব নিল পঞ্চ পুত্র বনে গেল
এত দুঃখ তুমি বিদ্যমানে।
অজ্ঞাতে গোঙাল্য কাল হৃদে বড় বাজে
সাল
কত দুঃখ সব মায়ের প্রাণে ॥
অজ্ঞাত রহিয়া গেল বাছা সব দেশে
আল্য
ধন ধরা নাহিক তাহার।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় গোবিন্দের অগ্রে হয়
সবে মাত্র ভরসা তোমার ॥

কর্ণকুন্তী সংবাদ

গোবিন্দে পাইয়া বিদুর বসাল্য
আসনে।
চরণ পাখালি কৃষ্ণে পূজিলা যতনে॥
বিদুর ভবন যেন ইন্দ্রের আলয়।
চতুর্বিধ অন্ন খায়াইল সুধাময়॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করাল্য শয়ন।
বিদুর কুন্তীর সঙ্গে কৃষ্ণের
কথোপকথন॥
কান্দ্যা কুন্তী বলে কৃষ্ণে কি হবে
উপায়।
চরণে ধরিয়া কৃষ্ণ আশ্বাসেন তায়॥
কৃষ্ণ কহে যুধিষ্ঠিরের ঘুচিব আপদ।
কৌরবে মারিয়া দিব রাজ পরিচ্ছদ॥
কথায় বার্তায় নিশা করিলেন পাত।
বিদায় হইয়া প্রাতে চলে যদুনাথ॥
কর্ণকে ডাকিয়া পথে কহেন বিরলে।
যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ তুমি চল মোর
বোলে॥
তুমি রাজা হবে যুধিষ্ঠির যুবরাজ।
মোর সঙ্গে নাই গেলে হয়েক কুকাজ॥
কর্ণ কহে কৃষ্ণ না করিহ উপরোধ।
অর্জুনের সংগে মোর বাড়িব বিরোধ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই কহিলুং সর্বথা।
শুধিব রাজার লোন দিয়া নিজ মাথা॥
পরস্পর বিদায় হইল দুইজনে।
প্রায় যুদ্ধ হল্য কুন্তী ভাবে মনে মনে॥
এত ভাবি পৃথা সতী গঙ্গাতীরে গেল।
উর্ধ্ব বাহু সূর্যে ভজে কর্ণেরে
দেখিল॥
সন্ধ্যা সমাপিয়া কর্ণ কুন্তীরে দেখিল।
রাজার নন্দন আমি তোমায় প্রণমিল॥
সুত পুত্র নহ তুমি রাধার কুমার।
সূর্য হতে জন্ম তুমি তনয় আমার॥
কুন্তী বলে চল বাপু আস্যাছি লইতে।
শত্রু মার্য্যা রাজ্য কর ভ্রাতৃবর্গ সাথে॥
হেনকালে সূর্য বলে মায়ের বাক্য ধর।
সত্যে রহে না ভুলিল কর্ণ মহাবীর॥
কুন্তীর শুনিঞা বাণী কর্ণবীর বলে।
মা হয়্যা তনয়ে কেবা কোথা ফেলে
জলে॥
দেবহূতি মন্ত্র পায়্যা বিদ্যা পরীক্ষিতে।
সূর্য আস্যা দিল জন্ম ধরিলাঙ
গর্ভেতে॥
শুন বাছা জন্ম তোর হল্য কন্যাকালে।
লোকলজ্জা ভয়ে তোমায় ভাসাইলাঙ
জলে॥
অর্জুনের সংগে যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা আমার।
যুদ্ধে বাচাইব তোমার এ চারি কুমার॥
ন তে জাতু নশিষ্যন্তি পুত্রাঃ পঞ্চ
যশস্বিনী!
নিরজ্জুনাঃ সকর্ণা বা সাজ্জুনা বা
হতে ময়ি॥
অর্জুন মারুক মোরে আমি অর্জুনেরে।
পঞ্চপুত্রের মাতা বিধি লেখ্যাছে
তোমারে॥
সত্য করাইয়া কুন্তী গেলা নিজঘরে।
গোবিন্দ গেলেন ওথা পাণ্ডব গোচরে॥
হস্তিনায় গোবিন্দেরে যে যা বলিল।
যুধিষ্ঠিরে যথাক্রমে বিবর্য্যা কহিল॥
মদে মত্ত দুর্যোধন দায় নাই দিল।
রথরথী সাজাও নিশ্চয় যুদ্ধ হল্য॥

রণের কথা শুনিঞা বিমন যুধিষ্ঠির।
ভীমার্জুন আদি আছে কহে যদুবীর॥
এই সব বীর ইন্দ্রে করে পরাজয়।
যুদ্ধে সাজ কৌরব সকল হব ক্ষয়॥
কৃষ্ণের শুনিঞা কথা সিংহনাদ বাজে।
রথী গজ বাজি পদাতিক কত সাজে॥
সাত অক্ষৌহিনী সাজে পাণ্ডব
বাহিনী।
শনিবার চতুর্থীতে চলে নৃপমণি॥
রণসজ্জা লয়্যা রাজা কুরুক্ষেত্রে গেল।
পরিখা করিয়া সর্বে শিবিরে বসিল॥
ভীমার্জুন দ্রুপদ বিরাট আদি বীর।
সাত অক্ষৌহিনী সেনা সভে রণধীর॥
জন্মেজয় বলে শুন মুনির নন্দন।
তস্যপর কি করিল রাজা দুর্যোধন॥
শংখ সিংহনাদ ভেরি পান্ডবের বাজে।
বৈশম্পায়ন বলে শুন দুর্যোধন সাজে॥
শকট বাহন কোস বৈদ্য চিকিৎসক।
তৈল গুড় তুসাঙ্গার ব্রীড়্যাদিরোচক॥
কুরুক্ষেত্রে সাজ্যা আল্য এগার
অক্ষৌহিনী।
ভীষ্মে সেনাপতি কর্য্যা বরে নৃপমণি॥
ভীষ্ম বলে দ্রোণাচার্য আমি
অতি রথী।
দুর্যোধনে বলে কর্ণ গণিতে অর্ধরথী॥
এত শুনি রাধার নন্দন অতি কোপে।
আমি থাকিতে সেনাপতি কে করিল
তোকে॥
কর্ণ কোপে কহে শুন গঙ্গার নন্দন।
অর্ধরথীর সঙ্গেতে করহ দেখি রণ॥
ধনুকে টংকার দিতে কাঁপে তিনলোক।
দুর্যোধন রাজা কর্ণের নিবারিল কোপ॥
ধনু না ধরিব আমি ভীষ্মদেব জিতে।
প্রতিজ্ঞা করিল কর্ণ দ্রোণের সাক্ষাতে॥
প্রভাতে করিয়া স্নান সাজে কুরুসেনা।
পনর গোমুখ বাজে ব্যালিশ বাজনা॥
সেনা সাজে ধরণী করয়ে টলটল।
সমুদ্র পাইল ক্ষোভ উথলিল জল॥
শনিবারে অষ্টমীতে সাজে দুর্যোধন।
নানা অমঙ্গল দেখে কবিচন্দ্র কন॥

উভয় সেনাদলের উদ্যোগ

কুরুক্ষেত্রে শিবিরে বসিল দুর্যোধন।
পঞ্চ যোজন ব্যাপিয়া রহিল সেনাগণ॥
এগার অক্ষৌহিনী সেনা যত নৃপবরে।
ভক্ষ্য ভোজ্য দুর্যোধন দিলেন সভারে॥
যুধিষ্ঠির বিরাটাদি যত রাজাগণে।
সাত অক্ষৌহিনী সেনায় করাল্য
ভোজনে॥
উলুকেরে পাঠাইয়া দিল দুর্যোধন।
যুধিষ্ঠিরে কয়্যা আস্য যত বিবরণ॥
দূতে যায়্যা আল্য কয়্যা সাজে দুই দল।
অশ্বরথ গজ সাজে কাঁপে ধরাতল॥
কৃষ্ণ বাক্যে অর্জুনে করিয়া সেনাপতি।
কৌরবের সময়ে আজিল নরপতি॥
সাজিল উভয় সেনা বাদ্যের নিনাদ।
দেবাসুর নর কাঁপে গণিয়া প্রমাদ॥
উদ্যোগ পর্বের কথা অমৃত সমান।
সর্ব পাপে পূত হয় শুনে পুণ্যবান॥
ভক্তি করি ভারথ পোথা যে গায় গাও
রায়।
ধন ধরা পুত্র দারা চতুর্বর্গ পায়॥
ঢাল খড়্গ ধনু তীর গায়কে দিবেক।
উদযোগ পর্বের কথা যেই গাওয়াবেক॥

কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে ব্যাসের কিঙ্কর।
ভীষ্ম পর্ব মন দিয়া শুন অতঃপর ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
ভারথ শ্রবণে হয় পুণ্যের সঞ্চয় ॥

ভীষ্ম পর্ব

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ

বৈশম্পায়ন বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভারত শ্রবণে হয় পুণ্যের সঞ্চয় ॥
কৌরব পাণ্ডব রণে সাজে দুই দল।
পৃথিবীর রাজা যত আইল সকল ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠিব সুযুক্তি করিল।
বাহিনীর পতি করি অর্জুনে বরিল ॥
সেনাপতি করি ভীষ্মে সাজে কুরুসুতে।
মঘা নক্ষত্রে চলে অমঙ্গল যাতে ॥
ব্যালিস বাজনা বাদ্য বাজে দুই দলে।
হোথা ॥
ভবিষ্যাত ব্যাস আসি ধৃতরাষ্ট্রে বলে ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে হব কুরুবংশ ক্ষয়।
এই যুদ্ধে মরিব শত নৃপতি তনয় ॥
ঘুড়ি প্রসবয়ে গরু বিড়ালে শৃগাল।
গবীতে জন্মিল গাধা কুকুরে বিড়াল ॥
জন্ম মাত্র শিশু সব কেহ গায় হাসে।
চন্দ্র দিবাকরে সদা রাহুতে গরাসে ॥
দণ্ডপাণি শিশু যত সদানন্দ করে।
অমঙ্গল দেখি যত হস্তিনা নগরে ॥
ব্যাস বলে দিব্য চক্ষে দেখ রাজা রণ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে আমি করিব শ্রবণ ॥
সঞ্জয়েরে দিব্য চক্ষু দিয়া [গেলা] গুনি।
সঞ্জয় কহেন নৃপে জ্ঞান দৃষ্টে জানি ॥
সঞ্জয় কহেন যত ধৃতরাষ্ট্র রাজে।
কৌরব পাণ্ডব সেনা সমরেতে সাজে ॥
সিংহনাদ শংখধ্বনি বাজিছে সঘনে।
পর্বতে কাঁপয়ে পশু পক্ষী কাঁপে বনে ॥
ধুধু [ধুধু] দামা বাজে ব্যালিস বাজনা।
রাজপুত্র সর্বে যেন স্বর্গবাসীজনা ॥
হেথা ॥
সঞ্জয়েরে মৃদু মুখে ধৃতরাষ্ট্র কয়।
দিব্য চক্ষে কিবা দেখ কহত নিশ্চয় ॥
দেবপুত্র তুল্য দেখি যত রাজগণ।
অস্ত্র সব জ্বলে যেন সূর্যের কিরণ ॥
উভয় সেনার মধ্যে ভীম বীর ডাকে।
সম্মুখ সমরে মল্যে যায় স্বর্গলোকে ॥
প্রাণের বাসনা ছাড়্যা ধর ধনুর্বাণ।
সংগ্রামে কাতর হল্যে ডুবে যশনাম ॥
কৌরবের সেনা কোপে এত কথা শুনি।
অর্জুনের রথ কৃষ্ণ চালান আপনি ॥
অর্জুন বলেন রথ রাখ নারায়ণ।
রণে কেবা শত্রু আল্য করি দরশন ॥
সেনা দেখ্যা পার্থ কহে শুন ভগবান।
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপাচার্য পিতার সমান ॥
কার লাগ্যা বন্ধু যত বিনাশিব বাণে।
রাজ্যে কাজ নাঞি আমি পুন যাব
বনে ॥
কলেবর কাঁপে মোর মনে উঠে দুখ।
ভাই বন্ধু গণ মার্যা চাব কার মুখ ॥
অর্জুনের হাতে ধর্যা কহে যদুপতি।

কে কারে মারিতে পারে কাহার শকতি ॥
দেহেতে থাকিয়া জীব অন্য দেহ পান।
বাল যুদ্ধ যুবা পার্থ ইহাতে প্রমাণ ॥
নূতন পাইয়া বাস জীর্ণ ত্যাগ করে।
তেমন শরীর ছাড়্যা যায় দেহান্তরে ॥
উপলক্ষ কেবল অর্জুন থাক তুমি।
কুরুসেনা কাটিয়া মার্যাছি সব আমি ॥
গীতা তত্ত্ব তাহারে কহিল ভগবান।
গীতা শুন্যা অর্জুনের হল্য দিব্যজ্ঞান ॥
গাণ্ডীব ধরিয়া উঠে পাণ্ডুর নন্দন।
কৌরবের দলে ভাবে যত দ্বিজগণ ॥
যুধিষ্ঠির না বন্দিয়া যদি করে রণ।
কেমন কর্যা তারে বাঁচায় দেখিব নারায়ণ ॥
তাহাদের ভাব বুঝি রাজা যুধিষ্ঠির।
রথে হত্যে নামিয়া পড়িলা রণধীর ॥
ভূপতি নামিল দেখি বৃকোদর কোপে।
যুধিষ্ঠিরের মনের কথা কৃষ্ণ কন তাকে ॥
গুরুপদে প্রণমিঞা বন্দে বিপ্রবর্গে।
পাণ্ডুপুত্রের জয় হোকু বলে দ্বিজ সর্বে ॥
তারপর প্রণাম করেন ভীষ্মের পায়।
শৈল্যেরে প্রণমি রথে চড়ে নৃপরায় ॥
কৃষ্ণ কহে কর্ণ বৃথা আছ রাজঘরে।
তোরে ছাড়্যা ভীষ্মদেবে সেনাপতি করে ॥
এখন পাণ্ডবের হও দুঃখ যাবে দূরে।
সভার উপরে তোমায় করিব ঠাকুর ॥
কর্ণবীর কৃষ্ণে কহে করি নিবেদন।
দুর্যোধনে না ছাড়িব থাকিতে জীবন ॥
দুই দলে মিশামিশি হল্য মহারোল।
পরস্পর ঘোর রণ কে কার শুনে বোল ॥

সাত্যকির সঙ্গে কৃতবর্মা করে রণ।
বৃহদ্বল সাথে যুঝে সুভদ্রানন্দন ॥
দুর্যোধন সঙ্গে যুঝে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন নকুলেতে বাজিল সমর ॥
দুর্মুখ সহদেবে যুদ্ধ করে দুইজন।
শৈল সঙ্গে যুদ্ধ করে ধর্মের নন্দন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রোণাচার্যে কর‍য়ে সমর।
অশ্বথামায় দ্রুপদ রাজায় যুঝে তারপর ॥
বিরাট সহিতে রণ করে কৃপাচার্য।
অভিমন্যু দ্রয়দ্রথে রণ অনিবার্য ॥
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র দুর্যোধন সুতে।
ঘটোৎকচ অলম্বুষে যুঝে দু বীরেতে ॥
উত্তর সমেত রণ বিবিংসতি করে।
ইরাবাণ ভূরিশ্রবা মাতিল সমরে ॥
হংসে চড়্যা আল্যা ব্রহ্মা বৃষে গৌরীনাথে।
দেবগণ যুদ্ধ দেখে ইন্দ্রের সঙ্গেতে ॥
বাসুদেব বায়ুবেগে চালান ঘোড়াকে।
হাথে ধনু ধনঞ্জয় ভীষ্মদেবে ডাকে ॥
অর্জুন উপরে ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
রুদ্ধ কৈল বায়ুপথ শরের সন্ধান ॥
বাণে বাণে আচ্ছন্ন করিল রথীরথ।
চক্রাবর্তে ফিরে ঘোড়া না পাইয়া পথ ॥
ভীষ্ম বাণে মোহ বড় পাল্য জনার্দন।
চিত্র যুদ্ধ দেখিতে আইল দেবগণ ॥
গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থের অতি কোপ উঠে।
চোখ বাণে ভীষ্মদেবের শর ধনু কাটে ॥
পুনরূপী ধরে ধনু কাটে ধনঞ্জয়।
অন্য ধনু হাথে লয় শান্তনু তনয় ॥
অগ্নিবাণ এড়ে ভীষ্ম অগ্নি মূর্তিমান।

বরুণ বাণেতে পার্থ করিল নির্বাণ ॥
এড়িল বরুণ বাণ গঙ্গার তনয় ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল বীর ধনঞ্জয় ॥
বাণ ব্যর্থ দেখ্যা ভীষ্ম কোপে
কম্পমান ।
রাম দিয়াছিলা ভীষ্মে এড়ে সেই বাণ ॥
সে বাণ কাটিতে নারে ইন্দ্রের কুমার ।
পাণ্ডব দল সকলে উঠিল হাহাকার ॥
পার্থ বুকে বাজে বাণ পড়ে রথোপরে ।
এথা ॥
দশহাজার মহাযোধে ভীষ্মবীর মারে ।
অর্জুন চেতন পাল্য গোবিন্দের গুণে ।
বাজ্যাছিল বাণ বীর কিছুই না জানে ॥
অর্জুন বরিষে বাণ ধরিয়া ধনুক ।
পার্থ বাণে ভীষ্ম বীর হইলা বিমুখ ॥
পার্থ বাণে পড়ে সেনা নাহিক অবধি ।
মাংসেতে কর্দম হল্য রক্তে বহে নদী ॥
কুক্কুরের ডাকাডাকি শৃগালের ধ্বনি ।
ঝাকে পড়্যা মাংস খায় শকুনী
গিধিনী ॥
শৃগাল কুক্কুর কত রক্তে সাঁতারিল ।
অর্জুনের বাণে কত সেনা ভঙ্গ দিল ॥
বিষণ্ণ বদনে রাজা ভীষ্মেরে জানায় ।
অর্জুনেরে ডরে মোর সসৈন্য পালায় ॥
সিংহের ভয়েতে যেন হরিণ পালায় ॥
শুন্যা ভীষ্ম বীর কহে শুন দুর্যোধন ।
জয় ভঙ্গ যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম ॥
সন্ধ্যায় কৌরব সেনা রণে অবহারে ।
কৌরব পাণ্ডব গেলা আপন শিবিরে ॥
শিবিরে আসিয়া দুঃখ ভাবে কুরুপতি ।
দুইদলে ইষ্টালাপে পোহাইল রাতি ॥
প্রাতে কুরুক্ষেত্রে আল্য কৌরব পাণ্ডবে ।
চিত্র যুদ্ধ দেখিবারে আল্য যত দেবে ॥
সর্বশক্তি পার্থ বহু সঙ্গে যদুপতি ।
বিরাট দ্রুপদ আদি পাণ্ডব সংহতি ।
ব্যূহ করি সসৈন্যেতে ভীষ্ম
সেনাপতি ।
রথীতে রথীতে যুদ্ধ পদাতি পদাতি ॥
বলবন্ত পাণ্ডুসেনা কুরুবল হত্যে ।
ক্রোধে কাঁপ্যা ভীষ্মদেব ধনু নিলা
হাতে ॥
পাণ্ডবের সেনা বেড়ে দিয়া শরজালে ।
প্রজা সংহারয়ে যেন যুগান্তের কালে ॥
লক্ষ আসোয়ার কাটে দুলক্ষ পদাতি ।
অযুত কুঞ্জর কাটে ভীষ্ম মহারথী ॥
নয় দিন যুঝে ভীষ্ম শান্তনু নন্দন ।
ভীষ্ম বাণে ভঙ্গ দিল পাণ্ডু সেনাগণ ॥
সেনা ভঙ্গ দেখ্যা শংখ বাহে গদাধর ।
গোবিন্দে কহেন ভীষ্ম সংগ্রাম ভিতর ॥
ভক্ত প্রতি কল্পতরু কহে জগজন ।
অস্ত্র ধর‍্যা মোর সঙ্গে যুঝ জনার্দন ॥
অস্ত্র না ধরিব শুন্যা ভীষ্ম ধনুর্দ্ধর ।
বাণে বাণে কৃষ্ণার্জুনে কৈল জরজর ॥
নিমেষে মারিতে পারি ভাই পঞ্চ জন ।
যদি নাই আপনি বাঁচাও জনার্দন ॥
এত বলি ভীষ্মদেব শেল ছাড়্যা দিল ।
অর্জুনে বাঁচাতে শেল কৃষ্ণ বুকে নিল ॥
পাণ্ডুসেনা দাঁড়াইতে নারে তার কাছে ।
বিক্রম কেশরী ভীষ্ম ধনু ধর‍্যা নাচে ॥
ভীষ্ম ভয়ে পাণ্ডু সেনা পালায় সকলি ।
রঙ্গ মনে দুর্যোধন হাসে খলখলি ॥
চোখ বাণে বিন্ধে ভীষ্ম কৃষ্ণ কলেবর ।
অন্য কিসে ফাঁফর হইলা গদাধর ॥
ভীষ্ম বলে ভকত বৎসল যদি বট ।

অর্জ্জুনে বাঁচাবে যদি অস্ত্র ধর ঝাট ॥
অর্জ্জুনে মারিতে ভীষ্ম জুড়ে বজ্রবাণ।
দেখ্যা সুদর্শন চক্র ধরে ভগবান ॥
ধনু হাতে বিক্রম কেশরী ভীষ্ম নাচে।
জানিলাঙ আমার ভক্তি তব পদে
আছে ॥
নফরের না করিলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।
নিজ বাক্য লঙ্ঘিয়া রাখিলে মোর পণ ॥
চক্রে কাট মোরে যশ থাকু অবনীতে।
ভবসিন্ধু তর্য্যা যেন যাই বৈকুণ্ঠেতে ॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘহ কেন ধনঞ্জয় বলে।
কালি মারিব আমি ভীষ্ম মহাবলে ॥
অস্তগত দিননাথ হল্যা সেই কালে।
ভীষ্ম ভয়ে পাণ্ডু সেনা অবহার বলে ॥
কৌরব পাণ্ডব গেলা যে যার শিবিরে।
চিন্তায় আকুল ধর্ম্ম কহে গোবিন্দেরে ॥
একা ভীষ্ম পরাজিল যতয়ে বিপত্তি।
ভাঙ্গিলেক কদলী বন যেন মাতা হাতি ॥
দেবের অবধ্য ভীষ্ম তারে কেবা জিনে।
রাজ্যে কাজ নাই কৃষ্ণ পুন যাব বনে ॥
শুনিয়া গোবিন্দ সঙ্গে নিল
পাণ্ডবেরে।
নিশাযোগে গেলা সভে ভীষ্মের
শিবিরে ॥
হাসিয়া গোবিন্দে ভীষ্ম দিলেন
আসন।
হাসিয়া ভীষ্মেরে নত হল্যা পঞ্চ জন ॥
কহ কি কারণে সভে কর‍্যাছ গমন।
শুন্যা ভীষ্মদেবে কহে ধর্ম্মের নন্দন ॥
দ্বাদশ বৎসর মোরা ভ্রমিলাঙ বনে।
অজ্ঞাতে বঞ্চিলাঙ সভে বিরাট ভবনে ॥
নাই দিল রাজ্য মোরে তোমার সাক্ষাতে।
কৌরবেরে নির্ব্বংশ করিব কি রূপেতে ॥
বংশের প্রধান পিতামহ মহাবীর।
তব বাণে যোধ মোর রণে নহে স্থির ॥
কেমনে পাইব রাজ্য কহ মহাশয়।
কেমনে করিব হে তোমার পরাজয় ॥
পিতামহ মোরে কহ ইহার কারণে।
নহে রাজ্য কাজ নেই পুন যাই বনে ॥
কেন বনে যাবে শুন ধর্ম্মগুণনিধি।
কহে ভীষ্ম মর্য্যাদাসাগর সত্যবাদী ॥
আমার যতেক তেজ জানেন শ্রীহরি।
দেবাসুরে কেবা আঁটে ধনু যদি ধরি ॥
যুদ্ধে জই হবে কেন কর মনঃব্যথা।
সঙ্গেতে গোবিন্দ সদা ধাতার বিধাতা ॥
শিখণ্ডীকে আগে কর‍্যা যুঝ ধনঞ্জয়।
তবে রণ মাঝে হব মোর পরাজয় ॥
কৌরবে জিনিয়া রাজ্য করহ সাদরে।
শুনি পঞ্চ ভাই গেল আপন শিবিরে ॥
প্রাতে কুরুক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডবেতে রণ।
শিখণ্ডী সঙ্গেতে আল্যা নরনারায়ণ ॥
ভীষ্ম সঙ্গে রণ করে বিরাট নন্দন।
ভীষ্মের বাণেতে উত্তর তেজিল জীবন ॥
উত্তরের নিধনে অর্জ্জুন বীর কোপে।
ভীষ্মের উপরে বাণ পেলে ঝাঁকে
ঝাঁকে ॥
দ্রোণাচার্য্য বলে পুত্র অমঙ্গল দেখ।
রাহুতে গরাসে রবি ধ্বজে পড়ে কাক ॥
প্রতিজ্ঞা কর‍্যাছে পার্থ ভীষ্ম
মারিবারে।
অদ্য রণে বাঁচাত্যে নারিবে ভীষ্ম বীরে ॥
কবিচন্দ্র বলে মৃত্যু না যায় খণ্ডন।
কহিয়া দিয়াছে ভীষ্ম আপন মরণ ॥

ভীষ্মের পতন ও শরশয্যা

দ্রোণাচার্য পুত্র সঙ্গে করয়ে মন্ত্রণা।
হেনকালে ভীষ্মে বেড়ে পাণ্ডবের সেনা॥
শিখণ্ডীকে আগে কর‍্যা ধনঞ্জয় আল্যা।
ভীষ্মেরে শিখণ্ডীবীর কহিতে লাগিল॥
মনে পড়ে বহু দুঃখ দিয়াছিস মোরে।
তোরে মার‍্যা নিস্তেজ করিব কৌরবেরে॥
ভীষ্ম বলে রণস্থলে বরং মরিব।
তথাপি শিখণ্ডী তোর মুখ না দেখিব॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ যেন হল্য পূর্বে।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ সেই মত সর্বে॥
ভীষ্মদেবে শিখণ্ডী মারয়ে তিন শর।
ছাইল গগন ভূমি অর্জুনের শর॥
ভয় পায়্যা ভীষ্মদেবে কহে দুর্যোধন।
অর্জুনের ভয়েতে পালায় সেনাগণ॥
প্রমাদ হইল বড় কিবা আর দেখ।
আজিকার ঘোর রণে যত সেনা রাখ॥
এত শুনি ভীষ্মদেব দুর্যোধনে কয়।
যুদ্ধের নিয়ম নাই জয় পরাজয়॥
ভীষ্ম বলে আমি বল্যা আছিয়ে নিকটে।
অর্জুনের বাণে শিলা গিরিদরি ফাটে॥
নদিন যুঝ্যাছি আজি হব দশ দিন।
দশহাজার মারিব প্রতিজ্ঞা নব হীন॥
এত বলি ধনু নিলা গঙ্গার নন্দন।
অর্জুনের সঙ্গে বীর করে ঘোর রণ॥
পার্থ কহে অযুত সেনা নিত্য কাট
তুমি।
নারিবে কাটিতে আজি বাঁচাইব আমি॥
বাঁচাও দেখি বল্যা ভীষ্ম এড়ে ঘোর
বাণ।
অর্জুন কাটেন বাণ কর‍্যা খান খান॥
কপালের ঘর্ম মুছে পায়্যা অপসর।
দশ হাজার মহাবীরে কাটে ভীষ্মবর॥
মড়ার উপড় মড়া সকল পড়িল।
শিবির কুড়্যার স্থান শ্মশান হইল॥
বিস্ময় ভাবিয়া পার্থ কহে গোপীনাথে।
অযুত সেনা মারে ভীষ্ম ঘর্ম মুছ্যা
মাতো॥
হেন বীরে কেমন কর‍্যা করিব নিধন।
ইহার উপায় মোরে কহ জনার্দন॥
অল্পকালে পিতা মোর গেল
স্বর্গলোকে।
পিতামহ পালিলেক করি কোলে কাখে॥
বংশের প্রধান বৃদ্ধ পিতামহ গুরু।
কেমনে মারিব কহ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যবে দুর্যোধন বাক্য আমার লংঘ্যাছে।
তখন কৌরবের সৈন্য সব কাটা গেছে॥
কাটা মাথা কাটিতে কেন বা কর শোক।
রণে পড়্যা ভীষ্মদেব যাকু স্বর্গলোক॥
গোবিন্দের কথা শুনি মোহ গেল দূরে।
ভীষ্মের ধনুক কাটে চোখ চোখ শরে॥
বজ্রের সমান বাণ অর্জুনের ছুটে।
যত ধনু ধরে ভীষ্ম পুন পুন কাটে॥
ধনু কাট্যা যাতো ভীষ্ম শক্তি পেল্যা
মারে।
পাঁচ বাণে শক্তি কাট্যা পাঁচ খান করে॥
শক্তি কাট্যা গেলে ভীষ্ম পরিঘ নিল
হাতে।
কুপিয়া মারিল বীর অর্জুনের মাথে॥
পরিঘ কাটিল পার্থ ঘোর পাঁচ বাণে।
বিজলী জ্বলিল যেন মেঘের গর্জনে॥
অর্জুনে মারিতে ভীষ্ম ঢাল খড়্গ ধরে।

ধনঞ্জয় খড়্গ চর্ম শতখান করে ॥
ভীষ্মবীর শিখণ্ডীরে সম্মুখে দেখিল।
অস্ত্র না ধরিল ভীষ্ম বিমুখ হইল ॥
আপনার মরণ মনেতে করে সাধ।
আকাশে দেবতা যত করে সাধুবাদ ॥
যুধিষ্ঠির রাজার আদেশে রাজাগণ।
ভীষ্মের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
পর্বত উপরে যেন বর্ষে জলধার।
ভীষ্মের সকল অঙ্গ হল্য জরজর ॥
মোরে জরজর কৈল শুন দুঃশাসন।
কোন বীর সবে আর অর্জুনের রণ ॥
অর্জুনের শতবাণ ভেদিল মর্মেতে।
অবনী মণ্ডলে ভীষ্ম পড়ে রথ হত্যে ॥
দেবলোকে নরলোকে হাহাকার হল্য।
আকাশের চন্দ্র যেন খসিয়া পড়িল ॥
শরে গাঁথা রহে ভীষ্ম না পরশে ক্ষিতি।
দক্ষিণে চলিল রবি দেখে মহামতি ॥
দক্ষিণায়নে না মরিহ বলে দেবগণে।
ভীষ্ম বলে ও কথাটি আছে মোর মনে ॥
মৃত্যু ইচ্ছা করে ভীষ্ম উত্তরায়ণে।
শরশয্যায় ভীষ্মদেব রহিলা তে কারণে ॥
ভীষ্মে বেড়্যা সসৈন্য কান্দে ত
দুর্যোধন।
কৌরব পাণ্ডবে ভীষ্মে বেড়ে সর্বজন ॥
পিতামহের মোহে প্রাণ ধরিবারে নারে।
বিধিরে বেড়িল যেন দেব পরিবারে ॥
পাণ্ডব কৌরবে ডাক্যা কহে ভীষ্ম
কথা।
সমান করিয়া মোর তুল্যা দেঅ মাথা ॥
বিচিত্র বালিশ লয়্যা রাজাগণ আল্য।
সজ্জ কর্যা দেহ শির অর্জুনে বলিল ॥
তিন শর গাণ্ডীবে জুড়িল রণমাতা।
বিন্ধা দিয়া তিন শর তুল্যা ধরে মাথা ॥
পাইয়া পরম সুখ অর্জুনেরে কয়।
কেহ না জিনিব তোরে রণে হবে জয় ॥
ভীষ্মেতে রক্ষক দিয়া দুই দলে গেল।
কুরুপাণ্ডব প্রাতে ভীষ্ম পাশে আল্য ॥
ভীষ্ম বলে শরজালে তৃষায় বিকল।
স্বর্ণঝারি পুরি দিল সুবাসিত জল ॥
ঝারিতে খাইতে নারি এ সময়ের নয়।
মনোনীত জল মোরে দেহ ধনঞ্জয় ॥
গাণ্ডীবে জুড়িয়া এড়ে পর্জন্য বাণে।
পৃথিবী ভেদিয়া জল উঠিল দক্ষিণে ॥
গঙ্গাজল ধার উছলি পড়ে ভীষ্মের
মুখে।
গঙ্গাজল খায়্যা পার্থে বর দিল সুখে ॥
দুর্যোধনে ভীষ্ম বলে রাখ মোর কথা।
পাণ্ডবে বিভাগ দিয়া করহ ঐক্যতা ॥
ভীষ্মের বচনে কোপ করে দুর্যোধন।
প্রণাম করিয়া গেল নিজ নিকেতন ॥
কর্ণবীর প্রণমিতে কহে ভীষ্মবীর।
কৌরবের মধ্যে তুমি সমর সুধীর ॥
দুই দলে চল্যা গেল যে যার শিবিরে।
শরশয্যায় রহিল এথা ভীষ্ম মহাবীরে ॥
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
ভীষ্মপর্বের কথা এতদূরে সায় ॥

দ্রোণ পর্ব

দ্রোণের সেনাপতিত্ব লাভ ও অভিমন্যুর যুদ্ধ

দ্রোণপর্ব শুন রাজা বৈশম্পায়ন কয়।
কহ কহ কহে রাজা পুলকাঙ্গ হয়॥
দ্রোণাচার্যে দুর্যোধন কর্‍্যা সেনাপতি॥
বলে॥
পার্থ মার‍্যা ধর‍্যা দিবে ধর্ম নরপতি॥
দ্রোণ কহে অর্জুন দুর্জয় যুদ্ধপতি।
সতত বাঁচায় যারে গোবিন্দ সারথি॥
অর্জুনে প্রবন্ধে যদি অন্যত্রে নিতে পার।
পান্ডবের শ্রেষ্ঠ বীর করিব সংহার॥
রাজ আজ্ঞায়॥
যত গোপ করি কোপ ডাকয়ে অর্জুনে।
গোবিন্দ সারথি হয়্যা সাজ্যা গেলা রণে॥
এই অবসরে দ্রোণ চক্রব্যূহ করে।
অগ্রেতে আপনি রহে হাতে ধনুশরে॥
তার পাছু রহিল লক্ষ্মণ আদি করি।
দশ মহারথী তারা নানা অস্ত্রধারী॥
মুখে জয়দ্রথ রহে অশ্বথামা পাশে।
তব পুত্র ত্রিশ জনা গুরুর আদেশে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যুধিষ্ঠিরের আদেশে।
মহারথী যত তারা গেলা দ্রোণ পাশে॥
ব্যূহ ভেদ অভিমন্যু কহে নৃপমণি।
অর্জুন কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ভেদ করিতে পার তুমি॥
শিখ্যাছি বাপার ঠাঞি যাইবারে পারি।
যাইব তোমার আজ্ঞায় আসিতে না পারি॥
ভীম কয় অভিমন্যু না ভাবিয় কিছু।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি আমি আছি পিছু॥
ভীমের শুনিঞা কথা কহে সারথিরে।
ত্বরায় চালাঅ রথ দ্রোণের গোচরে॥
সুমিত্র সারথি বলে কর‍্যা হাহাকার।
দ্রোণ আগে যুদ্ধ করিবে হেন শক্তি কার॥
গোবিন্দ মাতুল মোর পিতা ধনঞ্জয়।
কোটি দ্রোণাচার্য হত্যে কিবা মোর ভয়॥
শুনিঞা সারথি রথ চালাল্য সত্বরে।
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল সেনার ভিতরে॥
তুমুল করিল যুদ্ধ আচার্যের সাথে।
ঘোর যুদ্ধ ঠেকাঠেকি মিশামিশি রথে॥
সিংহের শাবক যেন নাশে গজ যূথে।
বীর ডাক ছাড়ে ঘন বায়ু গতি রথে॥
যত বীর রণ ধীর বলে থাক থাক।
এখনি যাবেক তোর বড় বড় ডাক॥
বাণ বৃষ্টি করে যত বড় বড় বীর।
ভূধর শিখরে যেন বরিষয়ে নীর॥
অভিমন্যু বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
রথ রথী ঘোড়া হাতি পদাতিক কাটে॥
বাণের উপর বাণ অনল সমান।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে হান॥
কৌরবের সেনা মারে সুভদ্রা কুমার।
রক্ত নদী বহে সেনা করে হাহাকার॥
কেহ বলে আজি রণে নাই প্রতিকার।

অভিমন্যু প্রায় কুরু করিব সংহার ॥
কেহ বলে পুত্র কোথা কত উঠে তাপ।
কেহ বলে কিবা হল্য কোথা গেল বাপ ॥
তৃষায় আকুল হয়্যা বলে জল জল।
দাঁতে কুটা করে কেহ হয়্যা হীনবল ॥
ভুরিশ্রবা বলে দ্রোণ কার মুখ চাও।
এ ঘোর সমরে আজি রাজারে বাঁচাও ॥
এত শুনি মহারথী ষোলজন নাড়ে।
এক চাপে অভিমন্যে সভে যায়্যা বেড়ে ॥
ষোলজন এক চাপে বাণ মারে গায়।
মহাবীর অভিমন্যু ব্যথা নাহি পায় ॥
অর্জুন তনয় যুঝে ধরিয়া ধনুক।
দ্রোণ আদি যত বীরে করাল্য বিমুখ ॥
তা দেখিয়া দুর্য্যোধন মহারাজা কোপে।
ষোলজন পুনরুপি যুঝে এক চাপে ॥
দুর্য্যোধন অভিমন্যে নয় বাণ এড়ে।
দুঃশাসন বার বাণ বিন্ধিলেক ঘাড়ে ॥
কৃপ দ্রোণাচার্য্য দোঁহে বিন্ধিল ললাটে।
বসন্তে কিংশুক পুষ্প বনে যেন ফুটে ॥
কৃতবর্ম্মা বহুবলে বাণ মারে সাত।
অশ্বত্থামা ভুরিশ্রবা বিন্ধে দুটি হাত ॥
শকুনি শেলেতে বাণ মারে বাম পাশে।
চঞ্চল হইল ঘোড়া সুত কাঁপে ত্রাসে ॥
কর্ণ সঙ্গে দরদ মারয়ে তীক্ষ্ম বাণ।
কপালের রক্ত মুছ্যা সৌভদ্র আগ্বান ॥
অভিমন্যু কাটে বাণে দরদের মাথা।
বাণে টুটাইল বীর কর্ণের যোগ্যতা ॥
দ্রোণাচার্য্যে দশ বাণ মারে মহাবল।
ঘুরিয়া বেড়ায় ঘোড়া কাঁপে ধরাতল ॥
কৃপ দুর্য্যোধন আদি হল্যা রণচ্যুত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে আমি কি শুনি অদ্ভুত ॥
শকুনি বলেন অভিমন্যুকে মারিব।
পুত্রশোকে ধনঞ্জয় পরাণ ছাড়িব ॥
অর্জুন মরিলে হব পান্ডব নৈরাশ।
পলাইয়া পুন তারা যাব বনবাস ॥
রণমাঝে শকুনি প্রতিজ্ঞা করি গাজে।
অভিমন্যু শকুনিকে কহে রণমাঝে ॥
পড়িবি আমার বাণে যমঘর যাবি।
কপট পাশার ফল আজি তুঞি পাবি ॥
শকুনিকে মারে বাণে রথেতে লোটায়।
রণ ছাড়্যা রথ লয়্যা সারথি পালায় ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আদি প্রবেশিতে নারে।
জয়দ্রথ একা আসি আগুলিল দ্বারে ॥
কহ একা পান্ডবকে কেমনে জিনিল।
দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ রণে হর্যাছিল ॥
পরাভব হয়্যা গেল পায়্যা অপমান।
শিব আরাধন করে পণ করি প্রাণ ॥
বর মাগ বল্যা তারে বলে শূলপাণি।
বর দেহ একা রণে পান্ডবেরে জিনি ॥
শিব বলে সভারে জিনিবে তুমি রণে।
এইকালে বলি বাছা ধনঞ্জয় বিনে ॥
অর্জুনের নাশিতে নারিবে তুমি কক্ষা।
গোবিন্দ সারথি তার সদা করে রক্ষা ॥
শুন রাজা মহেশের পূর্ব্বে বর ছিল।
জয়দ্রথ একা রণে পান্ডব জিনিল ॥
রাজপুত্র অভিমন্যে বলেন লক্ষ্মণ।
তোমায় আমায় যুদ্ধ দেখুক সর্ব্বজন ॥
অভিমন্যু বলে দ্রোণ আদি পাল্য তাপ।
কতবার সাজ্যা তোর আস্যাছিল বাপ ॥
জর্জ্জর হইল বাণে দোঁহে রণমাতা।
অভিমন্যু ভল্লে তার কাট্যা পড়ে মাথা ॥
পুত্রের মরণে কোপে কুরু নরপতি।
অভিমন্যে বেড়িলেক লৈয়া শত রথী ॥

শত রথী বাণ মারে অন্যায় সমরে।
গন্ধর্বাস্ত্রে অভিমন্যু সকল সংহারে॥
শত রথী ভঙ্গ দিল রণ নাহি সহে।
রথী হাতি সেনা কাটে রক্ত নদী বহে॥
কর্ণেরে পঞ্চাশ বাণ ফিরাইল বীর।
নাচিয়া বেড়ায় রণে রক্তাক্ত শরীর॥
কাঁপ্যা কাঁপ্যা কর্ণবীর কহে দ্রোণ ঠাঁঞি।
অভিমন্যুর রণে প্রাণ কদাচিৎ পাই॥
পড়িল অনেক সেনা নাহিক অবধি।
রণমাঝে বহে কত রকতের নদী॥
কর্ণের শুনিঞা কথা দ্রোণাচার্য কয়।
অভিমন্যুর রণে কার প্রাণ নাকি রয়॥
কৃষ্ণের ভাগিনা রণে ধনু যদি ধরে।
দেবতা রাক্ষস কেহ জিনিতে না পারে॥
দ্রোণ কহে কর্ণ অহে তুমি নহে খাট।
অভিমন্যুর ঘোড়া সুত ধনু কেহ কাট॥
কর্ণ কুপিয়া কাটে হাতের ধনুক।
কৃতবর্মা ঘোড়া কাটে না হয় বিমুখ॥
সারথি কাটিল রণে পাশে কৃপাচার্য।
আয়ু শেষ হল্য বল্য কহেন আচার্য॥
খড়্গ চর্ম ধরি অভিমন্যু ভ্রমে যুঝে।
সিংহের শাবক যেন গাজে রণমাঝে॥
দ্রোণাচার্য দুই বাণে খড়্গ তার কাটে।
তথাপি না হেলে বুক বল নাঞি টুটে॥
কর্ণ তার কাটে ঢাল সংগ্রাম কেশরী।
চক্র হাতে যুঝে বীর যেমন শ্রীহরি॥
সুকোমল অঙ্গে বাণ মারিয়াছে কত।
বুকে মুখে রক্তধারা বহে অবিরত॥
এক বস্ত্র মস্ত্র নাঞি না গণে প্রমাদ।
রণ মাঝে হ্যা বয়্যা ছাড়ে সিংহনাদ॥
ভ্রূকুটি কুটিল কুটি কোপে মহাবল।
পদভরে ধরণী করয়ে দলদল॥
অভিমন্যু দাঁড়াইলা নৃপগণ মাঝে।
অতিরথ মত বেড়ে অধিক বিরাজে॥
হাতাহাতি ঠেলাঠেলি করে ঘোর রণ।
অভিমন্যু কেবল অপর জনার্দন॥
রথরথী কাটে কত চক্রের আঘাতে।
চঞ্চল হইল সর্বে পালায় চারিভিতে॥
দশাহীন হল্য তার গুরু হল্য বক্র।
মন্ত্রণা করিয়া দ্রোণাচার্য কাটে চক্র॥
চক্র কাট্যা যাত্যে শিশু পুন ধরে গদা।
আমর্দন করি রণে কর্ণে দিল খেদা॥
গদার আঘাতে রথরথী করে চুর।
চাপাচাপি কর‍্যা কত মর‍্যা গেল শূর॥
দ্রোণের সারথি মারে গদার আঘাতে।
পরাভব হয়্যা গুরু পলায় রণ হত্যে॥
কালকেয় গান্ধার বসাতি কৈকেয় গজগণ।
গণসঙ্গে গদাঘাতে বধিল জীবন॥
কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথমে গায়ন।
সংক্ষেপে রচিল পোথা গানের কারণ॥

অভিমন্যু বধ

মনুষ্যে মনুষ্য মারে রথ পেল্যা রথী।
তুরঙ্গে তুরঙ্গে বধে যুঝে হাতাহাতি।
হাতি পেল্যা হাতে মারে হাতে রহে শুণ্ড।
এক ঠাঁঞি পড়ে পদ আর ঠাঁঞি মুণ্ড॥
তা দেখিয়া ধায় জয়দ্রথ রণশূর।
অভিমন্যু গদা হাতে রথ কৈল চুর॥
রথ ভাঙ্গি সুত পড়ে দৌঃশাসনী ধায়।
দুজনরে হাতে গদা বড় শোভা পায়॥
রুদ্র অন্ধকেতে যুদ্ধ হল্য যেন পূর্বে।

সেই মত দোঁহে যুঝে কম্পবান সর্বে ॥
গদা উভারিয়া অভিমন্যু কোপে যায়।
লম্ফ দিয়া জয়দ্রথ বঞ্চয়ে তাহায় ॥
জয়দ্রথ মারে গদা অভিমন্যু ধরে।
সামালিয়া পুন মারে তাহার উপরে ॥
জয়দ্রথ ডাক দিয়া অভিমন্যে বলে।
মা বাপে স্মরণ কর মরণের কালে ॥
তোরে রাখ্যা পালাইল তোর বাপ
কোথা।
গদার আঘাতে এখন ছিড়্যাইব মাথা ॥
গদার আঘাতে এখন যাবি যমঘর।
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির কোথা
বৃকোদর ॥
কোথাকারে গেল রে গোবিন্দ তোর
মামা।
দাঁতে কুটা কর বেটা তোরে করি খেমা ॥
অভিমন্যু বলে বেটা জানিবি এখন।
গদাঘাতে পাঠাইব যমের সদন ॥
দ্রৌপদীরে হর্যা বেটা কত খেলি লাথি।
পদাঘাতে বৃকোদর ভাংগ্যা ছিল ছাতি ॥
ধর্মপুত্র ছাড়্যা দিল দাঁতে দেখ্যা কুটা।
সে সব কথা পাশরিলি মর রে অধম
বেটা ॥
দুই বীর গদা পেলে দোঁহার উপর।
দুজনে পাড়ল ভুমে ধূলায় ধূসর ॥
জয়দ্রথ ভুমে পড়ি উঠিল ত্বরায়।
অভিমন্যু গা তুলিতে মারিল মাথায় ॥
পাড়ল সুভদ্রাসুত তেজিল পরাণ।
স্বর্গপুরী গেল বীর চাপিয়া বিমান ॥
ব্যূহের বাহিরে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করে।
কুরুসেনা হেনকালে অবহার বলে ॥
অবহার বৈলে আর নাঞি হয় রণ।
বাদ্য ভাণ্ডে করি চলে রাজা দুর্যোধন ॥
চতুরঙ্গ সেনা এক অভিমন্যু মারে।
পথ নাই পায় রাজা যাইতে শিবিরে ॥
রথ রথী ঘোড়া হাতি অস্ত্র অলঙ্কারে।
দশ হাজার মহারথী অভিমন্যু মারে ॥
রক্ত নদী বহিছে রাক্ষসে করে পান।
শৃগাল কুকুর গৃধ ভ্রমিয়া বেড়ান ॥
মরিল অর্জুন সুত জয়দ্রথের রণে।
কবিচন্দ্র দ্বিজ কহে যুধিষ্ঠির শুনে ॥

পাণ্ডব শিবিরে শোক

শিবিরের মাঝে গেল রাজা দুর্যোধন।
যুধিষ্ঠির শুনে মল্য অর্জুন নন্দন ॥
ভুমিতে পড়িল রাজা শোকেতে কাতর।
আজি আমা হত্যে মল্য অর্জুন
কোঙর ॥
মোর প্রাণ আজি কেন না গেল সমরে।
জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব সুভদ্রারে ॥
কৃষ্ণার্জুন আসি আজি কি বলিব
মোরে।
জয়লোভে শিশু মোর পাঠালে সমরে ॥
ভোজনের কালে যারে আগে খাআইতে।
হেন শিশু আগে পাঠাইলে কোন
মতে ॥
ইন্দ্র শত্রু যার পিতা জয় কর্যা দিল।
তার পুত্র আজি আমি যুদ্ধে হারাইল ॥
উত্তরা শুন্যাচে যদি আছে কিনা
আছে।
এ দারুণ শোকে কি দ্রৌপদী আজি
বাঁচে ॥
গদা পেলি ভীম কান্দে করে হায় হায়।
নকুল সহদেব দোঁহে ধরণী লোটায় ॥

বুঝাইলে নাঞি বুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
অবিরত বুক বায়্যা ধারা পড়ে নীর॥
হেনকালে সেই স্থলে আল্যা বেদব্যাস।
কবিচন্দ্র দ্বিজ কহে গোবিন্দের দাস॥

ব্যাসের সান্ত্বনা

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা ধরিল চরণ।
ব্যাস বলে শোক তেজ শুনহ রাজন॥
সত্য যুগে অকম্পন নামে রাজা ছিল।
তার পুত্র হরি সে এমনি যুদ্ধে মল্য॥
পুত্র শোকে মহারাজা হইলা আতুর।
মৃত্যু উপাখ্যান কহে নারদ ঠাকুর॥
ধরা বলে ধর্ত্যে নারি বড় ভার হল্য।
ব্রহ্ম কোপানলে প্রজা পুড়িতে লাগিল॥
শিবের বচনে ব্রহ্মা কোপ সম্বরিল।
ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় হত্যে নারী এক হল্য॥
প্রজা নাশ কর শুন্যা কান্দিতে লাগিল।
তার অশ্রু দুই করে বিধাতা ধরিল॥
মারিতে নারিব জীবে মোরে নাঞি বল্য।
এত বলি তপস্যা করিতে কন্যা গেল॥
ধেনু তীর্থে এক পাদে রহে যোল পদ্ম।
পুনরপি কুড়ি পদ্ম নাঞি হয় ছদ্ম॥
আট হাজার বৎসর তপ করে নন্দা জলে।
প্রাণী বধ কর তুমি ব্রহ্মা আস্যা বলে॥
ব্রহ্মা বলে বিনাশিলে না হবেক ঠেক।
যম রাজা ব্যাধি যত সহায় হবেক॥
যত অশ্রু ব্যাধি হল্য দূর কর খেদ।
লোভ ক্রোধ মোহ প্রজার দেহ করুক ভেদ॥

এত শুনি সেই কন্যা পতিসেবা করে।
সেই মৃত্যু প্রাণী যত অন্তকালে মারে॥
এত শুনি অকম্পন নারদে কহিল।
বন্দনা করিয়া বলে শোক মোর গেল॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেব কয়।
সীতা পুত্র মহারাজা আছিল সৃঞ্জয়॥
নারদ পর্বত রাজার সখা দুইজনে।
মহারাজা কৌতুকে বসিলা একাসনে॥
হেনকালে রাজার দুহিতা তথা আল্য।
দিব্যরূপ দেখ্যা নৃপে মুনি জিজ্ঞাসিল॥
এ কন্যা আমার বটে কহে নৃপবরে।
নারদ কহিল সুতা রাজা দেহ মোরে॥
পর্বত কহেন কন্যা ইচ্ছা কৈলু আমি।
সে কন্যায় বাসনা করহ কেন তুমি॥
লোভে ধর্ম না জানিলি স্বর্গ নাহি যাবি।
পরদারে মতি কৈলি প্রতিফল পাবি॥
পর্বতে নারদ মুনি ধর্মশাস্ত্র কয়।
আকাঙ্ক্ষা করিলে যে বিবাহ সিদ্ধ নয়॥
শাস্ত্র নাঞি জান তুমি দুঃখ ভাব মনে।
বিবাহ না হয় সিদ্ধ সপ্তপদী বিনে॥
আমা বিনে স্বর্গ যাত্যে নাঞি পাবে তুমি।
অবনী মণ্ডলে ভ্রম শাপ দিলাঙ আমি॥
নানা দানে রাজন তুষিল বিপ্রগণে।
রাজায় পুত্র দেহ ঋষি কহে দ্বিজগণে॥
রাজা বলে বলবন্ত পুত্র দিবে ঋষি।
মলমূত্র সোনা তার হব রাশি রাশি॥
পুত্রবর নৃপে দিল মুনি গুণধাম।
মলমূত্র সোনা হয় স্বর্ণষ্ঠিবী নাম॥
স্বর্ণ গৃহ শয্যা স্বর্ণের ভাজন।

স্বর্ণের প্রাচীর শয্যা স্বর্ণের আসন ॥
একদিন দস্যু আসি বধিল তাহারে ।
ধনলোভে গেল পাপী নরক ভিতরে ॥
পুত্রশোকে মহারাজা অচেতন হল্যা ।
নারদ রাজারে যোগ অনেক বুঝাল্যা ॥
পৃথিবীতে মরুৎ আদি রাজা
হয়্যাছিল ।
আপনি মরিবে কালে সে সব রাজা
গেল ॥
লেগার দক্ষিণদিগে পাণ্ডবায় বসতি ।
গাইল ভারত কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ॥

অর্জুনের অমঙ্গল আশংকা

ষোড়শ রাজার কথা নারদ কহিল ।
মরা পুত্র পুনর্বার জিয়াইয়া দিল ॥
অভিমন্যু রণ শূরে ঘোর যুদ্ধ করি ।
যম জিন্যা রথে চড়্যা গেল স্বর্গপুরী ॥
ব্যাস অন্তর্ধান হল্যা রাজা ভাবে মনে ।
কলঙ্ক হইল মোর কি কব অর্জুনে ॥
সংশপ্তক বধিয়া অর্জুন বীর আস্যে ।
করুণা করিয়া রথে কৃষ্ণ প্রতি ভাবে ॥
ঘামিল সকল অঙ্গ জ্ঞান নাঞি ঘটে ।
আজি কেন মোর প্রাণ কান্দ্যা কান্দ্যা
উঠে ॥
বিষম হয়্যাছে প্রায় বিপরীত দেখি ।
বাম অঙ্গ অবিরত নাচে বাম আঁখি ॥
গগন মণ্ডলে কত উল্কাপাত হয় ।
ধরা কাঁপে অমঙ্গল দেখে মহাশয় ॥
রাজার অনিষ্ট আজি কিবা রণে হল্যা ।
সমরের মাঝে সেনা কেবা মনে মল্যা ॥
ছলছল করে মন হৃদি যেন ফাটে ।
ত্বরায় চালাঅ রথ রাজার নিকটে ॥

অর্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহে ভগবান ।
যুধিষ্ঠির আদি করি সভার কল্যাণ ॥
মনে লয় অন্য কিছু অনিষ্ট হবেক ।
সেথা গেলে ভদ্রাভদ্র জানা যে যাবেক ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা নিবেদি তোমারে ।
সন্ধ্যা করি অর্জুন বীর আইলা
শিবিরে ॥
আনন্দ রহিত দেখি অর্জুনের ভয় ।
ভারতের কথা দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ॥

অর্জুনের আশংকা

ধনঞ্জয় কয় করপুটে ।
আকুল আমার মন উচাটন অনুক্ষণ
কান্দ্যা কান্দ্যা প্রাণ কেন উঠে ॥
আজি কেন অকল্যাণ দেখি ।
অভিমন্যু বাছা মোর নাই আল্যা
পুরঃসর
চায়্যা দেখ ঝুরে সবার আঁখি ॥
হেন বুঝি সর্বনাশ হল্যা ।
ফুকুরিয়া রাজা কান্দে ভীম নাঞি
বুক বান্ধে
ব্যূহ চক্রে অভিমন্যু মল্যা ॥
শুন হরি নারায়ণ চক্রব্যূহ করে দ্রোণ
সেই ভয় জাগে রাত্রি দিনে ।
না জানি কি হল্যা হায় প্রবেশিব কেবা
তায়
মোর পুত্র অভিমন্যু বিনে ॥
দগদগি এই চিতে না শিখালাঙ বারি
হত্যে
পিতা হৈয়া অতএব রিপু ।
হায় হায় মরি মরি বাছা মোর যুদ্ধ
করি

বাপ মায়ে ছাড়্যা গেলে বাপু ॥
উপেন্দ্র সদৃশ সুত আজি রণে হল্য হত
লোহিতাক্ষ বীর মহাবাহু।
সুকুমার প্রিয় মোর সুভদ্রাতনয় শূর
নিষেধ না কৈল তারে কেহু ॥
যদি পুত্র না দেখিব যমালয়ে অদ্য যাব
এত বলি কান্দে উচ্চরায়।
গোবিন্দের হল্য মোহ বসনে মুছাল লোহ
দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥

অর্জুনের শোক

সুভদ্রার প্রিয় পুত্র দ্রৌপদী কৃষ্ণের।
আহা মরি প্রাণতুল্য কেবল মায়ের ॥
কালেতে উদিত হয়্যা কে বধিল রণে।
পুনরূপী দেখ্যা নাঞি হল্য তোমা সনে ॥
বৃষ্ণি সিংহ পরাক্রমে কেশর সমান।
এমন পুত্রেরে রণে কে বধিবে প্রাণ ॥
বৃষ্ণি বংশে প্রিয় বাছা অতি রণ শূর।
যদি পুত্র না দেখিব যাব যমপুর ॥
মৃগ আঁখি কোমল কুঞ্চিত কেশ জাল।
মাতালা হাতির তেজ বিক্রমে বিশাল ॥
সরল সবল অঙ্গ যেন শালপোড়া।
মোহ তেজি মোরে প্রাণধন হল্যে ছাড়া ॥
হাসি হাসি কথা যত দয়াশীলদান্ত।
গুরুবাক্য ধরে সদা সুকুমার শান্ত ॥
রথের মধ্যেতে যাকে গণি মহারথ।
আমার অর্ধেক গুণ সমরে বিখ্যাত ॥
বীণা কোকিলের সম সুমধুর ধ্বনি।
হেন বাক্য না শুনিঞা বাঁচে কোন প্রাণী ॥
দেবতায় তেমন দেখিতে নাঞি রূপ।
বাছা অভিমন্যু বিনে বিদরয়ে বুক ॥
পালঙ্ক কুসুম শয্যা বাজিত সে গায়।
ভূমে শুয়্যা আছে আজি অনাথের প্রায় ॥
পুরুবে পরম স্ত্রীর সঙ্গে নিদ্রা ভোলে।
শুয়্যা কোথা আছ আজি শৃগালীর কোলে ॥
নিশায় নিদ্রায় যবে থাকিতে শয়নে।
গা তোলত্যে তোমা সুত মাগধ বন্দী জনে ॥
বাণে জরজর তনু পড়িলে বিপাকে।
আজি নিদ্রা ভাঙে শৃগাল কুক্কুরের ডাকে ॥
ভাগ্যহীন আমি দূরে পেলিলেক কালে।
উল্টা বুঝিল বিধি মরিলাঙ কোলে ॥
তোমা পায়্যা অমর বরুণ শচীপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারা করিল অতিথি ॥
এসব বিলাপ জানা করিতে করিতে।
মূর্ছা হৈয়া অর্জুন পড়িল অবনীতে ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ অর্জুনে সামাল।
ভীম বলে অয়ে কৃষ্ণ ভাই পারা মল্য ॥
কোলে করি যুধিষ্ঠির করিছে হাতাস।
মুখ মুছাইয়া কৃষ্ণ করেন বাতাস ॥
অর্জুন অর্জুন বলি ডাকেন শ্রীহরি।
কোথাকারে গেলে বীর আমারি পাসরি ॥
রাজা বলে ভাই মল্য হইল কুখ্যাতি।
আর না হইবে কৃষ্ণ রথের সারথি ॥
কৃষ্ণের ধরিয়া পদে কান্দে বৃকোদর।
নকুল সহদেব দোঁহে শোকেতে কাতর ॥
রাজা বলে শ্বাস নাঞি কিবা আর দেখি।
অর্জুন বলিয়া কৃষ্ণ কর্ণমূলে ডাক ॥

কৃষ্ণ কহে যুধিষ্ঠির হঅ সাবধান।
আমি জিতে অর্জ্জুনের কেবা বধে প্রাণ॥
অর্জ্জুনে ডাকিলা কৃষ্ণ করাল্য চেতনা।
যুধিষ্ঠির আদি মরে করহ সান্ত্বনা॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা মোরে সত্য বল।
কেমন প্রকারে মোর অভিমন্যু মল্য॥
চর মুখে দুর্যোধন শুনিল প্রমাদ।
অর্জ্জুনের মুর্চ্ছা শুনি ছাড়ে সিংহনাদ॥
যুযুৎসু বলেন রাজা হইল প্রলয়।
শোককালে সিংহনাদ সমুচিত নয়॥
ছাআলে অন্যায়ে বধি পাপমতি খল।
আজি থাক প্রভাতে পাইবি প্রতিফল॥
অস্ত্র পরিহরি গেলা গোবিন্দের পাশে।
যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র তাহারে আশ্বাসে॥
শোকাবেশে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন অজ্ঞান।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গান॥

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা

অর্জ্জুনেরে তারপর গোবিন্দ বুঝান।
শোক দূরে কর বীর হঅ সাবধান॥
ক্ষত্রিয়ের ঐ ঐ পথ শূরে ইচ্ছা করে।
বাঞ্ছা করে যুদ্ধ করি মরিয়ে সমরে॥
তোমা দেখ্যা সর্ব্বে দুঃখী জ্ঞানে কর ভর।
ভ্রাতৃবর্গে আপনি আশ্বাস ঝাট কর॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা মোরে তথ্য বল।
কেমন প্রকারে মোর বাছাধন মল্য॥
আছিল অনেক সেনা যত বীরভাগে।
কেমনে মরিল শত্রু তোমাদের আগে॥
এত শুনি কহে রাজা কান্দিতে
কান্দিতে।
প্রমাদ বাড়িল প্রায় তুমি ছাড়্যা যাত্যে॥
দ্রোণ মোরে যত্ন করে ধরিবার তরে।
চক্র করি নাঞি পারি চক্রব্যূহ করে॥
ব্যূহ দেখি আমাদের ভাঙে যত সেনা।
ভেদ না করিতে পারি পাল্যাঙ যাতনা॥
তারপর অভিমন্যে দিলাঙ আমি ভার।
ব্যূহ ভেদে তব পুত্র কৈল অঙ্গীকার॥
তুমি উপদেশ তারে দিয়াছিলে পূর্ব্বে।
প্রবেশ করিল ব্যূহ নিবারিয়া সর্ব্বে॥
পশ্চাতে যাইতে মোরে করিল বাসনা।
রুদ্র বরে জয়দ্রথ দ্বারে দিল হানা॥
দ্রোণ কর্ণ অশ্বথামা শোবল্য
কৃতবর্ম্মারে।
পরাভব অভিমন্যু করিল সভারে॥
মৃত্যুকালে কৃষ্ণার্জ্জুনে ডাকি বার দশ।
তারপর হল্য শিশু দৌঃশাসনীর বশ॥
নর অশ্ব রথ দন্তী আট আট হাজার।
একা অভিমন্যু মারে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
নর আট হাজার মারে নয় হাজার রথ।
দুই হাজার হাতি বধি নাঞি পায় পথ॥
রাজপুত্র বাহুবলে বধে কোটি শত।
রথ রথী ঘোড়া হাতি অপর সেনা কত॥
অভিমন্যু যুদ্ধে পড়ি স্বর্গে চল্যা গেল।
কহিল মরণ দশা কিবা আর বল॥
হা পুত্র বলিয়া পুন পড়ে ভূমিতলে।
বাহু পশারিয়া কৃষ্ণ কৈল তাঁরে কোলে॥
জ্ঞান পায়্যা অর্জ্জুনের হল্য বড় কোপ।
হাতে হাতে দেই পাক কাঁপে দেবলোক॥
সঘনে বহিছে অশ্রু ঘন ঘন শ্বাস।
উন্মত্তের প্রায় হল্য করয়ে হাতাস।
অর্জ্জুন বলেন যে প্রতিজ্ঞা আমি করি।
কালি যদি জয়দ্রথে নাঞি আমি মারি॥
যদি নাঞি লয় বেটা কৃষ্ণের শরণ।
মোর হাতে কালি তার অবশ্য মরণ॥

যদি আস্যা পড়ে ভয়ে যুধিষ্ঠিরের
পায়।
তবে তার নাঞি লব অভিমন্যুর দায়॥
দন্ত তৃণে লয় যদি মোদের শরণ।
তবে কালি নাঞি তার সমরে মরণ॥
অহংকারে ইহা যদি আস্যা নাঞি করে।
দ্রোণ আদি আচ্ছন্ন করিব কালি শরে॥
এ প্রতিজ্ঞা আমি কালি যদি নাঞি
করি।
মাতৃপিতৃ হত্যা পাপে আমি ডুব্যা মরি॥
গুরুদারা হরিলে যে পাপ হয় লোকে।
না বধিলে সেই পাপ ধরিবেক মোকে॥
সাধুলোকে পরিবাদ স্থাপ্য দ্রব্য হরে।
সেই পাপ লাগিবেক আমার শরীরে॥
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যার গাপ লাগে মোরে।
জয়দ্রথে যদি কালি না বধি সমরে॥
পায়স পিষ্টক শাক যেবা একা খায়।
সে সকল পাপ আস্যা ছোঁবেক আমায়॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে নিন্দা যেবা জন করে।
গুরু নাঞি মানে যেবা পর দ্রব্য হরে॥
বিপ্র অগ্নি গুরু যেবা জন চাঁঠে পায়।
সে সকল পাপ আস্যা ধরিব আমায়॥
জলে শ্লেষ্মা বিষ্ঠা মূত্র যেবা নর পেলে।
সে সকল পাপ মোরে ধরিবেক কালে॥
উলঙ্গ হইয়া জলে যেবা করে স্নান।
অতিথি বিমুখ যার করে অপমান॥
একা মিষ্ট অন্ন খায় উপকার করে।
মত্ত হৈয়া যেবা লোক নিন্দা করে তারে॥
জয়দ্রথে যদি আমি প্রাণে না বধিব।
এ সব অধর্মভাগী আমি মনে হব॥
দিবসে না মারি যদি সূর্য অস্ত গেলে।
সত্য সত্য প্রবেশিব জ্বলন্ত অনলে॥

তিন লোকে কেবা রাখে মোর রিপু
জনে।
সুরাসুর মোর ধনুকের তেজ জানে॥
দেবতা মনুষ্য শূর পিতৃ রাত্রি চর।
পক্ষী উরগ রক্ষ দেব ঋষিবর॥
সত্য সত্য বলি আমি যত চরাচর।
রাখিতে নারিব তারে যে কিছু অপর॥
রসাতলে দেবপুরে জাকু বায়ু পথে।
যথা সেথা জাকু তারে মারিব প্রভাবে॥
এত বলি গাণ্ডীবেতে দিলেন টংকার।
স্বর্গ ভেদে তিনলোকে লাগে চমৎকার॥
অর্জুনের অভিপ্রায় বুঝি চক্রপাণি।
তারপর করিলেক পাঞ্চজন্য ধ্বনি॥
দেবদত্ত শঙ্খেতে অর্জুন দিলা ফুঁক।
গদা লোফে ভীমের আরক্ত হল্য মুখ॥
কোলাহল বীরের সঘনে সিংহনাদ।
ভয় পায়্যা দুর্যোধন মানিল প্রমাদ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বিবরিয়া কহেন সঞ্জয়।
সভামাঝে সচকিত জয়দ্রথ কয়॥
বিধাতা বৈমুখ এতদিনে হল্য প্রায়।
নিজ গৃহে যাই আমি হইয়া বিদায়।
অর্জুন প্রতিজ্ঞা কৈল্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে।
পলায়্যা না গেলে মোর প্রাণ নাঞি
বাচে॥
থাকিব না যাব আমি বিবরিয়া কহ।
নতুবা অভয় দান সভে মোরে দেহ।
এত শুনি মনে গণি দুর্যোধন কয়।
কোন তুচ্ছ অর্জুন অ হত্যে কিবা হয়॥
অনেক প্রকারে তারে করিল আশ্বাস।
জয়দ্রথ কার্য বুঝি গেলা গুরুপাশ॥
আচার্য গোসাঞি মোর দূর কর ক্লেশ॥
সত্য কহ অর্জুনে আমায় কি বিশেষ।

দ্রোণ কয় তেজ ভয় না কব অলীক।
যোগ দুঃখ হত্যে বটে অর্জুন অধিক ॥
পুনরূপী জয়দ্রথে দ্রোণাচার্য কয়।
আমি থাকিতে তোর নাঞি কোন ভয় ॥
স্বধর্ম করহ রক্ষা অনিত্য শরীর।
সভাই মরিব কালে শুন মহাবীর ॥
ক্ষত্রিয় জাতের ধর্ম কাতর না হবে।
যুদ্ধে মল্যে দেবলোক স্বর্গপুরী
পাবে ॥
ভয় দূর করি চল যুদ্ধ গিয়া করি।
দেবাসুর কেবা আঁটে মন যদি করি ॥
হরষ হইল সর্বে উঠিল ঘোষণা।
সিংহনাদ কলরব বাজায় বাজনা ॥
সঞ্জয় বলেন পুন শুন মহাশয়।
অর্জুনে ডাকিয়া কৃষ্ণ হিতপথ্য কয় ॥
মোরে নাঞি যুক্তি করি প্রতিজ্ঞা
করিলে।
কেবা হেন দিশা দিল কুকাজ করিলে ॥
অসম সাহস তুমি কর কার বলে।
হেন বুদ্ধি তোমার না দেখি
কোনকালে ॥
চরমুখে সিংহনাদ প্রতিজ্ঞা শুনিঞা।
সাবধান হল্য তারা কারণ জানিঞা ॥
জয়দ্রথ বিবরিয়া কহিলেক দ্রোণে।
অর্জুন করিল যুদ্ধ মহাদেব সনে ॥
রথের সারথি যার গোবিন্দ সহায়।
কেমনে বাঁচাবে মোরে করি কি উপায় ॥
দ্রোণ আদি এত শুনি দিলেক অভয়।
করিল শকট ব্যূহ হইল প্রলয় ॥
পদ্ম কর্ণিকার মাঝে সূচীমুখ পাশে।
ছয় রথী বেষ্টিত করিয়া রাখে ত্রাসে ॥
ছয় রথী কোন তুচ্ছ শুন মহাশয়।
গণ তুমি আমার অর্ধেক তেজ নয় ॥
কালি আমি সভার শিরে দিব পদ।
জয়দ্রথ মারি আমি ঘুচাব আপদ ॥
ধনুক গান্ডীব মোর যুদ্ধপাত আমি।
কারে ভয় সতত সহায় মোর তুমি ॥
তোমার তেজেতে আমি প্রতিজ্ঞা
করাছি।
তোমা হত্যে কত কত বিপদে বাঁচ্যাছি ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ভকত বৎসল।
বলবুদ্ধি মোর তব চরণ কমল ॥
অর্জুনের কথায় ঠাকুর পড়ে ভোলে।
সর্বদা হইবে জয়ী আস্য করি কোলে ॥
কৃষ্ণার্জুন গেলা দোঁহে সুভদ্রার পাশে।
দ্রোণ পর্বে চিত্রকথা কবিচন্দ্র ভাষে ॥

সুভদ্রার শোক

অর্জুন বলেন কৃষ্ণ বুঝাহ ভগ্নীরে।
সুভদ্রা তোমার ভগ্নী শোকে পাছে মরে ॥
উত্তরা পড়্যাছে ভূমে করহ সান্ত্বনা।
দেখিতে না পারি আমি বধূর যন্ত্রণা ॥
কি করিতে কি করিল কি হল্য
গোসাঞি।
চায়্যা দেখ শোকেতে দ্রৌপদী বাঁচে
নাঞি ॥
অর্জুনে তুষিয়া কৃষ্ণ গেলা ভগ্নী পাশে।
বসনে বদন মুছি শ্রীহরি আশ্বাসে ॥
সুভদ্রা কান্দিয়া ধরে শ্রীকৃষ্ণের পায়।
আবেশে অবশ হল্য গড়াগড়ি যায় ॥
কহ কৃষ্ণে অভিমন্যে রাখ্যা আলে
কোথা।
কে বুঝিতে পারে ভাই তোমার গ্রামতা ॥
তুমি ভাই থাকিতে বাছন মোর মরে।

যদি মোরে বাঁচাবে দেহ আনিঞা
বাছারে ॥
রণমাঝে অভিমন্যু সাজ্যা কাচ্যা গেলে।
প্রাণ ফাটে না দেখিয়া ফের নাঞি
আল্যে ॥
হায় পুত্র অভাগীরে ছাড়্যা গেলে তুমি।
কোথা যাব কি লয়্যা থাকিব ঘরে আমি ॥
সাত পাঁচ নাঞি মোর তোমা পুত্র বিনু।
প্রাণ কান্দে অবিরত কোল হল্য স্নু ॥
এত দিনে অভাগীর বিধি হল্য বাম।
আর না দেখিব আমি ইন্দিবর শ্যাম ॥
সুকোমল স্বর্ণ দেহ কোথায় পড়িল।
পদক প্রবাল হার কে তোমার নিল ॥
কে নিল বসন ভূষা বলয় কুণ্ডল।
আঁখি উপাড়িয়া খাল্য গৃধিনী সকল ॥
সে হেন কুসুম শয্যা অঙ্গেতে বাজিত।
কেমনে সহিলে শৃগালের দন্তাঘাত ॥
রণধূলা কত না লাগ্যাছে চাঁদ মুঞে।
আজি তুমি শয়ন করিয়া আছ ভুঞে ॥
আমি দীনা ভাগ্যহীনা হব তব সাথী।
যমালয়ে পাব যায়্যা তোমার সংগতি ॥
এই মত বিলাপ সুভদ্রা পুন করে।
কবিচন্দ্র কহে প্রাণ ধরিবারে নারে ॥

সুভদ্রার বিলাপ

মাতুলোঽস্য গোবিন্দঃ পিতায়স্য
ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমনু্য রণেশেতে বিধিনাক্কাভি
বঞ্চিঃ ॥ (?)
দারুণ পুত্রের শোকে করাঘাত হানি
বুকে
কান্দিয়া সুভদ্রা দেবী কয়।
মাতুল গোবিন্দ যার হেন দশা হল্য
তার
মহাবীর পিতা ধনঞ্জয় ॥
কি ছিল আমার পাপ এ বড় মনের
তাপ
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে।
মরি মরি হায় হায় যেন অনাথের প্রায়
বাছাশূণ্যো রণের ভিতরে ॥
প্রতিজ্ঞা বিফল হল্য ধিক ভীম পার্থের
বল
বৃথা কেন ধরে ধনু তীর।
কে বলে কৃষ্ণের অংশ ধিক ধিক বৃষ্ণি
বংশ
অপর যত পাঞ্চালাদি বীর ॥
আমি হীনা ক্ষীণপুণ্যো পৃথিবী
দেখিয়ে শূন্যো
অকালে ছাড়িলা বাছা মোরে।
ডাকি বাছা হের আয় ফল কালে ছাড়্যা
যায়
মোহ তেজি গেলে নিজ ঘরে ॥
দূরে করি মোহ মায়া তেজিয়া যুবক
জায়া
উত্তরার কি হবেক গতি।
সুভদ্রা কান্দিয়া কয় ছাড়িবার কাল নয়
মুখ হেরি বিদরয়ে ছাতি ॥
ডাকি আমি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না
শুন কেন
তথা যাব যথা লাগ পাই।
কে দিল এমন জ্ঞান নাঞি তোর
অনুমান
বৎস ছাড়া বাঁচে নাকি গাই।
যমে বলে কেবা ভাল হিংসা করি কাল
গেল

বড় তাপ সময় না বুঝে।
এ বড় মনের আধি নিধি দিয়া দিল বিধি
বড় শেল বাজে হৃদি মাঝে ॥
পিতামাতা সেবা করে যেবা থাকে নিজ দারে
গো সহস্র যেবা করে দান।
শরণ রাখে যেবা নরে মধু মাংস ত্যাগ করে
অভিমন্যু পাও সেই স্থান ॥
দ্রৌপদী আসিয়া সেথা অবনীতে কোড়ে মাথা
উত্তরারে পেল্যা দিল পায়।
অর্জুনের প্রাণ ফাটে ক্ষণে বস্যে ক্ষণে উঠে
শ্রীকৃষ্ণ করেন হায় হায় ॥
কহেন পুণ্ডরীকাক্ষ আমি তোমাদের পক্ষ
সুভদ্রা গো শোক কর দূরে।
তুমি গো ভগিনী মোর সার্থক জীবন তোর
গর্ভে ধর্যাছিলে হেন শূরে ॥
ক্ষত্রি হৈয়া রণে মরে প্রশংসা করিয়ে তারে
হেলায়ে জিনয়ে স্বর্গপথ।
প্রতিজ্ঞা করিয়ে আমি লোচনে দেখিবে তুমি
কালি মরিবেক জয়দ্রথ ॥
সুভদ্রার হাতে ধরি বদন হেরিয়া হরি
কৃপানিধি বান্ধিলেন কেশ।
সাবধান হঅ বলি বসনে ঝাড়িয়া ধূলি
বুঝাইয়া করাল্য সুবেশ ॥
দ্রৌপদীর পানে চায়্যা উত্তরারে প্রিয় কয়্যা
সভার করেন শোক দূর।
গেলা অর্জুনের পাশে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভাষে ॥
কৃপাময় দয়ার ঠাকুর।

অর্জুনের শিবপূজা

তারপর গেলা কৃষ্ণ পার্থের ভবন।
চতুর্বিধ অন্ন দোঁহে করিল ভোজন ॥
শয়ন করিলা সুখে কুশের শয্যায়।
মনে মনে ভাবনা করেন যদুরায় ॥
যত সেনা প্রজাগর নিদ্রা নাঞি হয়।
অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সভাই মেলি কয় ॥
দারুকে কহেন কৃষ্ণ বড় হল্য ঠেক।
কি করি উপায় আমি কালি কি হবেক ॥
পুত্রের সমেত দ্রোণ জয়দ্রথে রাখে।
ইন্দ্র আল্যে বধিবারে মারিব তাহাকে ॥
সূর্য থাকিতে যদি জয়দ্রথ মরে।
তবে সে অর্জুন বাঁচে কহিলাঙ তোমারে ॥
প্রমাদ হইব বড় সূর্য অস্ত গেলে।
অর্জুন পুড়িয়া মোর মরিব অনলে ॥
ধন ধবা পুত্র দ্বারা জ্ঞাতি বন্ধুময়।
অর্জুন হইতে এ সকল প্রিয় নয় ॥
অর্জুন ছাড়িয়া গেলে আমি নাকি বাঁচি।
অর্জুনের মুখ চায়্যা দিবানিশি আছি ॥
অর্জুন আমার প্রাণ শুন হে দারুক।
ছাড়িয়া রহিতে নারি বিদরয়ে বুক ॥
যেবা জন করিলেক অর্জুনের দ্বেষ।
সে পুরুষ দ্বেষভাবে মোরে দিল ক্লেশ ॥

অর্জ্জুনের পাছু যেই আমার পাছু
সেই।
দারুক পরম জ্ঞানী তোরে সত্য কই॥
অর্জ্জুন কেবল আমি অর্দ্ধেক শরীর।
বিবরিয়া তোমারে কহিল মহাবীর॥
এত শুনি দারুক কৃষ্ণের প্রতি কয়।
তুমি যার সারথি তাহার সদা জয়॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র শুন।
যত কিছু তারপর নিবেদয়ে পুন॥
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা স্বপ্নেতে পড়ে মনে।
নিবেদন করে পার্থ গোবিন্দ চরণে॥
প্রতিজ্ঞা লংঘন হল্যে কেমনে বাঁচিব।
কি কাজ পরাণে মোর অগ্নিতে পুড়িব॥
এতেক শুনিঞা কৃষ্ণ কহেন বচন।
মহারুদ্রে মনে মনে করহ স্মরণ।
আচমন করিয়া অর্জ্জুন রহে ধ্যানে॥
আপনা সমেত কৃষ্ণে দেখেন গগনে॥
নদ নদী এড়াইল গহন পর্ব্বতে।
তারপর রুদ্রে দেখে পার্ব্বতীর সাথে॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে দেখিয়া কহেন পশুপতি।
কি কার্য্য করিব বল আমারে সম্প্রতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন পুটাঞ্জলি করে শত স্তুতি।
কার্য্য বুঝি আদেশ করিলা পশুপতি॥
রাখ্যাছি ধনুক শর এই সরোবরে।
ক্রিয়াসিদ্ধ হব তোর আন ত্বরাপরে॥
এত শুনি কৃষ্ণার্জ্জুনে গেলা তাঁর দাপে।
সরোবরে বৃহৎ কায় দেখে দুই সাপে॥
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সর্পে করিল স্তবন।
স্তবে তুষ্ট ধনু শর হল্যা ততক্ষণ॥
ধনু শর লয়্যা গেল মহারুদ্র কাছে।
এক ব্রহ্মচারী পাশে দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে॥
অর্জ্জুনের হাতে থাকি নিল ধনুশরে।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়ে সরোবরে॥
তুষ্ট হইয়া মহাদেব অর্জ্জুনেরে কয়।
পাশুপত বিদ্যা দিল রণে হব জয়।
বর পায়্যা আল্যা দোঁহে আপন
শিবিরে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে গোবিন্দের বরে॥

অর্জ্জুনের ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ

কথায় বার্ত্তায় নিশা করিলেন পাত।
বাদ্য ভাণ্ড জয় শব্দ হইল প্রভাত॥
ত্বরাপরে যুধিষ্ঠির আদি করে স্নান।
বসন ভূষণ পরে মিষ্ট অন্ন খান॥
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ শিরে বান্ধে পাগ।
কনক জড়িত চিত্র কুসুমের রাগ॥
মহা কোলাহল শব্দ ডাকে সাজ সাজ।
অতি কোপে আদেশ করয়ে মহারাজ॥
রথ বাজি হাতি ঘণ্টা শংখের নিনাদ।
সঘনে কাঁপয়ে ধরা গণয়ে প্রমাদ॥
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণে অর্জ্জুনে উদ্ধার॥
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে
আমার॥
কৃষ্ণ কয় তেজ ভয় তুমি সভার জ্যেষ্ঠ।
মহাবীর সভা হত্যে পার্থ বটে শ্রেষ্ঠ॥
অর্জ্জুন প্রণাম করে যুধিষ্ঠিরের পায়।
মাথায় আঘ্রাণ নেয়া মুখে চুম্ব খায়॥
আশিস করিয়া তারে করিলেন কোলে।
প্রতিজ্ঞা রক্ষহ শত্রু মার বাহুবলে॥
তারপর যত বীর রণমাঝে সাজে।
মঙ্গল ঘোষণা ঘন নানা বাদ্য বাজে॥
অর্জ্জুন সাজিল রথে গোবিন্দ সারথি।
সাত্যকি তাহার পাশে যত যুদ্ধপতি॥
যুধিষ্ঠির আদি সাজে মহা মহা রথী।

আচ্ছন্ন করিল ধরা অসংখ্য পদাতি ॥
অশ্ব পীঠে গজস্কন্ধে কেহ কেহ রথে।
গগনে পতাকা উড়ে আকীর্ণ ধূলাতে ॥
রথের চাকার ধ্বনি ঘোড়ার হিসরি।
হস্তির নিনাদ কত বাজে দামা ভেরি ॥
যাত্রাকালে সুমঙ্গল অনুকূল বায়ু।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামেতে
গোমায়ু ॥
অর্জুন ডাকিয়া আগে সাত্যকিরে কয়।
গোবিন্দ থাকিতে মোর কারে নাঞি
ভয় ॥
মহাকোলাহল শুনি সাজে কুরুসেনা।
রাজার আদেশ পায়্যা বাজায় বাজনা ॥
দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ কর্ণ ভূরিশ্রবা।
দুর্যোধনে বেড়ে চলে বড় পায় শোভা ॥
পতাকায় করি যায় গগন আছন্ন।
ধরাতল টলটল হল্য ক্ষুর ক্ষুন্ন ॥
দ্রোণ কয় তেজ ভয় শুন জয়দ্রথ।
পাণ্ডবের আজি রণে মরণের পথ ॥
অশ্বত্থামা কর্ণ বিকর্ণ বৃষসেন।
ভূরিশ্রবায় তারপর ডাকিয়া কহেন ॥
এক লক্ষ লহ অশ্ব ছয় অযুৎ রথ।
আজি জানা যাব রণে যে যার মহৎ ॥
চোদ্দ হাজার সাথে রাখ মাতা হাতি।
একাশি হাজার লহ সুন্দর পদাতি ॥
ছয়টা ভাণ্ডার লহ ধর্মপথ দেখ।
প্রাণপণ করি সর্বে জয়দ্রথে রাখ ॥
বীর সব ক্রমে রাখে শকট ব্যূহ বেড়ে।
বাইশ ক্রোশ দীর্ঘ ব্যূহ দশ ক্রোশ
আড়ে ॥
ব্যূহ মাঝে পদ্মগর্ভ ভেদ জানে কেহ।
পদ্ম গর্ভে তারপর কৈল শূবী ব্যূহ ॥

দেখাদেখি মাখামাখি সেনায় সেনায়।
দুদলে বাজনা বাজে নাচিয়া বেড়ায় ॥
লাফালাফি করিয়া পড়য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথারে অর্জুন কৃষ্ণ বাহু তুল্যা
ডাকে ॥
আগুয়াইয়া আয় দেখি কোথা বৃকোদর।
আজিকার সমরে পাঠাব জম ঘর ॥
কুপিল অর্জুন বীর অন্তকের প্রায়।
সমরের মাঝে যায়্যা গাণ্ডীব ঘুরায় ॥
গোবিন্দ সারথি যার তার ভয় কিবা।
রথের উপরে যেন সূর্য পায় শোভা ॥
গাণ্ডীবের ধ্বনি আর কপির নিনাদ।
কুরু সেনা কাঁপে ত্রাসে গণিল প্রমাদ ॥
কেহ কেহ ত্রাস পায় জ্ঞান কার হত।
রথের উপরে মূর্ছা যায় শত শত ॥
বায়ু জিনি চলে বেগে অর্জুনের রথ।
কুরুসেনা দিয়া হানা আগলিল পথ ॥
একা বীর প্রবেশ করিল ঘোর রণে।
অর্জুনের মস্তক আছন্ন বাণে বাণে ॥
বাণ খায়্যা ধনঞ্জয় যুঝে রণমত্তো।
কার হাত কার পা কার কাটে মাথা ॥
বাণের উপরে বাণ হল যেন বর্ধে।
বর্ম ভেদি মর্ম ছেদি রক্ত ধারা উঠে ॥
হস্ত পদে মাথায় আছন্ন ধরাতল।
বুক ফাট্যা মরে কত কর্যা জল জল ॥
রাজসেনা সকল যেদিক পানে চায়।
সেই দিগে অর্জুনেরে দেখিবারে পায় ॥
কেহ বলে রণমাঝে ফির্যা দেখ ওই।
পার্থ আল্য মৃত্যু হল্য সত্য কথা কই ॥
লাগিল বেবটি ঘোর অর্জুনের ডরে।
আপনা আপনি কাটাকাটি কর্যা মরে ॥
ইদিকে মারয়ে কত ঘোড়া নাঞি চলে।

চাবুকে বধিল প্রাণ ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা বুলে ॥
বিকল হইয়া সেনা যত দিল ভঙ্গ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে সমর প্রসঙ্গ ॥

অর্জুনের সহিত কৌরবদের ঘোর যুদ্ধ

রথ রথী কতেক পড়িল হাতি ঘোড়া।
মড়ার উপরে কত পড়্যা গেল মড়া ॥
সেনাভঙ্গ দেখি রাজা দুর্যোধন আল্য।
অর্জুনের সঙ্গে রঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হল্য ॥
দুঃশাসনে সেনা কাটি গেল দ্রোণ পাশে।
অর্জুন বলিয়া তারে বিনয়ে সম্ভাষে ॥
তোমার কৃপায় তুষ্ট দেব ত্রিনয়ান।
মহাশয় তুমি মোর পিতার সমান ॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সম তোমায় আমি জানি।
আজ্ঞা পাল্যে জয়দ্রথে যুদ্ধে যায়্যা হানি ॥
এত শুনি কহে দ্রোণ আগে জিন মোরে।
জানিব তোমার তেজ তবে মার‍্যা তারে ॥
এত বলি অর্জুনে বিন্ধিল চারি শর।
রথাশ্ব সারথি দ্রোণ বিন্ধে তারপর ॥
কুপিল অর্জুন বীর অনল সমান।
দ্রোণাচার্যে চৌখ চৌখ বিন্ধে পাঁচ বাণ ॥
ধনুক কাটিতে মন করিল অর্জুন।
আচার্য কাটিয়া পাড়ে অর্জুনের গুণ ॥
কোপ করি ডাক দিয়া বলেন গুরুরে।
তব ঠাঁঞি বাণ শিক্ষা দেখাব তোমারে ॥
অর্জুন ধনুকে পুণর্বার গুণ দিয়া।
ছ ছ বাণ মারে তারে আকর্ণ পুরিয়া ॥
মারিল হাজার বাণ কাটে যত সেনা।
দ্রোণাচার্য রণমাঝে হইল উন্মনা ॥
বাণ খায়্যা দ্রোণাচার্য বলে ভাল ভাল।
নারাচ এড়িয়া বলে অর্জুন সামাল ॥
অর্জুন বিকল হল্য নারাচের ঘায়।
পড়িল কৃষ্ণের কোলে মোহ হল্য প্রায় ॥
হিত পথ্য অর্জুনেরে কৃষ্ণচন্দ্র কয়্যা।
দ্রোণে ছাড়ি চল ঝাট কাল যায় বয়্যা ॥
গোবিন্দের বাক্য লাগে অর্জুনের মনে।
প্রণমিঞা দক্ষিণে করিয়া চলে দ্রোণে।
অর্জুন বলেন প্রভু তুমি মোর গুরু।
পুত্রতুল্য আমি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
তিন লোকে কেবা আছে তোমা জিনে রণে।
আমি ভৃত্য অপরাধ ক্ষম নিজগুণে ॥
তারপর কৃতবর্মা কাম্ভোজ আইল।
দশ হাজার রথী আস্যা অর্জুনে বেড়িল।
রথরথী ঘোড়াহাতি যত সেনা গণে।
বিনাশিয়া পুন যুঝে দুর্যোধন সনে ॥
রাজারে জিনিঞা গেলা কেহ নাঞি বাকি।
কর্ণ সঙ্গে কেবল হইল দেখাদেখি ॥
দুর্যোধন কোপ করি কহেন গুরুরে।
পরাভব করে মোরে তোমার গোচরে।
অর্জুন তোমার প্রাণ শুন মহাশয়।
চিন্তা কর সদা তুমি পাণ্ডবের জয় ॥
জয়দ্রথে আশ্বাসিয়া বিনাশিবে প্রায়।
অর্জুনে ছাড়িয়া দিলে ভাবে বুঝা যায় ॥
দ্রোণ কহে রাজা অহে তোরে সত্য কই।

তুমি শাখা প্রাণ তোমাদের বই নই ॥
কি করিব অর্জুন দুর্জয় যুদ্ধপতি।
সতত তাহারে রাখে গোবিন্দ সারথি ॥
দশ বিশ জন রণে পদাতিক মলা।
মারিলাঙ প্রাণে তারে পলাইয়া গেল ॥
ভাবনা করহ দূরে আর যত মিছা।
আমি বৃদ্ধ গতিহীন না করিলাঙ
পিছা ॥
দুর্যোধনে দ্রোণাচার্য আশ্বাস করিল।
অক্ষয় কবচ ব্রহ্ম সূত্রে বান্ধাইল ॥
এ কবচ পূর্বে ইন্দ্রে শিব দিয়াছিল।
কবচ পরিয়া ইন্দ্র বৃত্রে রণে মাল্য ॥
সুরাসুর যক্ষ রাক্ষস কৃষ্ণার্জুনে।
জয় যায়্যা কর রণে কেবা তোরে
জিনে ॥
কবচ পরিয়া রাজা পুন গেল রণে।
এথা ॥
ব্যূহমুখে যুঝে পার্থ আচার্যের সনে ॥
যুধিষ্ঠির শেলে রণ হয় ঘোরতর।
দুঃশাসন স্যাত্যকিতে প্রবল সমর ॥
নকুল সহদেব যুঝে শকুনির সাথে।
অলায়ুধে ঘটোদরে রণ হাতে হাতে ॥
যুঝয়ে বিন্দনুবিন্দ বিরাটের সঙ্গ।
অলম্বুষে কুন্তীভোজে নাই দেই ভঙ্গ ॥
হইল তুমুল রণ ভীম দুর্যোধনে।
দোঁহার সমান তেজ কেহ নাঞি জিনে ॥
অশ্বত্থামা কর্ণ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশে
থাকে।
সোমদত্ত কৃপ আদি জয়দ্রথে রাখে ॥
রকতের নদী বহে বসুধা পঙ্কিল ॥
অবসন্ধি নাঞি যে ধারণ করে তিল ॥
রথ রথী ঘোড়া হাতি পতাকা চামর।
প্রবাল মুকুতা চুনী ঘণ্টা যে ঘাঘর ॥
বসন ভূষণ রণে শোভা পায় কত।
পড়িয়াছে রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্র যত ॥
মড়ার উপরে মড়া পর্বত প্রমাণ।
শৃগাল গৃধিনী কত ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
কোন খানে পড়িয়াছে রাশিরাশি আঁত।
কোনখানে হস্ত পদ কোনখানে দাঁত ॥
কোনখানে ঘোর রণে লক্ষ লক্ষ শির।
কোনস্থলে অযুত অযুত মহাবীর ॥
ব্রহ্মা আদি যুদ্ধ দেখে দাঁড়ায়্যা
আকাশে।
ঘোর অন্ধকার কাঁপে দিনমণি ত্রাসে ॥
রথে হত্যে সন্ধি পায়্যা অর্জুন নামিল।
ঘোড়ার গায়ের বাণ কৃষ্ণ বারি কল্য ॥
কৃপাময় মৃদুবাণী কহেন অর্জুনে।
ঘোড়া যত বুক ফাট্যা মরে জল বিনে ॥
গোবিন্দের বচন শুনিঞা বীরবর।
রণমাঝে অস্ত্রে কুড়্যা দিল সরোবরে ॥
হংস কারণ্ড আদি ডাকে শত শত।
প্রফুল্ল পঙ্কজ সরোবর-মাঝে কত ॥
পীযূষ সমান জল মৎস্য কূর্মে পূর্ণ।
অশ্বে জল পান কৃষ্ণ করাইল তূর্ণ ॥
সাধুবাদ অর্জুনেরে দিয়া কৃষ্ণ হাসে।
ভারত প্রসঙ্গ দ্বিজ কবিচন্দ্র ভাষে ॥

অর্জুন ও দুর্যোধনের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহি সবিশেষে।
পুনরূপী জোড়ে ঘোড়া পার্থের
আদেশে ॥
শংখ পূরি রণে পুন গেলা মহাবীর।
জয়দ্রথে বিনাশিতে মতি কৈল স্থির ॥
জয়দ্রথে বধিবারে বায়ুপথে যায়।
দ্রোণাচার্য হেনকালে রাজারে দেখায় ॥

গুরুর পাইয়া সায় আগুলিল পথে।
ঠেকাঠেকি মিশামিশি প্রায় রথে রথে ॥
অর্জুন হাঙ্গার বাণ দুর্যোধনে মাল্য।
কৌরবের সেনা বলে রাজা পাবা মল্য ॥
দুর্যোধন বলে পার্থ পলাইবে কতি।
কেমনে বাঁচায় আজি গোবিন্দ সারথি ॥
হাতাহাতি দুইজনে হল্য ঘোর রণ।
কোপ করি অর্জুনে কহেন দুর্যোধন ॥
যে সকল অস্ত্র পালি দেবতার বরে।
বুক পাত্যা দিলাঙ অস্ত্র মার দেখি
মোরে ॥
ধনু হাতে দুর্যোধন গর্জে কুরুপতি।
জানিব তোমার বল পালাইবে কতি ॥
দুর্যোধন চারিবাণ মারিল ঘোড়ায়।
তারপর দশ শর শ্রীকৃষ্ণের গায় ॥
গোবিন্দের কাটা পড়ে হাতের চাবুক।
অর্জুন বিন্ধয়ে শর না হয় বিমুখ ॥
অর্জুনের বাণ তার অঙ্গে নাই বাজে।
গালি দিয়া মহারাজা দুর্যোধন গাজে ॥
সসিন্ধু কানন গিরি নাঞি ধবে টান।
অর্জুন হাতাস করে ব্যর্থ গেল বাণ ॥
কৃষ্ণ কহে দ্রোণাচার্য কবচ বান্ধ্যাছে।
সেই বলে রণস্থলে কুমন্ত্রী আস্যাছে ॥
দুর্যোধনে ছাড়্যা চল মোর কথা বেদ।
দারুণ কবচ যেন না হবেক ভেদ ॥
যুবতীর প্রায় আলি সাঁজনা দিয়া গায়।
করতলে মারে বাণ ভূপতি পাছনায় ॥
দুর্যোধনে জিনিয়া অর্জুন বীর গেল।
দ্রোণাচার্য সাত্যকিতে ঘোর রণ হল্য ॥
সাত্যকির হাতে দ্রোণ হল্য পরাজয়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ॥

জয়দ্রথ বধ

সুদর্শন করে রণ সাত্যকির সাথে।
সুদর্শনে বধ করি চালাইয়া রথে ॥
সাত্যকির রণে কুরু সেনা ভঙ্গ দিল।
হেনকালে সেই স্থলে দ্রোণাচার্য আল্য ॥
আকর্ণ পলিত শ্যাম বয়স পঞ্চাশীতি।
রণে বৃদ্ধ ষোল বৎসরের পুরুষ
আকৃতি ॥
সুদ্যুম্ন যুদ্ধ করে আচার্যের সাথে।
খড়্গ ধরি লাফায়্যা উঠিল তার রথে।
দ্রোণের কাটিতে মাথা করে অনুমান।
দ্রোণাচার্য বুকে তার মারে জলী বাণ ॥
বাণ খায়্যা লাফ দিয়া পড়ে নিজ রথে।
পুন দ্রোণে বিন্ধে বাণ বিনাশিল
সুতে ॥
ভীমে কর্ণে দুই বীরে ঘোর রণ হয়।
সারথি পাইল মোহ কর্ণ পরাজয় ॥
ভূরিশ্রবা ডাকিয়া কহেন সাত্যকিরে।
চিরদিনে দেখা হল্য খুঁজ্যা বুলি
তোরে ॥
এত শুনি সাত্যকি ডাকিয়া তাকে
কয়।
কোন তুচ্ছ কেবা তুঞি তোরে নাঞি
ভয় ॥
পরস্পর বাণ বৃষ্টি দুরন্ত সমরে।
কুঞ্জরীর লাগ্যা যুদ্ধ কুঞ্জরে কুঞ্জরে ॥
দুই জনে ঘোর রণে হইলা বিরথী।
অস্ত্রে অস্ত্রে তারপর যুঝে হাতাহাতি ॥
কেশে ধরি পাড়ে তারে মস্তক ঘুরায়।
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ অর্জুনে দেখায় ॥
সাধুবাদ দিয়া তারে ঘোর বাণ এড়ে।

খড়্গের সমেত তার বাহু কাট্যা পাড়ে ॥
অদৃশ্যে কিরীট কাটে অবনী লোটায় ।
সাত্যকিরে ছাড়্যা দিতে উভুরড়ে ধায় ॥
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর অজ্ঞ কি বলিব তোকে ।
অন্য সঙ্গে যুদ্ধ বাণ মারিলি আমাকে ॥
অস্ত্রজ্ঞ হইয়া কর অসতের প্রায় ।
যুধিষ্ঠিরে কি বলিব জিতে না জুয়ায় ॥
সারথি গোবিন্দ তোর কুমন্ত্রী দুর্জনা ।
ডাক্যা যদি মারিথিস জানিতাঙ মর্দানা ॥
এত বলি বাণ পেল্যা মারে বামহাতে ।
ব্রহ্মলোক প্রবেশিল না বাজিল রথে ॥
বাণ এড়্যা বাহু [তুল্যা] চায় সূর্য পানে ।
কৃষ্ণার্জুনে নিন্দে সর্বে রহে অনশনে ॥
অর্জুন বলেন পাপী মন্দমতি খল ।
ধর্মাধর্ম নাঞি জ্ঞান পালি প্রতিফল ॥
পার্থ কহে আমার প্রতিজ্ঞা সর্বে জানে ।
মোর প্রিয় আমার সাক্ষাতে যেবা হানে ॥
গাণ্ডীব ধরিয়া আমি অহংকার করি ।
এ কথা সভাই জানে তারে আমি মারি ॥
সাত্যকির অস্ত্র নাঞি তোর খড়্গ হাতে ।
কাটিস আমার বন্ধু আমার সাক্ষাতে ॥
অস্ত্র শস্ত্র সাজ্যাছাড়া বালক আমার ।
অন্যায়ে বধিয়া লাজ না হল্য তোমার ॥
অর্জুনের বাক্য যেন শেল বাজে বুকে ।
মৌন ব্রত মোহ পায়্যা থাকে অধোমুখে ॥
অর্জুন কহেন স্বর্গ করহ পয়ান ॥
শিবি উশীনির অন্তে পাল্য সেই স্থান ॥
গোবিন্দ কহেন বীর দূরে কর শোক ।
মোহ তেজি মহারাজ যাহ যমলোক ॥
অশ্বত্থামা কৃপ মানা করিতে করিতে ॥
ভূরিশ্রবার মাথা কাটে ভীমের ইঙ্গিতে ॥
সঞ্জয় কহেন নিন্দা করে সর্বজনা ।
ক্রোধ দুঃখার্জিত বড় হল্য তব সেনা ॥
অশ্বত্থামা কৃপ কহে অধর্ম করিলে ।
কোপ করি সাত্যকি কহেন হেন কালে ॥
কাট্যনা কাট্যনা যবে মোরা সভে বলি ।
তথাপি দারুণ দুষ্ট অভিমন্যু মালি ॥
কাটিতে করেন মানা ভূরিশ্রবার মাথা ॥
অভিমন্যু বধকালে ধর্ম ছিল কোথা ॥
এত শুনি সভাই হইল পরাভব ।
সাত্যকির কথা শুনি হইল নীরব ॥
অর্জুন কহেন প্রভু ভকত বৎসল ।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি করহ সকল ॥
ত্বরায় চালাহ ঘোড়া প্রভু হৃষিকেশ ।
সৈন্ধবে বধিয়া আমি দূর করি ক্লেশ ॥
আমারে বাঁচাত্যে সে তোমার আছে চিতে ।
জয়দ্রথে দেখাঅ সূর্য থাকিতে থাকিতে ॥
শুন রাজা নিবেদন করি পদতলে ।
এইসব কথা জয়দ্রথ বধ কালে ॥
কুরু পাণ্ডবের সেনা সূর্য পানে চায় ।
শুন ভূপ বালা প্রৌঢ়া যুবতীর প্রায় ॥
বালা স্ত্রী বলেন সূর্য থাকুক থাকুক ।
প্রৌঢ় যুবতী বলে তৎকাল ডুবুক ॥
হেনকালে অর্জুনের রথ বেগে যাত্যে ।
দুর্যোধন কর্ণ আদি আগুলিল পথে ॥
দুর্যোধন কর্ণে বলে কিবা আর দেখ ।

দণ্ড চারি প্রাণ পণে জয়দ্রথে রাখ ॥
অর্জুন মরিব পুড়্যা সূর্য অস্ত গেলে।
হত কণ্টকাবলী ভাঙ্গিব বাহুবলে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আপনা নাশিত্যে।
কৃষ্ণ বিষ্ণু কি করিব এই যায় মারিতে ॥
অশ্বত্থামা আমি তুমি আর দুঃশাসনে।
জয়দ্রথেরে সখা মোরা কি করে অর্জুনে ॥
রাজা কয় দণ্ড দুই যুঝ বীরবর।
নামিঞা পড়িল সূর্য আর নাঞি ডর ॥
শুন কর্ণ যুঝ তুমি থাক এই পথে।
অশ্বত্থামা শৈল নৃপতিরে লহ সাথে ॥
কর্ণ কহে দ্বার আমি যাত্যে পারি ছাড়্যা।
শরজালে অবিরত ভীম দেই পীড়া ॥
এত বলি ঘেরে রণ কর্ণ ভীমে হয়।
শৈল অশ্বত্থামা দোঁহে স্থিরতর নয় ॥
অর্জুন এড়য়ে বাণ পড়য়ে ঝনঝনা
হাতি ঘোড়া রথ কত কাটা যায় সেনা ॥
অর্জুন ডাকিয়া বলে কি হল্য গোসাঞি।
কোথা গেল জয়দ্রথ দেখা নাই পাই ॥
ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি কৈল নারায়ণ।
দীপ্তি নাঞি করিলেক সূর্য আবরণ ॥
কৌরবের সেনা বলে সূর্য অস্ত গেল।
প্রতিজ্ঞায় পরাজয় অর্জুন মরিল ॥
দামা ভেরী বাজে কত জয় জয় রোল।
কোলাহল বিনে আর নাই শুনি বোল ॥
প্রতিজ্ঞা রাখিলে ধন্য ধন্য নৃপবরে।
বাঁচাইলে জয়দ্রথে যমের গোচরে ॥
নির্ভর হইয়া সর্বে কেহ নাচে গায়।
ব্যূহ ভাঙা গেল জয়দ্রথ বাহিরায় ।
অন্ধকার ঘুচাইয়া দিল নারায়ণ।
ঝলমল করি উঠে রবির কিরণ ॥
হেনকালে শুন রাজা সর্বে ভয় পায়।
জয়দ্রথে পৃষ্ঠে রাখ্যা চারিজন ধায় ॥
দুর্যোধন দ্রোণী কৃপ শৈল নৃপবর।
চারিপাশে পার্থে বিন্ধ্যা করিল জর্জর ॥
অনল সমান রণে অর্জুন কুপিল।
দশ শরে যত বাণ ছেদন করিল ॥
ব্যাকুল হইল সেনা অর্জুনের বাণে।
অজ্ঞান করিয়া যায় জয়দ্রথ পানে ॥
গোবিন্দ আদেশে ধনঞ্জয় অতি কোপে।
কর্ণ দুর্যোধনে মূর্চ্ছ করিলেক কৃপে ॥
শৈল আদি গোবিন্দ যোগেতে মোহ দিল।
কৃষ্ণের মায়ায় সর্বে অচেতন হল্য ॥
দেখাদেখি ঘোর যুদ্ধ জয়দ্রথ সাথে।
ঠেকাঠেকি মিশামিশি হল্য রথে রথে ॥
হয় নাঞি হবেক নাঞি হেন ঘোরে রণ।
গাণ্ডীব ধনুক ধরি যুঝে দুইজন ॥
ঠনঠান ঝনঝান বাণের নিনাদ।
দুই দলে পড়ে সেনা গণিল প্রমাদ ॥
মৃত গজযূথে যায়্যা ভয়েতে লুকায়।
অশ্বের ভিতরে কেহ মড়া দিয়া গায় ॥
ধনঞ্জয় ডাক্যা বলে শুন জয়দ্রথা।
কাটিব দুর্জয় বাণে বাঁচ্যা যাবি কোথা ॥
ছয় রথী দ্রোণাচার্য রাজা তোর কথা।
প্রতিজ্ঞা কর‍্যাছে সর্বে বাঁচ্যাকু আস্যা মাথা ॥
অভিমন্যু পুত্র মারি অন্যায় সমরে।
তোরে পাঠাইব আজি যমের নগরে ॥

জয়দ্রথ ডাক্যা বলে শুন ধনঞ্জয় ।
পড়িয়া আমার বাণে যাবি যমালয় ॥
কি করিতে পারে তোর গোবিন্দ সারথি ।
তোরে করাইব আজি অভিমন্যুর
সাথী ॥
গাণ্ডীবের পূজা করি অর্জুনের ক্রোধ ।
ঘুচাব বাছার শোক লব তার শোধ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ধনঞ্জয় হাতে করি নিল ।
জয়দ্রথের জন্ম কথা গোবিন্দ বলিল ॥
বৃদ্ধক্ষেত্র পিতা উহার মহারাজা ছিল ।
চিরকালের জয়দ্রথ নামে পুত্র হল্য ॥
আকাশের বাণী শুনি জয়দ্রথের পিতা ।
অলক্ষেতে রণে উহার কাটা যাবেক
মাথা ॥
ভূমে যদি পড়ে মাথা কহে ভগবান।
তব মাথা ফাটিয়া হইব শতখান ॥
জয়দ্রথে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে ।
সামন্ত পঞ্চকের বারি রহে যোগাসনে ॥
সাবধান হইয়া কাট শুন মোর কথা ।
উহার পিতার কোলে পড়ে যেন মাথা ॥
এত শুনি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান ।
মাথা কাট্যা ব্রহ্ম অস্ত্রে গগনে উড়ান ॥
বৃদ্ধক্ষেত্রে রাজা সন্ধ্যা করিতে লাগিল।
কোলেতে পড়িল মাথা ভূমেতে পেলিল ॥
কে বুঝিতে পারে ভাই কৃষ্ণের গ্রামতা ।
শতখান হয়্যা তার ফাট্যা গেল মাথা ॥
দ্রোণ আদি সভাকার হইল বিস্ময় ।
কৃষ্ণার্জুনে প্রশংসা সকল বীরে কয় ॥
তারপর অর্জুন ছাড়এ সিংহনাদ ।
ভীম বলে যুধিষ্ঠিরে ঘুচিল প্রমাদ ॥
বিপদে রাখিল কৃষ্ণ অর্জুন বাঁচিল ।
মেঘনাদে জানা গেল জয়দ্রথ মল্য ॥

মহা কোলাহল শব্দ মঙ্গল ঘোষণা ।
রাজার আদেশ পায্যা বাজায় বাজনা ॥
দুর্যোধন আদি কান্দে করে হায় হায় ।
জয়দ্রথ মল্য গোবিন্দের মন্ত্রণায় ॥
পশ্চাতে প্রবন্ধ যত সব হল্য ব্যক্ত ।
শোকাকুল কুরুসেনা রাজা প্রায় ক্ষিপ্ত ॥
আট অক্ষৌহিনী তোমার কাটায়্যা
জামাতা ।
অর্জুনের বাণেতে পড়িল রণমাতা ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়েরে কয় ।
সেকালে বল্যাছি যতো ধর্ম ততো জয় ॥
এতদূরে জয়দ্রথ বধ হল্য সায় ।
ব্যাসে প্রণমিঞা দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

ঘটোৎকচ বধ

সঞ্জয়েরে ডাকি রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলে ।
ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ দুই বীর মল্যো ॥
তারপর কি হইল কহিবে আমারে ।
সঞ্জয় কয় দুর্যোধন কহেন দ্রোণের ॥
অর্জুন তোমার প্রিয় না মার তাহারে ।
আট অক্ষৌহিনী সেনা কাট্যা জয়দ্রথে
মারে ॥
জয়দ্রথ বিনে আমার না রহে জীবন ।
পাণ্ডবের রক্তে তার করিব তর্পন ॥
দ্রোণ কয় ভীমার্জুনের পরাক্রম স্মর ।
বিদুর কৃষ্ণের বাক্য কেন নাঞি ধর ॥
সর্বনাশ করিল শকুনি তোর কোথা ।
পাশায় অনর্থ হল্য কেন ভাব ব্যথা ॥
কুমন্ত্রীর বুদ্ধ্যে রাজা করিলি কুকার্য ।
কৃষ্ণ বাক্য না রাখিলি হারাইলি রাজ্য ॥
কর্ণ অশ্বত্থামা শৈল আপনি আছিলি ।
তবে কেন জয়দ্রথে বাঁচাত্যে নারিলি ॥

গঙ্গার নন্দন যবে পড়িলেন রণে।
জয় নাহিঞে তথনি জান্যাছি মনে মনে॥
রাজা কহে কর্ণ পূর্বে গুরু আশ্বাসিল।
গুরু॥
অর্জুনে ছাড়িয়া দিয়া সৈন্ধবে কাটাল্য॥
প্রাণ তুল্য ভাই সব ভীম মারে একা।
প্রিয় শিষ্য অর্জুন রণেতে গুরু সখা॥
কর্ণ কয় বৃথা দোষ দেহ রাজা দ্রোণে।
অজয় পান্ডব সব কেবা তারে জিনে॥
দুর্যোধনের ঘরে পরে সভে নিন্দা করে।
দশাহীন হল্য প্রায় দেখিতে না পারে
ম্লান মুখ দেখি কর্ণ কহে দুর্যোধনে।
আজিকার সমরেতে মারিব অর্জুনে॥
কর্ণ কয় অর্জুনে কাটিতে আমি পারি।
কত অর্জুন সৃজন করিতে পারে হরি॥
পান্ডবের কৃষ্ণাশ্রয় কৃষ্ণ প্রাণধন।
কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ পরায়ণ॥
কৃষ্ণ হতো বল বুদ্ধি আদর মহিমা।
নক্ষত্রে গণের শোভা যেমন চন্দ্রমা॥
কর্ণ কহে কৃষ্ণার্জুনে সংহার করিব।
যদু বংশে মারিয়া তোমারে রাজ্য দিব॥
কৃষ্ণার্জুন মল্যে হব পান্ডব নৈরাস।
পলাইয়া পুন তারা যাবে বনবাস॥
কৃপ কহে শুন কর্ণ অর্জুনে নারিবি।
হেন অহংকার কর কৃষ্ণকে মারিবি॥
কৃতাশ্রয় ধর্ম নিত্য গুরু ভক্তি তার।
জগৎ নাশিতে পারে কৃষ্ণ সখা যার॥
দেবের অজয় পার্থ কর্ণ কয় কৃপে।
ইন্দ্র দত্ত শেলে মাল্যে রাখে কার বাপে॥
অর্জুন মারিয়া রাজ্য দিব দুর্যোধনে।
পান্ডব নৈরাশ হয়্যা প্রবেশিব বনে॥
কর্ণ কহে মোরে নিন্দ্যা স্তুতি কর তারে।
কৃপাচার্য কুটীল কুমতি পলা দূরে॥
অশ্বত্থামা কোপ কর‍্যা কয় কর্ণ বীরে।
মাতুল নিন্দার ফল দিব আজি তোরে॥
অর্জুন কৃষ্ণের সখা শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর।
তার গুণ কয় কৃপ কসি কদুত্তর॥
জয়দ্রথের অর্জুন কাটিল যবে মাথা।
সেদিনে পাপিষ্ঠ বেটা তুঞি ছিলি
কোথা॥
কর্ণে কাটিবারে খড়্গ ধরে অশ্বত্থামা।
দুর্যোধন ধরে প্রভু মোরে কর ক্ষমা॥
ছাড়্যা দেঅ রাজা তেজ আমার দেখুক।
শিশু বুদ্ধে কি করিবে অর্জুনে
ডাকুক॥
কর্ণ রণে যাবে কাট্যা অর্জুনের হাতে।
এত বলি গেলা দোঁহে দ্রোণের সাক্ষাতে॥
কৌরব পান্ডবে প্রাতে সমরে বাজিল।
ঘটোৎকচ অলায়ুধে ঘোর যুদ্ধ হল্য॥
পরিঘ পেলায়্যা মারে ঘটোৎকচের গায়।
ভীম সুত ঘটোৎকচ ভূমেতে লোটায়॥
জ্ঞান পায়া খড়্গ হাতে ধায় রণমাতা।
খড়্গাঘাতে কাটে বীর অলায়ুধের
মাথা॥
পান্ডবের সেনায় ছাড়য়ে সিংহনাদ।
অলায়ুধ বধে রাজা গণিল প্রমাদ॥
কোপে বীর অশ্বত্থামা যুগান্তের কাল।
পান্ডবের সেনা বেড়ে করি শরজাল॥
ঘটোৎকচে কয় কৃষ্ণ এবার উদ্ধার।
ডুবিল পান্ডব রণে নৌকা হয়্যা তার॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা পায়্যা চড়ে অষ্ট চক্র রথে।
মাতঙ্গের প্রায় শত ঘোড়া জোড়ে
তাতে॥
বিরূপাক্ষ নামে তায় রাক্ষস সারথি।

অশ্বত্থামা সঙ্গে যুদ্ধ হয় হাতাহাতি ॥
অশ্বত্থামা চক্র বাণে রথ তার কাটে ।
ঘটোৎকচ রথ ছাড়্যা গগনেতে উঠে ॥
ঘটোৎকচ বলে আজি বাঁচ্যা যাবি
কোথা ।
দ্রোণী বলে কেবা শুনে বালকের কথা ॥
অস্ত্র শস্ত্র বৃক্ষ বীর বর্ষিতে লাগিল ।
বায়ু অস্ত্রে অশ্বত্থামা উড়াইয়া দিল ॥
কর্ণ ঘটোৎকচ ডাকে বীর দর্প করি ।
ঘটোৎকচ রণে নামে সংগ্রাম কেশরী ॥
আট ক্রোশ দীর্ঘ রথ চারি ক্রোশ
আড়ে ।
মায়ায় নির্মাণ করি ঘটোৎকচ চড়ে ॥
ধনুর্বাণ ধর্যা কর্ণে ডাকে মার মার ।
কুরু সেনা বলে কর্ণের নাহিক
নিস্তার ॥
অগ্নিবাণ এড়ে কর্ণ মনে অভিলাষী ।
পোড়ায়্যা তোলে রথ কৈল ভস্মরাশী ॥
রথ ছাড়ি রণে নামে সংগ্রাম কেশরী ।
শত মাথা শতোদর নর দেহ ধরি ॥
তারপর হল্য বীর মৈনাকের প্রায় ।
অঙ্গুষ্ঠের প্রায় হয়্যা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
সেনা কাঁপে সম্মুখ হইতে নারে কেউ ।
বীরের তরঙ্গ যেন সমুদ্রের ঢেউ ॥
পৃথিবী বিদায় করি ডুব্যা থাকে জলে ।
পুন হৈম রথে চড়্যা কর্ণে ডাক্যা বলে ॥
শুন কর্ণ তোর রণে প্রীতি পাল্যাঙ
আমি ।
মোর খড়্গাঘাতে আজি কাটা যাবে
তুমি ॥
চিত্রযোধি চিত্র যুদ্ধ ঘোর ভাব তার ।
দেখিতে দেখিতে হল্য পর্বত আকার ॥

রথ রথী ঘোড়া কাটে অযুত অযুত ।
মোহ পাল্য কর্ণ প্রায় সমর অদ্ভুত ॥
ইন্দ্র আদি বাণ পেলে পাণ্ডবের তরে ।
কুরুসেনা ভঙ্গ দিল কর্ণ কিবা করে ॥
রথ পেল্যা রথ ভাঙ্গে ভ্রমিয়া বেড়ায় ।
ঢুষাঢুষি কর্যা মারে মাথায় মাথায় ॥
দশ বিশ হাতে ধর্যা তুল্যা দেই নাড়া ।
দূরে যায়্যা পড়ে কায় হাতের ফেফড়া ॥
বেবাট নাসিল রণে ঘটোকচ ধায় ।
কুরু সৈন্য কোলাহলে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
ঘোড়া হাতি উট বীর উভু উভু গিলে ।
চাঁঠাচাঁঠি কর্যা মারে কারে বুক হোলে ॥
পর্বত সমান দেহ পরিসর বুক ।
রথ রথী হাতি গিলে পশারিয়া মুখ ॥
দুর্যোধন দ্রোণ আদি পড়িল ফাঁফরে ।
কুরুসেনা ভঙ্গ দিল কর্ণ কিবা করে ॥
রাজা বলে পাছে গিলে শুন কর্ণ
বীর ।
শক্তি পেল্যা দুর্জয় দারুণ বীরে মার ॥
কর্ণ বলে ধরি শক্তি অর্জুনের তরে ।
শক্তি ছাড়া হল্যে পার্থ মোরে পাছে
মারে ॥
রাজা বলে ঘটোৎকচের হাতে যদি জি ।
অর্জুনে মারিব সভে তারে ভয় কি ॥
শুন্যা কর্ণ শেল নিল কাঁপে দেবগণ ।
পর্বত সমান হল্য ভীমের নন্দন ॥
মুখ পসারিয়া কর্ণে বীর দিল তাড়া ।
এড়ে কর্ণে ঘোর শক্তি দিয়া বাহু
নাড়া ॥
মায়া কাটি বুক ভেদি স্বর্গ চল্যা গেল ।
বৃকোদরে ডাক্যা বীর পরাণ ছাড়িল ॥
কুরসেনা জাত্যা পড়ে পর্বতের চূড়া ।

পঞ্চাশ হাজার পদাতি হয়্যা গেল গুঁড়া ॥
রাজা কর্ণে করি পূজা বলে সাধুবাদ।
কৌরবের সেনায় ছাড়য়ে সিংহনাদ ॥
ঘটোৎকচ মল্য ভীম রাজা শোকে
আছে।
অর্জুনে করিয়া কোলে কৃষ্ণচন্দ্র নাচে ॥
সমুদ্রের ঢেউয়ে যেন ঘন নাচে তরি।
সিংহনাদ ঘন ছাড়ে নাচে দেব হরি ॥
কেন নাচ বলে পার্থ কহে জোড় হাতে।
শক্তি রাখ্যাছিল কর্ণ তোমারে
মারিতে ॥
শোকে রাজা কান্দ্যা কান্দ্যা গোবিন্দে
বলিল।
ঘটোৎকচ রণে বহু উপকার কৈল ॥
গন্ধমাদনে দুর্গ স্থানে উরু ধরি রয়।
দ্রৌপদীরে ঘটোৎকচ পিঠে করি বয় ॥
তারে যত স্নেহ তত সহদেবে নয়।
ঘটোৎকচের শোকে কান্দে ধর্মের
তনয় ॥
ভীম যুধিষ্ঠিরে বুঝাইল গোবিন্দাই।
কুপুত্র নাশিয়া পাল্যো ধনুর্দ্ধর ভাই ॥
না শুনে কৃষ্ণের কথা অর্জুনের বোল।
ভুমে পড়ি কান্দিয়া করিল গণ্ডগোল ॥
ব্যাস আসি যুধিষ্ঠিরে বুঝায় বলিল।
অর্জুনে মারিতে শেল কর্ণ রাখ্যা ছিল ॥
শোক তেজি কুরুসেনা বিনাশ হরিষে।
হইবে পৃথিবী পতি পঞ্চম দিবসে ॥
এত বলি ব্যসদেব হল্য অন্তর্ধান।
ভারত পুরাণ দ্বিজ কবি চন্দ্র গান ॥

দ্রোণ বধ

নিশায় পাণ্ডব সাজি কৌরবে বেড়িল।
মহা কোলাহল কেবা কার অস্ত্র নিল ॥
গজকুম্ভে নিদ্রা কেহ আছিল বিহ্বলে।
সুনাগর যেন থাকে কামিনীর কোলে ॥
দুই দলে কাটাকাটি রাজা কহে দ্রোণে।
যুদ্ধ না করিয়া তুমি বাড়াল্যে অর্জুনে ॥
দ্রোণ কহে শিব দত্ত রাজ্য পায়্যাছিলি।
গোবিন্দ হেলন করি পর বুদ্ধে গেলি ॥
তোর লাগ্যা দিব আমি আপনার প্রাণ।
স্বর্ণ সাজুা গায় গুরু সমরে পয়ান ॥
দিব্য রথে চড়্যা বাণে মারে পাণ্ডু বল ॥
বাণ এড়ে গুরু যেন বরিষয়ে জল ॥
দুই অযুত পাঞ্চাল গুরু ব্রহ্ম অস্ত্রে
মাল্য।
ঋষিগণ দ্রোণাচার্যে বহু দোষ দিল ॥
দ্রুপদ বিরাটে কাটে খুরপ্র বাণেতে।
কোপে পার্থ যুদ্ধ করে গুরুর সহিতে ॥
কখন না হয় হেন দেবাসুর নরে।
গুরু শিষ্যে তেমন তুমুল যুদ্ধ করে ॥
যুধিষ্ঠির বলে জয় নাঞি কোন কালে।
অশ্বত্থামা মল্য কৃষ্ণের আজ্ঞায় সর্বে
বলে ॥
দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসা করিল।
কৃষ্ণ কহে অশ্বত্থামা মল্য বল্যা বল ॥
যুধিষ্ঠির বলে আমি বরং মরিব।
মিথ্যা বাক্য আমি মেনে মরিতে
নারিব ॥
মানব দেশের ইন্দ্র ব্রহ্ম নরপতি।
অশ্বত্থামা নামে তার ভীম মারে হাতি ॥
কৃষ্ণ কহে বল মল্য অশ্বত্থামা হাতি।
অশ্বত্থামা হত রণে বলে নরপতি ॥
গজ যবে বলে বাদ্য মহারোল হল্য।
পুত্র শোক আচার্যের হৃদয়ে বাজিল ॥
দ্রোণের দেহের জ্যোতি দুই সূর্যের
প্রায়।

সকল ছাড়িয়া মতি করে কৃষ্ণের পায় ।
যাইতে পরম গতি দ্বিজবর দ্রোণে ।
আসি অর্জ্জুন কৃপ কৃষ্ণ দেখিলাও
নয়নে ॥
প্রাণ যাত্যে আচার্য্যের ধৃষ্টদ্যুম্ন উঠে ।
পাক দিয়া বাম হাতে ধরে তার জটে ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না কাট আচার্য্য
মোর কাছে লয়্যা আসা হবেক অকার্য্য ॥
দ্রোণের কাটিয়া মাথা ধৃষ্টদ্যুম্ন গাজে ।
কোপে পেল্যা দিল মাথা তব
সেনামাঝে ॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথ্বী ছাড়্যা
ছিল ।
মিথ্যা বাক্য কহি ভূমে নামিয়া পড়িল ॥
আচার্য্যে দেখিয়া সর্ব্বে করে হায় হায় ।
কৌরবের সেনা যত কে কোথা পালায় ॥
কৃপ কহে অশ্বত্থামা শুন মোর কথা ।
তব পিতা রণে মলা নেই তার মাথা ॥
বাপের মাথা কোলে করি কান্দে
মহাবীর ।
অভিমানে ভূমেতে পেলিল ধনু তীর ॥

ময়ি জীবতি মত্তাতঃ কেশগ্রহমবাপ্তবান্ ।
কথমন্যে করিষ্যন্তি পুত্রেভ্যঃ
পুত্রিণঃস্পৃহাম্ ॥

অন্যে আর পুত্রে কেহ না কর্য্য বাসনা ।
এ কলঙ্ক মোর বড় রহিল ঘোষণা ॥
শুন রাজা দুর্য্যোধন পুরুষার্থ কিসে ।
আমি জিতে বাপার ধরিল শত্রু কেশে ॥

সম্মুখ সমরে মল্যো যায় স্বর্গপুর ।
যম জিন্যা স্বর্গ গেলা আমার ঠাকুর ॥
অশ্বত্থামা কয় অশ্রু মুছিতে মুছিতে ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি সভার সাক্ষাতে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে খড়্গেতে কাটিব ।
পাণ্ডবের বংশ যত সকল মারিব ॥
তবে যদি পাণ্ডুবংশে রাখে ভগবান ।
পৃথিবীতে নাঞি রব যাব স্বর্গস্থান ॥
এত বলি অশ্বত্থামা অহংকারে গাজে ।
শংখ ভেরী ডিণ্ডিম পনব কত বাজে ॥
পার্থ রাজায় বলে দ্রোণী করিলেক
পণ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নয় কেবা বাঁচাব জীবন ॥
অশ্বত্থামা সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নারিব ।
রাজ্য লোভে গুরুবধি নরকে ডুবিব ॥
ভীম বলে পার্থ আর সহা নাঞি যায় ।
কিবা বল বারে বারে সন্ন্যাসীর প্রায় ॥
কৃষ্ণ ছাড়ি অশ্বত্থামার স্তব উচিত নয়
কোন বীর অশ্বত্থামা তারে তোর ভয় ॥
সভে থাক গদা হাতে একা আমি যাব ।
গদাঘাতে যমের মন্দিরে পাঠাইব ॥
ভীমের গর্জ্জনে উঠে দুন্দুভীর
বাজনা ।
অবহার আসিয়া বলিল কুরুসেনা ॥
কৌরব পাণ্ডব যে যার শিবিরে আইল ।
পশ্চিম সাগরে সূর্য্য অস্ত গিরি পালা ॥
দ্রোণ পর্ব্ব এত দূর কবিচন্দ্র গায় ।
ধন পুত্র পায় সেই যে জন গাও য়ায় ॥

কর্ণপর্ব

ভীমের সহিত কর্ণের যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহি যে তোমায়।
দ্রোণের মরণে দুর্য্যোধন নিদ্রা নাই
যায়॥
প্রভাতে কর্ণেরে রাজা করি সেনাপতি।
পাণ্ডবে জিনিতে চায় কৌরবের পতি॥
জন্মেজয় বলে শুন জিজ্ঞাসি তোমারে।
মুনিবর বিস্তারিয়া কহ দেখি মোরে॥
কর্ণ পড়িতে রণে সঞ্জয় চলিল।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রণমিঞা কহিতে লাগিল॥
দুই দিন করিয়া রণ কর্ণ বীর মরে।
শুন্যা ধৃতরাষ্ট্র রাজা হাহাকার করে॥
কান্দিয়া আকুল হল্য কুরুনারী যত।
সঞ্জয় সান্ত্বনা করে কয়্যা বেদমত॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কি করিল দুর্য্যোধনে।
মহাবীর রণবীর পড়ে যদি দ্রোণে॥
ভীষ্ম বিদুরের বাক্য পুত্র না শুনিল।
তখনি জান্যাছি আমি কুরুবংশ মল্য॥
অশ্বত্থামা আদি করি দুর্য্যোধনে কয়।
কর্ণে সেনাপতি করি যুদ্ধে কর জয়॥
মন্ত্রীর বচন রাজার লাগে মনে।
কর্ণে অভিষেক করি সাজিলেক রণে॥
রণমাঝে যায়্যা রাজা কহে কর্ণবীরে।
ঝাট ধর‍্যা দেহ মোরে রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
মকর [ব্যূহ] করি কর্ণ সম্মুখে
রহিল।
অর্ধচন্দ্র ব্যূহ করি অর্জুন সাজিল॥
শংখ ভেরী নানা বাদ্য দুইদলে বাজে।
রথেতে রথেতে যুদ্ধ হয় গজে গজে।
কৌরব পাণ্ডবে রণ তুমুল হইল।
রথ রথী গজ বাজি অনেক পড়িল॥
ক্ষেমধূর্তি সনে রণ করে ভীমবীর।
গদা ভাঙ্গ্যা পেলে তার পেলিয়া
তোমর॥
লাফ দিয়া উঠে রাজা গজের উপরে।
কুপিয়া পবন সুত মারিল কুঞ্জরে॥
যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে রাজা যুঝে
দুর্য্যোধনে।
অর্জুনের হয় রণ সংশপ্তকের সনে॥
সাত্যকির শৈল্য সঙ্গে বাজিল সমর।
সাত লক্ষ হাতি মারে বীর বৃকোদর॥
কোপে বীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন॥
সিংহ সম পরাক্রম ভীমের সঙ্গে রণ।
বৃষসেনে ভূমে পাড়ে গদার প্রহারে।
লাফ দিয়া উঠে তার হাতির উপরে॥
বৃষকেতু তাহা দেখি ভীম প্রতি ধায়।
গদা মারি ভীম তারে ধরণী লোটায়॥
রণে ভঙ্গ দিলা সেনা পাছু নাই চায়।
তা দেখিয়া অতি কোপে কর্ণবীর ধায়॥
পুত্র শোকে ক্রুদ্ধ হয়্যা কর্ণ বীরবর।
বাণে বাণে ভীম বীরে করিল জর্জর॥
ভীমের গলায় ধনুক দিয়া চাপে
কক্ষতলে।
চিবুকে ধরিয়া কর্ণ তুবর তুবর বলে॥
সমর করিতে আলে কর‍্যা পরিপাটি।

কে তোরে বাঁচায় বুঝ মাথা যদি কাটি ॥
কুন্তীর বচন কর্ণের পড়্যা গেল মনে।
তেঁঞি ছাড়্যা দিল ভীমে না বধিল রণে ॥
দেখিয়া ভীমের ভঙ্গ নকুল আইল।
দর্প কর্যা কর্ণবীরে কহিতে লাগিল ॥
তোরে কই ভীম নই চোটায়্যা কাটিব।
তোরে মার্যা অর্জুনের বিপদ ঘুচাব ॥
ভীম পলায়্যা গেল তুঞি আছিস বাকি।
সাহস করিস কি সম্মুখে থাক দেখি ॥
ছেল্যা হয়্যা বীরপণা দেখাও আমারে।
না পালাল্যে পাঠাইয়া দিব যম ঘরে ॥
কাল সম কর্ণ কোপে রণে কেবা আঁটে।
রথধ্বজ ধনু অস্ত্র বাণে সব কাটে ॥
গলায় বসন দিয়্যা নকুলেরে আনে।
কাটিতে কুন্তীর কথা পড়্যা গেল মনে ॥
সমানজনার সঙ্গে কর গিয়্যা রণ।
প্রাণ লয়্যা পালা পাছে দেখে
দুর্যোধন ॥
কর্ণের সমরে ভঙ্গ দিল পাণ্ডুবল।
তা দেখিয়া দুর্যোধন হাসে খল খল ॥
ভীষ্ম দ্রোণাদির শোক সব পাশরিল।
পাণ্ডবে জিনিব মেনে শত্রু নিবাড়িল ॥
দেখিয়া সেনার ভঙ্গ অর্জুন ধাইল।
বুভুক্ষিত সিংহ যেন মাতঙ্গ পাইল ॥
যত বাণ এড়ে কর্ণ অর্জুন বিনাশে।
রবির কিরণে যেন শিশির নিরাশে ॥
অর্জুনের বাণেতে আচ্ছন্ন রবিতল।
রণে ভঙ্গ দেই কত কৌরবের দল ॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ কে করে অবধি।
রণে বয়্যা যায় কত রকতের নদী ॥
দিনান্তরে গেলা সভে আপন শিবিরে।
কবিচন্দ্র দ্বিজ কহে বন্দিয়া ব্যাসেরে ॥

কর্ণের রথে শল্যের সারথ্যগ্রহণ

কর্ণের সহিতে রাজা শিবিরে বসিল।
পরাজয় পায়্যা কহিতে লাগিল ॥
অর্জুনের বাণে সবার জর্জর শরীর।
রণে ধর্যা তুমি ভাল দিলে যুধিষ্ঠির ॥
দুর্যোধনের মুখ হেরি কর্ণ কোপে
কয়।
কোন তুচ্ছ ধনঞ্জয় ইন্দ্রে নাঞি ভয় ॥
মোরে মায়া দিয়্যা কৃষ্ণ অর্জুনে বাঁচায়।
জানা যাবে কালি রণে কে বাঁচায় তায় ॥
বিজয় ধনুক গুরু ভৃগুরাম দিল।
যে ধনুক ভৃগুরামে ইন্দ্র দিয়্যাছিল ॥
সূর্য মোরে কবচ দিল বজ্র তুল্য কায়।
বাঁচ্যা বুলে পার্থ কেবল গোবিন্দ
সহায় ॥
মোর রথে শৈল্য সারথি যদি হয়।
অর্জুনে মারিতে পারি কৃষ্ণে নাঞি ভয় ॥
শৈল্যেরে কহিল গিয়া রাজা দুর্যোধন।
কর্ণের সারথি হঅ রাখ মোর পণ ॥
শৈল্য কয় কর্ণ হয় সূতের নন্দন।
তাহার সারথি হব কাজ কি জীবন ॥
মহাবংশে জন্ম আমি তেমন রাজা নই।
আপনার তেজ গুণ কিছু তোরে কই ॥
ত্রিভুবন বিনাশিতে পারি আমি বাণে।
অর্জুনে মারিতে পারি গোবিন্দের সনে ॥
এত বলি কোপ করি ঘরে চল্যা যায়।
হাথে ধর্যা দুর্যোধন শৈল্যেরে বুঝায় ॥
রথী হতে দশগুণ বল যদি হয়।
তাহারে সারথি করি দুর্যোধন কয় ॥
মোর কটু বাক্যে যদি নাঞি করে ক্রোধ।
হইব সারথি তার তব উপরোধ ॥

এথা ॥
ইন্দ্রে কৃষ্ণ মন্ত্রণাতে আনাল্য সাক্ষাতে।
বিশেষিয়া কয়্যা দিল কর্ণ পাশে যাতে ॥
দ্বিজ বেশে আল্য ইন্দ্র কর্ণের গোচরে।
কবচ কুণ্ডল কর্ণ দান দেহ মোরে ॥
কবচ কুণ্ডল মোরে পিতা দিয়াছিল।
মনে মনে ভাবে কর্ণ ইন্দ্র পারা আল ॥
ইন্দ্রে কবচ দিতে পিতা করেছিল মানা।

আমি ॥
দশদণ্ডে কল্পতরু এ কথাটি জানা ॥
জন্মিলে মরণ আছে অগ্র বা পশ্চাতে।
ব্রাহ্মণে না দিব দান নারিব বলিতে ॥
মনেতে ভাবনা করে কুন্তীর নন্দন।
বিশ্বামিত্রে রাজ্য দিল জীমূৎবাহন ॥
সেই পুণ্যে মহারাজ গেল স্বর্গপুরি।
কবচ কুণ্ডল দিব বৃথা ভাব্যা মরি ॥
খুপ্র বাণেতে গায়ের চর্ম কাট্যা দিল।
কবচ কুণ্ডল লয়্যা শচীপতি গেল ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
কর্ণ সম দাতা নাঞি বলে দেবগণ ॥
শৈল্যকে সারথি করি কর্ণ রথে।
সংগ্রামের পথে কৌরবের সেনা নড়ে ॥
যাত্রা কালে অমঙ্গল নানা বাদ্য বাজে।
সিংহের গর্জন যেন কর্ণবীর গাজে ॥
কর্ণ বলে শৈল্য আজি দেখিবে নয়নে।
মোর বাণে অর্জুন মরিবে আজি রণে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভারতের কথা।
কর্ণের বচনে শৈল্যের মনে লাগে ব্যথা ॥

কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ ও অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার

শৈল্য বলে অসত্য বাক সহিবার নই।
হংস কাক উপাখ্যান শুন কর্ণ কই ॥
জলধি নিকটে বৈস্য ভাগ্যবান ছিল।
উচ্ছিষ্টে কাকের ছাএ যতনে পুষিল ॥
পোষা কাক বস্যা আছে সাগরের তীরে।
হংসযূথে দেখ্যা কাক কহে তা সভারে ॥
কোথা ঘর তোমাদের ভাস্যা কেন মর।
পাখ আছে তবে কেন উড়্যা যাতে নার ॥
উড়্যা যাবা গাড় বড় হংস সব বলে।
মান সরোবরে ঘর ভাসি মোরা জলে ॥
কাক কহে শত গতি আছএ আমার।
কোন গতে সমুদ্র হইব পারাপার ॥
উড্ডিন প্রড্ডিন আমি সমড্ডিন জানি।
অলক্ষিতে উড়্যা যাব না ছুঁইব পানি ॥
আকাশে উঠিয়া কাক উড়্যা পাক যায়।
সমুদ্র হইব পার পাছু পাছু আয় ॥
শত পাতে পাখায় গগন পথে উড়ে।
কথোদূরে যাথ্যে জলে বেত্থায়্যা পড়ে ॥
হংস সব কাকে কহে পাঅ কেন ব্যথা।
উড্ডিন প্রড্ডিন এখন সমড্ডিন কোথা ॥
হংসে ডাক্যা কাতর হইয়া বলে কাক।
সমুদ্রেতে ডুব্যা মরি মোর প্রাণ রাখ ॥
গর্ব তেজ্যা কাক হংসের চরণ ধরিল।
সকল হংস হাস্যা কাকে তটে তুল্যা
দিল ॥
অর্জুনের বাণে বিন্ধ যখন হইবি।
কাকের প্রায় ওরে কর্ণ তখনি জানিবি ॥
কর্ণ কহে শুন শৈল্য আমার বচন।
বিপ্রে কয়্যা গেছে তোর দেশের লক্ষণ ॥
উচ্চ কপালি মায়্যা যত সব অমঙ্গল।
সুরা খায়্যা সদা নাচে পরয়ে কম্বল ॥
মদ্র দেশে মাতাল বলয়ে যতজন।
তোচ্ছার রাজা হয়্যা কসি কুবচন ॥
তোর দেশে ভক্ষাভক্ষ নাঞিক বিচার।

এমন দেশের রাজা হয়্যা করিস
অহংকার ॥
দুর্যোধন বিবাদ ভাঙিল দোঁহাকার।
রণস্থলে গেল কর্ণ ডাকে মারমার ॥
যুধিষ্ঠির কহে পার্থে এবার সামাল।
শৈলকে সারথি কর্যা কর্ণ রণে আল্য ॥
স্নেহ হেতু ভীষ্ম দ্রোণ তেজিল জীবন।
প্রমাদ পড়িল আজি কর্ণ সনে রণ ॥
ব্যূহ কৈর সংশপ্তক সনে পার্থ যুঝে।
দুই দলে মিশামিশি ধুধু দামা বাজে ॥
যুঝে ভীম মহাবীর কর্ণের নিকটে।
সুষেণ কর্ণের পুত্র ভীম তারে কাটে ॥
পুত্র শোকে কর্ণবীর রণে প্রবেশিল।
পাণ্ডবের সেনা বহু বাণে নিপাতিল ॥
কোপে রাজা যুধিষ্ঠির নিল শরাসন।
কর্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে ধর্মের নন্দন ॥
বজ্রসম দশ বাণ মারে কর্ণবীরে ॥
মূর্ছিত হইয়া কর্ণ পড়ে রথোপরে ॥
কর্ণের শরীরে শোণিত বহে অনিবারা।
হিমালয়ে গঙ্গা যেন বহে জলধারা ॥
হাহাকার কুরুদল গণিল প্রমাদ।
পাণ্ডবের সেনা এ ছাড় সিংহনাদ ॥
চেতন পাইয়ে কর্ণ কোপ দৃষ্টে চায়।
ধনু ধর্যা বাণ মারে যুধিষ্ঠিরের গায় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র হাতে নিল রবির নন্দন।
একবাণে জিনে পাণ্ডবের সেনাগণ ॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ ধনুর্ধর।
ধ্বজছত্র কাটিয়া পেলিল ধনুঃশর ॥
জ্বালায় জর্জর বাণে কাটিল সারথি।
ভঙ্গ দিল রণে যুধিষ্ঠির নরপতি ॥
ধায়্যা যাতে ধরে কর্ণ ধর্মপুত্রের হাত ॥
পালাইয়া কোথা যাবে পাণ্ডবের নাথ ॥
বীরজনে কটু কভু না বলিহ রণে।
ধর্মরাজে ছাড়্যা দিল কুন্তীর বচনে ॥
কর্ণ রণে পাণ্ডু সেনা পালায় সমরে।
ভঙ্গ দিল সেনা ভীম রাখিতে না পারে ॥
পুনু যুধিষ্ঠির রাজা মারে কর্ণবীরে।
কর্ণ ॥
নারাচে রাজার তনু খন্ড খণ্ড করে ॥
পূর্ণ কর্ণ বাণ নিল দেখ্যা মদ্র রাজ।
পাছে যুধিষ্ঠির মরে হইল অকাজ ॥
ভাগিন্যার দুঃখ দেখ্যা কর্ণবীরে কয়।
যুধিষ্ঠিরের সনে যুদ্ধ সমুচিত নয় ॥
অর্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলি।
আপনার প্রতিজ্ঞায় কেনে আপনি
হারিলি ॥
শৈল্যের কথায় কর্ণ সেনা মুখে ধায়।
অবসর পায়্যা রাজা শিবিরেকে যায় ॥
কাল যেন কোপে কর্ণ কেবা তারে
আঁটে।
রথরথী ঘোড়া হাতি কর্ণ তারে কাটে ॥
নকুল আকুল হৈল কর্ণ বীরের বাণে।
সেনা পালাঅ সহদেব ভঙ্গ দিল রণে ॥
মোর ভয়ে অর্জুন পালায়্যা গেল কোথা।
অর্জুন অর্জুন বল্যা ডাকে রণমাতা ॥
কর্ণ কহে রণে পার্থ যে দেখাঅ মোরে।
শত গ্রাম গজ বাজি রথ দিব তারে ॥
যে মোরে অর্জুন দেখাঅ রণের ভিতরে।
সোনায় বাঁধাব তার সর্ব কলেবরে ॥
যে মোরে দেখায় আন্যা পার্থ ধনুর্ধর।
ছয় শত দিব তারে প্রমত্ত কুঞ্জর ॥
রত্ন পূর্ণ রথ দিব স্বর্ণ রাশি রাশি।
দুগ্ধবতী ধেনু দিব আর যত দাসী ॥
অর্জুন সমেত কৃষ্ণ সমরে নাশিব।

যত ধন জিন্যা পায় সব তারে দিব ॥
মদ্ররাজ কোপ করি কহে কর্ণ বীরে।
গোবিন্দ সমেত পার্থ মারিবি সমরে ॥
অসব্য বচন সহিবেক কোন ছার।
এক শৃগাল দুই সিংহে করিবে সংহার ॥
ভুবন বিজই বীর ইন্দ্রের কুমার।
জগৎ নাশিতে পারে কৃষ্ণ সখা যার ॥
শৈল্যের শুনিঞা কথা কর্ণবীর কোপে।
অর্জুন অর্জুন বল্যা ঘোর শব্দে ডাকে ॥
কর্ণের গর্জন শুন্যা গোবিন্দেরে ভাষে।
সংশপ্তক ছাড়িয়া আইল ভীম পাশে ॥
বৃকোদর পার্থে সব কহিল কারণ।
রাজারে দেখিতে গেল নরনারায়ণ ॥
রাজা বলে কহ ভাই মাল্যে কর্ণবীরে।
শুনিলে হইবে পার দুঃখের সাগরে ॥
যেখানে যেখানে যাই কর্ণে দেখি আমি।
কহ ভাই কেমন কর্যা তারে মাল্যে তুমি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ হত্যে কর্ণ তাপ দিল মোরে।
বাণের জ্বালায় জ্বল্যা মরি আইলাঙ শিবিরে ॥
সংশপ্তক জিন্যা আলাঙ ভীমের গোচরে।
ভীমের মুখে শুন্যা আলাঙ তোমা দেখিবারে ॥
ভঙ্গ দিবার নঅ ভাই ভীমে মেনে মালি ॥
কর্ণ ভয়ে কৃষ্ণ সনে পালাইয়া আলি ॥
তোর জন্মদিনে দৈববাণী কহে দেবে।
পৃথিবী জিনিঞা মোরে রাজ্যভার দিবে ॥
দেবের বচন মিথ্যা হইল সকলি।
তুমি পুত্রে কুন্তীরে পুত্রিণী নাঞি বলি ॥
ত্বষ্টার নির্মাণ রথে রণ ভীরু হলি।
শত্রু বধ্যা রাজ্য খণ্ড ভাল মোরে দিলি ॥
গাণ্ডীব ধনুক তোর গোবিন্দ সারথি।
হনুমান রথধ্বজে রথ বাউ গতি ॥
এত দূরে জানা গেল তোর যুদ্ধের সীমা।
অন্যেরে গাণ্ডীব দিয়া ছাড় রে গরিমা ॥
কোপে কম্পমান পার্থ রাজার বচনে।
ঘোর দৃষ্টে চায় ওষ্ঠ চাপে ঘনে ঘনে ॥
খড়্গ ধর্যা পার্থ উঠে রাজারে কাটিতে।
বাসুদেব ব্যস্ত হয়্যা ধরিলেন হাথে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই এ কোন বেভার।
যে গাণ্ডীব ছাড়িতে বলে মাথা কাটি তার ॥
জ্যেষ্ঠ ভায়ে কাট তুমি অনুচিত ধর্ম।
অর্জুন বল্লেন দেব করি কোন কর্ম ॥
কাটা হত্যে অধিক হয় নিন্দা যদি কর।
নিন্দা করে ধনঞ্জয় শুন যুধিষ্ঠির ॥
ক্রোশেক অন্তরে থাক শত্রুর সমরে।
মহাবলবান বরং ভীম ব'লতে পারে ॥
ভ্রাতৃ দারা ধন ধরা পাশাএ হারিলে।
বনে ভ্রমাইয়া পরের চাকুরি করালে ॥
তোর যুদ্ধে বধিলাম যত গুরুজন।
তোর পাকে মল্য পৃথিবীর রাজাগণ ॥
ভায়ে নিন্দা কর্যা গলে খড়্গ দিতে চায়।
আপনার বড়াঞি কর কহে যদুরায় ॥

আমার সমান বীর কে আছে ভূতলে।
নিবাত কবচে মারিলাঙ বাহুবলে॥
খাণ্ডব দাহন কর‍্যা জিনিলাঙ গন্ধর্বে।
শিব সঙ্গে যুদ্ধ মোর ইহা জানে সর্বে॥
এত বল্যা রাজার পড়িল পদতলে।
বাহু পশারিয়া রাজা করিলেন কোলে॥
অর্জুন প্রতিজ্ঞা কৈল গোবিন্দ গোচরে।
আজিকার সমরে মারিব কর্ণবীরে॥
এত শুন্যা যুধিষ্ঠির আনন্দ হইল।
আশিস করিয়া শিরের আঘ্রাণ লইল॥
অর্জুনের বচনে গোবিন্দ ঘোড়া জুড়ে।
বাদ্য বাজে সুমঙ্গল দোঁহে রথে চড়ে॥
বিশিখ সারথি প্রতি ভীম বীর বলে।
হের দেখ অর্জুন আইল রণস্থলে॥
কর্ণ ভয়ে পাণ্ডুসেনা গুণিল প্রমাদ।
হেনকালে অর্জুনের বাজে সিংহনাদ॥
নকুল সহদেব বীর বৃকোদর কোপে।
কৌরবের সেনা যত নাশে লাখে লাখে॥
ভীম॥
রথ পেল্যা রথ ভাঙে ভূমে পড়ে রথী।
ঘোড়া পেল্যা [ঘোড়া] মারে হাথি
পেল্যা হাথি॥
মরিল অনেক সেনা নাহিক অবধি।
শৃগাল কুকুরে খায় বহে রক্তনদী॥
গদা কান্ধে বৃকোদর আগায় পাচ্ছায়।
হাতাহাতি কর‍্যা মারে চাটাচাটি পায়॥
তা দেখিয়া মহাবীর দুঃশাসন কোপে।
ভীমের উপর বাণ মারে লাখে লাখে॥
বাণ খায়্যা ভীম ধায় সংগ্রামের পথে।
জটে ধর‍্যা দুঃশাসনে পাড়ে রথে হতে॥
পূর্বের প্রতিজ্ঞা পালি সর্বে চায়্যা দেখ।
দুর্যোধন কর্ণ আদি কে রাখিবে রাখ॥

রজস্বলা দ্রৌপদীরে সমাঝে আনিলি।
শুন পাপী সেই পাপে পরাণ হারালি॥
এত বলি খড়্গাঘাতে চিরে তার বুক।
বুকে বস্যা রক্ত খায় মারিয়া চুমুক॥
রাক্ষস আকারে রক্ত বৃকোদর খায়।
ভীমের উপরে দশ সহোদর ধায়॥
দশ মুণ্ডে বৃকোদর মারে গদার বাড়ি।
ভাদ্র মাসের তাল যেমন যায় গড়াগড়ি॥
ভায়ের মরণে শোক করে মহারাজা।
হেনকালে আল পার্থ রণে মহাতেজা॥
কর্ণে বলে শৈল্য রাজা চায়্যা দেখ রথে।
দেখহ অর্জুন বীর গোবিন্দ সহিতে॥
বীর ডাক ডাকে কর্ণ ছাড়ে সিংহনাদ।
গগনে দেবতাগণ গণিছে প্রমাদ॥
অন্তরীক্ষে কর্ণ পক্ষে যক্ষ আদি যত।
রবির নন্দনের জয় বাঞ্ছে অবিরত॥
অর্জুনের জয় চায় যত দেব মুনি।
আপন পুত্রের জয় বাঞ্ছে বজ্রপাণি॥
আপন পুত্রের জয় বাঞ্ছে দিবাকরে।
জয় জিজ্ঞাসিতে গেলা বিধি মহেশ্বরে॥
ব্রহ্মা শিব সম্বোধিয়া দেবগণে কয়।
আজি রণমাঝে হব অর্জুনের জয়॥
কর্ণ বলে অর্জুন আমারে যদি মারে।
মদ্রপতি কহ কি করিবে তারপরে॥
শৈল্য বলে তোর হবে অবশ্য মরণ।
কৃষ্ণার্জুনে বাধিয়া তুষিব দুর্যোধন॥
পার্থ বলে কর্ণ যুদ্ধে আমি যদি মরি।
একেলা কর্ণের রণে কি করিবে হরি॥
অর্জুনের মুখ হেরি কহে জনার্দন।
আমি জিতে তোমারে মারিবে কোন
জন॥
তোমার বদন হের‍্যা সদা আমি আছি।

তুমি মলে এক দণ্ড আমি নাকি বাঁচি ॥
কর্ণ পর্বে চিত্র কথা কবিচন্দ্র কয় ।
ক্ষেত্রি হয়্যা শুনে যদি রণে জয় হয় ॥

কর্ণের পতন

কৌরবের দলে ধুধু ধুধু দামা বাজে ।
শংখ ঘণ্টা আদি বাদ্য পাণ্ডব সমাঝে ॥
অর্জুনের রথধ্বজে বসে হনুমান ।
কর্ণ রথধ্বজপরি গজ অনুপাম ॥
দেখাদেখি কৃষ্ণার্জুনে চায় শৈল্য পানে ।
কর্ণে বিনাশিতে কহে কটাক্ষের কোণে ॥
অর্জুনেরে কর্ণ বলে খুঁজ্যা বুলি
তোরে ।
পার্থ বলে কর্ণ আজি যাবে যমঘরে ॥
দুই বীর রণধীর ডাকে মার মার ।
রবিতল আছন্ন বাণে ঘোর অন্ধকার ॥
কর্ণের কথা বৃকোদর পার্থে ডাক্যা
কয় ।
খণ্ডাতিল্যা বল্যাছিল সে কিছু স্মরণ
হয় ॥
সুত পুত্রের সঙ্গে সারাদিন যুদ্ধ কর ।
মোরে ছাড়্যা দেহ কর্ণে যদি নাঞি
পার ॥
অর্জুন কহেন আমি প্রতিজ্ঞা কর্যাচি ।
চায়া দেখ সুতপুত্রে মারিয়া রাখ্যাচি ॥
কোপে কর্ণ শত বাণ মারিলেক আটে ।
আশি বাণে কর্ণ তার শত বাণ কাটে ॥
রামের শিক্ষা কর্ণ বীর বাউ অস্ত্র
পেলে ।
চক্রাবর্তে ফেরে রথ গগন মণ্ডলে ॥
হনুমান ধ্বজোপরি রথে যদুরায় ।
তথাপি পার্থের রথ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
কৃষ্ণ পদাঘাতে রথ নামে ভূমিতলে ।
আপনা সামাল বল্যা ধনঞ্জয় বলে ॥
ক্রোধ কর্যা বাণ মারে পার্থ ধনুর্ধর ।
রথ রথী সুতে বিন্ধ্যা করিল জর্জর ॥
কর্ণ কুপিয়া বাণ অর্জুনেরে মারে ।
অর্জুনের রথ পড়ে ক্রোশ সতন্তরে ॥
চক্ষের নিমেষে রথ কৃষ্ণচন্দ্র আনে ।
পুনঃ পুনঃ চিত্ররথ কর্ণ উড়ায় বাণে ॥
বাণে বাণে কৃষ্ণার্জুনে করিল প্রমাদ ।
কতবার কর্ণে কৃষ্ণ করে সাধুবাদ ॥
সর্প বাণ কর্ণ বীর সন্ধান পুরিল ।
অর্জুনে বাঁচাতে মদ্ররাজ নিষেধিল ॥
ফির্যা সন্ধান কর কর্ণ শৈল্য রাজা বলে ।
দুবার সন্ধান নহে মোর কর্ণ কহে
শৈল্যে ॥
বাক্য না রাখিলি বল্যা শৈল্য রাজা যায় ।
ফাঁফরে পড়িল কর্ণ করে হায় হায় ॥
কর্ণ এড়িলেক বাণ দেখ্যা চক্রপাণি ।
বিশ্বম্ভর রূপ রথে হইল্যা আপনি ॥
ধরাতল দল দল হাঁটু পাতে হয় ।
ভূমেতে ঠেকিল জংঘ ভর নাঞি সয় ॥
গোবিন্দের ভরে রথ হেটে নাম্যা পড়ে ।
অর্জুনের মাথার কিরীট কাট্যা পাড়ে ॥
পুনর্বার কর্ণে আস্যা সর্প কহে দ্রুত ।
অশ্বসেন আমার নাম বাসুকির সুত ॥
মার্যাচে আমার মাকে খাণ্ডব দাহনে ।
এবার সন্ধান কর কাটিব অর্জুনে ॥
প্রতিজ্ঞা আমার একবার বাণ মারি ।
রণমাঝে অন্যের সহায় নাঞি করি ॥
অর্জুনে বাসুকি সুত আপনি চলিল ।
গোবিন্দের আজ্ঞায় গড়ুর বাণে
সংহারিল ॥

ব্রহ্ম অস্ত্র রামের শাপে কর্ণ পাশরিল।
মুনি শাপে রথ চক্র পৃথিবী গিলিল॥
চাকা তোলে বাণ মারে ঘোড়াকে চালায়।
শর না জুড়িতে পুন বাণ মারে গায়॥
পৃথিবী গিলিল চাকা চারি আঙুল
জাগে।
সম্মুখ হইতে নারে যত বীরভাগে॥
বিশস্ত্রে না মার্য্য বাণ কর্ণ পার্থে কয়॥
সশস্ত্রে মারিলে বাণ ধর্মযুদ্ধ হয়॥
কৃষ্ণ কহে ওহে যখন দ্রুপদের সুতা।
সমাঝে আনিল তখন ধর্ম ছিলেন
কোথা॥
পাণ্ডবে পোড়াল্যে যখন করিয়া যৌঘর।
তখন ধর্ম কোথা ছিলেন এখন
ধর্মেশ্বর॥
এতেক শুনিঞা কর্ণ দারুণ বাণ এড়ে।
অচেতন হয়্যা ধনঞ্জয় রথে পড়ে॥
পাণ্ডুবর্গে হাহাকার করে সর্বজন।
রথচক্র তুলে ওথা রবির নন্দন॥
চেতন করায়্যা কৃষ্ণ অর্জুনেরে বলে।
এই কালে মার বাণ ওই চাকা তুলে॥
গান্ডীবে জুড়িয়া বাণ করেন নমস্কার।
মোর ভাগ্য থাকে যদি কর্ণ বীরে মার॥
অঞ্জলিক নামেতে বাণ যমের সোসর।
আলো কর্য়া চলে যেন কোটি শশধর॥
কর্ণের কাটিয়া মাথা পাড়ে ভূমিতলে।
গোবিন্দ অর্জুন বীরে করিলেন কোলে॥
ইন্দ্র যেন বজ্রাঘাতে মারে বৃত্রাসুরে।
কর্ণ তেজ প্রবেশ করিলা দিবাকরে॥
মালশাট মারিয়া নাচএ ভীম বীর।
মেঘের গর্জন জিনি গর্জন গভীর॥
পাণ্ডবের সেনায় ছাড়এ সিংহনাদ।
কৌরবের সেনা কাঁপে গণিল প্রমাদ॥
শূন্য রথ লয়্যা শৈল্য রাজার কাছে
আল।
কর্ণ কোথা বল্যা রাজা ধূলোয় পড়িল॥
হা কর্ণ হা কর্ণ বল্যা দুর্যোধন ডাকে।
কোথা গেলে এ ঘোর সাগরে পেল্যা
মোকে॥
শৈল্য বলে আজি রাজা নিবারহ রণ।
অবহার আসিয়া বলিল দুর্যোধন॥
কৌরব পাণ্ডব গেল যার যে শিবিরে।
সূর্য অস্ত গিরি গেল পশ্চিম সাগরে॥
যুধিষ্ঠির কোলে কর্য়া ধনঞ্জয়ে বলে।
আজি কর্ণে মার্য়া ভাই মোরে
বাঁচাইলে॥
তারপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
রণভূমে দেখ্যা কর্ণে করে হায় হায়॥
রক্তাক্ত শরীর তোমার পড়্যাছ ভূতলে।
রণ কর্য়া স্বর্গ গেলে সাধু সাধু বলে॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী শুনিঞা শোক করে।
সঞ্জয় কহিয়া নীত বুঝাল সভারে॥
কর্ণ পর্ব যেবাজন গায় গায়ায় শুনে।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় সেইজনে॥
এই পর্ব যেবাজন গায়ায় সাদরে।
বাস ভূষা দক্ষিণা দিবেক গায়কেরে॥
সধবা শুনিলে হয় স্বামীতে ভকতি।
বিধবা শুনিলে কৃষ্ণপদে হয় মতি॥
ইহার উত্তর গাব শৈল্য পর্ব কথা।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসগুণ গাথা॥

শল্যপর্ব

শকুনি বধ

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
কর্ণ মল্যো কি করিল রাজা দুর্যোধন॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা করহ শ্রবণ।
হা কর্ণ হা কর্ণ বল্যা কাঁদে দুর্যোধন॥
দ্রোণী বাক্যে সেনাপতি করে মদ্ররাজে।
দুন্দুভি দগড় দামা নানা বাদ্য বাজে॥
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূত পুত্রে চ পাতিতে।
শশঃ সর্বাণ্ রণে পার্থান্ নিহনিষ্যতি মারিষ!॥
হতে দ্রোণে হতে ভীষ্মে কর্ণ মহামতি।
পাণ্ডবে জিনিবে শৈল্য আশা বলবতী॥
শেষ সেনা লয়্যা যুদ্ধ করে মদ্রপতি।
রথীতে রথীতে যুদ্ধ পদাতি পদাতি॥
অশ্বে অশ্বে গজে গজে মাহুতে মাহুতে।
পিতা পুত্র কাটাকাটি করএ যুদ্ধেতে॥
অর্জুন ভীমের ভএ সেনা ভঙ্গ দিল।
সেনা বাহুড়িয়্যা রণে শকুনি ধাইল॥
শকুনি ধরিয়্যা ধনু বরিষএ বাণ।
পালায় পাণ্ডবের সেনা লইয়া পরাণ॥
সেনা বাহুড়িয়্যা সহদেব করে রণ।
বাণে বাণে জর্জর হইল দুইজন॥
শুনরে শকুনি পাশা কপটে খেলালি।
বনে ভ্রমাইয়া বেটা বড় দুঃখ দিলি॥
সহদেব মুণ্ড কাটে ঘুচিল বিপদ।
পাপিষ্ঠ শকুনি মল্য পাশার আপদ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপ অবতংস।
শ্রীমদনমোহন তার শত্রু কর ধ্বংস॥

শল্যবধ

যুধিষ্ঠির রাজা বলে তুমি কৌরবের ছলে
মামা হয়্যা হলে কুরুপক্ষ।
দেখাহ ধর্মের বল শত্রু পক্ষ রসাতল
সারথি গোবিন্দ মোর পক্ষ॥
এতেক শুনিঞা বাণী কহে শৈল্য নৃপমণি
ভয় পায়্যা স্তব কর মোকে।
ঠেকিলে আমার হাতে আজি যাব যম পথে
গোবিন্দ কেমনে তোরে রাখে॥
কাট্যা পেল কিসের তোর মামা।
কৃষ্ণ কহে যুধিষ্ঠিরে মার পাপী দুরাচারে
তোমার সাক্ষাতে নিন্দে আমা।
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা খড়্গাঘাতে কাটে মাথা
ভূমেতে পড়িল মদ্রপতি।
তাহার অনুজ ধায় যুধিষ্ঠির কাটে তায়
ধরণী লোটায় মাতা হাতি॥
কাটিয়া শৈল্যের মাথা ধর্ম ভাবে মনে ব্যথা
রাজা বলে করিলাঙ কুকর্ম।
কৃষ্ণ কয় তেজ শোক মদ্র গেল স্বর্গলোক
কহেন শংকর ক্ষেত্র জাতের ধর্ম॥

ভীম ও দুর্যোধনের ঘোর গদাযুদ্ধ

সংশপ্তকগণ আর নারায়ণী সেনা।
ভীমার্জুন মারিলেক ছিল যত জনা॥
একাদশ অক্ষৌহিণী হইলা নিধন।
কৃপ দ্রোণী কৃতবর্মা রহে তিনজন॥
সঞ্জয়েরে দুর্যোধন কহে অনুতাপে।
পড়িল সকল সেনা কয়্য মোর বাপে॥

একাদশ চমূভর্তা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতি প্রস্থিতো
হ্রদম্॥

জল স্তম্ভ বিদ্যাবলে ডুবিয়া রহিল।
কৃপাচার্য জিজ্ঞাসিতে সঞ্জয় কহিল॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে কি করিল তিনজন।
সঞ্জয় বলে হ্রদে গেলা যথা দুর্যোধন॥
অশ্বথামা কূলে যায়্যা ডাকিতে
লাগিল।

শব্দ অনুসারে দুর্যোধন উঠ্যা আল॥
চারিজনে জড় আস্যা হল্য বৃক্ষমূলে।
অশ্বথামা মহাবীর দুর্যোধনে বলে॥
পাণ্ডব সমেত আজি গোবিন্দে মারিব।
তিনজনে তবে গায়ের সাঁজবা ঘুচাইব॥
রাজা বলে শ্রান্ত আছি শয়নে রহিব।
কালি প্রাতে যায়্যা সভে পাণ্ডবে
মারিব॥

এত শুনি তিনজন যথাস্থানে গেল।
দুর্যোধন পুনরূপি হ্রদে প্রবেশিল॥
হ্রদে প্রবেশিল রাজা দেখে ব্যাধগণ।
মৃগয়া করিতেছিলা ভীমের কারণ॥
ব্যাধ সব আস্যা তত্ত্ব কহিল ভীমেরে।
সসন্যে পাণ্ডব সাজ্যা গেল হ্রদ তীরে॥
যুধিষ্ঠির বলে কি করিব যদুরায়।
জলে ডুব্যা রৈল পাপী কি হবে উপায়॥

এত শুন্যা গোবিন্দ কহেন যুধিষ্ঠিরে।
ইন্দ্র যেন প্রবন্ধে বধিল বৃত্রাসুরে॥
রাবণে শ্রীরাম মারে অগস্ত্যে বাতাপি।
অহংকার সহিতে নারে দুর্যোধন
পাপী॥

যুধিষ্ঠির বলে দুর্যোধন উঠ্যা আয়।
ভীম গর্জ্যা বলে মোর ভয়ে মল্য প্রায়॥
ভীমের বচন তারে শেল যেন বাজে।
জলের ভিতরে রাজা সিংহ যেন গাজে॥
শত্রুর বচন সেই সহিতে নারিল।
গদা হাতে করি দুর্যোধন উঠ্যা আল॥
দুর্যোধন বলে রাজা আমি একেশ্বর।
ধর্মবীর না করিহ অধর্ম সমর॥
এক অক্ষৌহিণী সেনা দেখ মোর
সাথে।

সভাই থাকুক যুদ্ধ কর ভীম সাথে॥
ভীমে জিলে রাজা হবে মোরা যাব বন।
এত শুন্যা গদা কাঁধে নাচে দুর্যোধন॥
দুই বীর গদা ধরে সমর করিতে।
হেনকালে আল্য রাম তীর্থ যাত্রা হতে॥
বলরামে দেখ্যা সভে কন নমস্কার।
রাম কহেন গদা হাতে দেখি যে দোঁহার॥
আদ্যপান্ত যত কথা কহে যুধিষ্ঠির।
শুন্যা বলরাম কহে সুবুদ্ধি সুধীর॥
স্যমন্ত পঞ্চকে যুদ্ধ করুক দুইজন।
বলদেব কহে শুন ধর্মের নন্দন॥
সেথা যুদ্ধ কর্যা মলে যায় স্বর্গপুরে।
এত শুন্যা গেল তথা যত বীরবরে॥
গদা ধর্যা দুই বীরে করএ সমর।
ইন্দ্র যম সম দোঁহে দেখিতে সুন্দর॥
দুর্যোধনে গর্জা বলে ভীম মহাবল।
তোরে মালে হয় মোর প্রতিজ্ঞা সফল॥

রাজা বলে বড়াই কর্যা ভায়ের সাক্ষাতে।
এবার বাঁচহ যদি মোর গদাঘাতে॥
মণ্ড করি গদা হাতে দুই বীর যুঝে।
চতুর্দিকে বীরঘটা মাঝে দোঁহে সাজে॥
ঘুর্যা ঘুর্যা ফির্যা ফির্যা বুলে যেন চাক।
বুকেতে মারিয়া গদা যায় উড়্যা পাক॥
দুর্জয় দোহার গদা বাজে বাহুমূলে।
বৃষে বৃষে যুদ্ধ যেন শার্দুলে শার্দুলে॥
দুই সিংহ গহন ভিতরে যেন রণ।
পরস্পর জয় ইচ্ছা করে দুইজন॥
সামলে সামাল বলা ডাকে কুরুবীর।
গদাঘাতে কাঁপাইল ভীমের শরীর॥
ভীম ঘুরাইয়া গদা মারে কোপাবেশে॥
দুর্যোধন রাজার তাড়িল কণ্ঠদেশে॥
সহিয়া দারুণ গদা কুরু নরপতি।
গদার আঘাতে ভাঙে বৃকোদরের ছাতি॥
কতক্ষণে বৃকোদর চেতন পাইল।
গদা ধরি বলে রাজা সামাল সামাল॥
ঘুরাইয়া গদাখান মারিল বুকেতে।
অচেতন হয়্যা রাজা পড়িল ধূলাতে॥
কতক্ষণে চেতন পাইল কুরুরায়।
গদাহাথে উঠে রাজা কোপ দৃষ্টে চায়॥
দুর্যোধন বলে সভে দেখ বিদ্যমান।
অরে ভীম বীর তোর না বাঁচে পরাণ॥
গদা হাথে করি ধায় কুরু নরপতি।
পদভরে দল দল করে বসুমতী॥
মাথাএ তাড়িল গদা পড়ে ভূমিতলে।
হায় মরি কি হল কি হল রাজা বলে॥
তা দেখিয়া পার্থ বলে শুন জনার্দন।
এত যুদ্ধ কর্যা তবু যাতে হল্য বন॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণ কহেন অর্জুনে।
উরাত ভাঙিয়া মারুক পাপী দুর্যোধনে॥
চেতন পাইয়া উঠে পবন কুমার।
গদা কান্দে বৃকোদর ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
উরাত চাপড়ায় পার্থ চায়্যা ভীম পানে।
প্রতিজ্ঞা কর্যাছে ভীম পড়্যা গেল মনে॥
এত কথা দুর্যোধন কিছুই না জানে।
মহাবলবান যুদ্ধ করে দুইজনে॥
ঘুরাইয়া গদা পুন দুর্যোধন মারে।
গদাঘাতে অগ্নি জ্বলে ভীমের শরীরে॥
গদা হাতে বৃকোদর আগবাড়ি পাছায়।
পতঙ্গ যেমন ফিরে পতনে না পায়॥
দুরু দুরু শবদে ডাকএ গদাখান।
বৃকোদর মহাবীর সঘনে ঘুরান॥
মাথাএ দেখায়্যা গদা মারিল উরাতে।
উরুদণ্ড ভাঙে যেন বজ্রের আঘাতে॥
কুরু নরপতি উরুযুগল দেখিলে।
কামিনী মোহিত হয়্যা ভজে কামানলে॥
হেন উরু ভাঙ্গ্যা ভূমে পড়ে কুরুপতি।
দুরু দুরু শবদে কাঁপএ বসুমতী॥
মাথার মুকুট ভীম ভাঙে বাম পায়।
গোবিন্দ বলিয়া ভীম নাচিয়া বেড়ায়॥
যুধিষ্ঠির বলে ভীম দুষ্ট কুভাজন।
দুর্যোধনে লাথি মার জ্যেষ্ঠ গুরুজন॥
উরু ভাঙ্গ্যা কুরুপতি ভূমে গড়ি যায়।
ছলছল আঁখি বলরাম পানে চায়॥
মহাকোপে উঠে রাম গোবিন্দেরে কয়।
নাভি অধো গদাযুদ্ধ সমুচিত নয়॥
দুর্যোধনে মারে ভীম আমার গোচরে।
গদার বাড়িতে আজি মারিব ভীমেরে॥
কোলে করি কৃষ্ণ কয় প্রতিজ্ঞা আছিল।

তেকারণে বৃকোদর উরাত ভাঙ্গিল ॥
বলদেব কহে প্রতারণা জানি আমি।
মতিভেদ করাইয়া অনিষ্ট কৈলে তুমি ॥
ক্রোধ কর‍্যা বলদেব স্থান ছাড়্যা যায়।
যুধিষ্ঠির রাজা কাঁদে করে হায় হায় ॥
ভাই বল্যা কাঁদে রাজা কহে গদাধর।
কোনৎসারে ভাই কন ধর্ম নৃপবর ॥
একবস্ত্রা ঘরে ছিল দ্রুপদ কুমারী।
সভামাঝে আনাইল তারে কেশে ধরি ॥
রাজা বলে ভেদ কর‍্যা মালে ভগবান।
যুধিষ্ঠির আমি তোমার সম্বন্ধে সমান ॥
ভীম বলে দ্রৌপদীরে উরাত দেখালি।
উরাত ভাঙিলাঙ তেঞি যমঘরে গেলি ॥
রাজ্য ভোগ ভুঞ্জ্যা তোদের মুখে দিয়া ছাই।
দুর্যোধন বলে স্বর্গে রাজা হতে যাই ॥
মরিল যতেক বীর নাঞি এক প্রজা।
রাঁড়ের উপরে তোরা হবে হলি রাজা ॥
শুনিঞা গোবিন্দ বলে রাজা দুর্যোধনে।
মাগ্যাছিলাঙ পঞ্চগ্রাম নাই দিলে কেনে ॥
রাজা কহে যা বলালে তাই বল্যাঙ আমি।
অন্তকালে পাদপদ্মে স্থান দিঅ তুমি ॥
দেবগণ প্রশংসিয়া গেল দুর্যোধনে।
পাণ্ডব শিবিরে গেল আনন্দিত মনে ॥
রথে হতে গোবিন্দ অর্জুনে নামাইল।
হনুমান কৃষ্ণে বন্দ্যা নিজ স্থানে গেল ॥
গোবিন্দ নামিতে রথ ভস্মরাশি হল।
পার্থ জিজ্ঞাসিতে কৃষ্ণ কারণ কহিল ॥
ব্রহ্মাস্ত্রে রথ ধ্বংস রাখিলাঙ যোগেতে।
অর্জুনে পালিহ ধর্ম কহে যদুনাথে ॥

যদি ন ত্বং ভবেন্নাথঃ ফাল্গুনস্য মহারণে।
কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেব বলার্ণবঃ ॥

তুমি না থাকিতে আর ভাই ধনঞ্জয়।
তবে রণার্ণবে নাকি কুরু হত ক্ষয় ॥
বাসভূষায় পরিতোষ কর‍্যা সেনাগণে।
শিবির ছাড়িল কৃষ্ণ আর পঞ্চজনে ॥
হস্তিনায় যাহ রাজা কহে গোবিন্দেরে।
গান্ধারীর শাপে আজি বাঁচাঅ সভারে ॥
শুনিয়া গোবিন্দ গেলা হস্তিনা ভুবন।
ধৃতরাষ্ট্রে বলে মল্য রাজা দুর্যোধন ॥
রাজা রাণী পুত্রশোকে পড়ে ভূমিতলে।
শোক নিবারিতে ব্যাস আল্যা হেনকালে ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে ব্যাস শোক ছাড় মনে।
পঞ্চ ভায়ে পঞ্চ গ্রাম নাঞি দিলে কেনে ॥
কৃষ্ণ বাক্য না রাখিলে বংশ হল্য ক্ষয়।
অতঃপর চিন্তা কর পাণ্ডবের জয় ॥
গোবিন্দ বিদায় হল রাজা রাণী কাঁদে।
কুরুনারী যত তারা বুক নাঞি বাঁধে ॥
সঞ্জয় কহেন রাজা শুন একমনে।
কৃপ দ্রোণী কৃতবর্মা আল্যা রাজার স্থানে ॥
রাজার দুর্গতি দেখি করে হায় হায়।
শব্দ অনুসারে রাজা তাদের পানে চায় ॥
অশ্বত্থামা কহে রাজা দূর কর বেথা।
আজ্ঞা পালে কাট্যা আনি পাণ্ডবের মাথা ॥
শিবির ছাড়িল্যা কৃষ্ণ লয়্যা পঞ্চজন।
হিতপথ্য জনামত কহিয়া বচন ॥

বার্ণাবত অন্তঃপুরে সাত্যকি সহিতে।
সঞ্জয় কহেন রাজা শুন একচিতে ॥
কৃপাচার্য বলে রাজা মোর বাক্য ধর।
অশ্বত্থামায় মোর বোলে অভিষেক কর ॥
অশ্বত্থামায় অভিষিক্ত কৃপাচার্য করে।
নিশাতে প্রতিজ্ঞা কর‍্যা চলেন শিবিরে।
গদা পর্বের কথা এতদূরে সার।
শ্লোকার্থ সঙ্গীত রস কবিচন্দ্র গায় ॥
এই পর্ব যেবাজন গায় গায়ার শুনে।
ধনপুত্র লক্ষ্মী তার বাড়ে দিনে দিনে।
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর।
দ্রোণী পর্ব গান হবে ইহার উত্তর ॥

সৌপ্তিক পর্ব (দ্রোণী)

অশ্বত্থামার পরামর্শ

ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা সঞ্জয়েরে কয়।
তারপর কি করিল কহ মহাশয় ॥
সঞ্জয় বলেন শুন নৃপ চূড়ামণি।
কৃতবর্মা কৃপাচার্য মহাবীর দ্রোণী ॥
তিন জনে দ্রুত গতি পূর্বমুখে ধায়।
অনেক দেশ ভুঞ্যা শ্রান্ত হইল নিশায় ॥
বট বৃক্ষতলে তারা বিশ্রাম করিল।
কৃতবর্মা কৃপাচার্য নিদ্রাগত হল্য ॥
অশ্বত্থামা ক্রোধ হেতু নিদ্রা নাই গেল।
দ্রোণাচার্য স্মরণ কর‍্যা কান্দিতে লাগিল ॥
সেই বট বৃক্ষে কাক থাকে কত শত।
এক উলূক আল্য বৃক্ষে দেখিতে অদ্ভুত ॥
আসিয়া উলূক কাক বহু বিনাশিল।
তা দেখিয়া অশ্বত্থামা ভাবিতে লাগিল ॥
পেঁচা হত্যে দ্রোণ পুত্র উপদেশ পায়।
একজন অনেকে মারে দেখিবারে পায় ॥
পেঁচা যেমন কাকগণে করিল বিনাশ।
এমনি সুপ্ত শিবিরায় পাণ্ডব করি নাশ ॥
এত ভাবি অশ্বত্থামা উঠিয়া বসিল।
কৃতবর্মা কৃপাচার্যের নিদ্রা ভঙ্গ কৈল ॥
দ্রোণ সুত বলে ভাই কি উপায় করি।
শত্রুগণে আমরা সভে কেমন কর‍্যা মারি ॥
কৃপ বলে যত্নের অসাধ্য কিছু নয়।
উত্তম শস্য কৃষকের যত্ন করিলে হয় ॥
বৃদ্ধ সঙ্গে পরামর্শে কর্ম যদি করে।
সেই সে উত্তম লোক ভাল বলি তারে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সঙ্গে মন্ত্রণা করি চল।
অশ্বত্থামা বলে তোমার বুদ্ধি পায়া গেল ॥
আত্ম বুদ্ধে শুভ হয় পর বুদ্ধে নাশ।
স্ত্রীবুদ্ধে প্রলয় করে কহিলাঙ বিশেষ ॥
বিধি সৃষ্টি করি প্রজা বৃত্তি সভায় দিল।
বিপ্রে দম ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ বৈশ্যের কৃষি হল্য ॥
শূদ্রে অনুকূল বাক করি নিবেদন।
অদ্য আমি পিতৃ শত্রু করিব নিধন ॥
অশ্বত্থামা বলে চল আজি রাত্রে যাব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি সুপ্ত শিবিরায় মারিব ॥
কৃপ বলে আজি রাত্রে থাক এই স্থানে।
প্রাতঃকালে মোরা সঙ্গে যাব দুইজনে ॥
তবে তোমার হবেক জয় কহিলাঙ
নিশ্চয়।
কেনে মনে দুঃখ ভাব শুয়্যা নিদ্রা যাঅ ॥
অশ্বত্থামা বলে তুমি ভাল নাঞি কঅ।
আতুর ক্রুধিত কামীর নিদ্রা নাঞি
হয় ॥
পিতৃ মরণ যেদিন হতে শুন্যাচি শ্রবণে।
সেই দিন হত্যে তাপ ঘুচে নাঞি মনে ॥
বিশেষ উরু ভগ্ন দুর্যোধন রাজায়
দেখি।
বাড়এ সন্তাপ মোর আমি বড় দুঃখী ॥
কৃপাচার্য বলে পড়িলে কেবা ধর্ম জানে।
সুপাদি ব্যঞ্জন রস কি জানে ভাজনে ॥
দ্রোণাচার্য পুত্র তুমি পাপ কর মনে।
বীর হয়্যা নিদ্রাতুরে মারিবে কেমনে ॥

নধবঃ পুজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ
ধর্মতঃ।
তথৈবাপাস্ত শস্ত্রাণাং বিমুক্তরথ-
বাজিনাম্ ॥

সুপ্ত মত্ত বিমুখ আর শরণাগত লোকে।
অস্ত্রেতে প্রহার করে নিন্দে সর্বে তাকে ॥
অশ্বত্থামা কহে শাস্ত্র থাকুক তোমাতে।
পিতৃবধ তপ্ত আমি কি কাজ মোর
নীতে ॥
এত বলি অশ্বত্থামা রথারোহে যায়।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

পাণ্ডব শিবির জয় ও দুর্যোধনের মৃত্যু

তিনজন নিশায় শিবির দ্বারে যায়।
মহাদেব দেখি স্তুতি করে তার পায় ॥
স্তবে বশ হয়্যা হর তারে দিল বর।
নিজ হাতের খড়্গ দিল প্রভু মহেশ্বর ॥
কৃপ কৃতবর্মায় রাখিয়া দ্বারদেশে।
খড়্গ হাতে অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শ্রমাবেশে শুয়্যা নিদ্রা যায়।
মারিল বাপের বৈরী গোড়ারির ঘায় ॥
যুধামন্যু উত্তমৌজায় মারে তার পরে।
আপনা আপান কাটাকাটি ঘোর
অন্ধকারে ॥
ঘোড়া হাথি পদাতি মারে কর্য্যা
পরিপাটি।
শিবিরে পড়িল গুন্দি করে ছোটাছুটি ॥
কার হাত কাটা গেল কার কার পা।
কার কার ছিন্ন ভিন্ন খুন্ডল হল্য গা ॥
দ্বার দিয়া পলাইয়া যেবা জন ছোটে।
কৃপাচার্য কৃতবর্মা ধর্য্যা ধর্য্যা কাটে ॥
শিখণ্ডীরে কাটিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
খড়্গ চর্ম হাতে দ্রোণী বড়ই প্রচণ্ড ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আছিল শয়নে।
কাটিল পাঁচের মাথা পাণ্ডব বল্যা জানে ॥
কাটিয়া সকল সেনা পাঁচ মাথা হাতে।
উত্তরিলা তিনজনে রাজার সাক্ষাতে ॥
রাক্ষস পিশাচে যায়্যা রক্ত মাংস খায়।
শৃগাল শোণিত খায়্যা ডাকিয়া বেড়ায় ॥
তিনজনে গেল তারা দুর্যোধন পাশে।
গদায় শৃগাল তাড়ায় রাজা প্রাণ ত্রাসে ॥
তিনজনে দেখ্যা রাজা জিজ্ঞাসা করিল।

কহ আজি রণস্থলে কোন বীর মল্য ॥
সব সেনা কাটা গেল কি জিজ্ঞাস কথা।
এই লহ তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের মাথা ॥
মাথা দেখি দুর্যোধন হরষ অন্তরে।
সাধু সাধু সাবাস সাবাস বলে তারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের এত না হল যোগ্যতা।
বড় দুঃখ দিল মোরে দেহ ভীমের মাথা ॥
ভীমের মাথা বলি নিল গান্ধারী কুমার।
টাকর মারিতে শির হল্য চুরমার ॥
কাটিয়া আনিলি পাঁচ দ্রৌপদী তনয়।
বজ্রাঘাতে নাঞি ভাঙে ভীমের মাথা নয় ॥
অশ্বত্থামা হায় মরি কি কাজ করিলি।
দ্রৌপদীরে মহাবীর কেন কান্দাইলি ॥
মোর দশা কহিয় সর্বে মা বাপের স্থানে।
স্বর্গে দেখা হবেক মোর সভাকার সনে ॥
হরষ বিষাদে রাজা তেজিল পরাণ।
মহারাজা স্বর্গে গেল চাপিয়া বিমান ॥
অশ্বত্থামা কৃপ কৃতবর্মা তিনজনে।
মহাশোকে কান্দ্যা গেল হস্তিনা ভুবনে ॥
এত দূরে সৌপ্তিক পর্বের কথা সায়।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

ঐষিক পর্ব

(সৌপ্তিক পর্বান্তর্গত)

অর্জুন ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ

বৈশম্পায়ন বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ধৃষ্টদ্যুম্নের সূত প্রাতে যুধিষ্ঠিরে কয়
অশ্বত্থামা নিশায় মারিল যত সেনা।
ধৃষ্টদ্যুম্ন মারিল না বাঁচে একজনা ॥
সূত কহে মহারাজা বিপাক হইল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মাথা লয়্যা গেল ॥
এত শুনি সভাই বড় মোহ পায়।
যুধিষ্ঠির পুত্রশোকে করে হায় হায় ॥
জয় অজয় হল্য ভীষ্মাদি যাকে নারে।
এ বড় মনের তাপ অশ্বত্থামা মারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণার্ণব তর্য্যা ডুবিলাঙ নদী জলে।
কলঙ্ক হইল কুলে এ ছিল কপালে ॥
শিবিরেতে মহারাজা যুধিষ্ঠির যায়
আছাড় খাইয়া পড়ে বড় শোক পায় ॥
কাটা গেছে যত সেনা দেখিয়া নয়ানে।
কান্দিয়া আকুল রাজা স্থির নহে মনে ॥
দ্রৌপদী পুত্রের শোকে বুক নাঞি বান্ধে।
যুধিষ্ঠিরের পায় ধরি যাজ্ঞসেনী কান্দে ॥
ভীম যায়্যা দুই হাথে অশ্রু মুছাইল।
দ্রৌপদীরে উঠাইয়া আশ্বাস করিল ॥
অশ্বত্থামায় আজি যদি না বাঁধিবে তুমি।
মণি যদি নাঞি আন প্রাণে মরিব আমি
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীম রথে চাপ্যা গেল।
গঙ্গাতীরে অশ্বত্থামায় দেখিতে পাইল ॥

আততায়ী পলাইয়া যাবি তুঞি কোথা।
কৃষ্ণার্জুন সহিত ভীমের দ্রোণী সনে
কথা ॥
কোপিয়া ঐষিক বাণ এড়ে অগ্নিময়।
পুড়্যা মরে যত প্রজা হইল প্রলয় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে ধনঞ্জয় করিল সংহার।
অশ্বত্থামার চুর্ণ হল্য অহংকার ॥
অর্জুন মাগিল মণি দিতে নাই চায়।
মণি দিয়া প্রাণ রাখ ব্যাস কহে তায়।
এই অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ বিনাশিব।
গোবিন্দ বলেন আমি বালকে বাঁচাব ॥
পুনরপি কোপ করি কৃষ্ণ কহে তারে।
তিন হাজার ॥
বছর পুতিগন্ধ কবেক তোর শিরে ॥
মণি দিয়া প্রবেশ করিলা বীর বনে।
মণি লয়্যা দিলা পার্থ দ্রৌপদীর
স্থানে ॥
যাজ্ঞসেনী সেই মণি দিল যুধিষ্ঠিরে।
যুধিষ্ঠির প্রণমিঞা মণি রাখে শিরে ॥
যুধিষ্ঠির ভয় পায়্যা গোবিন্দেরে কয়।
একা অশ্বত্থামা সৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
কৃষ্ণ কহে শিবের ঠাঁই বর পায়্যাছিল।
লিংগ পুজ্যা বীর বলবান তেঁঞি হল্য ॥
রাজা বলে শিবলিঙ্গ কোথা দ্রোণী
পাল্য।
কৃষ্ণ কহে বিধি শিবের তপস্যা করিল ॥
তপফলে বিধাতা করিল নানা সৃষ্টি।
সৃষ্টি দেখ্যা কোপে শিব করিল
কুদৃষ্টি ॥
লিঙ্গ কাট্যা শিব পেলে মহীর উপর।
দুলোক ভেদে মহী নাই সয় ভর ॥
দেবতা সকল ভয়ে স্থিরতর নয়।
বাড়িতে লাগিল লিংগ হইল প্রলয় ॥
দেবগণ লইল তবে ব্রহ্মার শরণ।
বিধাতা অনেক শিবে করিল স্তবন ॥
তুষ্ট হয়্যা বলে হর বিধি মাগ বর।
ধাতা বলে লিঙ্গ খাট কর মহেশ্বর ॥
বাড়্যাছে শিবের লিঙ্গ টুটে নাকি ঝাট।
যোনি আরোপিতে শিবের লিঙ্গ হল্য
খাট ॥
সেই লিঙ্গ কাট্যা কাট্যা পেলে
ত্রিজগতে।
সভে পুজে শিবলিংগ ব্রহ্মার আজ্ঞাতে ॥
ব্রহ্মা বলে মহীতলে মহিমা হবেক।
সুর নরে তিন লোকে লিঙ্গ পুজিবেক ॥
শিবলিঙ্গ না পুজিয়া পুজে জনার্দন।
বিফল তাহার পুজা প্রজাপতি কন ॥
শিবলিঙ্গ ভক্তিভাবে যে করে পুজন।
শোক রোগ যায় তার হয় পুত্রধন ॥
সেই হত্যে শিবলিঙ্গ পুজার সঞ্চার।
যুধিষ্ঠিরে কহেন কৃষ্ণ আজ্ঞা যে
ব্রহ্মার ॥
এত দুরে সৌপ্তিক পর্বের কথা সায়।
ইহার উত্তর স্ত্রীপর্ব কবিচন্দ্র গায় ॥

স্ত্রীপর্ব

ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের সান্ত্বনা দান

বৈশম্পায়নে জন্মেজয় রাজা কয় ।
তারপর কোন কথা হল্য মহাশয় ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা বলি হে
তোমারে ।
সঞ্জয় মুখে শুন্যা ধৃতরাষ্ট্র শোক
করে ॥
ধিক ধিক জীবনে নাহিক মোর কার্জ ।
কলঙ্ক রহিল কুলে বড় হল্য লাজ ॥
ঘরে না রহিব আমি বনবাসে যাব ।
শত পুত্র মল্য মোর কোন সুখে রব ॥
কুলে কেহ দিতে না রহিল জলাঞ্জলি ।
আপনি বধির অন্ধ স্থবির দুর্বলি ॥
গান্ধারী বলেন মোর শত বধু রাঁড়ি ॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল আটকুঁড়ি ॥
রাঁড়ের খাতা লয়্যা আমি কেমনে
গোঙাব ।
জীবনে নাহিক কাজ জলে ঝাঁপ দিব ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পুনঃ শোকে মোহ
পায় ।
হিত পথ্য কথা কয়্যা রাজারে বুঝায় ॥
অনিত্য সংসার এই বৃথা কর শোক ।
কদাচিত মোহ না করএ জ্ঞানী লোক ॥
সুহৃদ জনার বাক্য নাহিক শুনিলে ।
আপনার দোষে আপুনি দুঃখ পালে ॥
প্রেতলোকে পুত্রের প্রেত কার্য কর ।
তত্ত্বজ্ঞানী হয়্যা রাজা কান্দ্যা কেনে
মর ॥

কেহ মরে কেহ জন্মে কেহ কেহ আছে ।
প্রাপ্তকালে তিনলোক কেহ নাহিঁ
বাঁচে ॥
মাতাপিতৃ সহস্রাণি পুত্রদার শতানি চ ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্যতে কস্য বা
বয়ম্ ॥
শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিসন্তি পণ্ডিতম্ ॥
প্রাচীন বসন ঘট বহু ভাগে বাঁচে ।
একদণ্ডে হয় নাশ কহি তব কাছে ॥
তেমনি জানিবে রাজা দেহের দুর্গতি ॥
শোক মোহ দূর কর ভজ রমাপতি ॥
বিদুর কয় ধৃতরাষ্ট্র মন দিয়া শুন ।
যোগ কথা ভাই বল্যা কহি পুনঃ পুনঃ ॥
সংসার অসার দুর্গ গহনের প্রায় ।
মায়ায় মোহিত জীব ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
কখন কখন জীব কান্তার প্রবেশে ।
দিগবিদিগ নাই জানে ভয়ে মরে ত্রাসে ॥
সেইস্থানে দুর্গ বনে আছে ব্যাল করি ।
অন্ধকূপে পড়ে জীব বেটা লতা ধরি ॥
কূপে পড়্যা সেই জীব লতা পুনঃ ধরে ।
উর্দ্ধপদ অধঃশির উঠিতে না পারে ॥
কূপের উপর তার দ্বাদশ পায় ।
কুঞ্জর মূষিক সর্প আছএ তাহায় ॥
বৃক্ষের সৌরভে ভ্রমর ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
অভিরত মধুধারা পড়এ তাহায় ॥

তার উপর মূষিক লতা ছেদন করে।
তাহাতে মধুপান আশে পড়িল ভ্রমরে॥
মধুপান হত্যে মধুপ জীবন পাইল।
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ কেমনে উঠিল॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে আমি না পারি বুঝিতে।
আমারে বুঝাহ ভাই আমি বুঝি যাতে॥

বিদুর বলেন রাজা মন দিয়া শুন।
কান্তার সংসার সত্য অতি দুর্গ বন॥
ব্যালরূপ ভাব্যা দেখ যত ব্যাধিগণ।
যাহাতে পীড়িত সদা হয় যত জন॥
জরারূপ নারী হল্য দেহ হল্য কূপ।
মহা অহি কাল হল্য শুন অহে ভূপ॥
লতা হল্য জীবন আশা বচ্ছর কুঞ্জর।
ছয় মুখ ছয় ঋতু শুন নৃপবর॥
বারটি চরণ তার হল্য বারমাস।
মূষিক সর্প রাত্রি দিবা কহিল প্রকাশ॥
মধুকর কাম মধুধারা কামরস।
যাহাতে মাতয়ে জীব কহিলাঙ বিশেষ॥
মূষিক কাল রূপ হল আয়ু হল্য লতা।
মূষারূপ কাল হয়্যা কাটে আয়ু তথা॥
কহিল সংসার কথা শোক কর দূর।
কবিচন্দ্র কহে জ্ঞান কহিলা বিদুর॥

হেন কালে সেই স্থানে বেদব্যাস আল্য।
নানা যোগ ধৃতরাষ্ট্রে কহিয়া বুঝাল্য॥
শুনিয়া ব্যাসের কথা শোক গেল দূরে।
প্রণতি করিল ব্যাসে কোলেতে বিদুরে॥
ব্যাস বিদুরে যোগ কয়্যা নিজ স্থানে যায়।
বিশোক পর্বের কথা এত দূরে সায়॥

দুর্যোধনের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্রের শোক

জন্মেজয় কহে বৈশম্পায়ন কহ মোরে।
ধৃতরাষ্ট্র কি কাজ করিল তারপরে॥
বৈশম্পায়ন বলে কহিব তোমায়।
ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি মোহ বড় পায়॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শোক পরিহর।
জ্ঞানী হয়্যা মোহ পায়্যা কান্দ্যা কেন মর॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে আমি রণভূমে যাব।
বিধবা রমণী যত সঙ্গে করি লব॥
বিদুর ডাকিয়া আনে সভে হল্য জড়।
অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল হল্য বড়॥
কান্দিয়া আকুল সভে কেবা কোথা পড়ে।
মুক্তকেশা একবাসা কলা যেন ঝড়ে॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বড় শোক পায়।
কান্দিতে কান্দিতে তারা রণভূমে যায়॥
হস্তিনা হইতে সভাই এক ক্রোশ গেল।
কৃপাচার্য কৃতবর্মা রোদন শুন্যা আল্য॥
আসিয়া রাজার কাছে বলএ বচন।
তোমারে দেখিতে মোরা আল্যাঙ তিনজন॥
দুর্যোধন বহু সেনা মারিয়া সমরে।
অন্যায়ে মারিল ভীম গেল স্বর্গপুরে॥
অশ্বত্থামা বলে রণে জিনিলাঙ পাঞ্চালে।
পাণ্ডব সেনা মাল্যাঙ নিজ বাহু বলে॥
দ্রৌপদীর পাচ পুত্রের কাটিলাঙ মাথা।
পালায়্যা পান্ডব গেল মনে রহে ব্যথা॥
এত বলি তিনজনে গঙ্গাতীরে যায়।
স্ত্রীপর্ব ভারথ কথা কবিচন্দ্র গায়॥

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী সমীপে পঞ্চপাণ্ডব

যুধিষ্ঠির আদি পুনঃ কুরুক্ষেত্রে আল্য।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রণমিঞা পরিচয় দিল॥
রাজা বলে যুধিষ্ঠির পুত্র শোকে মরি।
কোথা ভীম আন্য বাছা তাকে কোলে করি॥
ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় গোবিন্দ জানিল।
লোহার ভীম রচিয়া তাহার কোলে দিল॥
আঁকাড়ি করিয়া কোলে জাঁকে বারে বার।
লোহার প্রতিমা ভাঙ্গ্যা হল্য চুরমার॥
অযুত গজের তেজ ধৃতরাষ্ট্র ধরে।
ভূমেতে বাজিল মুখ রক্ত পড়ে ধারে॥
ভীমেরে মারিয়া শোকে করএ রোদন।
কৃষ্ণ বলে বাঁচ্য আছে পান্ডুর নন্দন॥
প্রকার প্রবন্ধে আমি বাঁচাইল ভীমে।
লোহার প্রতিমা ভাঙ্গ তুমি ভীম ভ্রমে॥
শোক মোহ দূরে গেল ধৃতরাষ্ট্র বলে।
ভয় তেজি আস্য ভীম তোরে করি কোলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়্যা বৃকোদর গেল।
কোলে কর‍্যা হাথে ধর‍্যা কান্দিতে লাগিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীমে বুকে করিয়া রহিল।
একে একে সভার গায়ে হাথ বুলাইল॥
গান্ধারীকে প্রণমিয়া কহে [পঞ্চজনে]।
[বাক্যের] উত্তর মাতা নাই দেহ কেনে॥
গান্ধারী বলেন ভীমা বড় কষ্ট দিলি।
অন্যায় সমরে বাছা দুর্যোধনে মালি॥
দেবী বলে দুঃশাসনের রক্ত কেন খালি।
রাক্ষসের কর্ম কৈলি কোন সুখ পালি॥
ভীম বলে দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনে।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভা বিদ্যমানে॥
না খাই তাহার রক্ত ওষ্ঠে লাগ্যাছিল।
না বুঝিয়া কোপ কর প্রতিজ্ঞা রাখিল॥
হেনকালে সেই স্থানে ব্যাসদেব আল্য।
গান্ধারীকে নানামত যোগ বুঝাইল॥
আপনার দোষে মল্য রাজা দুর্যোধন।
যতো ধর্ম ততো জয় তোমার বচন॥
ভীমের বচনে দেবী মনে পায়্যা ব্যথা।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া কান্দিয়া কয় কথা॥
একটা না রাখিলি মারিলি শত তোক।
মা হয়্যা কেমনে পাশরিব পুত্র শোক॥
দুর্যোধনে মারে ভীম তোমা বিদ্যমানে।
অন্যায়ে বধিল তারে দেখিলি কেমনে॥
শত পুত্র মার‍্যা শোক দিলাও তোমারে।
জীবনে নাহিক কাজ শাপ্যা মার মোরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মারি রাখিলি খাখার।
কুল বিনাশিতে জন্ম হইল আমার॥
ঘচুক তোমার শোক শাপ দেহ মোরে।
গান্ধারী বলেন পুত্র না শাপিব তোরে॥
গান্ধারী বলেন অন্ধক শাপে পাল্য পরিত্রাণ।
কবিচন্দ্র বলে ভারত শুনে পুণ্যবান॥

কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ

গান্ধারী করিল আজ্ঞা কুন্তী আনিবারে।
পাঁচ ভাই মায়ে বন্দে পরম সাদরে॥
চিরদিন কুন্তী দেখে পাঁচ পুত্রের মুখ।

মুখে মুখ দিতে যত পাশরিল দুখ ॥
কুন্তীর সহিত সভে গেল রণস্থলে।
কান্দিয়া আকুল সভাই পতি করি কোলে ॥
লক্ষ শ্লোক রচিতে অধিক হয় পুঁথি।
অভ্যাস করিয়া গায় কাহার শকতি ॥
পূর্বে ভারথ ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে।
গাইতে নারিল কেহ বাহুল্যের পাকে ॥
সংক্ষেপে আঠারো পর্ব করি রাত্রি দিনে।
নৃপ আজ্ঞা পায়্যা দিব বসুদেব গায়নে ॥
বসুদেব কণ্ঠে বসি বলাইব বাণী।
গানের বদলে সারদা সমেত চক্রপাণি ॥
মূলার্থ সংক্ষেপার্থ ভারত ইতিহাস পুরাণ।
নৃপতি আদেশ পায়্যা কবিচন্দ্র গান ॥

নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন

গান্ধারী কান্দিয়া সতী দ্রৌপদীকে কয়।
তোমায় ॥
আমার সমান কৈল বিধাতা দুর্জয় ॥
যত নারী সারি সারি যুদ্ধ ভূমে যায়।
পড়্যাছে যতেক সেনা দেখিবারে পায় ॥
কার হাত কাটা গেছে কার কার পা।
অগম্য ধরণীতল গায়ের উপর গা ॥
শৃগাল কুকুরে কারে টানাটানি করে।
দিবাকর লাখে লাখে বস্যা কার শিরে ॥
শকুনি গৃধিনী কত করে ঝাঁকাঝাঁকি।
শৃগাল কুকুর কত করে লাফালাফি ॥
ঘোড়া হাথি রথ রথী পড়িয়াছে কত।
বাস ভূষা প্রহরণ রাশি রাশি কত ॥
হার হীরা মাণিক চুড়ি মুকুট কুণ্ডল।
ধ্বজ ছাতা রণের মাঝে পড়্যাছে সকল ॥
নাক কান আধখান কার কাটা গেছে।
কার নাঞি মুখ কেহ উবুড় হয়্যা আছে ॥
কার গায়ে নাঞি মাংস কার শির দূরে।
রক্তে কর্দম ধরা পা বাড়াত্যে নারে ॥
পচা গন্ধ প্রলয় সমুখ কেবা হয়।
অতি কোলে কর্যা কেহ পতি বাগে রয় ॥
শৃগাল খায়্যাছে কার আধখানা গা।
ফেরু ফিরা ফিরা বোলে ঘোগা ঘোগা রা ॥
এইমত রণভূমি দেখে যত সতী।
বিকল হইয়া খুজ্যা বোলে নিজ পতি ॥
চিহ্ন পায়্যা যত মায়্যা পতি করে কোলে।
ক্রন্দনের রোল বড় উঠে এক কালে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ভারথ পুরাণ।
সঙ্গীত শ্লোকার্থ রস শুন পুণ্যবান ॥

নারীদের বিলাপ

শোকে স্থিরতরা নয় গান্ধারী কৃষ্ণেরে কয়
কালা কানু তোর যত নাট।
বড় শোক মোরে দিলি শত পুত্র চক্রে মালি
বসাত্যে না দিলি মোরে হাট ॥
সংসারে নাহিক কেউ রাঁড় একশত বউ
দাণ্ডায়্যা তোমার বিদ্যমানে।
আমি বৃদ্ধ অন্ধ পতি ইহাদের কি হব গতি
কে করিব পোষণ পালনে ॥
সতী থাকে অন্তঃপুরে রবি নাই দেখে যারে

শোকাবেশে ধরণী লোটায় ॥
সে হেন সোনার কায় শৃগাল কুক্কুরে খায়
ধূলা গুঁড়া রকতে ভূষিত।
ডাকি বাছা চাহ ফিরা মোরে লহ স্মরণ কর‍্যা
হেন নহে তোমার উচিত ॥
ফেলিল সোনার হীরা কেবা নিল হার হীরা
বাস ভূষা মুকুট কুণ্ডল।
বাপের সঙ্গে কহ কথা ঘুচাই মনের ব্যথা
ঘরে চল হয়্যাছি বিকল ॥
আমি ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নাহিক শুন
না শুনিলে তুমি কার কথা।
কুমন্ত্রীর পাকে মলে কুলেতে কলঙ্ক থুলে
খাল্যে বাছা অভাগীর মাথা ॥
বধূ সব কান্দ্যা মরে বোধকর সভাকারে
কথা কহ উঠ্যা কুরুপতি।
বিধাতা দিলেক শাল কেমনে গোঙাব কাল
সবগুলা নবীনা যুবতী ॥
দ্রৌপদী গান্ধারী যায় দেখ্যা করে হায় হায়
সুভদ্রা সঙ্গেতে হল্য জড়।
তিনের তনয় শোক বুঝায়্যা হারিল লোক
ক্রন্দনের রোল হল্য বড় ॥
উত্তরা বিরাট সুতা কান্দ্যা কহে পতিব্রতা
না দেখে পর পুরুষের মুখ।
সে সব নারী মুক্তকেশা তুঙ্গস্তনী একবাস
ভুমে পড়্যা নাই ঢাকে বুক ॥
যতেক কৌরব দারা পতি পুত্র দেখি তারা
মাথাএ হানয়ে করাঘাত।
শিরে দিয়া দুটি হাথ কেহ ডাকে প্রাণনাথ
অভাগিনী যাব তোমার সাথ ॥
কান্দ্যা কান্দ্যা রাঙ্গামুখ ভুমে পড়্যা কোড়ে বুক
মুছ্যা পেলে কাজর সিন্দুরে।
বাস কেশ ছিঁড়্যা পেলে বুক ভাসে অশ্রু জলে
সব নারী শোকেতে আতুর ॥
কেহ পতি করে বুকে ভাবে দেই মুখে মুখে
কেহ কেহ কোলে কর‍্যা থাকে।
কেশ ঝাঁপা পড়ে কায় কাদা রক্ত কেহ মুছায়
কর্ণ মুলে ঘন ঘন ডাকে ॥
দেখতে দেখতে গেল কাছে কর্ণবীর পড়্যা আছে
তারপর দেখত দুর্মুখ।
অপর বীর দুঃশাসনে পড়্যা ভুমে লক্ষ্মণে
তা দেখি গান্ধারীর বাড়ে দুখ ॥
দুর্যোধনে তারপরে দেখ্যা প্রাণ ধরিতে নারে
ধৃতরাষ্ট্র হাথ দেই গায়।
গান্ধারী কন্নএ কোলে নারী পড়ে পদতলে

কিছু কহ শুনি হে ভারতী।
পুত্র অভিমন্যু কোলে কান্দিয়া সুভদ্রা বলে
অন্যায় মারিল সপ্তরথী॥
বিলাপ করিয়া কান্দে কেশ পাশ নাই বান্ধে
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী গায়।
পুত্র যাহার মরে শোক পাশরিতে নারে
জীবাবধি পিতামাতায়॥

অন্ত্যেষ্টি সংকার

একে একে রণভুমে যত মর্যাছিল।
ভীষ্ম দ্রোণ বিরাটাদি সভারে দেখিল॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ধর্ম যত রাজা মল্য।
বিবরিয়া কহ শুনি কোন লোকে গেল॥
যুধিষ্ঠির বলে রণে সাহসে যে মরে।
শুন রাজা রণ কর্য়া যায় ইন্দ্র পুরে॥
কাতর হইয়া যুদ্ধে যে তেজে জীবন।
গন্ধর্বলোক পায় শুন হে রাজন॥
ভয় হয়্যা যুদ্ধ কর্য়া রণস্থলে মরে।
যক্ষের আলয়ে যায় কহিল তোমারে॥
চোট খায়্যা পীঠ দিয়া পুন রণে যুঝে।
কিন্নর অপ্সরাগণ তার পদ পুজে॥
সম্মুখ সমরে মরে ব্রহ্মলোক পায়।
যুধিষ্ঠির বলে ক্রমে কহিল তোমায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ইহা কেমনে জানিলে।
কার ঠাঞি উপদেশ যুধিষ্ঠির পাল্যে॥
ধর্ম বলে জানি লোমশ মুনির কৃপায়।
রণে মলে মহারাজা যে যেখানে যায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে বাপু মোর বাক্য ধর।
যে যে রণে মল্য সভার অগ্নিকার্য কর॥
রাজার বচনে ধৌম্য বিদুর সুধর্মা।
চন্দন ঘৃত বস্ত্র কাষ্ঠ লহ শীঘ্রকর্মা॥
গঙ্গাতীরে কুন্ড চিতায় সভায় দাহ কৈল্য।
পতিব্রতা অনুমৃতা পতি সঙ্গে মল্য॥
যুধিষ্ঠিরে কান্দিয়া কহেন তার মাতা।
কর্ণের করহ কর্ম তুমি তার ভ্রাতা॥
এত শুনি রাজা বলে কহ এত দিনে।
যাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পূর্বে এমন কথা কেন না কহিলে।
আহা মরি কর্ণ ভাএ মা হয়্যা তুমি মালে॥
কুন্তী বলে সূর্য হত্যে কর্ণ জন্মিল।
কন্যাকালে বালক হল্য লাজে না কহিল॥
এত শুনি কর্ণ ভাএ চতুর্দোলে করি।
গঙ্গায় করিলা দাহ পঞ্চে স্কন্ধে করি॥
ক্ষত্রি জাতের ধর্ম শাস্ত্র মত বিধি।
কালে কালে তর্পণাদি করিল শ্রাদ্ধাদি॥
যুবতী সকল কৈল্য পতির শ্রাদ্ধদান।
স্ত্রী পর্ব ভারথ এত দূরে সমাপন॥
স্ত্রী পর্ব গাওয়্যা দিব দিব্যরত্ন বাস।
ঘৃতান্ন ভক্ষণে তার পুরিবেক আশ॥
স্ত্রী পর্ব শ্রবণে কলুষ সব হয় নাশ।
বরনারী পায় সেই অন্তে স্বর্গে বাস॥
শান্তি পর্ব ইহার উত্তর শুন জন্মেজয়।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়॥

শান্তি পর্ব

কর্ণের জন্মকথা শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ

মৃতজনার তর্পনাদি করিয়া যুধিষ্ঠির।
ভাবিতে লাগিলা ভয়ে রাজা ধর্মবীর॥
তারপর ব্যাস আদি যত মুনিবর্গে।
যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে আল্যা তারা সর্বে॥
প্রণমিয়া রাজা সভায় দিলা পাদ্যাসন।
আশিস করি আসনে বসিলা মুনিগণ॥
নারদের প্রতি যুধিষ্ঠির রাজা কয়।
জয় অজয় হল্য শুন মহাশয়॥
সভারে বধিয়া মোর হলা কোন সুখ।
কর্ণে মার্যা প্রাণ কান্দে বিদরএ বুক॥
মায়ের চরণ দুটি দেখিয়া নয়নে।
দিবানিশি কান্দে প্রাণ কর্ণ পড়ে মনে॥
কর্ণ কনক কান্তি মায়ের আকার।
দিবানিশি রূপ রাশি মনে পড়ে তার॥
ভাই বলি পূর্বে আমি নাই জানি তারে।
কর্ণের জন্মের কথা মা কহিলেন মোরে॥
রাজা কয় মহাশয় কি ছার জীবনে।
হায় মরি অর্জুন মারিল তারে রণে॥
শুন্যাছি তাহার শাপ করি নিবেদন।
কেবা তারে শাপিলেক কহিবে কারণ॥
এত শুনি মুনিবর কহিছেন তারে।
অস্ত্রশিক্ষা কালে কর্ণ কহেন দ্রোণেরে॥
শিখিলাঙ সকল বিদ্যা তোমার কৃপায়।
ব্রহ্ম অস্ত্র দেহ মোরে ধরি দুটি পায়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র শিক্ষ্যা হব অর্জুন সমান।
যুদ্ধে পরাজয় করিব পাণ্ডুর নন্দন॥
দ্রোণ বলে কর্ণ জ্ঞান নাহিক তোমার।
বিপ্র বিনে ব্রহ্ম অস্ত্রে নাহি অধিকার॥
গুরুবাক্য শুনি তার মানভঙ্গ হল্য।
পরশুরামের কাছে কর্ণবীর গেল॥
রামে প্রণমিয়া কহে আমি হ ব্রাহ্মণ।
অস্ত্রশিক্ষা করায় মোরে লইলাঙ শরণ॥
দিবানিশি প্রাণপণে তার সেবা করে।
তুষ্ট হয়্যা গুরু বিদ্যা দিলেন তাহারে॥
অস্ত্রশিক্ষা কর্যা বধে ব্রাহ্মণের ধেনু।
অনল সমান বাণ ছিন্ন করে তনু॥
মরিল বিপ্রের ধেনু বড় পাল্য তাপ।
কোপ দৃষ্টে মুনিবর দেন তারে শাপ॥
সমরের কালে পাপী বড় দুঃখ পাবি।
সত্য কই তোর রথের চাকা গিলিবে ভুবি॥
শাপ শুন্যা পীড়া পায়্যা গেলা রামের কাছে।
কারণ না কহে তারে কোপ করে পাছে॥
একদিন পরশুরাম করে উপবাস।
অলস হইল বড় পাইল আয়াস॥
নিদ্রা বসে কর্ণের উরুতে রাখে শির।
শয্যায় শয়ন করে সমর সুধীর॥
কহি তোরে তারপরে শুন যুধিষ্ঠির।
অলর্ক নামেতে কৃমি তীক্ষ্ন দ্রংষ্ট্রাঙ্কির॥

অষ্টপদ স্থূলকায় শূকরের মুখ।
দশনে কাটিয়া উরু মারিল চুমুক॥
বজ্র সমান দন্ত বড় পীড়া পায়।
তথাপি না নাড়ে অঙ্গ রক্ত রয়্যা যায়॥
গুরু নিদ্রা ভঙ্গ ভয়ে নাঞি তোলে উরু।
গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু বাঞ্ছা কল্পতরু॥
রাজধর্মের কথা কবিচন্দ্রে কয়।
শুনিয়া যুধিষ্ঠির রাজা মানিল বিস্ময়॥
কাল তুল্য কৃমি কামড়ায় কর্ণমূলে।
সমর সুধীর বীর অঙ্গ নাই হেলে॥
কতক্ষণ বই রামের নিদ্রাভঙ্গ হয়।
কর্ণের সাহস দেখি মানিলা বিস্ময়॥
পরশুরাম বলে বাপু পীড়া পাল্যে বড়॥
শোনিত বহিয়া যায় উরু নাই নাড়॥
পরশুরাম বলে বাপু সত্য মোরে কহ।
অভিপ্রায়ে জানা গেল বিপ্র তুমি নহ॥
এত কষ্ট সহে নাকি বিপ্রের শরীরে।
সত্য না কহিলে আমি শাপিব তোমারে॥
কর্ণ কয় মহাশয় ক্ষমা কর তুমি।
কর্ণ আমার নাম সূতপুত্র আমি॥
কৃমি মর্যা অন্তরীক্ষে রাক্ষস হইল।
আপনার জন্ম কথা কহিতে লাগিল॥
দংশ নামে অসুর আমি দুরাচার ছিল।
বিপ্রের হরিয়া ভার্যা বড় পীড়া পাল্য॥
ব্রাহ্মণের শাপে আমি কীট জন্ম পায়্যা।
তোমা দরশনে আমি যাই মুক্ত হয়্যা॥
কোপ করি কহে রাম মনে পায়্যা তাপ।
ক্রোধে কাঁপিল দেহ কর্ণে দেই শাপ॥
যে অস্ত্র শিক্ষা কৈলি পরশুরাম বলে।
স্মরণ না হবেক তোর মরণের কালে॥
মুনি বলে আপনার ভাল যদি চাহ।
তোরে নাই দিব স্থান নিজালয়ে যাহ॥
নারদ বলেন কর্ণ দুঃখ ভাব্যা মনে।
চিন্তিৎ হইয়া গেল দুর্যোধন স্থানে॥
দুর্যোধন আশ্বাস করিয়া বহু তায়।
ভাব জানি ভূজে ধরি গৃহে লয়্যা যায়॥
প্রাণতুল্য হল্য কর্ণ অভেদ-মেলন।
একত্তরে সমাদরে শয়ন ভোজন॥
কলিঙ্গ চিত্রাঙ্গদের কন্যা হরে দুর্যোধ নে॥
কর্ণবীর সমরে ভূপতি বর্গে জেনে॥
এত শুনি জরাসন্ধ মহারাজা কোপে।
রণেতে আহ্বান করি কটু কয় তাকে॥
ঘোর রণে জরাসন্ধে কর্ণে কৈল জয়।
রণে ভঙ্গ দিল রাজা প্রাণে পায়্যা ভয়।
কর্ণে তুষ্ট হয়্যা দুর্যোধন নরবর।
মাননা করিয়া দিল মালিনী নগর॥
নারদ বলেন রাজা কর্ণ বড় বীর।
কে আছে তাহার সম সমর সুধীর।
তুমি কৃষ্ণ কুন্তী ধরণী পুরন্দরে।
যমদগ্নি পুত্র রাম ছজনে কর্ণে মারে॥
রণে মর্যা বীরগতি পাল্য স্বর্গপুরে।
জ্ঞানী হয়্যা মহারাজা বৃথা শোক কর॥
বুঝাইল অনেক নারদ নৃপবরে।
শোক দূর কর পুত্র কুন্তী কহে তারে॥
কৃষ্ণ সঙ্গে সূর্য যায়্যা কর্ণে বুঝাইল।
তথাপি তোমার পার্শ্বে পুত্র না আল্য॥
আমি গিয়া কর্ণেরে বুঝানু তারপর।
ভ্রাতৃবর্গ সঙ্গে রণ না কর না কর॥
যুধিষ্ঠির বলে মা তুমি প্রতারিলে।
তোমা হত্যে পাই শোক কর্ণে তুমি মাল্যে॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা বড় পায়্যা তাপ।

যুবতী জনাকে ধিক ক্রোধে দেই শাপ ॥
আজি হতে যুবতী সকল কর্মাসক্ত ॥
গুপ্ত দারুণ কথা করিবেক ব্যক্ত ॥
দুর্যোধন দারুণ দুর্জন দুষ্টমতি।
কুলাঙ্গার কুলনষ্ট করিল দুর্গতি ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ধরণী লোটায়।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

রাজধর্ম সংবাদ

অর্জুনে কহেন রাজা দেশে নাই যাব।
রাজপদে নাই কাজ ভিক্ষা মাগ্যা খাব ॥
তুমি রাজ্য কর পার্থ আমি যাব বনে।
কপোতবৃত্তি করিব ভ্রমিব মৃগী সনে ॥
শোক দূরে কর রাজা পার্থ তারে কয়।
ধরা পালন কর অর্থের সঞ্চয় ॥
অর্থহীন জনারে অবজ্ঞা করে লোকে।
বুঝ্যা দেখ আদর না করে কেহ তাকে ॥

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাল্লোঁকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥

যে জনার অর্থ আছে সে জন মহৎ।
বন্ধু বান্ধব তার সর্বে অনুগত ॥
অতুল সম্পদ যার সে জন পণ্ডিত ॥
সভাই মাননা করে সর্বত্র পূজিত ॥
বুঝ্যা দেখ মহারাজা ধন ধর্মের মূল।
ধনে হত্যে পায় জাতি ধনে হত্যে কুল ॥
ধনে হত্যে হয় ধর্ম ধর্ম হত্যে ধরা।
যার ধন নাই সেই জিয়ন্তএ মরা ॥
ধনে হত্যে বুদ্ধি বাড়ে ধনে হত্যে যশ।
ধনে হত্যে হয় স্বর্গ সর্বে তার বশ ॥

শোক দূরে কর রাজা মোর বাক্য ধর।
বন্ধু বান্ধবের পালন বিপ্র সেবা কর ॥
না রোচে তোমার কথা বনে আমি যাব।
বাসনা আমার মনে বন্যভক্ষ হব ॥
অর্থ অনর্থের মূল শুন ধনঞ্জয় ॥
সতত তাহার দুখ যে করে সঞ্চয় ॥
অর্থ হত্যে মদ হয় মদেতে মত্ততা।
লঘু গুরু নাই মানে মনে পায় ব্যথা ॥
অর্থ হত্যে হয় শোক অর্থ হত্যে রোগ।
অর্থের ভাবনায় মত্ত হয় নরলোক ॥
হেন অর্থ সঞ্চয় করিতে বল মোরে।
করিব সংসার ধর্ম কি কাজ সংসারে ॥
ভীম বলে অহে রাজা তোমায় জানি ভাল।
তোমার বুদ্ধে পীড়া পাই দুঃখে কাল গেল ॥
এমন মনে ছিল কহে বৃকোদর।
ধর্মবীর হয়্যা তবে যুদ্ধ কেনে কর ॥
রাজ্য ভোগ কর রাজা দূর কর শোক ॥
হইব হাস্যস্পদ হাসিবেক লোক ॥
বনে গেলে মুক্ত হয় ইহা যদি জান।
পর্বত পাদপ সিদ্ধ পদ না পায় কেন ॥
রাজ্য ভোগ নাঞি কর ক্ষিপ্ত হল্যে প্রায়।
উপস্থিত অন্ন যেন দুর্বুদ্ধি না খায় ॥
অর্জুন বলেন রাজা করি নিবেদন।
ঘর ছাড়ি বনে গেল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥
বনে থাকি দ্বিজ করে ব্রত উপবাস।
বিবেকী হইয়া শেষে করিল সন্ন্যাস ॥
তাহারে বুঝাত্যে বনে পুরন্দর আল্য ॥
শচীপতি মায়ায় সোনার পক্ষী হল্য ॥

পুরন্দর কহে বিপ্র ভ্রম কেন বনে।
গৃহাশ্রমের ছাড়্যা দুঃখ পাঅ কেনে॥
গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাস নহে বড়।
গৃহীর প্রত্যাশী সর্বে আমি কহি দড়॥
বন ছাড়ি গৃহে যায়্যা অতিথি সেবা কর।
নবীন বয়স তোর মোর বাক্য ধর॥
ইন্দ্র কহে শুন দ্বিজ যেজন বিঘসি।
সর্ব পাপে মুক্ত সেইজন স্বর্গবাসী॥
ব্রাহ্মণ বলেন স্তব কেন কর তুমি।
ইন্দ্র বলে বিঘসিকে প্রশংসি আমি॥
বুঝিতে না পারি আমি কহেন ইন্দ্রেরে।
ব্রাহ্মণ বলেন হে বিঘসি বল মোরে॥

দত্ত্বাতিথিভ্যো দেবেভ্যোঃ পিতৃভ্যঃ স্বজনায় চ।
অবশিষ্টানি যেঽশ্নন্তি তানাহুর্বিঘসাশিনঃ॥

বিঘসি লক্ষণ ইন্দ্র কহেন তাহারে।
গার্হস্থে থাকিয়া যেবা অতিথি সেবা করে॥
দেবতায় পুজা করে পুজে পিতৃগণে।
প্রাণপণ করি যে খায়ায় পরিজনে॥
অবশেষে যেবা খায় বিঘসি বলে তারে।
বাসব বলেন বিপ্র কহিলাঙ তোমারে॥
হরিহয় বলে বিপ্র তোমারে বুঝাই।
চতুষ্পদের মধ্যেতে গরুর শ্রেষ্ঠ নাই।
ধাতুর মধ্যেতে যেমন শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন।
চারিবর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ।
আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে গৃহাশ্রম।
নিজালএ যাহ বিপ্র ঘুচাঅ চিত্তের ভ্রম॥
ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী গৃহাশ্রমে গেল।
সন্ন্যাস হইতে ভাই গৃহাশ্রম ভাল॥
ইন্দ্র দ্বিজ সংবাদ এত দূরে সায়।
রাজধর্মের কথা কবিচন্দ্র গায়॥

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনারোহন

নকুল বলেন রাজা দ্বিজ গুরু ভজ।
ধরণী পালন কর যজ্ঞ তুমি যজ॥
বনে গেলে জপ যজ্ঞ করিতে নারিবে।
গৃহাশ্রমে [যত সুখ আর] কোথা পাবে॥
সহদেব বলেন রাজা যোগমার্গ ছাড়।
পাটে রাজ্য কর বনে দুঃখ পাবে বড়॥
দ্রৌপদী বলেন শেষে মোর বোল রাখ।
দীন হীন দুঃখিত ভ্রাতৃবর্গে দেখ॥
রাজ্য তেজি বনবাসে গেছে কোন রাজা।
ভক্তিভাবে কর যজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুজা॥
দ্বৈত বনের কথা সব পাশরিলে।
আমার যতেক দুঃখ নয়নে দেখিলে॥
শাশুড়ী আমারে পূর্বে কর‍্যাছেন আশ্বাস।
রাখহ মায়ের কথা না কর নৈরাশ॥
আমার সমান কেহ নাই পায় দুখ।
পাঁচ পুত্র মল্য মোর বিদরএ বুক॥
দ্রৌপদী বলেন হে বাসনা পূর্ণ কর।
সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব দণ্ড ধর॥
দণ্ড বিনে পিতা মাতায় না মানিবেক সুত।

দণ্ডবিনে কেহ না হইবেক বশীভূত ॥
অর্জুন বলেন পুন শুন নরপতি ।
শত্রু বাধিয়া ইন্দ্র পাল্য অমরাবতী ॥
ক্ষেত্রি জাতের ধর্ম ভাব্যা দেখ মনে ।
কেবা কোথা ঐশ্বর্য পায়্যাছে হিংসা বিনে ॥
ব্রহ্মার সৃজন রাজা নিবেদী তোমায় ।
ভক্ষ হেতু নকুল মুষিকা ধর‍্যা খায় ॥
বিড়াল দারুণ দুষ্ট ক্ষুধায় আকুল ।
তাড়াতাড়ি কর‍্যা ভক্ষ্য করএ নকুল ॥
কুক্কুর বিড়ালে খায় শুন নৃপবর ।
হিংসা ধর্ম জীবের আছএ পরস্পর ॥
ভীম বলে দুঃখে বড় দুটো তোমায় কই ।
রাজ্যনাশ বনবাস জ্যেষ্ঠ বল্যা সই ॥
এক বস্ত্রা দ্রৌপদীবে লইল সভায় ।
দুর্যোধন বিবসনা করিবারে চায় ॥
দ্রৌপদীর দুর্দশা যত নয়নে দেখিলে ।
সাক্ষাতে লঘুতা করে সেসব পাশরিলে ॥
দ্রৌপদীর কেশ ধর‍্যা পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর ।
দেশে হত্যে দুর্যোধন কর‍্যা দিল দুর ॥
বনে দুঃখ যত পালে ত্রয়োদশ বছর ।
দ্রৌপদীরে জয়দ্রথ হরে তারপর ॥
বিরাট নগরে এক বচ্ছর গুণ্ডায়ে ।
চাকরি করিলাম মোরা গুপ্তেতে থাকিয়ে ॥
নানা দুঃখ দুর্যোধন দিল মো সভায় ।
ইথে রাজ্য না করিব বল ধর্মরায় ॥
বহু দুঃখ পায়্যা শত্রু করিলাঙ নিধন ।
পাটে বসি রাজ্য কর রাখহ বচন ॥
মনে লাগে নাই ভীম যত মোরে বল ।
যুধিষ্ঠির কহেন সন্ন্যাস মোর ভাল ॥

অর্জুন বলেন যে যে যুদ্ধেতে মরিল ।
ক্ষত্রিয় জাতের ধর্ম স্বর্গে চল্যা গেল ॥
পালন করহ পুরী রাখ মোর কথা ।
জ্ঞানী হয়্যা মহারাজা শোক কর বৃথা ॥
ব্যাসদেব কহেন পার্থের বাক্য ধর ।
ঘুচাহ সভার শোক সুখে রাজ্য কর ॥
আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম বড় ।
অন্য বাসনা যত মোর বোলে ছাড় ॥
সব বীর যুদ্ধ করি স্বর্গবাসে গেল ।
জান হে ক্ষেত্রির ধর্ম রাজ্য তুমি পাল ॥
যুধিষ্ঠির কহে প্রভু নিবেদি তোমারে ।
উপাখ্যান বিস্তারিয়া কহিয়া কহ মোরে ॥
লিখিত নামেতে মুনি শংখাশ্রমে গেল ।
ভাই ভবনে নাই ক্ষুধাতুর হল্য ॥
দারুণ ক্ষুধার জ্বালা নাই পুরে আশা ।
ভুমে পড়্যা ছিল ভক্ষ্য করিলেক শসা ॥
তপ সমাধিয়া বিপ্র নিজ স্থানে গেল ।
ভায়েরে ভবনে দেখি কহিতে লাগিল ॥
চুরি কর‍্যা আমার পতিত শসা খালি ।
পাপেতে পাতকী হৈলি কুকর্ম করিলি ॥
যদি ভাই পাপে হত্যে হবে তুমি মুক্ত ।
দুঃখনর পাশে যাঅ সেই উপযুক্ত ॥
শুনিয়া তাহার কথা ভূপ পাশে গেল ।
আপনার দোষ যত বিবর‍্যা কহিল ॥
ভায়্যার শসা চুরি কর‍্যা খাইলাঙ আমি ।
ইহার উচিত শাস্তি কর মোরে তুমি ॥
বিপ্রবর্গে জিজ্ঞাসিয়া কাটে দুটি হস্ত ।
পাপ হত্যে হল্য মুক্ত পাপ হল্য পূত ॥
পার্থ বলেন ভাই মোর বোল ধর ।
জ্বালা ঘুচুক ভীষ্মেরে জিজ্ঞাসা তুমি কর ॥
বাহু দহে ডুব দিতে পাল্য দুই বাহু ।

হেন কর্ম কোনকালে করে নাই কেহ ॥
শান্তি পর্বের কথা কবিচন্দ্র গায় ।
যেজন শ্রবণ করে স্বর্গপুরে যায় ॥

পুরাণ কথা শ্রবণ

ঔরস পুত্রের প্রায় পালে যেবা প্রজা ।
মিছা তাপ কর তুমি মরে এমন রাজা ॥
মরিল যযাতি রাজা সহস্র করি ঋতু ।
অতুল যাহার যশ ছিলা ধর্ম সেতু ॥
ছিল অম্বরীষ রাজা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ ।
কৃষ্ণ পরায়ণ সত্যবাদী ইষ্টে নিষ্ঠ ॥
পাপের নাহিক লেশ ছিলা পুণ্যরাশি।
যম জিন্যা অন্তকালে হল্যা স্বর্গবাসী ॥
ছিল রাজা শশবিন্দু সকল রাজা পক্ষ ।
উর্বশী সমান যার ভার্যা এক লক্ষ ॥
যজ্ঞের দক্ষিণা রাজা দিলেন যার কন্যা ।
সুদন্তী সুস্তনী শ্যামা রূপে গুণে ধন্যা ॥
হর্ষ যুত হয়্যা মনে বড়ই কৌতুক ।
কন্যা প্রতি শত হস্তি দিলেন যৌতুক ॥
একশত রথ দিল অশ্ব একশত ।
দুগ্ধবতী শত ধেনু শৃঙ্গ স্বর্ণ যুত ॥
তারপর দিল রাজা একশত অজা ।
কন্যা প্রতি ক্রমেতে দিলেন মহারাজা ॥
বিবরিয়া অপর মুনি কহিলেন যত ।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে নাম লব কত ॥

ব্যাসদেবের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

সঞ্জয় বলেন মোর শোক গেল দূর ।
পুত্র জিয়াইয়া দেহ দয়ার ঠাকুর ॥
মৃত পুত্রে নারদ দিলা প্রাণদান ।
শুন্যা যুধিষ্ঠির রাজার কথা হল্যা জ্ঞান ।
সুবর্ণষ্ঠীবীরে কোন রাজা জন্মাইল ।
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণে কোন দোষ হল্যা ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠিরে কহে ভগবান ।
নারদ পর্বত গেলা সঞ্জয়ের স্থান ॥
ভূপতি দুহিতার দেখিয়া মুনি রূপে ।
নারদ পড়িলা ভোলে হইলা কামুক ॥
নারদের ভাগিনা পাইয়া বড় দুখ ।
নারদে শাপিল হঅ বানরের মুখ ॥
সময় করিয়া মোরা আল্যাম দুইজনে ।
আমা ছাড়া কথা কেন কহ কন্যাসনে ॥
নারদ দিলেন শাপ আমি তোর মামা ।
স্বর্গস্থান না পাবি না করিলি ক্ষমা ॥
বুঝিয়া মুনির ভাব রাজা দিল সুতা ।
মানভঙ্গে পর্বত পাইল বড় ব্যথা ॥
পর্বত নারদে কহে শাপ দূর কর ।
তুমি মামা গুরুজন দোষ হল্যা মোর ॥
নারদ বলেন মোর মনে হল্যা দুখ ।
শাপ অন্যথা কর ঘুচুক বানর মুখ ॥
শোন রাজা দুজনের শাপ গেল দূরে ।
বিবরিয়া কৃষ্ণ পুন কন যুধিষ্ঠিরে ॥
বানরের মুখ যদি নারদের গেল ।
পতিরে কন্যার পর পুরুষ শংকা হল্যা ॥
ভাবিনী ভাবিয়া মনে ভয়েতে পালায় ।
পর্বত দাণ্ডাইয়া পথে কহেন তাহায় ॥
বঠেন তোমার পতি না ভাবিহ দুখ ।
শাপান্ত হইতে গেছে বানরের মুখ ॥
সেই নারদ ইহার কথা হল্যা শেষ ।
শুনিলে পাইবে সুখ দূরে যাবে ক্লেশ ॥
যুধিষ্ঠির বলে বিবরিয়া কহ মুনি ।
সন্দেহ ঘুচাহ মোর শেষ [কথা
শুনি] ॥

জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে বিভা করে
কনিষ্ঠারে।
তার অন্ন না খাবেক দিধিস্থ বলি তারে ॥
অগ্রে দিধিস্থ যেবা গ্রাম দাহ করে।
বেদবিক্রয়ী মিথ্যাবাদী শুন সমাদরে ॥
পরদ্রোহী ব্রাহ্মণের ধন যেবা হরে।
অপাত্রে করএ দান কহি তারপরে ॥
অদাতা বিশ্বাসঘাতী অবিক্রয় বিক্রয়
করে।
উপপাতকীর কথা কহিলাঙ তোমারে ॥
ব্যাস করে আততায়ী বধে নাই পাপ।
মিছা দুঃখ ভাব রাজা দূর কর তাপ ॥
ব্যাধি পীড়িত হয়্যা প্রাণ যদি যায়।
সেজনা পাতকী নয় সুধা যদি খায় ॥
গুরুর আজ্ঞায় যেবা গুরুতল্প হরে।
সেজনার নাই পাপ কহিলাঙ তোমারে ॥
উদ্দালক শিষ্যে কয়্যা জন্মাল্য সন্ততি।
ইহাতে নাহিক পাপ শুন নরপতি ॥
চুরি কর্যা গুরু প্রাণ রক্ষা করিবেক।
শুন রাজা ইহাতে শিষ্যের নাই ঠেক ॥
বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে
সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্যাচার্থেনৃতবদান্ত পঞ্চনৃতান্যাহুর
পাতকানি ॥
ব্যাসদেব ধর্মশাস্ত্র বুঝান যুধিষ্ঠিরে।
বিবাহের কালে মিথ্যা বলিবারে পারে ॥
নারীসম্ভোগ কালে মিথ্যা যদি কয়।
ইহাতে অধর্ম নাই শুন মহাশয় ॥
ব্রাহ্মণের অর্থে মিথ্যা কহিবারে পারে।
ব্যাসদেব বলে রাজা কহিলাঙ তোমারে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবিতে লাগিল।
কবিচন্দ্র বলে রাজার শোক দূরে গেল ॥

চার্বাক রাক্ষস বধ

যুধিষ্ঠির বলে প্রভু কহিলে যত ব্রহ্ম।
বিবরিয়া আমায় শুনাঅ রাজধর্ম ॥
এত শুনি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরে বলে।
রাজধর্ম শুনিবে ভীষ্মে কাছে গেলে ॥
বিনাশিয়া তার পাশে কোন লাজে যাব।
পাশে যাত্যে ভয় বাসি কি বল্যা বলিব ॥
ক্ষত্রি জাত্যের ধর্ম কৃষ্ণ কহে তারে।
ব্যাসবাক্য শুনি যাহ ভীষ্মের গোচরে ॥
বিপ্রবেশে এক রাক্ষস দুর্যোধনের সখা।
চার্বাক তাহার নাম আসি দিল দেখা ॥
কোপ করি যুধিষ্ঠিরের পানে চায়।
তোরে ধিক অরে পাপী জিতে না
জুয়ায় ॥
তোরে নিন্দা করে পাপী জ্ঞাতি বন্ধু
জনে।
জ্ঞাতে বিনাশিয়া পাপী তারিবি কেমনে ॥
যুধিষ্ঠির বলে আমি করিয়াছি পাপ।
শোকের উপরে তুমি কেন দেহ তাপ ॥
রাক্ষসের মায়া বিপ্রবর্গেতে জানিল।
দুর্যোধনের সখা বলি শাপিয়া মারিল ॥
কৃষ্ণ বাক্যে যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করে।
বেদধ্বনি নানা বাদ্য ছত্র শিরে ধরে ॥
সিংহাসনে বসে রাজা দ্রৌপদীর সাথে।
অভিষেকের পরে দোঁহার সূত্র বান্ধে
হাথে ॥
কৃষ্ণ বলে যুধিষ্ঠিরে মোর বাক্য ধর।
ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা লয়্যা প্রজা পালন
কর ॥
বিদুরে করিল মন্ত্রী ভীমে যুবরাজ।
যুধিষ্ঠিরে সাধু সাধু করএ সমাজ ॥

আয় ব্যয় চিন্তায় সঞ্জয় যুক্ত করে।
সেনাধ্যক্ষ করিয়া রাখিল নকুলেরে ॥
শত্রুপক্ষ পার্থে রাখে সহদেব সাথে।
ধৌম্যে পুরোধা করে বেদনীত পথে ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা কহেন মন্ত্রীবর্গে।
ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় করিবে কার্য সর্বে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভাই কারণে মল্য যত।
ক্রমেতে সভার শ্রদ্ধা করে বেদমত ॥
দ্রৌপদীর সঙ্গে রাজা করেন নানা দান।
রাজধর্মে ব্যাস উক্তি কবিচন্দ্র গান ॥

পাণ্ডবদের ভীষ্ম দর্শনে যাত্রা

ভীমকে দিলেন রাজা দুর্যোধনের ঘর।
দুঃশাসনের বাস পার্থে দিলেন
তারপর ॥
সহদেবে দেন রাজা দুর্মর্ষণের ঘর।
শকুনির আলয় নকুলে দিলেন তারপর ॥
সহদেব সাত্যকি সঙ্গে হাথ ধরাধরি।
প্রেমাবেশে অর্জুনের বাসে গেলা হরি ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন খান যদুনাথ।
পার্থ সঙ্গে রস রঙ্গে নিশা কৈল পাত ॥
প্রাতে উঠি স্নানাহ্নিক করি মহারাজা।
ধৃতরাষ্ট্রে বন্দি করে ব্রাহ্মণের পূজা ॥
তারপর নৃপবর কৃষ্ণে করে স্তুতি।
তোমা হত্যে পাল্যে রাজ্য তুমি মোর
গতি ॥
রাজা বলে উত্তর না দেহ প্রভু কেন।
কৃষ্ণ কহে ভীষ্ম মোরে করিল স্মরণ ॥
মনের বাসনা তার উত্তরায়ণেতে।
তনু ত্যাগিবেক ভীষ্ম আমার
সাক্ষাতে ॥
শরতল্পে ভীষ্মদেব যাবৎ নাই মরে।
জ্ঞানশিক্ষা কর গিয়া কহিলাঙ
তোমারে ॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানেরে জানে।
ভ্রাতৃবর্গে লয়্যা তুমি যাহ তার স্থানে ॥
রাজা বলে কাছে যাত্যে ভয় বাসি
আমি।
সাহায্য করহ প্রভু সংগে যাবে তুমি ॥
শুনিয়া রাজার কথা কৃষ্ণ বলেন ভাল।
পার্থ বলে পাই পীড়া এইক্ষণে চল ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্ববরে।
কেহ কেহ নরযানে চলিলা সত্বরে ॥
ভীষ্ম পাশে সম্ভাষা করিতে যায়
সর্বে।
মঙ্গল বাজনা বাজে এস্যে মুনিবর্গে ॥
অত্রি বল্মীক ব্যাস পুলস্ত মহামুনি।
পুলহ ক্রতু মাণ্ডব্য নারদ মহাজ্ঞানী ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঋষি অপর মুনি যত।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে নাম লব কত।

ভীষ্মের কৃষ্ণস্তুতি

ভীষ্ম থাকে যোগধ্যানে কৃষ্ণের
আগমন জানে
না আসিতে তারে করে স্তুতি।
তুমি দেব পরাৎপর সৃষ্টি স্থিতি নাশ
কর
তোমা বিনে নাই মোর গতি ॥
মনের বাসনা মোর চরণ দেখিব তোর
মৃত্যু যোগ মরণের কালে।
ব্রহ্মা আদি নাই জানে যোগ নাই পায়
ধ্যানে
ভকত বৎসল তোমায় বলে ॥
বিশ্বকর্তা বিশ্বময় চিদানন্দ সর্বাশ্রয়

পূর্ণ কর মনের বাসনা।
এত বলি গঙ্গাসুত উদ্দেশে হইলা নত
হৃৎপদ্মে করেন অর্চনা॥
পথে যাত্যে কৃষ্ণ কহে যুধিষ্ঠির রাজা অহে
পাঁচখানি হ্রদ রামের কৃত।
কে কহিব তেজ তার তিন সাতে একুশবার
কোপে ক্ষত্রি বর্গে কৈল হত॥

ভীষ্মের উপদেশ

যুধিষ্ঠির মহারাজা গোবিন্দের সনে।
রথারোহে দেখিবারে যায় ভীষ্ম স্থানে॥
এক রথে পাঁচ ভাই কুরুক্ষেত্রে যায়।
সাত্যকি সমেত চিত্ররথে যদুরায়॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর চলিলা নারী যত।
দ্রৌপদী গান্ধারী কুন্তী নরযানে দ্রুত॥
কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় দেখি পিতামহ।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনের বড় হল্য মোহ॥
ভীষ্মে প্রদক্ষিণ করি প্রণমিল পায়।
শরে গাঁথা কলেবর করে হায় হায়॥
ভীষ্মদেব উভমুখ কর‍্যা ফির‍্যা চায়।
গোবিন্দ সমেত সর্বে দেখিবারে পায়॥
রাজা বলে ভীমে আমি রাজপাট দিয়া।
বনবাসে যাব তোমার অনুমতি লয়্যা॥
আমার সমান পাপী নাঞি ত্রিভুবনে।
জ্ঞাতি মিত্র বন্ধু আমি বধিলাঙ রণে॥
জ্ঞানদাতা ভয়ত্রাতা মাল্যাঙ দ্রোণাচার্য।
কি হবেক মোর গতি করিলাঙ কুকার্য॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কর্ণে মাল্যাঙ বীর কল্পতরু।
বংশের প্রধান তুমি পিতামহ গুরু॥
পৃথিবীতে হেন কর্ম কোন জন করে।
গুরু জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র কেবা রণে মারে॥
ভীষ্ম বলে যুধিষ্ঠির নাঞি তোমার পাপ।
শোক মোহ ধর্মপুত্র দূরে কর তাপ॥
মন দিয়া ইতিহাস শুন পঞ্চজনে।
মনে যদি নাঞি লাগে তবে যাবে বনে॥
দেহের মরণ হয় জীব নাঞি মরে।
কর্মাধীন দেহ পায়্যা গতায়াত করে॥
অকালে মরণ নাঞি বিনাশএ কালে।
আমি করি আমি মারি মূঢ় লোকে বলে।
যুধিষ্ঠির বলে মৃত্যু জন্ম হল কোথা।
বুঝিতে না পারি মোরা কহ বৃদ্ধ পিতা॥

ভীষ্ম কহে॥

কশ্যপ সুত স্বয়ম্ভব মনু হল।
তাহার তনয় রুচি পুত্র জন্মাইল॥
সাতপুত্রে সপ্তদ্বীপ কাটিয়া ত দিল।
ভরতে ভারতভূমি জম্বুতে স্থাপিল॥
ব্রহ্মার তপস্যা রাজা করে ঘোরতর।
অনাহারে রহে ষাটি হাজার বৎসর॥
বিধাতার বচনেতে জন্মাল অসুর।
সংসার নাশিতে তারে বলিল ঠাকুর॥
ভরথ বিধিরে কয় অসুর দূরবার।
না মানে নিষেধ মানা নাশএ সংসার॥
তারপর মৃত্যুরূপ পুরুষ জন্মিল।
কালরূপা ভয়ংকরা নারী সৃষ্টি কৈল॥
কন্যা বলে করিতে পারি সকল সংহার।
জম্বুদ্বীপ বিনাশিতে তারে দিল ভার॥
কন্যা বলে যত লোক নিন্দিব আমায়।

চৌষট্টি ব্যাধির সৃষ্টি করাা দিল তায় ॥
কন্যা যত লোকে মারে ব্যাধি পায় দোষ।
যমে অধিকার দিল পাইয়া সন্তোষ ॥
রাবর তনয় যম সঞ্জীবনী পুরী।
বৈতরণী নদী চারি দ্বার সারি সারি ॥
পুণ্যবন্ত পুণ্যফলে উত্তর মুখে যায়।
রণে পড়্যা রণস্থল পশ্চিম দ্বার পায় ॥
সতী যান পূর্ব দ্বারে পাতকী দক্ষিণে।
ভীষ্ম বলেন যুধিষ্ঠির শুন একমনে ॥
চৌরাশী হাজার কুণ্ড অতি দুরবার।
চিত্রগুপ্ত ভুঞাএ নরক করিয়া বিচার ॥
স্বামীরে বলএ কটু স্থাপ্য দ্রব্য হরে।
গুরু দ্বিজ দেবতায় নিন্দা যেবা করে ॥
ঘোর নরকে ঘোরে পীড়া বড় পায়।
উঠিতে চাইতে বাড়ি মারএ মাথায় ॥
গোবধ নারীবধ বিপ্রের বৃত্তি হরে
মূত্র বিষ্ঠা কুণ্ডে যমদূতে পেলে তাবে ॥
বধূকন্যা ব্রাহ্মণী গুর্বাঙ্গনা হরে।
কুম্ভীপাকে তপ্ত তৈলে পাপী পুড়্যা মরে ॥
শিষ্যা হরে মিথ্যা সাক্ষী হরে অকুমারী।
সূচীমুখে পেলে তারে কিল লাথি মারি ॥
গুরু বিপ্র বাল বৃদ্ধ একা শিশু খায়।
কৃমি কুণ্ড তাহারে ভুঞায় যমরায় ॥
শুক্র বিক্রয় করে দান দিয়া হরে।
রেতঃকুণ্ডে পড়ে সে গোমাংস ভক্ষণ করে ॥
যেমন যেমন পাপ করে তেমন নরক যায়।
কি করিতে পারে সংখ্যা কবিচন্দ্রে গায় ॥

পঞ্চপ্রেত উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বলে কিসে পাপীলোক তরে।
ভীষ্ম বলে গঙ্গাদেবী পাতকী উদ্ধারে ॥
একাদশী ব্রত করে দেই অন্ন জল।
দুর্গাষ্টমী ব্রত করে ব্রহ্মলোকে স্থল ॥
অশ্ব গজ গো কন্যা দ্বিজ করে দান।
সপ্ত পাশে মুক্ত হয় কৃষ্ণপদে স্থান ॥
সশস্য সমেৎ ধরা দেই দ্বিজবরে।
একুশি পুরুষ লয়্যা যায় স্বর্গপুরে ॥
তুলসী অশ্বত্থরূপে শুনয়ে পুরাণ।
দরিদ্রেরে দান দিলে ব্রহ্মলোকে স্থান ॥
বাস ভূষা উপানত যেবা দেই ছাতা।
শমনের দায় নাঞি পূজা করে ধাতা ॥
সোনা রূপা সাক (?) দান যেবাজন করে।
শমনের দায় নাঞি সর্ব পাপ হরে ॥
নানা বিধি দানের কথা রাজারে কহিল।
দান ধর্ম বিস্তারিত সংক্ষেপে বলিল ॥
ভীষ্ম কহে শুন কহি আর উপাখ্যান।
শুনিতে শ্রবণ সুখ অমৃত সমান ॥
তীর্থযাত্রা করিয়া কৌণ্ডল্য মুনি যায়।
শ্মশানেতে পঞ্চ প্রেতে দেখিবারে পায় ॥
লোল জিহ্বা বিকট বদন লেচ্ছকায়।
উচ্চ উৎকট দন্ত ভস্মাচ্ছন্ন গায় ॥
মুনিরে দেখিয়া পঞ্চ প্রেত জিজ্ঞাসয়।
তুমি কেবা কোথা যাও দিও পরিচয় ॥
কৌণ্ডল্য আমার নাম তীর্থ কর্যা যাতে।
পথ মধ্যে দেখা হল তোমাদের সাথে ॥
পাঁচজন প্রেত মোরা শুন দেবঋষি।
কর্মদোষে পাই কষ্ট শ্মশান নিবাসী ॥

এত শুনি মুনিবর পঞ্চজনে বলে।
কোন পাপে কহ মোকে প্রেতলোকে পালে॥
সূচিমুখ মোর নাম লেখক দ্বিতীয়।
পর্যুষিত নাম মোর আমিহ তৃতীয়॥
শীঘ্রগ রূঢ় মোরা এই পঞ্চজন।
যে পাপে হয়্যাচি প্রেত করি নিবেদন॥
মুখ ঘুরাইয়া আমি অতিথি বঞ্চিল।
সেই অপরাধে সূচিমুখ নাম হল॥
বলেন দ্বিতীয় প্রেত অতিথি দেখিয়া।
তাহারে ভাণ্ডিলাম আমি ভূমেতে লেখিয়া॥
ইহার কারণেতে লেখক হইল নাম।
সেই পাপে প্রেতলোক পালাঙ গুণধাম॥
বলেন তৃতীয় প্রেত অতিথি প্রতারিল।
উচ্ছিষ্টান্ন খায়্যা পর্যুষিত নাম হল্য॥
শীঘ্রগ কহেন শীঘ্র যাহ অতি দূরে।
শীঘ্রগ হইল নাম বলিয়া নিষ্ঠুরে॥
রূঢ় বলে রূঢ় বল্যা বলিলাঙ তারে।
না পারিব দিতে কিছু যাহ অন্য ঘরে॥
ইহার কারণে নাম মোর হল রূঢ়।
অতিথিরে নাঞি দিয়া কষ্ট পাল্যাঙ বড়॥
মুনি বলে প্রেত সব পুন জিজ্ঞাসি।
শ্মশানে বসিয়া তোমরা ভক্ষ কর কি॥
প্রেত সব বলে গোসাঞি মোদের ভক্ষ্য শুন্যা।
রহিতে নারিবে কাছে হবে তোমার ঘৃণা॥
বমি বিষ্ঠা রক্ত পূঁজ শিথনি গয়ের।
শৌচের জল খাই শুন মুনিবর॥
মুনি বলে তোমরা কোন স্থানে থাক।
বিবরিয়া জিজ্ঞাসএ মোর বল রাখ॥
প্রেত সব বলে মুনি করি নিবেদন।
আলিস্যা মায়্যার অঙ্গে থাকি অনুক্ষণ॥
বেদ পথ নিন্দা করে দ্বিজ গুরুজনে।
বশিধতি কিংসক (?) নিন্দে থাকি তার সনে॥
অপর অনেক স্থান মো সভার আছে।
শ্মশানে মশানে থাকি মৃতজনার কাছে॥
মুনি বলে পুনরুপি জিজ্ঞাসি সভায়।
কোন কর্ম করিলে প্রেতলোক নাঞি যায়॥
গুরু দ্বিজ পূজা করে ব্রত একাদশী।
সুর পতি স্তব করে হয় স্বর্গবাসী॥
মাতা পিতা দেব দ্বিজে যে করে ভরণ।
পুরাণে স্তবন করে পূজে জনার্দন॥
হরিনাম অতিথি সেবা জপ যজ্ঞ করে।
কদাচ তাহার গতি নহে প্রেতপুরে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম কহে অনুক্ষণ।
তার গতি স্বর্গলোকে শুনএ ব্রাহ্মণ॥
এই মত পঞ্চপ্রেত বলিতে বলিতে।
মুক্ত হয়্যা গেল তারা চাপি স্বর্ণরথে॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
মুক্ত হয়্যা স্বর্গ গেল কৌণ্ডল্য ব্রাহ্মণ॥
ভীষ্ম বলে শুন বাপু ইতিহাস পুরাণ।
একাদশী উপাখ্যান কবিচন্দ্র গান॥

একাদশী উপাখ্যান

কৌণ্ডিল্য নগরে রাজা চন্দ্রকেতু ছিল।
চন্দ্রাবতী নামে দারা পুণ্যফলে পাল্য॥
মহারাজা নিরাহারে একাদশী করে।
রাণী পাছে ছিল চিত্ত নিবারিতে নারে॥

ব্রত ভাঙ্গি রাজা সুখে রতি ভোগ কৈল্য।
সেই কর্ম্মফলে রাজা গৃধ্র পক্ষী হল্য॥
কীট পতঙ্গ খায় কৌণ্ডিল্য নগরে।
চন্দ্রাবতী মর্য়া জন্মে নীলধ্বজের ঘরে॥
পুণ্যফলে তপোবনে সেই জাতিস্মরা।
নীলধ্বজে কান্দ্যা কয় চন্দ্রকেতু দারা॥
পতি দিয়া অহে পিতা আমারে উদ্ধার।
পাপে পতি গৃধ্র পক্ষ তারে দেহ মোর॥
কারণ কহিতে রাজা সেনা সঙ্গে দিল।
নরযানে চাপ্যা সতী পক্ষ পাশে গেল॥
চিনিতে না পার তুমি রমণী তোমার।
গৃধ্র পক্ষ হল্যে পাপে করিয়া শৃঙ্গার॥
বৃক্ষ হত্যে গৃধ্র পক্ষ চান কন্যা পানে।
নীলাবতী সাক্ষী করি কহে দেবগণে॥
একাদশী দিলাঙ স্বর্গ যাউক মোর পতি।
রাজার পাপে মোর দেহ যাব অধোগতি॥
একথা কহিতে স্বর্গে বাজএ দুন্দুভি।
রথে চাপ্যা রাজা রাণী দোঁহে গেল দিবি॥
ভীষ্ম বলে গৃহাশ্রমে পুণ্য আছে কত।
বনে যাত্যে চাহ নাই জান বেদপথ॥
মন দিয়া শুন বীরবাহু উপাখ্যান।
পুষ্পদন্ত যাহাতে পাইল অপমান॥
নৃপতি আদেশ পায়্যা গানের কারন।
সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র গান॥

বীরবাহু ও পুষ্পদন্তের উপাখ্যান

পুষ্পদন্ত বিষ্ণু ভক্ত গৌরী পূজা করে।
বীরবাহু পুষ্প দানে নিত্য পূজে হরে॥
বীরবাহু ধন ধর্য়া দ্বিজে দান করে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক যান তারপরে॥
আশিস করিয়া বলে শুন নরপতি।
দান দেহ সোনা রূপা ঘুচাঅ দুর্গতি॥
পুনঃ পুনঃ মাগে বর নৃপবর কোপে।
অশ্ববিষ্ঠা আঙুলে পুরিয়া দিল তাকে॥
স্বস্তি বল্যা সেই দ্বিজ অশ্বমল নিল।
জলে পেল্যা ক্রোধ কর্য়া ব্রাহ্মণ চলিল॥
পুষ্পদন্ত পুষ্প তুলে মালঞ্চ ভিতরে।
শিবের নির্ম্মাল্য পেলে ধর্ত্যে নারে চোরে॥
রজনী প্রভাত হল্য পালাতে নারিল।
শিবের নির্ম্মাল্য চাঠ্যা খঞ্জ সেই হল॥
পুষ্পদন্তে দেখ্যা বীরবাহু নৃপবর।
জিজ্ঞাসিতে কহে তারে সকল উত্তর॥
পুষ্পদন্ত নাম মোর গৌরীপূজা করি।
চরণ হইল খঞ্জ চল্যা যাতে নারি॥
রাজা বলে করি কোলে মৈত্র হলে মোর।
খঞ্জ হইবেক ভাল হরে স্তুতি কর॥
রাজস্তুতি করিতে আইলা মহেশ্বর॥
গৌরীভক্ত জানি তারে শিব দিল বর॥
হইল দ্বিগুণ বল খঞ্জ গেল দূরে।
মৈত্রতা করিয়া দোঁহে কোলাকুলি করে॥
পুষ্পদন্ত বলে প্রাণ বাঁচালে আমার।
কি দিয়া করিব মৈত্র তব উপগার॥
বীরবাহু বলে জিজ্ঞাসিয়া বাসবেরে।
পাপ পুণ্য আসিয়া কহিবে পুনঃ মোরে॥
মৈত্র সঙ্গে পুষ্পদন্ত কোলাকুলি করি।
পুষ্প লয়্যা সুখী হয়্যা গেল ইন্দ্রপুরী॥

বীরবাহুর কথা কহিল সকল।
অনেক কর‍্যাছে পুণ্য এক অমঙ্গল ॥
পর্ব্বত প্রমাণ এই দেখ বিদ্যমান।
অশ্বমল ব্রাহ্মণে কর‍্যাচে পূর্ব্ব দান ॥
এত শুনি পুষ্পদন্ত গেল তার পাশে।
ভারতে সংক্ষেপে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভাষে ॥

বীরবাহুর দানের পরিমাণ

পুষ্পদণ্ড বলে মিতা শুন বাসবের কথা
কেবা আছে তোমার সমান।
দেখিলাঙ ইন্দ্রপুরে একে একে কহি তোরে
দ্বিজে যত করিয়াছে দান ॥
দেখিলাঙ অন্ন মেরু তুমি রাজ কল্পতরু
দধিকুণ্ড ঘৃতকুণ্ড যত।
বাস ভূষা রত্ন যত মণিময় হয় যুত
বিবিধ প্রকার চিত্ররথ ॥
অপর দেখিল যত তাহা না কহিব কত
কোষ বাজি ধেনু গজ মাতা।
দ্বিজে দিয়াছিলে দান অশ্ববিষ্ঠা গিরিপ্রমাণ
শুন্যা বীরবাহু পায় বেথা ॥
যাঅ মিতা ইন্দ্রপুরে জিজ্ঞাসিয়া আস্য তারে
কিসে হবে মোর পরিত্রাণ।
যায়্যা পুন ইন্দ্রপুরে জিজ্ঞাসা করিতে তারে
কহিলেন সহস্রানয়ন ॥
যদি কন্যার বাদ রটে তবে তার পাপ টুটে
যা দিয়াছ রবে মাত্র শেষ।
দুর্গাষ্টমী ব্রত করে তারে যদি ছুঁতে পারে
তবে তার ঘুচ্যা যায় ক্লেশ ॥
শুনে বীরবাহু বর কন্যা লয়্যা করে ঘর
কলঙ্ক ঘুষয়ে যত প্রজা।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় রাজার ঘুচিল ভয়
অষ্টমী খুঁজিয়া বুলে রাজা ॥

দুর্গাষ্টমী ব্রত

দ্বিজরা ফিরায় রাজা নগরে নগরে।
দুর্গাষ্টমী কে কর‍্যাচে তারে তত্ত্ব করে ॥
দুর্গাষ্টমী মহাব্রত নাঞি করে কেহু।
না হল পাপের সংহার ভাবে বীরবাহু ॥
উগ্রকণ্ঠা নামে বেশ্যা চারু নিতম্বিনী।
মায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর‍্যা নাঞি খায় পানি ॥
দুর্গাষ্টমীর কথা শুন্যা শুদ্ধ হৃদয়।
স্নানাবগাহন করি পূজায় বসঅ ॥
ঘটে আম্র শাখা দিয়া পূজে কাত্যায়নী।
কৃতি কৃতাঞ্জলি হয়্যা পড়ে স্তববাণী ॥
স্তব মন্ত্র পাঠ কর‍্যা বিসর্জ্জন দিল।
বীরবাহু স্থানে তেহ গমন করিল ॥
ব্রতের মাহাত্ম্য বাপু শুন যুধিষ্ঠির ॥
মুক্ত বীরবাহু স্পর্শি বেশ্যার শরীর ॥
ভীষ্ম বলে যুধিষ্ঠির শুন মোর বাণী।
উগ্রকণ্ঠায় সংস্পর্শ্যা মুক্ত নৃপমণি ॥
তারপর দিবাভাগে পুষ্পদন্ত আল্য।
মৈত্র বল্যা হাথে ধর‍্যা রাজা সুধাইল ॥
বীরবাহু বলে মিতা কহ সত্যকথা।

পুংপদন্ত বলে তুমি না ভাবিহ ব্যথা ॥
সুধাঞ্যাচি ইন্দ্রে আমি তোমার বিবরণ।
সকলি হয়্যাচে ভাল কবিচন্দ্রে কন ॥

ভীষ্মের দেহত্যাগ

ভীষ্ম বলে যুধিষ্ঠির তোরে কহি পুন।
শিবরাত্রি ব্রতকথা মন দিয়া শুন ॥
মনু পুত্র ধৃত দিনে পর দারা হরে।
চোরা পুত্রে পীড়া পায়্যা বাদ্যা রাখে ঘরে ॥
পুত্রে বাধ্যা দ্বিজবর গঙ্গাতীরে গেল।
দশনে কটিয়া দড়ি নিশায় পালাল ॥
ব্যাঘ্র ভয়ে বিল্ব বৃক্ষে উঠিল উপরে।
শীতার্ত ক্ষুধার্ত তার কাঁপে কলেবরে ॥
শিবলিঙ্গ ছিল সেই বৃক্ষের তলায়।
গাত্র কম্পে পত্র ঝর্যা পড়ে শিবের গায় ॥
তুষ্ট হয়্যা ভোলানাথ বর দিল তারে।
অন্তকালে তিথির ফলে যাবে মোর পুরে ॥
ধন ধরা মহাদেব দিল দ্বিজবরে।
বর পায়্যা ব্রাহ্মণ গেলেন নিজ ঘরে ॥
গৃহাশ্রমে যায়্যা বাপু ব্রত যজ্ঞ কর।
শান্তি পর্ব এত দূরে কহে ভীষ্মবর ॥
পুত্রবৎ করিহ বাপু প্রজার পালন।
শত্রু না রাখিবে পুরে বধিবে জীবন ॥
পরভূম লয়্যা রাজা রিপু করে জয়।
পাত্র পাত্র অশ্বমেধ কহিল তোমায় ॥
কুন্তীর পালন কর রাখ্য মোর কথা।
বহু কষ্টে পালন কর্যাচে তোর মাতা ॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর করিহ পালন ॥
শিশুকালে কর্যাছিল রক্ষণ পোষণ ॥
এত বল্যা ঘন ঘন কৃষ্ণ পানে চায়।
উত্তরায়ণে রবি দেখিবারে পায় ॥
সেইকালে বীজমন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে।
গোবিন্দ পদারবিন্দ দেখএ সাক্ষাতে ॥
আস্য কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ হর্তাকর্তা হরি।
তব চরণাম্বুজ দেখ্যা আমি মরি ॥
এই কৃষ্ণে মনুষ্য বুদ্ধি ত্যাগ কর সভে।
আমার বচন রাখ বড় সুখ পাবে ॥
গোবিন্দ গোপাল মাধব বক্রী বিক্রম।
নরহরি লক্ষ্মীকান্ত দেব নারায়ণ ॥
এত বলি স্তুতি আদি করএ প্রচুর।
ভীষ্মের মনের কথা জানিলা ঠাকুর ॥
আপনাকে এতদিনে শ্লাঘ্য কর্যা মানি।
মৃত্যু যোগে সাক্ষাতে দেখিলাঙ চক্রপাণি ॥
এত বল্যা কৃষ্ণরূপ দেখিতে দেখিতে।
প্রাণ ছাড়্যা সম্থানে গেলেন চাপ্যা রথে ॥
কুল ক্রিয়া আদি শ্রাদ্ধ রাজন করিল।
কনক ভাজনে দ্বিজে ভোজন করাল্য ॥
মহাভারতের কথা কবিচন্দ্রে গায়।
ভীষ্মযোগ [শান্তি পর্ব] এত দূরে সায় ॥
লেংবার দক্ষিণে ঘর পান্বায় বসতি।
মল্লাবনী নাথের জয় কর রমাপতি ॥

অশ্বমেধ পর্ব

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন

সৌতি কহে সনকাদি করহ শ্রবণ।
জন্মেজয়ে কহে ইহা মুনি বৈশম্পায়ন॥
তব যজ্ঞে বিঘ্ন কৈল সহস্রলোচন।
হেন অশ্বমেধের কথা করহ শ্রবণ॥
যুধিষ্ঠির কহে ব্যাসে গোবিন্দের কাছে।
জ্ঞাতি বন্ধু গুরুবধ পাপে কি নিস্তার আছে॥
ভীষ্ম পিতামহে মাল্যাঙ দ্রোণ হেন গুরু।
জোষ্ঠ ভাই কর্ণে মাল্যাঙ বীর কল্পতরু॥
ভীমেরে করিয়া রাজা আমি যাব বনে।
ব্যাস বলে ক্ষেত্রির ধর্ম শোক কর কেনে॥
শুন রাজা অশ্বমেধ পাপকে বিনাশে।
রাজা বলে ধন নাঞি যজ্ঞ হব কিসে॥
মরুত্ত কর্যাছিল যজ্ঞ কহি তুঞা ঠাঞি।
শম্বর্ত পুরোধা রাজার বৃহস্পতি ভাই॥
তার যজ্ঞে স্বর্ণ পাত্র যত উবারিল।
সেই রত্ন আন্যা যজ্ঞ কর মহীপাল॥
মরুত্তের ধন যুধিষ্ঠির আনাইল।
চৈত্রের পূর্ণিমায় যজ্ঞ আরম্ভ করিল॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যতেক রাজনে।
যদুবংশ আন্যা আর যত মুনিগণে॥
কুন্তী গান্ধারী বিদুর অন্ধ নরপতি।
শুভাকার মহারাজা আনাল্য ভানুমতী॥
হেনকালে উত্তরা প্রসবে পরীক্ষিতে।
মরা শিশু গোবিন্দ বাঁচাল্য যোগপথে॥
যত দুঃখ দূরে গেল দেখিয়া শিশুরে।
সহদেব আজ্ঞা পায়্যা আনে অশ্ববরে॥
চামর কিঙ্কিণী শিরে রাখ লোমগুচ্ছ।
রঙ্গ রাগ করি অশ্বের সাজাইল পুচ্ছ॥
উরুমান ঘাঘর ঘণ্টা পট্টবস্ত্র গায়।
সুবর্ণ নূপুর অশ্বের দিল চারি পায়॥
নির্মঞ্ছন করে অশ্বে যত বরনারী।
স্তব করে যুধিষ্ঠির ঘোড়ার পায়ে ধরি॥
সিঁথিমৌর জয়পত্র বান্ধে তার শিরে।
প্রণাম করিয়া অশ্বে প্রদক্ষিণ করে॥
মঙ্গল বাজনা যজ্ঞে শুনি মহারোল।
বেদধ্বনি পুষ্প বৃষ্টি জয় হরিবোল॥
দীক্ষিত হইলা যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্বরক্ষা হেতু নিয়োজিল পার্থবীর॥
ভীম নকুল পুরী রাখ দুই বীরে।
সহদেব কুটুম্ব সকলে সেবা করে॥
ভাগ্যবন্ত শিষ্যবর্গ দিল পার্থ সাথে।
জপ যজ্ঞে ঘোর রণে অর্জুনে বাঁচাত্যে॥
কৃষ্ণের আদেশ পায়্যা অশ্ব দিল ছাড়্যা।
লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি অশ্ব চলে দোঁড়্যা॥
নৃপতি আদেশ পায়্যা গানের কারণ।
সংক্ষেপে অশ্বমেধ কবিচন্দ্র গান॥

অশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন

অশ্বমেধের ঘোড়া প্রথম দিলেন ছাড়্যা
চক্রাবর্তে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
বল নাই তার টুটে ফলঙ্গ মারিয়া উঠে
হিসরিয়া পূর্ব মুখে ধায় ॥
পাছু বীর ধনঞ্জয় প্রভঞ্জন জিনে হয়
পথের পাদপ ভাঙে ঠেসে।
ঘোড়া যেন গজ দম্ভ দুর্গ বন করি ভগ্ন
প্রবেশিলা ত্রিগর্তের দেশে ॥
সসৈন্যে আইল সাজি ত্রিগর্ত ধরিল বাজি
ঘোড়া রাখে নিজ অন্তঃপুরে।
অর্জুনে দেখিয়া পাছু ত্রিগর্ত বলেন কিছু
একা বীর কি করিব সমরে ॥
পার্থ কহে কৃষ্ণ সখা এক কোটি আমি একা
কাঁপে বপু ঘোর কোপ দৃষ্টি।
খুল্ল ভিল্ল হল্য কায় শুণিত বাহিয়া যায়
অর্জুনের বাণ যেন বৃষ্টি ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় রাজা হল্য পরাজয়
পাত্রে দিল জয়পত্র লেখ্যা।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে প্রেম কৈল তার সনে
অর্জুনের পরাক্রম দেখ্যা ॥

বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জুনের পতন

বৈশম্পায়ন বলে অশ্ব গেল ছাড়া।
প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল পাণ্ডবের ঘোড়া ॥
ভগদত্ত সুত বজ্রনাভ মহা শূর।
ঘোড়া ধরি পাঠাইল নিজ অন্তঃপুর ॥
অর্জুনে দেখিয়া বীর বলে থাক থাক।
তোমার উপরে আজি পড়িল বিপাক ॥
আমার হাথেতে আজি তোমার মরণ।
তোর রক্তে করিব আমি বাপের তর্পণ ॥
আমার পিতার অতি বন্ধু সখা ছিল।
তাহারে মারিলি তুঞি তোর লাগ্যা মল্য ॥
এত শুনি কোপ করি যুঝে ধনঞ্জয়।
দুই বীরে বাণ বর্ষে ঘোর যুদ্ধ হয় ॥
বজ্রনাভের বাণ যেন বজ্রের সমান।
অর্জুনের বুকে বাজে ধরণী লোটান ॥
যোগাসনে বসিয়া জপএ মুনিগণ।
চেতন পাইয়া উঠে ইন্দ্রের নন্দন ॥
সামাল সামাল বীর ধনঞ্জয় কোপে।
দেব অস্ত্রে মূর্ছিত করিল বীর তাকে ॥
উঠ বজ্রনাভ পার্থ করেন আশ্বাস।
রাজার আজ্ঞা নাই কারে করিতে বিনাশ ॥
ঘোড়া দিল বজ্রনাভ শুনি প্রিয়কথা।
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে করিয়া মৈত্রতা ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন সমাদরে।
পাণ্ডবের ঘোড়া গেল সৈন্ধবের পুরে ॥
জয়পত্র পড়্যা ঘোড়া ধরে মহারাজে।
অসংখ্য সাজিল সেনা দামা ভেরী বাজে ॥
অর্জুনের সঙ্গে আস্যা ঘোর যুদ্ধ করে।
সামাল সামাল বল্যা ডাকে পার্থ বীরে ॥
দারুণ দুর্জয় শেল পাট ছাড়া দিল।
বুকেতে বাজিল শেল অর্জুন পড়িল ॥
ধনু খসে সেনা যত পার্থে যায়্যা ঘেরে।

পক্ষ যেন বন্ধ থাকে পঞ্জর ভিতরে ॥
ভয় পায়্যা যোগাসনে মুনিগণ জপে।
অর্জুন চেতন পাল্য জপের প্রতাপে ॥
কোপ কর্য়া রুদ্রবাণ অর্জুন এড়িল।
সৈন্য সমেত পার্থ সৈন্ধবে জিনিল ॥
দুঃশলা পৌত্র লয়্যা পার্থ পাশে এল্য।
যজ্ঞে নিমন্ত্রিয়া তারে রাজ্যে রাজা
কৈল ॥
কামচারী অশ্ববর বশ কার নয়।
মণিপুরে চল্যা গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে গেলা ঘোড়া নগর ভিতরে।
বভ্রুবাহন ধরি ঘোড়া গেল অন্তঃপুরে ॥
ঘোড়া দেখ্যা চিত্রাঙ্গদা কহেন বাছারে।
জয়পত্র পড়্যা বাছা শুনাহ আমারে ॥
এতশুনি জয়পত্র পড়িছে রাজন।
আগেতে গোবিন্দ নাম কর্যাছে লেখন ॥
হস্তিনাপুরেতে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
অশ্বমেধ করে শুন সকল সমাঝ ॥
আপন ইচ্ছায় বেড়াইবে জয় বর।
অশ্বমেধের ঘোড়ারক্ষক পার্থ
ধনুর্দ্ধর ॥
বলবান হয়্যা ঘোড়া ধরিবে যেজন।
তাহারে জিনিব জয়পত্রেতে লিখন ॥
মণিপুরের রাজা বলে ঘোড়া নাই দিব।
আজি যুদ্ধ কর্যা ঘোড়া জিনিয়া
লইব ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র দূর কর তাপ।
ঘোড়া রাখে অর্জুন তোমার সেই বাপ ॥
তুমি পুত্র মণিপুর নগরের রাজা।
পার্থে আন গিয়া বাছা করি তার
পূজা ॥
শুনিয়া সাজিল রাজা সেনায় আবৃত।

কুশাম্বুজ গন্ধমাল্য অর্ঘ্য দূর্বাযুত ॥
বভ্রুবাহন আল্যা অর্জুন গোচরে।
পাদ্য দিয়া প্রণমিয়া কহে জোড় করে ॥
মা মোর চিত্রাঙ্গদা বাপ হও তুমি।
চল ঘরে তোমারে লইতে আল্যাঙ
আমি ॥
দৈবগ্রস্ত কোপ কর্যা কহে ধনঞ্জয়।
নটী চিত্রাঙ্গদা তুমি তাহার তনয় ॥
অভিমন্যু পুত্র মোর রণশূর ছিল।
সমরে তেজিয়া প্রাণ স্বর্গ চল্যা গেল ॥
অর্জুন বলেন বেটা আন্যা দে রে হয়।
কাহারে বলিস বাপ নটীর তনয় ॥
এত শুনি বভ্রুবাহন রাজা কোপে
কাঁপে।
রণধীর মহাবীর কহিছেন বাপে ॥
উচিত বলিতে পার্থ পাছে কর তাপ।
পাঁচ ভাই তোমাদের জনা পাঁচ বাপ ॥
কন্যাকালে তব মাতা বঞ্চে সূর্য সাথে।
কানীন তাহারে বলে কর্ণ জন্মে
তাতে ॥
তারপর তব মাতা পতি বিদ্যমানে।
ভোগ করে ধর্মরাজ পুরন্দর সনে ॥
মাদ্রী কামরসে মাত্যা নানা মায়া জানে।
রতি ভোগ করে অশ্বিনী কুমারের
সনে ॥
সকল লোকে জানে এ সকল খ্যাত কথা।
সর্বে বলে পাণ্ডব সকল জারজাতা ॥
তিনলোক যশে বাপা তোমাদের খ্যাতি।
আমার মা বারাঙ্গনা তোমার মা সতী ॥
শুন্যাছি তোমার বাপ শিবরস ছিল।
কামুক কামের বশে ব্রহ্মশাপে মল্য ॥
বীরের বেটা বীর আমি রণভীরু নই।

মহাগরু পিতা তুমি তেঞি এত সই ॥
পিতা পুত্র আজি মল্য সমরের লেঠা।
সে জন হারিবে যুদ্ধে মা যার কুলটা ॥
এত বলি ধনুকেতে দিলেন টংকার।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে লাগে চমৎকার ॥
বব্রুবাহন কহে ঘোড়া ছাড়্যা নাই দিব।
কেমন সতীর বেটা তুমি এখনি
জানিব ॥
দারুণ ক্ষত্রিয় জাতি বশ কার নয়।
বাপে পোয়ে গালাগালি ঘোর যুদ্ধ হয় ॥
কোপে পার্থ বাণ এড়ে মুখে চুম্ব
খায়।
বব্রুবাহনের বাণ পড়ে পার্থ পায় ॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধে বাণ বর্ষে পরস্পর।
ভূধর শিখরে যেন বর্ষে জলধর ॥
পাতাল প্রবেশিল দোঁহার ধনুকের
ধ্বনি।
কুণ্ডলী হইল ভয়ে বড় বড় ফণী ॥
নাগ কন্যা উলূপী সব যোগে জানে।
পাতাল হইতে আল্য পুত্র সন্নিধানে ॥
বব্রুবাহন বলে মা কি বুদ্ধি করিব।
মহাগুরু বাপ বাণে কেমনে মারিব ॥
উলূপী কহেন বাছা যুদ্ধ কর তুমি।
পরিণামে পরিত্রাণ কর্যা দিব আমি ॥
শুনিয়া মায়ের কথা বব্রুবাহন বীর।
জরজর করিল বাণে পার্থের শরীর ॥
বিমানে চাপিয়া যুদ্ধ দেখে দেবগণ।
দেব অস্ত্রে মোহ হল্য পার্থের নন্দন ॥
সুবুদ্ধি নামেতে মন্ত্রী করাল্য চেতন।
বব্রুবাহন বাণে রুদ্ধ করিল পবন ॥
দশদিগ রুদ্ধ বীর করিল বাণেতে ॥
বব্রুবাহন বলে বাপা স্মর যদুনাথে ॥
অর্জুন গোবিন্দে স্মরণ করে করপুটে।
সারথি গোবিন্দ আস্য রাখহ সংকটে ॥
গঙ্গাশাপ জানিয়া না আল্য গদাধর।
দুজনে এড়িল বাণ যমের দোষর ॥
ভূতলে পড়িল দোঁহে দোঁহার
বাণাঘাতে।
চন্দ্র সূর্য খস্যা যেন পড়িল ভূমেতে ॥
বব্রুবাহন বাণে পার্থ তেজিল জীবন।
পার্থ বাণে বব্রুবাহন হল্যা অচেতন ॥
দেবলোকে নরলোকে করে হাহাকার।
অর্জুন মরিল দেশ জুড়্যা চমৎকার ॥
হেথা চিত্রাঙ্গদা দেবী মনে আনন্দিতা।
সহস্র দাসীর সঙ্গে ভূষণে ভূষিতা ॥
কান্দিয়া কহেন দাসী শুন রাজার ঝি।
পিতা পুত্রে যুদ্ধে মল্য বেশ কর কি ॥
পতি পুত্র যুদ্ধ কর্যা তোমার মরিল।
দেখাসিয়া রণমাঝে সর্বনাশ হল্য ॥
শুন্যা চিত্রাঙ্গদা দেবী মুক্তকেশা ধায়।
রণস্থলে পড়ে গিয়া অর্জুনের পায় ॥
অর্জুনে করিয়া কোলে চিত্রাঙ্গদা কান্দে।
কঙ্কণ কপালে মারে বুক নাঞি বান্ধে ॥
কবিচন্দ্র বলে যেবা শুনে কর্ণপুটে।
যমের যন্ত্রনা তারে কভু নাই ঘটে ॥

চিত্রাঙ্গদার বিলাপ

কোলে কর্যা বস্যে যতী উঠ উঠ
প্রাণপতি
প্রাণনাথ পাশর্যাছ মোরে।
একবার ফির্যা চাহ আমারে সঙ্গতি লহ
প্রভু পড়্যা শিশুর সমরে ॥
ত্রিভুবনে কথা খ্যাত তোমার বিক্রম
যত

দেবাসুর যারে নাই আঁটে।
পুত্র হয়্যা তারে মারে হেন বীর যুদ্ধে মরে
যার বাণে গিরি দরি কাটে॥
সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী আর ধর্ম নরপতি
কেহ না পাইল সমাচার।
তোমার ভাই তিনজন দেবদেব জনার্দন
কোথা কৃষ্ণ সারথি তোমার॥
ডাকি আমি পুনঃপুনঃ শুন্যা কেন নাই শুন
রণস্থলে পড়্যা কেন থাক।
গোবিন্দ তোমার সখা আসিয়া দিবেন দেখা
একবার কৃষ্ণ বল্যা ডাক॥
পুত্র হয়্যা পিতায় মাল্য যজ্ঞ নাই সাঙ্গ হল্য
ঘোড়া নাই গেল হস্তিনাকে।
রাজা যদি ইহা শুনে সে নাকি বাঁচিব প্রাণে
শাশুড়ী মরিব পুত্রশোকে॥
উলুপী তোর এত নাট ঘুচালি আমার হাট
তোর যুক্তে পতি পুত্র মল্য।
কবিচন্দ্র কহে দড় চিত্রাঙ্গদার শোক বড়
ভুমে পড়্যা হইল মুর্ছিত॥

বব্রুবাহনের শোক

বব্রুবাহন চেতন পাইল রণস্থলে।
দেখিল জননী পড়্যা পার্থ পদতলে॥
মর্যাছে অর্জুনবীর ধরণী লোটায়।
ধনু পেলি কান্দ্যা পড়ে অর্জুনের পায়॥
বাপ বাপ বল্যা কান্দে বব্রুবাহন রাজা।
রাজার ক্রান্দনেতে কান্দয়ে যত প্রজা॥
অন্যলোকের ছাওয়াল যখন বাপ বল্যা ডাকে।
মনে হয় বাপ দেখিব যাব হস্তিনাকে॥
দগদগ চিতে তোমার বাপের হাইবাসে।
হেন বাপ ঘোড়া লয়্যা আল্য মোর দেশে॥
মায়ের মুখে শুন্যা গেলাঙ তোমা আনিবারে।
নটীর তনয় বল্যা গালি দিলে মোরে॥
কে জন্মাল্য ক্ষত্রিয় বল্যা তার নাগালি পাই।
খড়্গেতে কাটিয়া তারে সাগরে ভাসাই॥
ক্ষত্রি জাতি হয়্যা আমি মারিলাঙ বাপেরে।
কল্পে কল্পে স্থিতি মোর নরক ভিতরে॥
মৃগ চর্ম গায়ে দিব হাতেতে কপাল।
তীর্থবাসী হয়্যা মাগ্যা খাব সর্বকাল॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র কার মুখ চাহ।
স্বামী সঙ্গে যাব অগ্নি কুণ্ড করি দেহ॥
তোমা পুত্র উদরে ধরিলাঙ অভাগিনী।
তুমি পুত্র মাল্যে চন্দ্রবংশ চুড়ামণি॥
সতী হয়্যা মনে আমি পাইব অর্জুনে।
হস্তিনায়ে কেহ না বাঁচিব পার্থ বিনে॥
বব্রুবাহন বলে দেহ না রাখিব আর।
আগুনে পোড়ায়্যা দেহ করিব ছারখার॥
বসিতে সভার মাঝে বড় পাব তাপ।
অঙ্গুলি দেখাবে লোকে অই মার্যাচে বাপ॥

নৃপতি আদেশ পায়্যা গানের কারণ।
সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র গান ॥

অর্জ্জুনের জীবনলাভ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত

উলূপীর পায়ে ধর‍্যা বভ্রুবাহন বলে।
তোরে ॥
পিতৃপ্রাণ করিব আমি কৈলে রণস্থলে ॥
উলূপী হাসিয়া মণি বভ্রুবাহনে দিল।
বুকে আরোপিতে মণি অর্জ্জুন বাঁচিল ॥
অর্জ্জুন বাঁচিল আনন্দিত সর্ব্বজন।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
বভ্রুবাহন বীর পড়ে অর্জ্জুনের পায়।
বাছা বাছা বল্যা পার্থ কোলে করে
তায় ॥
চিত্রাঙ্গদায় ধনঞ্জয় কহিতে লাগিল।
নাগকন্যা উলূপীরে এথা কে আনিল ॥
উলূপী কহেন নাথ করি নিবেদন।
পুত্রের হাথেতে হল্য তোমার মরণ ॥
অষ্ট বসু সঙ্গে গঙ্গা শাপিল তোমারে।
এই মণি আন্যা নাথ বাঁচাল্যাঙ
তোমারে ॥
অর্জ্জুন বলেন তোমা হত্যে আমি
প্রাণ পাল্য।
চিত্রাঙ্গদা উলূপীর চরণে পড়িল ॥
দু সতীনে গলাগলি ভাবেতে বিভোল।
অর্জ্জুন বাঁচিল জয় হরি হরি বল ॥
বভ্রুবাহনের ভাব বুঝি পার্থ কহে
তারে।
দুই মায়ে লয়্যা যাহ হস্তিনানগরে ॥
এত বলি গেলা পার্থ মণিপুর তেজি।
জরাসন্ধের দেশে গেল পাণ্ডবের বাজি ॥

সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি ছিল।
তাহারে জিনিয়া ঘোড়া দশার্ণবে গেল ॥
শরভে জিনিয়া ঘোড়া দ্বারকায় গেল।
বসুদেব উগ্রসেন পার্থে পূজা কৈল ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা তোরে আমি
কই।
মাঘের শেষে আল্যা ঘোড়া বারমাস বৈ ॥
চৈত্রের পূর্ণিমায় যজ্ঞারম্ভ করেন
রাজন।
রাজা সব আল্যা যজ্ঞে যত মুনিগণ ॥
গোবিন্দের পূজা কর‍্যা ধর্ম্মের নন্দন।
কাটিয়া যজ্ঞের ঘোড়া করেন হবন ॥
তস্যাপর প্রধান হোম ধৌম্য মুনি
কৈল।
দেবতা সকল ভাগ যে যার লইল ॥
গগন ভেদিল প্রায় উচ্চ বেদধ্বনি।
আনরে নেয়রে দেয়রে খায়রে এই বোল
বাহু তুল্যা বলে কৃষ্ণ সর্ব্বে খাঅ খাঅ।
ধর্ম্ম পুত্রেব যশ সভে গাঅ গাঅ ॥
কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি করে ছুটাছুটি।
কি কহিব রাজার যজ্ঞের পরিপাটি ॥
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা ভোজন করাল্য।
দক্ষিণাতে মুনিগনে নৃপতি তুষিল ॥
মুনিবর্গে শান্তি দিয়া করে অভিষিক্ত।
পাপে হত্যে যুধিষ্ঠির রাজা হল্য মুক্ত ॥
জয়ঢাক বাজাইতে নেউল করে মানা।
উঞ্ছবৃত্তি যজ্ঞের যশ গায় সর্ব্বজনা ॥
তার কথা কহ বল্যা অর্জ্জুন বলিল।
নকুল সকল কয়্যা ধর্ম্মে প্রবেশিল ॥
বিস্ময় ভাব্যা গেলা সর্ব্বে যার যেথা।
অশ্বমেধ পর্ব্বের কথা হল্য সমাধান ॥
যেজন গাওয়ায় ইহা তার স্বর্গ যশ।

ধর্মে মতি হয় তার নহে যম বশ ॥
ভক্তি করি ভারথ কথা যেজন
গাওয়ায় ॥
ইহা জন্মে সুখ অন্তে কৃষ্ণ পদ পায় ॥
আশ্রমবাসিক পর্ব ইহার উত্তর।
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর ॥
নৃপতি আদেশ পায়্যা গানের কারণ।
সংক্ষেপে অশ্বমেধ কথা কবিচন্দ্র কন ॥

আশ্রমবাসিক পর্ব

পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র সেবা

জন্মেজয় বলে মোরে সন্দেহ হইল।
রাজ্য পায়্যা যুধিষ্ঠির কি কার্য
করিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বা কেমনে
গোঙালা।
কতকাল পাঁচ ভাই ধরণী পালিল ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
ধৃতরাষ্ট্রে অনুগত ধর্মপুত্র হয় ॥
ধৃতরাষ্ট্রে যুধিষ্ঠির পুরস্কার করি।
আজ্ঞা লয়্যা পালন করেন রাজপুরী ॥
কুন্তী দেবী গান্ধারীর রহিল সেবায়।
দিবানিশি অনুগত হয়্যা দাসীর প্রায় ॥
ব্যাসদেব আসি সেথা বুঝাল্য রাজায়।
নানা কথা কহিয়া পরিতোষ করে তায় ॥
যুধিষ্ঠির ধর্মবীর করেন অর্চনা।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী দোঁহার পুরেন
বাসনা ॥
কুন্তী দ্রৌপদী আর উলুপী চিত্রাঙ্গদা।
গান্ধারীর সেবা সর্বে করেন সর্বদা ॥
রাজা বলে ধৃতরাষ্ট্রে যে করে সেবন।
আমার প্রাণ সম সেই বন্ধুজন ॥
যে লঙ্ঘে তাহার বাক্য সেই শত্রু
মোর।
পদসেবায় তাহার পুণ্যের নাই ওর।
এত শুনি সভাই সভয়ে অনুগত।
ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাকারী প্রজা হল্য যত ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের শ্রাদ্ধ করিল।
বিপ্রবর্গে বাসভূষা বহু ধন দিল ॥
সেবায় হইল বশ দূরে গেল শোক।
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে সুখী সর্বলোকে ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনযাত্রা

যখন মনে পড়ে দোঁহার রাজা
দুর্যোধনে।
উথলে শোকের সিন্ধু চায় ভীম
পানে ॥
দারুণ পুত্রের শোক পাশরিতে নারে।
কটাক্ষের কোণ চায় ভীমে কোপ করে ॥
ইঙ্গিত করিয়া ভীম কটু কয় তারে।
মোর বাহুবলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মরে ॥
দুই বাহু বারে বারে দুজনে দেখায়।
আঁখি ঘুরাইয়া ভীম চন্দন মাখায় ॥
ভীমের তর্জনেতে দোঁহার হয় দুখ।
শোকে জর্জর তনু বিদরএ বুক ॥
অন্নজল কালেতে সময়ে নাহি খায়।
ম্লান মুখ দেহ ক্ষীণ শুষ্ক হল্য কায় ॥
বৈশম্পায়ন বলে তোরে আমি কই।

অনিচ্ছায় আহার খায় চারিদিন বই ॥
আট দিন গান্ধারী না খায় অন্নজল।
ভূতলে পড়িয়া থাকে ক্ষীণ হল্য বল ॥
এত কথা যুধিষ্ঠির কিছু নাই জানে।
হয়্যাছে দারুণ শোক ভীমের বচনে ॥
তারপর শুন নৃপ পনের বছর গেলে।
ধৃতরাষ্ট্র অশ্রুমুখে যুধিষ্ঠিরে বলে ॥
মোর অপরাধে হল কুরুবংশ ক্ষয়।
যতোধর্মস্ততোজয় শাস্ত্র মিথ্যা নয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে বনবাসে যাব আমি।
গান্ধারী সমেৎ যুধিষ্ঠির আজ্ঞা কর তুমি ॥
ধর্মাত্মা ধর্মপুরুষ তুমি ধর্ম জান।
বনবাসের উচিত কাল বৃদ্ধ দুইজন ॥
তোমারে আশিস করি বনচারী হব ॥
কুলধর্ম আমাদের ঘরে নাই রব ॥
যুধিষ্ঠির রাজায় বলে তুমি দুঃখী হল্যে।
রাজ্যে কি কাজ মোর আমায় তুমি মাল্যে ॥
ইহা বল্যা যুধিষ্ঠির কান্দিতে লাগিল ॥
বঞ্চিত হইলাঙ বলি পদেতে ধরিল ॥
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি মোদের গুরু।
তোমা বিনে নাহি জানি বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
পুত্র শোকে যদি যাবে সত্য কহ মোরে।
যুযুৎসু করুণ রাজ্য হস্তিনা নগরে ॥
তোমাদের সঙ্গে বনমাঝে যাব আমি।
সেবা কর‍্যা থাকিব তোমার দুঃখ না পাও তুমি ॥
মহারাজা রাজ্য কর রাজপটে বসি।
যাইবে পশ্চাতে সভে দুঃখ নাই বাসি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে বাপু তুমি কহ ব্রহ্ম।
বৃদ্ধ হল্যে যায় বনে এই কুলধর্ম ॥
ইহা বল্যা ধৃতরাষ্ট্র কাঁপিতে লাগিল।
গান্ধারীরে ধর‍্যা প্রায় মূর্ছিত হইল ॥
ধৃতরাষ্ট্রে এমন দেখ্যা রাজা শোক পায়।
হায় মরি আমা হতে [কেবা] দুঃখ দেয় ॥
হেনকালে ব্যাসদেব সেইস্থানে আল্য।
যুধিষ্ঠিরে হিত কথা বুঝায়্যা তুষিল ॥
হৃত পুত্র অতি বৃদ্ধ ধৃত যাউক বনে।
যুধিষ্ঠির দিল সায় কবিচন্দ্র ভণে ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বিদায় গ্রহণ

হিতপথ্য নীত কয়্যা ব্যাসদেব যায়।
যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের ধরিলেন পায় ॥
রাজা বলে না লঙ্ঘব তোমার বচন।
উদব পুরিয়া অন্ন করহ ভক্ষণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সমেৎ গেলা ঘরে।
অভিমত ভোজন ভাজন দোঁহে করে ॥
যুধিষ্ঠিরে রাজধর্ম ধৃতরাষ্ট্র কয় ॥
ধর্মে মতি সদা কুরু শত্রু হউক ক্ষয় ॥
পুত্রবৎ করিক বাপু প্রজার পালন।
ভক্তি ভাবে করিবে তুমি বিপ্রের পূজন ॥
মনোনীত মন্ত্রী রাখ্যা করিবে মন্ত্রণা।
শিষ্টের পালন দুষ্টে দেয়াবি যন্ত্রণা ॥
কর কত এই মত অনেক প্রকারে।
মন্ত্রণার সব নীত কহিল রাজারে ॥
তারপর গান্ধারী পতির প্রতি কয়।
বনে কবে যাবে নাথ বিলম্ব না সয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে প্রিয়ে মিছা দুঃখ ভাব।

ব্যাস যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা বনে কালি
যাবে ॥
কথায় বার্তায় দোঁহে পাত কৈল নিশা।
মুখ প্রক্ষালনে রাজা করিল প্রত্যুষা ॥
যুধিষ্ঠির প্রাতে বন্দে ধৃতরাষ্ট্রের
পায়।
প্রজাবর্গে আন ঝাট রাজা কহে তায় ॥
প্রজাবর্গে যুধিষ্ঠির সভায় আনাল্য।
প্রণাম করি ধৃতরাষ্ট্র রাজায় বন্দিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র প্রবোধিয়া কহে প্রজাগণে।
তোমাদের কল্যাণ হউক আমি যাই
বনে ॥
শান্তনু পাণ্ডুকে যেমন করিলে
পালন।
সেইমত যুধিষ্ঠিরে করিবে ভাবন ॥
দুর্যোধনের অপরাধ ক্ষমা কর মোরে।
প্রাঞ্জলি করিয়া আমি নিবেদি সভারে ॥
এত শুনি প্রজার হইল বড় দুখ।
কান্দিতে লাগিল সর্বে হল্য অশ্রুমুখ ॥
প্রজা যত হয়্যা নত দিল অনুমতি।
মুর্ছাপন্ন হল্য সর্বে বিদরএ ছাতি ॥
হেনকালে শাম্ব নামে কহে দ্বিজবর ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন পরীক্ষিৎ কোঙর।
আমাদের অভাগ্যে ছাড়িয়া যাহ বনে।
অনুমতি দিল মোরা ব্যাসের বচনে ॥
দুর্যোধনের দোষ নাঞি ধৃতরাষ্ট্রে
বলে।
কেবা কারে মার্তে পারে সব করে
কালে ॥
পুর্বাপর বিধিকৃত ক্ষত্রিয়ে ধর্ম।
পরস্পর কাটাকাটি আছে যুদ্ধ কর্ম ॥
মাতৃবর্গ সমেৎ করিয়া ঘোর রণ।
স্বর্গে গেল অনুজ সমেৎ রাজা
দুর্যোধন ॥
পুত্রবৎ পালন করিল যত প্রজা।
হেন পুত্রে দোষ বৃথা দেহ মহারাজা ॥
এত বলি বিদায় হইয়া সভে যায়।
মহাভারতের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দুর্যোধনাদির শ্রাদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র তস্যপব নিজগৃহে যায়।
মনোনীত অন্নজল ভক্ষ দ্রব্য খায় ॥
প্রভাতে বিদুরে ডাক্যা কহেন রাজন।
যুধিষ্ঠিরের পাশে যায়্যা মাগ্যা আন
ধন ॥
মৃতজনার শ্রাদ্ধাদি করিয়া যাব আমি।
মোর কথা ধর্মপুত্রে কৈয় ভাই তুমি ॥
এত শুনি বিদুর গেল রাজার গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্রের কথা কহে যুধিষ্ঠিরে ॥
বিদুরের কথা শুনি যুধিষ্ঠির হৃষ্ট।
ভয়েতে বিদুর কাঁপে ভীম হল্য রুষ্ট ॥
ভীমের অভিপ্রায় জানি অর্জুন বীর
কয়।
বৃদ্ধ পিতা বনে যায় যে উচিত হয় ॥
তোমার অর্জিত ধন মাগি তোমার
ঠাঁঞ।
কিছু ধন ধৃতরাষ্ট্রে দেহ ভীম ভাই ॥
ভীম কয় উচিত নয় তারে ধন দিতে।
কে দিবেক দেউক যদি প্রাণে জিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভুরিশ্রবার শ্রাদ্ধ মোরা
দিবন
নানা দুঃখ দিল অন্ধ মনে দেখি ভাব ॥
শ্রাদ্ধ করিল মোরা রণে মল্য যত।

উদ্ধার করিব জ্ঞাতি বন্ধু বর্গ হত ॥
কুন্তী করুক শ্রাদ্ধ কর্ণ আদি করি।
কানার বুঝিতে নার কপট চাতুরি ॥
পাশরিয়াছ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ।
হেনলোকে কোন লাজে দিতে চাহ ধন ॥
ও বেটার নাট যত উহার কথা জানা।
মায়্যাকে উলঙ্গ করে নাই করে মানা ॥
উহার পাকে প্রবন্ধেতে রাজা পাশায় হারে।
পাপ বেটা পুড়িয়া মার‍্যাছিল যৌঘরে ॥
উহার পাকে কষ্ট পাল্যাঙ দুঃখ দিল যত।
কুল নাশিলেক ফল পাল্য মনোমত ॥
আমাদের যত কষ্ট যুধিষ্ঠিরে পাকে।
উহার কথায় পাশা খেলে উহার কথা রাখে।
অর্জুন বলেন ভীম ভাই ধৈর্য্য কুরু।
না বলিহ কটু উক্তি জ্যেষ্ঠ ভাই গুরু ॥
ধৃতরাষ্ট্র মাননীয় দেহ কিছু ধন।
মহারাজা কর‍্যাছেন পোষণপালন ॥
দুর্যোধন কুলাঙ্গার বাপের যশ নয়।
ধৃতরাষ্ট্র সর্বকাল আমাদের হয় ॥
অর্জুন রাজারে ধন দিতে দিল সায়।
পার্থ পানে কোপ করি বৃকোদর চায় ॥
বিদুরে কহেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রে বল।
যা ইচ্ছা আসিয়া লহ সম্পদ সকল ॥
ধেনু ধরা ধন দেউক যতেক ব্রাহ্মণে।
ভীমের কথায় দুঃখ না ভাবিহ মনে ॥
বিদুরের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট।
আনাল্যা বিবিধ ধন হল্যা ধর্মেনিষ্ট ॥
দধিকুল্যা ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা আদি।
অপর যতেক বিধি করে বেদাবিধি ॥

কার্তিকের পূর্ণিমাতে পুণ্যাহ দিবসে।
নাম গোত্র করিয়া দিল সভার উদ্দেশে ॥
দিলেন বিবিধ দান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে।
দুর্যোধনের শ্রাদ্ধ করি কান্দে দুইজনে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম শত পুত্র বন্ধু বান্ধব যত।
সভাকার ক্রমে শ্রাদ্ধ করে বেদমত ॥
দীয়তাং ভুজ্যতাং ডাকে রাজা যুধিষ্ঠির।
পুলকে পুরিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥
কর্ণের শ্রাদ্ধক্রিয়া কুন্তী করে মায়া মোহে।
মুখ বুক ভাসে দুটি লোচনের লোহে ॥
গান্ধারী ব্রাহ্মণে ধন দিলেন অপার।
শ্রদ্ধায় করিল শ্রাদ্ধ মৃত সভাকার ॥
দশাহ দিনের দান যার যে অভিমত।
পিতৃঋণে মুক্ত হল্যা করি বেদনীত ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন এক চিত্তে।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবেরে ডাকাইল প্রাতে ॥
বাস ভূষা বাপু যুধিষ্ঠির তুমি লহ।
বাকল অজিন বাছা আন্যা দোঁহে দেহ ॥
বাকল অজিন ভীম আন্যা দিল তারে।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সাদর করি পরে ॥
তা দেখি রাজা যুধিষ্ঠিরের ফাটে প্রাণ।
প্রমাদ হইল বড় পার্থ পানে চান ॥
ভবন হত্যে বারি হয়্যা রাজায় দেন কোল।
হাহাকার করে প্রজা ক্রন্দনের রোল ॥
যুধিষ্ঠিরে বলে কুন্তী বনে যাব আমি।
পাঁচ ভায়্যে প্রীতে থাক্য রাজ্য কর তুমি ॥
রাজা বলে রাজ্য পাটে নাই মোর কাজ।

দেশ জুড়্যা কলঙ্ক হইল বড় লাজ ॥
অল্প কালে মল্য পিতা ছণ্ড পঞ্চজন।
বহুকষ্টে কৈলে মা পালন পোষণ ॥
পাঁচ পুত্র বিদ্যমানে নানা দুঃখ পাল্যে।
দেখা শুনা নাই বিদুরের ঘরে তুমি গেলে ॥
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দিয়া তোমা সঙ্গে যাব।
পাঁচ ভাই বনে সেবা শুশ্রূষা করিব ॥
কুন্তী বলে অবিরত মোর প্রাণ কাঁপে।
গান্ধারী পুত্রশোকে তোমায় পাছে শাপে ॥
বনে যাই অরে বাপু তোদের হিতের তরে।
না গেলে প্রমাদ হব না রাখিহ ঘরে ॥
একে অন্ধ অতি বৃদ্ধ দুর্বল দুর্জনে।
অন্ন জল কে দিবেক দুর্গ ঘোর বনে ॥
আমারে রাখিতে তোমায় সমুচিত নয়।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ॥

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত কুন্তীর বনগমন

শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা গহনে করিব।
তোমাদের অপরাধ সব মাগ্যা লব ॥
কর্ণ হেন পুত্র মল্য কি কাজ জীবনে।
দিবানিশি কান্দে প্রাণ যখন পড়ে মনে।
শোকাকুল যুধিষ্ঠির জননীরে কয় ॥
পাঁচ ভায়ে ছাড়্যা যাত্যে সমুচিত নয়।
তোমার আজ্ঞায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কৈল ॥
কুরু বংশ ক্ষয় করি রাজ্য পাট পাল্য ॥
এমন কুবুদ্ধি দিশা তোমায় কেবা দিল।
হাসিবেক অরিবর্গ কর্ম নহে ভাল ॥
প্রবীণা যুবতী ঘরে মোর নাই কেউ।
তুমি গেলে অগো মা বাঁচিবে নাকি কেউ ॥
দ্রৌপদী তোমার বধূ থাকিবেক কোথা।
কার পাশে দাণ্ডাবেক কহ দেখি মাতা ॥
কোন অপরাধে মোরে ছাড়্যা যাহ তুমি।
তোমা সঙ্গে গহন কাননে যাব আমি ॥
মা হয়্যা এমন কাজ কেবা কোথা করে।
কৃপা করি পাঁচ ভায়ে সুখে থাক ঘরে ॥
ভীম কয় উচিত নয় শুন গো জননী।
তুমি গেলে হব মা আমরা নাটানি ॥
তুমি বিনে আমার প্রাণ নাহিক রবেক।
স্নেহ করি পেট ভরি কেবা খাওয়াবেক ॥
মা বিনে কে জানে আর পুত্রের বেদন।
আমারে ছাড়িয়া গেলে তেজিব জীবন ॥
পার্থ বলে পায়ে পড়ি ফির্যা চল মা।
তুমি গেলে প্রমাদ হব গলে দেহ পা ॥
তোমার কৃপার ফলে যমে নাই ভয়।
দেবাসুর কাঁপে ডরে কি হত্যে কি হয় ॥
নকুল আকুল হয়্যা পদে ধরি কয়।
দুটি দণ্ড ছাড়্যা যাত্যে সমুচিত নয় ॥
মরিবার কালে মাতা সমর্পণ কৈল।
তুমি গেলে আমাদের প্রমাদ বড় হল্য ॥
বাল্যকালে মল্য মা বিধির লিখন।
কোলে কাঁখে করি তুমি করিলে পালন ॥
ছাড়্যা গেলে দুটি ভাই পাছু পাছু যাব।
মরণে বধের ভাগী হবে মনে দেখি ভাব ॥
সহদেব বলে আমি তোমার ছোট ছেল্যা।
মোহ ছাড়্যা কেমন কর্যা বনে যাহ পেল্যা ॥

দ্রৌপদী বলেন মোর হইল বিতথা।
তোমা বিনে কে পালিব বুঝ্যা দেখ
মাতা॥
কুন্তী বলে সুখ হেতু সমর করিলে।
রাজ্য পেলে পুণ্য ফলে নিজ বাহুবলে॥
দ্রৌপদীর যবে কৈল কেশাকরিষণ।
কুরুবংশ সেই পাপে হইল নিধন॥
দ্রৌপদীর হাতে ধরি কহে যত নীত।
একে একে শিখাইলা গার্হস্থ্যের রীত॥
তোমা কি বুঝাইব পতিব্রতার ধরম।
তোমা লয়্যা যুধিষ্ঠিরের ভরম সরম॥
সমভাবে করিহ সেবা পতি পাঁচজনে।
মাদ্রীপুত্রে কর্যা স্নেহ আমার বচনে॥
দুর্যোধন দারুণ করিল পণরক্ষা।
দুর্বাসা হইতে বনে তুমি কৈলে রক্ষা॥
তোমার সতীত্ব ফলে রণে হল্য জয়।
তোমার কোপানলে কুরুবংশ হল্য ক্ষয়॥
সতী পতিব্রতা ধন্যা তুমি লক্ষ্মীরূপা।
ঘরে যাহ পাঁচ পুত্রে করিহ মোর কৃপা॥
ঘরে যায়্যা রাজ্য কর ভাই পঞ্চজন।
পুত্রবৎ করিহ বাপু প্রজার পালন॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবা সহনে করিব।
তেজিয়া ঐহিক সুখ দেহ শুধাইব॥
এত শুনি পাঁচ ভায়্যের লজ্জা হল্য বড়।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে কথা হল্য গাঢ়॥

কুন্তীকে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ

ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা গান্ধারীকে কয়।
কুন্তীকে বিদায় দেহ ভাল কর্ম নয়॥
পুত্রে ছাড়ি বনে কেবা কোন মুঢ়ে
গেছে।
মা গেলে কহেন রাজা তনয় নাকি বাঁচে॥
রাজ্যে যায়্যা কুন্তী বধূ তপস্যা করুক।
ঘুচুক সভার তাপ ঘরে গ্যা থাকুক॥
গান্ধারী বলেন মা ফির রাজার ঘরে।
পুত্রের পালন কর রাজা কন তোরে॥
কলঙ্ক হবেক মোর কর্ম নহে ভাল।
মোদের সঙ্গে কেন যাবে নিজালয়ে চল॥
কুন্তী বলে তোমাদের সঙ্গে আমি যাব।
পুত্রের মমত্ব নাই দেশে কেনে রব॥
মায়ের বুঝিয়া ভাব দুঃখ ভাবে মনে।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে কান্দে পাঁচ জনে॥

পাণ্ডবদের বিলাপ

কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদর নহে
স্থির
অর্জুনে দ্বিগুণ হল্য শোক।
নকুল আকুল হল্য সহদেব প্রায় মল্য
হাহাকার করে সর্বলোক॥
কুরুনারী কন্দে যত রাজা হল্য জ্ঞান
হত
বুঝাইলে বোধ নাই মানে।
কি দোষে ছাড়লে মাতা কুদিশা
পাইলে কোথা
ধরণী লোটায় পাঁচজনে॥
চিরদিন কষ্ট পাল্যো সুখের কালে
ছাড়্যা গেলে
এ বড় রহিল মনে তাপ।
বিধাতা বৈমুখ হল্য জননী ছাড়িয়া
গেল
আছিল পূর্বের কৃত পাপ॥
অল্প কালে মল্য বাপ বনে পাল্যাও
বড় তাপ
তুমি কৈলে পোষণ পালন।

মা বিনে কে আর আছে থাকিব কাহার কাছে
কে জানিব পুত্রের বেদন ॥
কষ্ট দিল দুর্যোধনে ভ্রমিলাঙ বনে বনে
স্মরণ করিতে ফাটে বুক ।
যদি পাল্যাঙ পুত্রদারা বন্ধু বান্ধব ধন ধরা
সুখের উপরে হল্য দুখ ॥
মা নাই যাহার ঘরে জিতে না জুয়ায় তারে
ভার্যা যার অপ্রিয় বাদিনী ।
সতত তাহার পীড়া লোক মাঝে পায় পীড়া
গৃহ বন তুল্য করি মানি ॥
পাঁচ ভায়্যে পড়্যা কান্দে দ্রৌপদী না বুক বান্ধে
বুঝায়্যা হারিল যত লোক ।
কবিচন্দ্র দ্বিজ কয় কুন্তী ফিরিবার নয়
নাই বাধে তনয়ের শোক ॥

বনবাসী মুনিদের সহিত ধৃতরাষ্ট্রদের সাক্ষাৎ

কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির আর কান্দ কত ।
জননীর আশা ছাড় এ জনমের মত ॥
পাঁচ পুত্রে কুন্তী সতী করিলেক বুকে ।
প্রেমাবেশে চুম্ব দেয় সভাকারে মুখে ॥
তনয় সভার মুখ হেরি হল্য মোহ ।
ছলছল দুটি আঁখি দেখা দিল লোহ ॥
সহদেব নকুলে সমর্পিয়া হাতে হাতে ।
তা দেখিয়া বৃকোদর লাগিল কান্দিতে ॥
বোধাল্যে না মানে বোধ ভাই পাঁচজনে ।
হেনকালে নারদ আইলা সেই স্থানে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেবঋষি কহিলা বিশেষে ।
কুন্তী বনবাসে যায় পতির উদ্দেশে ॥
কুন্তীকে রাখিলে তোমার হবেক অমঙ্গল ।
স্বেচ্ছায় বিদায় দেহ পাইবে কুশল ॥
এত কয়্যা হরিদাস গেলা যথাস্থান ।
শোক দূরে গেল রাজার হল্য দিব্যজ্ঞান ॥
বিদায় হইয়া সর্বে জননীর পায় ।
কান্দিতে কান্দিতে ঘরে পাঁচ ভায়্যে যায় ॥
নেত্রবন্ধ গান্ধারী কুন্তীর কান্দে ধরি ।
পদব্রজে পতিব্রতা যায় ধিরি ধিরি ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কান্দে হাথ দিয়া ।
মোহ তেজা যায় রাজা হরি গুণ গায়্যা ॥
সঞ্জয় বিদুর সঙ্গে গেলা গঙ্গাতীরে ।
স্নান দান করে সভে সুখে গঙ্গানীরে ॥
বসত করিলা রাজা মুনি শংখ কাছে ।
ফলমূল খায় সভে অন্নাহার ঘুচে ॥
সন্ধ্যা কালে কুশ শয্যায় বিদুর সঞ্জয় ।
ধৃতরাষ্ট্রে করিয়া দেই বৃক্ষের আশ্রয় ।
রাজার নিকটে বামে গান্ধারী শুইল ।
তাহার পাশে এক দেশে কুন্তী রহিল ॥
অতিদূরে বিদুর সঞ্জয় দোঁহে থাকে ।
নিশাপাতে প্রাতে সর্বে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ॥
গঙ্গাজলে করি রাজা স্নানাদি তর্পণ ।
জপ যজ্ঞ করে অগ্নি জ্বালি হুতাশন ॥
গান্ধারী সমেত কুন্তী কৈল গঙ্গাস্নান ।
বিদুর সঞ্জয় দোঁহে পূজে ভগবান ॥
ফলমূল আহার করি নিশা করে পাত ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর সমেত ॥

প্রভাতে উঠিয়া সর্বে করি গঙ্গাস্নান।
কুরুক্ষেত্রে পাঁচজনে করিলা প্রস্থান ॥
শতযূপ রাজঋষি কেকয় বংশজ।
তাহারে দেখেন সভে বিষ্ণুর অংশজ ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা আসিয়াছে বনে।
পরস্পর পরিচয় হল্য দুইজনে ॥
রাজা সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসাশ্রমে গেল।
দেখিয়া সুখদ বন নিবাস করিল ॥
বল্কল বসন পরে শিরে জটাভরে।
তপস্যা কেবল রাজা অস্থি চর্ম সার ॥
গান্ধারী শ্রীমতী কুন্তী হইয়া সংযত।
তপ করে অনাহারে নৃপতির মত ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দেখিবারে আস্যে মুনিবর্গে।
নারদ পর্বত ব্যাস আদি আল্য সর্বে ॥
কুন্তী প্রণমিয়া পূজা করিল সভার।
আসনে বসিলা সভে পায়্যা পুরস্কার ॥
নারদ বলেন রাজা বড় কর্মে কল্যে।
গৃহ ছাড়ি জায়া সঙ্গে বনবাসে আল্যে ॥
কেকয়াধি পতির সহস্র বিত্ত ছিল।
পুত্রে রাজ্য দিয়া মহারাজা বনে আল্য ॥
তপস্যা করিয়া কালে হল্যা স্বর্গবাসী।
তারপর শুন সর্বে কহে দেবঋষি ॥
ভগদত্তের পিতা সহ রাজা সেনালয়।
তপোফলে স্বর্গ গেল ছাড়িয়া নিলয় ॥
পুরুকুচ্ছ শশলোমা অপর রাজা যত।
তপ ফলে পাল্য স্বর্গ নাম লব কত ॥
গান্ধারী সমেত তুমি ব্যাসের কৃপায়।
পরলোক প্রাপ্ত হবে কহিলাঙ তোমায় ॥
পাণ্ডুরাজা তোমারে স্মরণ নিত্য করে।
ভাই সঙ্গে দেখা তুমি করহ সত্বরে ॥
কুন্তী সতী পতিলোকে পাণ্ডু সঙ্গ
পাব।
বিদুর বৈষ্ণব যুধিষ্ঠিরে প্রবেশিব ॥
সঞ্জয় যাবেক স্বর্গ তপস্যার ফলে।
এত শুনি হৃষ্ট চিত্তে কবিচন্দ্র বলে ॥

স্বর্গে ধৃতরাষ্ট্রের স্থান

তারপর শতযূপ নারদেরে কয়।
ধৃতরাষ্ট্রের কোন স্থান কহ মহাশয় ॥
নারদ কহেন যূপ শুন এক মনে।
শক্রের সভায় কথা পাণ্ডু সন্নিধান ॥
ধৃতরাষ্ট্রের আয়ু আছে তৃতীয় বচ্ছর।
গান্ধারী সমেৎ যাব কুবেরের ঘর ॥
সেথা যায়্যা কামগ বিচিত্র রথ পাব।
দেব গন্ধর্ব রাক্ষসলোক ভ্রমিয়া বেড়াব ॥
শুন রাজা জন্মেজয় বৈশম্পায়ন কয়।
নারদের কথা শুন্যা হৃষ্ট সর্বে ক্ষয় ॥
মুনি বর্গে গেলা সর্বে যার যথাস্থান।
ভারতে ব্যাসের উক্তি কবিচন্দ্র গান ॥

পাণ্ডবদের বনযাত্রা ও কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ

ধৃতরাষ্ট্র বনে গেলে তাই পাঁচ জনে।
সুখেতে গোঙাল্য কাল স্থির নহে মনে ॥
জননী পড়িলে মনে কান্দে পাঁচজনে।
কেমনে গোঙাল্য রাজা বৃদ্ধ রাজা বনে ॥
গান্ধারী কুন্তী মা কেমন দশায় আছে।
অনাহারে উপবাসে মরে কিম্বা বাঁচে ॥
বিদুর বৈষ্ণব আর গালব কোঙর।
কেমনে আছেন দুর্গ বনের ভিতর ॥
সহদেব সাহস করিয়া রাজায় কয়।
নিবেদন করিতে আমার হয় ভয় ॥
কান্দ্যা কান্দ্যা উঠে প্রাণ কান্দি রাত্রি
দিনে।

বনে যাব জননী পড়্যা গেছে মনে ॥
দ্রৌপদী বলেন চিত্ত স্থির মোর নয় ।
বনে যাত্যে আমার বাসনা বড় হয় ॥
জিবার নাহিক কাজ প্রাণে বাঁচি বৃথা ।
লোচনে দেখিব যদি জিয়া আছে পৃথা ॥
বধূবর্গ সভার বড় বাসনা হইয়াছে ।
অগ্রপদ হয়্যা সভে ডাণ্ডায়্যা রহিয়াছে ॥
সেনাধ্যক্ষে ডাকিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কয় ।
ত্বরায় সাজাঅ রথ বিলম্ব না সয় ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দেখিবারে যাব সর্ব্বে বনে ।
রা তে না পারে কেহ মা পাড়ল মনে ॥
সাজাহ শকট শিল্পী ডাক সূতগণে ।
নানাবিধ ভক্ষ লহ পূরিয়া ভাজনে ॥
যোগযোগ বলি রাজা যুধিষ্ঠির ডাকে ।
যুয্যতাং যুয্যতাং বাল শব্দ কহে
তাকে ॥
দামামা দগড় ভেরি হয় ঢাক বাজে ।
কেহ যানে কেহ অশ্বে কেহ ধরে গজে ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য নানাবিধ অপর বস্তু যত ।
বলদে শকটে বলে ভরে লক্ষ শত ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবীর লয়্যা বিপ্রবর্গে ।
রথারোহে যায় রাজা সেনা ধায় সর্ব্বে ॥
কুরুনারী দ্রৌপদী চলিলা নরযানে ।
আগে পিছে ধায় কত দাসদাসীগণে ॥
ভীম চলে মত্ত গজে পার্থ অশ্বারোহে ।
নকুল সহদেব দোঁহে শিবিকায় বহে ॥
এড়াল্য অনেক দেশ নদ নদী যত ।
সেনা রবে কোলাহল নাম লব কত ॥
দূরে রথ গজ বাজি রাখিল ত্বরায় ।
পদব্রজে পাঁচ ভাই কুরুক্ষেত্রে যায় ॥
দাণ্ডাইল্য মহারাজ আশ্রম নিকটে ।
ভূপ দেখিতে আল্য বন্দে করপুটে ॥

ধৃতরাষ্ট্রে না দেখিয়া পায় বড় ব্যথা ।
মুনি বর্গে জিজ্ঞাসয়ে কোথা মম পিতা ॥
মুনি বর্গে কহে সর্ব্বে এই তার স্থান ।
যমুনার জলেতে করিতে গেছে স্নান ॥
যুধিষ্ঠির আদি যমুনা কুলে যায় ।
কুন্তীরে দেখিয়া সহদেব বেগে ধায় ॥
প্রণমিয়া পদে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ।
আবেশে অবশকায় বুক নাঞি বান্দে ॥
সহদেবে কুন্তী সতী করিলেন বুকে ।
বাষ্প পরিপূর্ণ বুক চুম্ব খনে মুখে ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনে দেখিবারে পায় ।
কুন্তী কাতরা হয়্যা বাছা বল্যা ধায় ॥
অতি ক্ষীণা কলেবর হেল্যা পড়ে বায়ে ।
সহদেব হাথে ধরি মায়ে লয়্যা যায়ে ॥
তা দেখিয়া চারি ভাই পড়ে ভূমিতলে ।
কুন্তী মায়্যা শোক পায়্যা সভায় করে
কোলে ॥
চুম্বন করিয়া মুখে ভাষে অশ্রুজলে ।
অজ্ঞান হইয়া পঞ্চ পড়ে পদতলে ॥
দ্রৌপদী উলূপী চিত্রাঙ্গদা নারী যত ।
কুন্তীরে প্রণাম করে শির করি নত ॥
দ্রৌপদীরে কোলে করি হইলা হরিষ ।
আশ্বাসিয়া সভাকারে করিলা আশিস ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি পুরবাসী যত ।
ধৃতরাষ্ট্রে যত প্রজা করে দণ্ডবত ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবে ।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রণাম করয়ে ভক্তিভাবে ॥
নাম গোত্র বলি তারে দেই পরিচয় ।
শব্দ অনুসারে জানে আনন্দিত হয় ॥
গান্ধারীরে দণ্ডবৎ করে পাঁচ ভাই ।
সতী বলে সুখে থাক হইবে চিরাই ॥
বিদুরে প্রণাম করি সঞ্জয়ে দিল কোল ।

প্রজাগণ বাহু তুলি বলে হরিবোল ॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি যত যুবতী সকল।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রণমিয়া আঁখি ছলছল ॥
গান্ধারীরে নতি করে কুরু জায়া যত।
দ্রুপদজা অবশেষে হল্য দণ্ডবৎ ॥
বিপ্রবর্গ ধৃতরাষ্ট্রে করিলা আশিস।
দণ্ডবৎ করে রাজা হইয়া হরিষ ॥
গান্ধারী কুন্তী আর বিদুর সঞ্জয়ে।
আশীর্বাদ দিয়া তারা মঙ্গলাদি কয়ে ॥
প্রণাম করিলা সভে ব্রাহ্মণের পায়।
ভারত পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

মুনিদের নিকটে পাণ্ডবদের পরিচয় দান

প্রজায় বেষ্টিত রাজা আশ্রমকে যায়।
আশ্রম হইল যেন হস্তিনার প্রায় ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বেড়িয়া রহেন পুরবাসী।
সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসা করে যাবদেক ঋষি ॥
কেবা ইহার যুধিষ্ঠির কেবা ভীমার্জুন।
কেবা নকুল সহদেব কহ জ্ঞানবান ॥
সঞ্জয় বলেন যদি জিজ্ঞাসিলে মোরে।
একে একে পরিচয় দেয়াব সভারে ॥
দেখা যায় গৌর কায় সোনার বরণ।
পৃথু দীর্ঘ চারুচিত্র যুগল লোচন ॥
ধর্মবীর যুধিষ্ঠির তার বই নই।
অঙ্গুলি দেখায়্যা বলে যুধিষ্ঠির অই ॥
ভীম এহ গৌর দেহ গজ জিনি গতি।
পৃথু দীর্ঘ দুই বাহু রণে যার খ্যাতি ॥
শ্যাম দেহ পার্থ এই বীর ধনুষ্পাণি।
উন্নতাংশ পদ্মনেত্র মহাবীর গণি ॥
অভিক্ষম ইন্দ্রসম অতি রূপরাশি।
নকুল সহদেব নাম কুন্তী কাছে বসি ॥
পদ্মনেত্রা চারুচিত্রা লক্ষ্মীরূপা শ্যামা।
অঙ্গশোভা সদাইযুবা দ্রৌপদী অই রাজা ॥
গৌরবর্ণা জিনি স্বর্ণ মনোহর কায়া।
সুভদ্রা উহার নাম অর্জুনের জায়া ॥
স্বর্ণবর্ণা চারুকর্ণা যেন বিদ্যাধরী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে পরম সুন্দরী।
কৃষ্ণবর্ণা দীর্ঘকেশী কমল লোচনা।
উলুপী উহার নাম জানে সর্বজনা ॥
নীল উৎপল রূপ মনোহর কায়া।
কে জানে উহার নাম ভীমের অই জায়া ॥
জরাসন্ধসুতা শ্যামা সহদেব কুটুম্বিনী ॥
কৃশোদরী কঞ্জমুখী নকুলের কামিনী ॥
গৌরাঙ্গ বিরাটসুতা উত্তরা সুন্দরী।
অভিমন্যু ভার্যা এই রূপের মাধুরী ॥
এত শুনি বিস্ময় ভাবিয়া মুনিগণে।
বিপ্রবর্গে গেলা ঘরে কবিচন্দ্র ভণে ॥

বিদুরের দেহত্যাগ

ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা যুধিষ্ঠিরে বলে।
ভায়ে ভায়ে আছ বাপু কল্যাণ কুশলে ॥
ভক্তি ভাবে করিয়া থাকে দ্বিজের পুজন।
অতিথি-অনাথজনে করহ ভরণ ॥
প্রজাগণ সকল তোমার তারা আছে সুখে।
পায়্যাছ অনেক তাপ কাল গেছে দুখে ॥
তোমার আশিসে জয় যুধিষ্ঠির বলে।
সভার কুশল তব তপস্যার ফলে ॥
বিদুরে না দেখি মনে পাই বড় ব্যথা।
মম বন্ধু প্রাণ সম গিয়াছেন কোথা ॥

বায়ু ভক্ষ কেবল করয়ে নিরাহার।
মৌন যুক্ত ম্লান কায় অস্থি চর্ম সার॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চারি পানে চায়।
অতি দূরে বিদুরকে দেখিবারে পায়॥
বৃক্ষে হেলাইয়া গা দাণ্ডয়্যা রয়্যাছে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি তারে রাজা গেলা কাছে॥
বিদুর চাইয়া দেখি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
প্রাণ তেজি প্রবেশিলা তাহার শরীরে॥
স্থির চক্ষু স্তব্ধ কায় দেখ্যা দেখ্যা ভাবে মনে।
মরিলা বিদুর হায় পূর্ব অনুমানে॥
তাহার শরীর দগ্ধ করিবারে যায়।
হইল আকাশবাণী নিষেধিল তায়॥
বেদ ব্রহ্ম যতির দেহ দাহ উচিত নয়।
বিদুরের মরণ দশা ধৃতরাষ্ট্রে কয়॥
ভায়ের মরণ শুনি করয়ে হাতাস।
গান্ধারী কুন্তী বড় হৃদে পাল্য ত্রাস॥
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে ভারথ পুরাণ।
সর্ব পাপে হন পূত যে জন গাওয়ান॥

বিদুরের পূর্ব বিবরণ

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ফলমূল খাওয়ায় সভে যমুনার নীর॥
নিশাযোগে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীর সনে।
মায়ের কাছে ভূমে পড়্যা রহিলা শয়নে॥
স্নানাহ্নিক ক'র সভে বসিলা সভায়।
দেববৃন্দে বৃহস্পতি শোভা যেন পায়॥
কুরুক্ষেত্রবাসী যত ছিলা মুনিবর্গে।
ব্যাস সঙ্গে সমাঝে আইলা তারা সর্বে॥
প্রণমিয়া মুনিগণে দিলা পাদ্যাসন।
আশিস করিয়া বসে যতেক ব্রাহ্মণ॥

ব্যাস কহে ধৃতরাষ্ট্র মোর কথা শুন।
বিদুরের পূর্ব কথাতে দেহ মন॥
মাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম বিদুর হইল।
বিদুর হইয়া ধর্ম ধর্মে মিশাইল॥
যেই ধর্ম সেই বিদুর করি অনুভব।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে বিদুর পাণ্ডব॥

ব্যাসের নিকটে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রার্থনা

আইলাঙ তোমার সংশয় করিবারে দূর।
আছিলাঙ তোমার প্রিয় বিদুর ঠাকুর॥
ব্যাসদেব বিবরিয়া রাজায় কহিল।
হেনকালে নারদ পর্বত আদি এল্য॥
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া সভারে পূজিল।
ফলমূল খাওয়াইয়া আসনে বসাল্য॥
জন্মেজয় বলে মুনি নিবেদি চরণে।
যুধিষ্ঠির রাজা কতদিন ছিলা বনে॥
তস্যাপর নৃপবর কোন কার্য করে।
বৈশম্পায়ন মুনি কহেন তাহারে॥
ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বঞ্চিলা একমাস।
গোঙাল্য পরমানন্দে নাহিক আয়াস॥
ব্যাস কহে ধৃতরাষ্ট্র তুমি বঠ জ্ঞানী।
তোমার মনের কথা আমি সব জানি॥
গান্ধারী দ্রৌপদী কুন্তী কুরুনারী যত।
সভার অভিপ্রায় জানি কান্দে অবিরত॥
বর মাগ্যা অভিমত লহ মোর ঠাঁঞি।
তপোবনে সকল দেখিতে আমি পাই॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বলে অবিরত।
তোমাদের আগমনে হইলাঙ পূত॥
পাল্যাঙ কষ্ট পাপ দুষ্ট তনয়ের পাকে।
পাণ্ডুপুত্রে দুঃখ দিল মারিল সভাকে॥

পরকালে তাহাদের কেমন হল্য গতি।
স্মরিতে স্মরিতে দুঃখ বিতরয়ে ছাতি॥
ধৃতরাষ্ট্র মুখে হত্যে এত শুনি বোল।
সভার হইল শোক ক্রন্দনের রোল॥
গান্ধারী বলেন কৃপা কর বেদব্যাস।
ধৃতরাষ্ট্রের ঘুচাঅ শোক আমার আয়াস॥
চায়্যা দেখ পতি পুত্রশোকে জ্ঞান হত।
কান্দ্যা মরে বিধবা অনাথা নারী যত॥
কর দয়া দেহ ছায়া ব্যাসদেব ঠাকুর।
কৃপা করি কুন্তীর কান্দনা কর দূর॥
ব্যাসদেব কহে কুন্তী কেন কান্দ তুমি।
তোমার অভিষ্ট পূর্ণ করিব সতী আমি॥
সতী কহে শ্বশুর সকল তুমি জান।
জান্যা শুন্যা অহে বাপা জিজ্ঞাসহ কেন॥
যখন আছিলাঙ আমি জনকের ঘরে।
দুর্বাসা মুনির সেবা করিলাঙ সাদরে॥
দেবহূতি বিদ্যা মুনি যাবার কালে দিল।
মুনি শাপের ভয়ে আমি গ্রহণ কৈল॥
বিদ্যা পরীক্ষিতে রবি করিলাঙ আহ্বান।
মূর্তি ধরি দীননাথ হল্যা অধিষ্ঠান॥
অনিচ্ছায় কৈল ভোগ মানা নাই শুনে।
অপত্য জন্মায়্যা গেল দুঃখ ভাবি মনে॥
জনকের ভয়ে শিশু পেলিলাঙ জলে।
পুনরূপী কন্যারূপ তপস্যার ফলে॥
কুকাজ কর্যাছি আমি লাজ খায়্যা কই।
প্রাণ ফাটে রহিতে নারি সেই পুত্র বই॥
কর্ণ পুত্রে দেখিতে বাসনা বড় হয়।
একবার বাছায় দেখাঅ মহাশয়॥
কৃপা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীরে।
মৃত পুত্রে দেখিতে বাসনা বড় করে॥
কুরুনারী কান্দ্যা মরে হয়্যাছে উন্মনা।
পতি দেখিবারে সভার বড়ই বাসনা॥
ব্যাস কহে কুন্তী বচন শুন মোর।
সূর্যের সঙ্গমেতে অধর্ম নাই তোর॥
কর্ণ পুত্রে অদ্য তুমি দেখিবে নয়নে।
গান্ধারী দেখিব যত মৃত পুত্রগণে॥
নারী যত লোচনে দেখিব যে যার স্বামী।
শুন সতী পুত্রবতী সত্য কই আমি॥
দুর্যোধন রাজা কলি শকুনি দ্বাপর।
বিবরিয়া কহি আমি বাক্য শুন মোর॥
অন্য গান্ধারীর সুত রাক্ষস সকল।
অভিমন্যু চন্দ্রের অংশ মহাবীর বল॥
দ্রোণাচার্য পূর্বে আছিলা বৃহস্পতি।
রুদ্রাবতার অশ্বত্থামা তাহার সন্ততি॥
একে একে জন্ম কর্ম কহিল যে যার।
নিশায় বাসনা পূর্ণ করিব সভার॥
এত শুনি যত নারী সূর্য পানে চায়।
এক দিবা হল্য শত বচ্ছরের প্রায়॥
চলহ সভাই তোরা ভাগীরথীর তীরে।
রবি অস্ত গেলে সর্বে থাকিবে এপারে॥
এত শুনি পরস্পর আনন্দে অপার।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে পুরাণের সার॥

ব্যাসের স্মরণে স্বর্গ হইতে মৃতদের মর্ত্য আগমন

গঙ্গাতীরে গেলা সভে রবি অস্ত গেলে।
রহিল যাবত লোক যমুনার কূলে॥

তারপর ব্যাসদেব করি আচমন।
নাম ধরি ডাকে সভার বাসবীনন্দন ॥
জলে হত্যে উঠে সর্বে দেখিবারে পায়।
যমুনার কূলে তারা করে ধাওয়াধাই ॥
উঠে কত শত শত যত মৃত জন।
বিরাট দ্রুপদ রাজা কর্ণ দুর্যোধন ॥
দুঃশাসন আদি করি ভ্রাতৃবর্গ যত।
এককালে যত বীর উঠে একশত ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অভিমন্যু বীর।
অপর উঠিল কত সমর সুধীর ॥
দিব্যাম্বর পরিধান শ্রবণে কুণ্ডল।
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল ॥
গন্ধমাল্য সভাকার অঙ্গে শোভা পায়।
দেখা দিল আসি সভে দেবতার প্রায় ॥
অপচ্ছরা সহিত সভাই দাণ্ডাইল।
ধৃতরাষ্ট্রে ব্যাসদেব দিব্য চক্ষু দিল ॥
যোগ বলে বেদব্যাস নির্মাইল পুর।
বিবিধ প্রকার ভক্ষ অন্নাদি প্রচুর ॥
বাসভূষা গন্ধমাল্য চিত্রশয্যাসন।
কনক ভাজন কত বিচিত্র ভবন ॥
যমুনার কূলে হল্য নতুন বাজার।
জিনি অমরাবতী কান্তি কিবা শোভা তার ॥
পতি পাশে গেলা সতী যেবা যার নারী।
ভোজন করিয়া বস্যে পালঙ্ক উপরি ॥
রসাবেশে রসবতী তৈল দেই পায়।
বদনে বনন ঝাঁপি তাম্বুল যোগায় ॥
গন্ধমাল্য হাসি হাসি দেই পরস্পর।
কুঙ্কুম চন্দন লেপে কুচের উপর ॥
চিরদিনে যুবক যুবতী হল্য সঙ্গ।
উথলে কামের সিন্ধু মদন তরঙ্গ ॥
পালঙ্কে শয়ন করে পতি করি কোলে।
সতত চুম্বন করে বদন মণ্ডলে ॥
পীনোন্নত পয়োধরে নম্র নখাঘাত।
হাস্য পরিহাস্য করে যুবতীর সাথ ॥
বাসনা হইল পূর্ণ সুখে বঞ্চে রাতি।
নিদ্রায় অবশকায় কোলে কর‍্যা পতি ॥
নিশাযোগে চায়্যা দেখে কেবা গেছে কোথা।
না পুরে মনে আশ পায় বড় ব্যথা ॥
কবিচন্দ্র দ্বিজ কহে নৃপতি কৃপায়।
ধন ধরা হয় তার অন্তে স্বর্গ পায় ॥

মৃতদের দর্শনে সবার আনন্দ

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী দেখেন পুত্র বর্গে।
দুর্যোধন আদি যত দেবতুল্য সর্বে ॥
কুন্তী দেখিল কর্ণে নয়ন ভরিয়া।
কোলে করিবারে যায় কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
ব্যাসদেব বিসর্জন দিলেন সভাকে।
কেহ ব্রহ্মপুরে যায় কেহ দেবলোকে ॥
কেহ কেহ গেল তারা বরুণের পুরে।
কেহ যায় যানে চাপি কুবেরের ঘরে ॥
ব্যাসদেব প্রভাতে যুবতীবর্গে বলে।
পতিলোক পাবে যদি ডুব গঙ্গাজলে ॥
বিধবা যতেক নারী ব্যাসের বচনে।
গঙ্গাজলে ডুবে তারা স্বামী ভাবি মনে ॥
পতিলোক পাল্য তারা ব্যাসের কৃপায়।
শ্লোকার্থ সংগীত রস কবিচন্দ্র গায় ॥

জন্মেজয়ের সন্দেহ

জন্মেজয় বলে বড় সন্দেহ হইল।
দেহ ত্যাগ করিয়া কেমনে দেখা দিল ॥

বৈশম্পায়ন বলে যেমন কর্ম করে।
আত্মা মহাভূত সঙ্গে তেমনি দেহ ধরে ॥
বৈশম্পায়ন বলে দেহের পতন।
কোন কালে নাই ক্ষয় জীবের মরণ ॥
সুখ দেহ ছাড়িয়া ভৌতিক দেহ ধরে।
সুখ দুঃখ কর্ম বশে জীবে ভোগ করে ॥
যাবৎ জীবের কর্ম ক্ষয় নাই হয়।
সেই সেই শরীরের ভোগ সুনিশ্চয় ॥
যোগ কথা শুন্যা রাজার হল্য দিব্য-
জ্ঞান।
ব্যাস উক্তি শ্লোকার্থ দ্বিজ কবিচন্দ্র
গান ॥

জন্মেজয়ের পিতৃদর্শন ও পাণ্ডুদের বনত্যাগ

সকল সন্দেহ ঘুচে কহে জন্মেজয়।
পিতায় দেখান যদি ব্যাস মহাশয় ॥
এত শুনি বেদব্যাস দেখাল পরীক্ষিতে।
শৌমিক শৃঙ্গমুনিবর দুই সাথে ॥
পিতায় প্রণাম করি মুনি দোঁহায় বন্দে।
জনকে করিল পূজা পরম আনন্দে ॥
সসৈন্য সমেত গেল আস্তিকের পাশে।
প্রণাম করিয়া তারে ভূপতি জিজ্ঞাসে ॥
মঙ্গল আশ্চর্য যজ্ঞ পিতা পাল্য আমি।
কৃপা করি কৃতার্থ করিলে মুনি তুমি ॥
কহেন আস্তিক মুনি শুনে দুইজনে।
যেখানেতে বেদব্যাস সভাই সেখানে ॥
সর্পসত্রের কথা সকল শুন্যাছ।
পুড়িয়া মারিল সর্প আহুতি দিয়াছ ॥
তক্ষক হইল মুক্ত তুষ্ট হল্য সর্বে।
যজ্ঞেতে পূজিলাঙ আমি ঋষি মুনি
বর্গে ॥
লোচন ভরিয়া আমি জনকে দেখিল।
জন্মেজয় বলে মোর জন্ম শ্লাঘ্য হল্য ॥
জন্মেজয় বলে মোরে কহ মুনিবর।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা কি করিল তারপর ॥
ব্যাস বলে ধৃতরাষ্ট্র ব্রহ্মে দেহ মন।
যুধিষ্ঠিরে সপরিবারে কর বিসর্জন ॥
ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে যুধিষ্ঠিরে কয়।
পরিবার লয়্যা বাপু চলহ আলয় ॥
মৃত পুত্র দেখিলাঙ ব্যাসের কৃপায়।
বৃদ্ধ মাতৃদ্বয় তুমি সঙ্গে লয়্যা যায় ॥
ঘরে যাহ পাঁচ ভাই আজি কালি বই।
রহিতে উচিত নয় বারে বারে কই ॥
যুধিষ্ঠির ॥
বলে তোমায় ছাড়্যা কেমন কর্য্যা যাব।
অন্যে যাউক যাব নাই কেমনে তরিব ॥
গান্ধারী কুন্তীরে রাখি গহন কাননে।
কিবা লয়্যা লাজ খায়্যা যাইব ভবনে ॥
গান্ধারী বলেন বাছা তুমি সভার মূল।
তুমি দিবে পিন্ডদান তুমি জাতি
কুল ॥
নৈরাশ পাইয়া রাজা গান্ধারীর কথা।
মায়ে কয় স্থির নয় মনে পায়্যা ব্যথা ॥
গান্ধারী ছাড়িল মোরে জাত্যের
বনবাসে।
কে জানে পুত্রের পীড়া থাকিব তোমার
পাশে ॥
বুঝিয়া মায়ের ভাব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধৃতরাষ্ট্রে করে নতি চক্ষে বহে নীর ॥
গান্ধারীরে প্রণমিয়া নতি করে মায়।
নিজ জান্যা মোহ পায়্যা কোলে করে
তায় ॥
ভীমার্জুন নকুল চাহেন মায়ের মুখ।

অবিরত বহে ধারা ফাট্যা যায় বুক ॥
নকুল আকুল হল্য করে দণ্ডবৎ।
বিদায় হইয়া যাই এ জন্মের মত ॥
ভীমার্জুন নকুল মায়ের নেই পদধূলি।
বিদায় হইয়া প্রজা চলে হরি বলি ॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি যে যে যত নারী
ছিল।
প্রদক্ষিণ করিয়া সভে দণ্ডবৎ কৈল ॥
বাষ্প পরিপূর্ণ কুন্তীর হল্য মুখে।
চুম্বন করিয়া দণ্ড দুই রাখে বুকে ॥
স্বামীর সুভগা হয়্যা সুখে যাব কাল।
সুখে যায়্যা ঘর কর ঘুচিল জঞ্জাল ॥
স্ত্রীলোকের যত ধর্ম শিক্ষা করাইল।
বিমন হইলা সভে বিসর্জন দিল ॥
সৈন্য সদার হয়্যা লয়্যা প্রজাগণে।
চলিলা পাণ্ডব ঘরে কবিচন্দ্র ভণে ॥

সহদেবের বিলাপ

সহদেব বলে ভাই মায়ে ছাড়্যা যাব
নাই
তোমরা সভাই যাহ ঘরে।
ছাড়্যা যাত্যে উচিত নয় মল্যে কর
ধর্মভয়
মায়ের সেবায় রাখ্যা যাহ মোরে ॥
সভাই যদি ছাড়্যা যাবে মায়ের কিবা
দশা হবে
কুচ্ছা করিব সর্বে তোকে ॥
পাঁচ ভাই বিদ্যমানে মা থাকিবেন
ঘোর বনে
কেমনে তরিবে পরলোকে ॥
আমি সভা হত্যে ছোট দীনহীন
জ্ঞানে খাট
সভে মেল্যা বল্যা কয়্যা রাখ।
মহাগুরু সভার মাতা বনে যদি পান
ব্যথা
মহারাজা মনে ভাব্যা দেখ ॥
তুমি পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ ধর্মধীর সভা
জ্যেষ্ঠ
রহিতে উচিত নয় এথা।
তুমি যদি থাক বনে কি করিব
ভীমার্জুনে
রাজপাট কে পালিব সেথা ॥
কথার সংগতি ছিল বিদুর ছাড়িয়া
গেল
নাই পাই সঞ্জয়ের দেখা।
দূরদৃষ্টি পরিবন্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী
অন্ধ
কেমনে গোঙাব কাল একা ॥
শুশ্রূষা করিব মায় সভাই এড়াবে দায়
তোমাদের যদি লাগে মনে।
বনে যদি মরে মাতা কে তার রচিব
চিতা
দেহ দাহ আর পিণ্ড দানে ॥
জননীর পদে ধরি মরিব তপস্যা করি
লভিব অমরাবতীর স্থান।
অনিত্য সংসার এহ নশ্বর সকল দেহ
মায়ের সঙ্গে করি গঙ্গাস্নান ॥
সহদেবের শুনি কথা সভার হৃদয়ে
ব্যথা
কুন্তীর হইল বড় মোহে।
সহদেবে করি কোলে ভাসে সতী অশ্রু
জলে
মুখে বুকে ভাস্যা যায় লোহে ॥
কুন্তী সহদেবে কয় থাকিতে উচিত নয়

থাকিলে তপস্যা হবে ভংগ।
দারুণ পুত্রের স্নেহ পাশরিতে নারে কেহ
নানা কথা হইবেক প্রসংগ ॥
কুন্তীর শুনিয়া কথা হৃদয়ে পাইয়া
সহদেব ধরণী লোটায়।
শোক মোহ দূরে গেল সহদেব জ্ঞান পাল্য
দেশে চলে প্রণমিয়া মায় ॥
ব্যাস পদে হয়্যা নত শ্রীশ্রীচম্প বতী সুত
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী গায়।
বিনাশিয়া বিঘ্নপুঞ্জে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে
লক্ষ্মণে হইবে বর দায় ॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দেহত্যাগ

দু বচ্ছর বই নারদ গেল হস্তিনায়।
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির পুজিলা তাহায় ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা নারদেরে কয়।
সর্বজ্ঞ সকল জান যেখানে যে হয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী জননী মোর বনে।
তাদের বৃত্তান্ত কহ আছেন কেমনে ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির মুনিবর বলে।
তপস্যা করেন অন্ধ তুমি ঘরে আল্যে।
ধৃতরাষ্ট্র মুখে লোহ বাটুল করি বনে ॥
অনাহারে তপস্যা করেন তিনজনে ॥
অনাহারে উপবাসে অস্থি চর্মসার।
বলহীন তনুক্ষীন হইল সভার ॥
সঞ্জয় দিবস ছয়ে করএ আহার।
দিনে দিনে বলহীন হইল তাহার ॥
সন্তোষ করিয়া স্নান পৃথা তপ করে।
নিয়ম করিয়া সতী রহে তার তীরে ॥
হেনকালে দাবাগ্নি দাহন করে বন।
বনে যত ভ্রম্যা বোলে বন জন্তুগণ ॥
বেড়িল অনল বড় পালাত্যে না পারে।
মাতংগ মহিষ ব্যাঘ্র আদি পুড়্যা মরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র দাবানল দেখিবারে পায়।
অসমর্থ মন্দগতি অগ্নি লাগে গায় ॥
সঞ্জয়ে বলে ডাক্যা পুড়্যা আমি মরি।
সঞ্জয় রাজারে কয় কাছে যাত্যে নারি ॥
অন্তকালে ধৃতরাষ্ট্র ব্রহ্মে কর মন।
অন্তকালে মহারাজা ভজ নারায়ণ ॥
এত শুনি প্রণমিয়া প্রদক্ষিণ করে।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ভাবেন কৃষ্ণেরে ॥
দাবাগ্নি পোড়ায় দেহ ভস্ম হল্য কায়।
আকাশে দুন্দুভি বাজে তিনে স্বর্গ যায় ॥
সঞ্জয় পাইয়া শোক গেলা হিমালয়ে।
গংগার কুলেতে যোগে অনাহারে রয়ে ॥
সত্যপরায়ণ সঞ্জয় হল্য স্বর্গবাসী।
সাধুবাদ সঞ্জয়ে করেন যত ঋষি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধরণী লোটায়।
ভাবেতে ব্যাসের উক্তি কবিচন্দ্র গায় ॥

পাণ্ডবদের শোক

পাঁচ ভাই গলাগলি বাড়ে বড় শোক।
দেশ জুড়্যা চমৎকার কান্দে সর্বলোক ॥
অন্তঃপুরে ওঠে বড় ক্রন্দনের রোল।
কে কোথা আছাড় খায় নাই শুনে বোল ॥
যে রাজার শতপুত্র মহাবীর ছিল।

অনাথা জনের প্রায় বনে পড়্যা মল্য ॥
দেশ জুড়্যা হল্য [শোক] বড় মনে ব্যথা।
সম্পত্তির কালে ছাড়্যা বনে গেল মাতা ॥
আমাদের ধিক বল ধিক পরাক্রম।
ধিক ধর্ম ভীমার্জুনের ধিক ধিক ভ্রম ॥
পাঁচ পুত্র মহাবলবন্ত বিদ্যমানে।
অনাথার প্রায় মা পুড়িয়া মল্য বনে ॥
বৃথা খাণ্ডবে পার্থ অগ্নিরে তুষিল।
বিঘাতকি আমাদের মায়ে পোড়াইল ॥
নারদ বলে যজ্ঞাগ্নি যত মুনিবর্গে।
যাবার বেলা বনে পেল্যা গোলা তারা সর্বে ॥
না জানি অনলে রাজা দোষ দেহ বৃথা।
যজ্ঞাগ্নিতে পুড়ে স্বর্গ গেল তব মাতা ॥
জ্ঞানী হয়্যা ভোল কেন মোর বোল ধর।
গঙ্গায় যায়্যা সভাকার তর্পণাদি কর।
বৈশম্পায়ন বলে শুন তারপরে।
পরিবার সমেত গেলেন গঙ্গাতীরে ॥
যুযুৎসুরে আগে করি নামে গঙ্গাজলে।
একবস্ত্র সভাকার নাম গোত্র বলে ॥
বিধিমত তর্পণ করেন গঙ্গাজলে।
ধৌম্য পুরোহিত সভাকারে মন্ত্র বলে ॥
পিণ্ডদান করি রহে পুরীর বাহিরে।
দ্বাদশাহ অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ যায়্যা করে ॥
সভাকার নাম লয়্যা উৎসর্গে যত দান।
সতী পতিব্রতা কুন্তী স্বর্গলোকে যান ॥

মুষল পর্ব

মুষলের জন্ম

বৈশম্পায়ন কহে রাজা শুন পুনর্বার।
দৈত্য বধি দূর কৈল পৃথিবীর ভার ॥
পাণ্ডব নিমিত্ত মাত্র শ্রীকৃষ্ণ করিল।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে সর্বে প্রকারে মারিল ॥
ভাবি কৃষ্ণ অজয় রহিল যদুবংশ।
ব্রহ্ম শাপ ছিল হরি করিলেন ধ্বংস ॥
পৃথিবীতে প্রভু যশ অনেক রাখিলেন।
নানা লীলা করি কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ গেলেন ॥
যার লীলা গান লোক সর্ব পাপ হরে।
বিবরিয়া মহারাজ কহিলাঙ তোমারে ॥
রাজা বলে মুনিবর দূর কর তাপ।
দানশীল যদুবংশে কেন হল শাপ ॥
শুনিঞা আমার চিত্তের বড় হল খেদ।
কহ দেখি কেন বা হইল জ্ঞাতিভেদ ॥
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুনহ শ্রবণে।
দ্বারকায় চিন্তিত হইল নারায়ণে ॥
দূর নাঞি হল্য প্রায় পৃথিবীর ভার।
কেশ শিব যদুকুল রহিল অপার ॥
এত ভাবি নারায়ণ যজ্ঞ আরম্ভিল।
মুনিবর্গ আস্যা যজ্ঞ করিতে লাগিল ॥
পিণ্ডারক তীর্থে তারা করিল গমন।
তাহাদের নাম যত করহ শ্রবণ ॥

অসিত দেবল বিশ্বামিত্র মহামুনি।
দুর্বাসা অঙ্গিরা ভৃগু কশ্যপ
মহাজ্ঞানী ॥
বামদেব অত্রি বশিষ্ট নারদ আদি।
শুন রাজা যদুবংশে দৈবে লাগে বিধি ॥
শাম্ব বীরে কপটে নারী বেশ করে।
লোহার কটাহ দিল তাহার উদরে ॥
যদুবংশ কহে বিপ্র বর্গে।
নিবেদন করি এক শুন যদি সর্বে ॥
গর্ভবতী নারী এই লজ্জায় না যায়।
উহার অপত্য কিবা হব মহাশয় ॥
জানিঞা কৃষ্ণের মতি মুনি সর্বে
কোপে।
ধন মদে প্রতারণা করহ সভাকে ॥
শুন মন্দ যেমন করিলে পরিহাস।
মুষল জন্মিব কুল করিবেক নাশ ॥
এত বলি মুনি সব পিন্ডারকে গেল।
অব্যর্থ মুনির বাক্য মুষল জন্মিল ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কহে যে জনা গাওয়ায়।
ইহলোকে সুখ অন্তে হরি পদ পায় ॥

মুষল চূর্ণে এরকার উৎপত্তি

যাদব কুমার যত কৈল মরণের পথ
ত্রাসে কাঁপে ভয় বড় পায়।
বিধি প্রায় বিড়ম্বিল কি করিতে কিবা
হল
কুশল লইয়া সর্বে যায় ॥
অন্তরে পাইয়া ভয় সভামাঝে ভূপে
ভয়
মো সভার হল ব্রহ্মশাপ।
এবার সংকটে রাখ সাক্ষাতে মুষল
দেখ
দয়ার নিধি দূর কর তাপ ॥

দেশে হল হাহাকার কেবা বাঁচিবেক
আর
ব্রহ্ম শাপ শ্রীহরি শুনিল।
ব্রহ্মশাপ দূরবার নাঞি জান
প্রতিকার
এত দিনে যদুবংশ মল ॥
রাজা উগ্রসেন কয় দূর কর যত ভয়
সমুদ্রের তীরে চল তূর্ণে।
শুনরে যাদব যত কহি উপায়ের পথ
মুষল ঘষিয়া কর চূর্ণে ॥
ভূপবাণী শুনি সর্বে চলিল যাদব
বর্গে
ক্রমেতে মুষল কৈল চূর।
পায় তারা সভে ক্লেশ অল্প কিছু
ছিল শেষ
সমুদ্রে পেলিল মহাশূর ॥
ঘুচিল সভার ত্রাস মৎস্য শেষে কৈল
গ্রাস
চূর্ণেতে এরকা যত হল্য।
কৈবর্ত্য ধরিলা কালে সেই মৎস্য পড়ে
জালে
জরা নামে ব্যাধ কিন্যা নিল ॥
মৎস্য কুটিবার কালে ব্যাধ অতি
কুতুহলে
বর্তুল আকার লৌহ পাল।
মৃগ মারিবার তরে যায়্যা কর্মকার
ঘরে
তীক্ষ্ন ফলা গড়ায়্যা রাখিল ॥
মৌষল পর্বের কথা ব্যাসের বর্ণন
গাথা
শ্লোকার্থ কবিচন্দ্র কয়।
একচিত্তে যেবা শুনে অন্তে পায়
নারায়ণে
কোনকালে নাঞি যমভয় ॥

নারদের দ্বারকায় আগমন

একদিন নারদ গেলেন দ্বারকায়।
বসুদেব পূজা করি ধরে তাব পায়॥
এ ভব তবাতে কেহ নাঞি তোমা বৈ।
যোগতত্ত্ব জ্ঞান কহ যাথে মুক্ত হই॥
এত শুনি দেবঋষি বসুদেবে কয়।
এক চিত্তে যোগ কথা শুন মহাশয়॥
ঋষি তদেবের এক শত পুত্র হল।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত কৃষ্ণ তিন
জন্মে পাল্য॥
একশত মধ্যে একাশি বিপ্র হল।
বিবরিয়া মুনি বসুদেবেরে বলিল॥
নব উদ্ধবে তা হল বৈষ্ণব প্রধান।
কবি আদি করি কহি অভিধান॥
এই নয়জন জ্ঞান জনকেরে দিল।
বিবরিয়া মুনি বসুদেবেরে বলিল॥
শোক মোহ দূরে গেল শুনি যোগ
কথা।
তারপর যান তথা ব্রহ্মাদি দেবতা॥
কৃষ্ণেরে করিল ক্রমে সভাই স্তবন।
পুট করে কৃষ্ণ প্রতি কহে তপোধন॥
বৈকুণ্ঠ চলহ নাথ বিলম্ব না সয়।
পুরী শূন্য চিরদিন যদি মনে লয়॥
আমার প্রার্থনা হেতু এ জন্ম তোমার।
রাখিলে অনেক কীর্তি নাশিলে
ভূভার॥
এক শ পঁচিশ বৎসর ধরণী আইলে।
বিপ্র শাপে কুল প্রায় প্রভু বিনাশিলে॥
এত শুন্যা প্রভু কহে চল নিজ স্থান।
কুল নাশি কালে যাব কহে ভগবান॥
এত শুনি কৃষ্ণ পদে সভে করি নতি।
প্রণাম করিয়া গেলা আপন বসতি॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পুরাণের সার।
যেজন স্তবন করে জন্ম নাঞি তার॥

কৃষ্ণের প্রভাস যাত্রা

দ্বারকায় উৎপাত দেখি যদুবংশে কহে
ডাকি
প্রভাসে সভাই বল যাব।
স্নান দান তাথে করি দ্বিজগুরু
পূজা করি
ব্রহ্মশাপে তবে সে তরিব॥
দক্ষ দিল চন্দ্র শাপ হল তার মহাপাপ
অবিলম্বে চলহ সত্বরে।
তীর্থের মহিমা বড় মিছা যুক্তি সর্বে
ছাড়
স্নান সঙ্গতি ব্যাধি গেল দূরে॥
কৃষ্ণের শুনিঞা কথা সর্বে হয়্যা
একমতা
যদুবংশ চলিল প্রভাসে।
বিরলে পাইয়া হরি দুখানি চরণে ধরি
ভয় পায়্যা উদ্ধব জিজ্ঞাসে॥
নিশ্চয় ছাড়িলে হরি বুঝিল দ্বারকা
পুরী
যাহ তুমি কুল বিনাশিতে।
আগে প্রাণ তেজি আমি তবে ছাড়্যা
যাও তুমি
আমারে লইয়া চল সাথে॥
শ্রীগোপাল সিংহ গজপতি শুদ্ধসত্ত্ব
মহামতি
সঙ্গীতবিলাসী গুণবান।
পায়্যা তাহার আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র
ভাবে
মৌষল পর্ব অমৃত সমান॥

উদ্ধব সংবাদ

একক্ষণ পাদপদ্ম ছাড়িতে নারিব।
তিলার্ধ না দেখি তোমা পরাণে মরিব ॥
তোমার যতেক লীলা পাশরিব কেমনে।
অত্র নাথ দীনবন্ধু রাখ্য নিজস্থানে ॥
শয়ন করিয়া আর থাকি কার সাথে।
উচ্ছিষ্ট ভোজন কে দিবেক খাতে খাতে ॥
উদ্ধব বলিয়া আর কে ডাকিব মোরে।
কত বাস ভূষা মাল্য দিয়াছ আমারে ॥
কস্তুরী চন্দন চুয়া আগে দিতে গায়।
প্রাণ ফাটে তোমারে পাসরা নাকি যায় ॥
উদ্ধবের করুণা শুনিঞা কৃষ্ণ বলে।
জনমের মত ভাই আস্য করি কোলে ॥
সত্য বটে উদ্ধব যে কহিলে আমায়।
সাত দিনে সমুদ্র ডুবাবে দ্বারকায় ॥
পুত্র দারা ধন ধরা ছাড়ি নিকেতন।
ভ্রমণ করিহ তুমি আমায় রাখি মন ॥
উদ্ধব কহে ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর।
জ্ঞান কয়্যা মোহ দূর কৈলা গদাধর ॥
যোগতত্ত্ব যথাক্রমে কয়্যা উদ্ধবেরে।
পুনরূপি কহেন গুরু ধরি তার করে ॥
উত্তরে বদরিকাশ্রমে করহ গমন।
মোহ দূর করি রাখ আমার বচন ॥
সেথা গিয়া এক মনে ধ্যান করি মোরে।
দেহ ত্যাগি পাবে মোরে কহিলাঙ তোমারে ॥
পুনর্জন্ম মহীতলে না হবে তোমার।
বিদায় হইয়া চল না রহিয়া আর ॥
এত শুনি উদ্ধব চাহেন কৃষ্ণপানে।
অবিরত বহে অশ্রু যুগল লোচনে ॥
তোমার চরণাম্বুজে থাকে যেন মতি।
জন্মে জন্মে পাই যেন গোবিন্দ ভকতি ॥
শুন রাজা জন্মেজয় বৈশম্পায়ন কয়।
উদ্ধব বৈষ্ণবের চিত্ত স্থিরতর নয় ॥
উদ্ধবে কৃষ্ণের স্নেহ শুন মহাশয়।
উদ্ধব হইল বড় বিয়োগী হৃদয় ॥
কৃষ্ণে ত্যাগ কর্য্যা যাবা ইহা নাকি হয়।
আতুর হইলা যে উদ্ধব মহাশয় ॥
কৃষ্ণের পাদুকা যুগ্ম করিয়া মাথায়।
বহুকষ্টে উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যায় ॥
ভজয়ে কৃষ্ণের পদ ছাড়িয়া বৈভব।
দেহ ছাড়ি মুক্তি পাল্য উদ্ধব বৈষ্ণব ॥
কৃষ্ণোদ্ধব সংবাদ যেই জন শুনে।
ঘোর কলি পাপ জাল হরে সেইক্ষণে ॥
অজ্ঞানের হয় জ্ঞান পায় মোক্ষপদ।
পবিত্র পরমানন্দ ঘুচয়ে আপদ ॥
যে শুনায় এই কথা শুনে মহাশয়।
সংসারে তাহার কভু পুনর্জন্ম নয় ॥
এত শুনি জন্মেজয় ব্যাসে করে নতি।
লোমাঞ্চিত অশ্রুমুখে কহে নরপতি ॥
রাজা কহে উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গেলে।
তবে কোন কর্ম কৃষ্ণ কৈলা সেই কালে ॥
কেমনে যাদববংশ দেহত্যাগ কৈল।
বিবরিয়া কহ মোরে বিস্ময় লাগিল ॥
শরীর সভার প্রিয় কেমনে তেজিল।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে কেমনে মরিল ॥
মৌষল পর্বের কথা শুন মহাশয়।
গোপাল সিংহের জয় কর যদুরায় ॥

দ্বারকায় অমঙ্গল দর্শন ও যদুবংশ ধ্বংস

শুন রাজা সাবধানে বৈশম্পায়ন কয়।
অকস্মাৎ দ্বারকাতে অমঙ্গল হয় ॥

ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি হয় উল্কাপাত।
দিবানিশি দারুণ প্রখর বহে বাত॥
কালপেঁচা ঘরে পড়ে ঘন ডাকে কাক।
ঊর্ধ্বমুখে কুক্কুর কাঁদয়ে লাখে লাখ॥
অগ্নিমুখে নরের দুয়ারে ডাকে শিবা।
প্রতি ঘরে কলহ করএ রাত্রদিবা॥
এই মত দ্বারকায় নানা অমঙ্গল।
যুক্তি করে পরস্পর ব্রহ্ম শাপের ফল॥
ভুবি অন্তরীক্ষে নানা অমঙ্গল দেখি।
সকল যাদবগণে কৃষ্ণে বল ডাকি॥
বিষম বিপ্রের শাপ বিপরীত হল।
মোর বোলে সভাই প্রভাস ক্ষেত্রে চল॥
কৃষ্ণের বচন সভার লাগে মনে।
কৌতুকে চলিলা সর্বে চাপিয়া বাহনে॥
যতেক যাদববংশ কেহ নাঞি বাকি।
দ্বারকাভবন কৃষ্ণের শূন্যময় দেখি॥
বলরামে বিরলেতে কহেন কারণ।
দুটি ভাই ক্রমে কৈল পুরী নিরীক্ষণ॥
হরষ বিষাদে দোঁহে গেল অবশেষে।
স্নান তর্পণ সর্বে করিল প্রভাসে॥
অন্ন তোয় আদি করি বসন ভূষণ।
বিপ্রে দান দেন সুখে যদুবংশগণ॥
রথরথী ঘোড়া হাথি পদক প্রবাল।
সিংহাসন দিব্য শয্যা হার কুণ্ডল মাল॥
পর্বত সমান তিল আহ্লাদিত পট।
দুগ্ধবতী ধেনু বৃষ কনকের ঘট॥
দান দিয়া দ্বিজগণে কৈল পুরস্কার।
যথাক্রমে যত ধন ছিল দ্বারকার॥
বিষ্ণুর মায়ায় যে মোহিত হল সর্বে।
পুষ্প মধু পান করে মত্ত যদুবর্গে॥
বৃথা নহে ব্রহ্ম শাপ দৈবগ্রস্ত হল।
পরস্পর মতিভেদ বিবাদ জন্মিল॥

হইল প্রলয় যুদ্ধ আপনা আপনে।
অসি ভল্ল ভিন্দিপাল অস্ত্রের ঝনঝনি॥
কুসনি তোমর গদা লগুড় মুষল।
শূল আদি নানা অস্ত্র ভাঙ্গিল সকল॥
মহীরথী প্রমত্ত কুঞ্জর যদি রয়।
প্রদ্যুম্ন শাম্ব সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হয়॥
অক্রূর ভোজের সাথে হয় হাথাহাথি।
অনিরুদ্ধ রোষে যুঝে সাত্যকি
সংগতি॥
সৌভদ্র সংগ্রাম জিতে হয় বড় রণ।
গদ সুমিত্র যুঝে মত্ত দুইজন॥
নিশা উক্ত ঐ যোঝে যদুবংশ যত।
দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রভাসেতে নাম লব কত॥
অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেক্যা অঙ্গে হয় খান খান।
এরকা ধরিল সভে বজ্রের সমান॥
দারুণ এরকা যার স্পর্শে কলেবর।
যুদ্ধ করি সভাই মরিল পরস্পর॥
ক্ষণমাত্র যদুবংশ সভাই মরিল।
প্রভাসের জলে সভে ভাসিতে লাগিল॥
পুত্র পৌত্র সব মল্য আর কেহ নাঞি।
কবিচন্দ্র বলেন কেবল রৈল দুটি ভাই॥

কৃষ্ণ ও বলরাম

দেব দেব শ্রীহরি যদুবংশ ধ্বংস করি
চান বলদেবের বদন।
পুত্র পৌত্র কেহ নাঞি রহিলেন দুটি
প্রাণ কাঁদে অরুণ লোচন॥
বলদেব কহে কৃষ্ণ তুমি ভাই বড় দুষ্ট
সকল যাদববংশ মল্য।
যুচালে পৃথিবীভার দ্বারকা না যাবে
আর
কাল পূর্ণ আজি প্রায় হল্য॥

প্রদ্যুম্ন অই শাম্ববীর অনিরুদ্ধ
চায়্যা দেখ সর্ব্বে জলে ভাসে।
প্রাণ ধরিতে নারি বল যায়্যা কোলে করি
মোহ পাই তব মায়া পাশে ॥

অর্জ্জুনের বল হরণ ও অস্ত্রত্যাগ

রুক্মিনীর কথা শুনি অর্জ্জুনের হল্য মো।
অন্তরে পরাণ ফাটে চক্ষে পড়ে লো ॥
চতুর্দ্দিগে চাপে সভে হইয়া সুবেশ।
নানা বাদ্য মহোৎসব হয়্যা মুক্ত কেশ ॥
উচ্চঃস্বরে ডাকে কৃষ্ণে হরি হরি বলে।
ক্রমেতে করিল কুণ্ড প্রভাসের কূলে ॥
রামপত্নী রেবতী পতিরে করি কোলে।
বাহু তুলি হরি বলি প্রবেশে অনলে ॥
রুক্মিনী প্রভৃতি যত লইয়া নিশান।
কুণ্ডে পড়ি কৃষ্ণ ভাব্যা তেজিল পরান ॥
কৃষ্ণের যতেক বধূ রতি ঊষাবতী।
অনল প্রবেশ করে লয়্যা নিজ পতি ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণে।
বৈকুণ্ঠে গেলেন সর্ব্বে চাপিয়া বিমানে ॥
বজ্র নামে একজন বাঁচিয়া আছিল।
কালেতে অর্জ্জুন জলক্রিয়া করাইল ॥
গোপতে হরিয়া নিতে গোবিন্দের দার।
স্পর্শ মাত্রে ততক্ষণে পাষাণ হল তার ॥
বজ্রের সঙ্গীত অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গেল।
সমুদ্র ততক্ষণে আস্যা পুরী ডুবাইল ॥
কেবল রহিল মাত্র রুক্মিনীর ঘর।
সদাই আছেন হরি তাহার ভিতর ॥
অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্র অতি উগ্রতেজা।
অর্জ্জুন করিল তারে দ্বারকায় রাজা ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে দোঁহে গেল
নিজপুরে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
তারপর অর্জ্জুন গেল রাজার গোচরে।
মুখে না নিঃস্বরে বাণী চক্ষে ধারা ঝরে ॥
অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসে রাজা হইয়া কাতর।
অর্জ্জুন শোকেতে মগ্ন না দেহ উত্তর ॥
শ্রীভ্রষ্ট আতর দিল অর্জ্জুনে দেখিয়া।
রাজা যুধিষ্ঠির পুন কহিছে ডাকিয়া ॥
উত্তর না দেহ কেন তোমারে ডাকিলে।
প্রায় বুঝি যদুবংশে অপমান পালে ॥
অথবা অতিথে বল্যা দিতে যে নারিলে।
কহবে অর্জ্জুন ভাই এমন কেন হলে ॥
কিম্বা অস্ত্রহীন হলে হল্যো পরাজয়।
বালক বৃদ্ধেরে বাথ্যা খালে মহাশয় ॥
প্রাণ ফাটে কহ ভাই কহরে ঝটিত।
অথবা হয়্যাচ পাবা কৃষ্ণেতে রহিত ॥
মুনি বলে অস্যপর শুন মহাশয়।
বহুকষ্টে অশ্রু মুছা ধনঞ্জয় কয় ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কি জিজ্ঞাস তুমি।
বন্ধুরূপ কৃষ্ণেতে বিমুখ হল্যাঙ
আমি ॥
মরিলে মনুষ্য যেন শোভা নাঞি পায়।
মোর তেজ হরিয়া নিলেক যদুরায় ॥
যাহা হত্যে দ্রৌপদী পাইলাঙ স্বয়ম্বরে।
ইন্দ্রের খাণ্ডব বন দিলাঙ অগ্নিরে ॥
তার গুণ একমুখে কয়্যা যায় কত।
জরাসন্ধে ভীম বীর করিলেক হত ॥
দেশে দেশে আছেন যতেক নৃপবর।
রাজসূয়ে আনিঞা সভাই দিল কর ॥
যার তেজে বড় বড় ভূপ সঙ্গে কক্ষা।
বিবিধ সাগরে কৃষ্ণ করিলেন রক্ষা ॥

বিপদ বান্ধব কৃষ্ণ মোদের গোসাঞি।
হেন কৃষ্ণে বঞ্চিৎ হইলাঙ আজি ভাই॥
কৃষ্ণ স্বর্গ গেল শূন্যা রাজা যুধিষ্ঠির।
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে চক্ষে বহে নীর॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পাম্বায় বসতি।
শ্রীযুৎ গোপালসিংহ দেশে গজপতি॥
শ্রীযুৎ গোপালসিংহ নৃপ অবতংস।
শ্রীমদনমোহন তার শত্রু কর ধ্বংস॥

মহাপ্রস্থান পর্ব

পাণ্ডবদের সংসারত্যাগ

জন্মেজয় বলে মোকে কহ মুনিবর।
যুধিষ্ঠির রাজা কি করিল তারপর॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুন একচিত্তে।
অর্জুন প্রবেশে পুরী কান্দিতে কান্দিতে॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মোষলের কথা।
কৃষ্ণের বিরহে ধর্মপুত্র পায় ব্যথা॥
যুযুৎসুরে কহে রাজা হল্য প্রাপ্তকাল।
রাজ্য প্রজা লয়্যা তুমি পরীক্ষিতে পাল॥
পরীক্ষিতে বিধিমত অভিষেক করে।
নিতশাস্ত্র বুঝাইয়া রাজ্য দিল তারে॥
মাতুলের শ্রাদ্ধ কৈল বেদবিহিত।
রাম আদি যদুবংশ মর‍্যাছিল যত॥
ধেনু ধরা নানারত্ন দ্বিজে দিল দান।
প্রজাগণে বাসভূষায় করিল সম্মান॥
বাস ভূষা ত্যাগ করি পরিলা বাকল।
তা দেখিয়া দ্রৌপদীর আঁখি ছলছল॥
ভীমার্জুন দ্রৌপদী নকুল সহদেবে।
বল্কল পরিয়া সভে যুধিষ্ঠিরের ভাবে॥
যথা বিধি জপ যজ্ঞ মহারাজা করে।
অগ্নিরে পেলিল ভূপ জলের ভিতরে॥
কথ দূর যায়্যা সহদেব পড়ে ভুঞে।
ভীম ভয় পায়্যা বাক্য না নিস্বরে মুঞে॥
ভীম কহে সহদেব পড়ে কি কারণ।
রাজা বলে পুরুষার্থে হইল পতন॥
তারপর কথদূরে নকুল পড়িল।
নকুল আকুল দেখ কি পাপ করিল॥
রাজা বলে শুন ভীম করি সমাধান।
আপনাকে অহংকার বলে রূপবান॥
কতদূরে যায়্যা ধরে পড়ে ধনঞ্জয়।
পার্থের পতন দেখি বৃকোদর কয়॥
অর্জুন কৃষ্ণের সখা পড়ে কোন পাপে।
ভায়ের পতন দেখি প্রাণ মোর কাঁপে॥
রাজা বলে অর্জুনের অহংকার বড়।
এই পাপে পতন হইল তার দড়॥
তস্যপর বৃকোদর পড়িলা ভূতলে।
কি পাপে পড়িনু আমি যুধিষ্ঠিরের বলে॥
রাজা কহে বঞ্চনা করিয়া অধিক খাত্যে।
সেই পাপে পড়িলে কি হয় আর হত্যে॥

এত বলি শুনার সমেত রাজা যায় ।
দিব্য রথ ইন্দ্র লয়্যা রাজারে যোগায় ॥
রাজা বলে ভূতলে পড়িল চারি ভাই ।
দ্রৌপদী পড়িল আমি বড় পীড়া পাই ॥
যুধিষ্ঠির বলে ইন্দ্র করি নিবেদন ।
ভ্রাতৃদারা বিনা স্বর্গে নাই প্রয়োজন ॥
শচীপতি বলে রাজা তুমি চল স্বর্গে ।
জায়া সঙ্গে দিবিতে দেখিবে ভ্রাতৃবর্গে ॥
তারা সভে মানুষের দেহত্যাগ করি ।
যাজ্ঞসেনী সংগে গেছে স্বর্গের উপরি ॥
এই দেহে রথে চাপি যমালয়ে চল ।
মহারাজা তোমার বিলম্ব নহে ভাল ॥
রাজা বলে মোর ভক্ত শ্বা যাব সাথে ।
আসিবার কালে শ্বা শরণ লৈল পথে ॥
শক্র কয় স্বর্গে শুনা যাত্যে নাই পারে ।
মম তুল্য তেঁঞে তুমি যাবে সশরীরে ॥
কুক্কুর করিব কি ইহায় ত্যাগ কর ।
রাজা বলে ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর ॥
ভক্ত আমার শ্বা ছাড়্যা যাব নাই এথা ।
শুনা বিনা সুররাজ স্বর্গ মোর বৃথা ॥
ইন্দ্র বলে কুক্কুর অস্পৃশ্য দেহ ধরে ।
পুণ্য বিনা শ্বা শরীরে স্বর্গ যাত্যে
নারে ॥
রাজা বলে শচীপতি শুন্য প্রাণ মম ।
ভক্ত ত্যাগ বুঝি দেখ ব্রহ্ম বধ সম ॥
মোর ব্রত শরণাগত প্রাণ দিয়া রাখি ।
শক্র বলে সর্বকাল কুকুরে উপেখি ॥
শুনা দেখিলে দ্রব্য অপবিত্র হয় ।
শুনায় স্বর্গ লয়্যা যাত্যে সমুচিত নয় ॥
ভ্রাতৃজায়া ত্যাগ করি কুক্কুরে বাসনা ।
স্বর্গে লয়্যা গেলে তোমার কি করিব
শুনা ॥

যুধিষ্ঠির বলে ইন্দ্র কর মোরে ক্ষমা ।
ভক্ত ত্যাগ স্ত্রী বধ ব্রহ্ম বধ সমা ॥
কুক্কুর রাখিয়া স্বর্গ যাব নাঞি আমি ।
রথ লয়্যা অমর নগরে যাহ তুমি ॥
ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির মোর কথা রাখ ।
শ্বা কিম্বা রাজা তুমি দুয়ের এক চাপ ॥
রাজা বলে শ্বা যুগে এথা থাকি আমি ।
শুনারে লইয়া শক্র স্বর্গ যাহ তুমি ॥
ধর্ম মূর্তি ধরি শ্বা যুধিষ্ঠিরে কয় ।
প্রীত হল্যাঙ তোরে পুত্র ঘুচালা সংশয় ॥
দ্বৈতবনে তোমার বুঝিলাঙ আমি মন ।
অরে বাপু জল যবে ভক্ষের কারণ ॥
চারি ভায়ে ত্যাগ করি বাঁচালে নকুলে ।
তোর পারা ধর্মবীর কে আছে একালে ॥
শক্র ধর্ম আদি যত ছিল দেবগণ ।
যুধিষ্ঠিরে করাইল রথে আরোহণ ॥
যুধিষ্ঠিরে মহারাজা রথারোহে যায় ।
নারদ তাহার যশ উচ্চস্বরে গায় ॥
যুধিষ্ঠির শক্রে কহে দারুণ শোকে মরি ।
ভ্রাতৃবর্গের শুভাশুভ স্থান দেখাঅ হরি ॥
শক্র কহে আজ্য তোমার মানব ভাব
আছে ॥
অধর্মাত্মা নাই পারে যাত্যে স্বর্গ কাছে ॥
স্বর্গ সিদ্ধি পুণ্যফলে পাল্যে ধর্ম তুমি ।
ভীম আদি না পাবেক গতি জানি
আমি ॥
রাজা বলে যেখানে তারা সেইখানে নেহ ।
দ্রৌপদী পুত্রের সাথে কোন স্থানে কহ ॥
তা সভার স্থান আমি দেখিতে ইচ্ছা
করি ।
তাদিগে ছাড়্যা কি কাজ আমার
স্বর্গপুরী ॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধারা।
ভব নদে পান করে পুণ্যবন্ত যারা॥
মহাপ্রস্থানিক পর্ব এত দূরে সায়।
স্বর্গারোহণ ইহার উত্তর কবিচন্দ্র গায়॥

স্বর্গারোহণ পর্ব

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

জন্মেজয় বলে শুনি সন্দেহ রহিল।
মম পূর্ব পিতামহ কোন স্থান পাল্য॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
স্বর্গে যায়্যা যুধিষ্ঠিরের মতি ভেদ হয়॥
দুর্যোধনে দেখে রাজা রত্নসিংহাসনে।
বেষ্টিত আছয়ে সিদ্ধ বিদ্যাধর গণে॥
ছত্রদণ্ড ধরে কেহ কেহ সেবে পা।
কেহ কেহ করে শ্বেত চামরের বা॥
মাল্যাম্বর কলেবরে কনকের প্রায়।
চন্দন চর্চিত দেহ দেবতার গায়॥
কনক মুকুট শিরে রতন কুণ্ডল।
বদন শরদ শশি করে ঝলমল॥
তা দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ কোপে।
স্বর্গে স্থান কোন গুণে দিল হেন পাপে॥
যার পাকে গুরু মিত্র বন্ধু বর্গ মল্য।
হেন পাপী দুরাচার স্বর্গ পদ পাল্য॥
না বসিব অহে শক্র আমি একাসনে।
ভ্রাতৃবর্গ যেথা মোর লহ সেই স্থানে॥
এত শুনি দেব ঋষি হাসি হাসি কয়।
দুর্যোধনে নিন্দা করা সমুচিত নয়॥
দুর্যোধন স্বর্গে [দেখ] শুন অহে রাজা।
তারে দ্বেষ কর তুমি দেবে করে পূজা॥
যে যে পড়্যাছে রণে দেবতার প্রায়।
ক্ষত্রি সকলের ধর্ম রণে কাট্যা যায়॥
দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পড়ে মনে।
এই হেতু বারে বারে নিন্দে দুর্যোধনে॥
ঋষি কহে মহারাজা কটু কহ বড়।
স্বর্গে দুর্যোধন সঙ্গে বৈরী ভাব ছাড়॥
রাজা কহে পাপী দুর্যোধন স্বর্গ পাল্য।
ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবর্গ কোন লোকে গেল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি বিরাট তপোধন।
দ্রুপদ শিখণ্ডী পাঁচ দ্রৌপদী নন্দন॥
অভিমন্যু আদি করি অন্য বীর যত।
দেখিব তাদের পদ রণে যে হে মৃত॥
বিশেষে আমার কর্ণে বধ্যা দহে গা।
মনে হয় মায়ের সমান তার দুটি পা॥
ভ্রাতৃবর্গ ছাড়্যা স্বর্গে নাই প্রয়োজন।
না দেখিয়া প্রাণ কান্দে শুন দেবগণ॥
এই স্বর্গ আমার নাহিক লাগে মনে।
সেই স্বর্গ যেখানে আছয়ে ভ্রাতৃগণে॥
এত শুনি দূতে ডাক্যা কহে দেব সর্বে।
যুধিষ্ঠিরে লয়্যা ছাট দেখাও ভ্রাতৃবর্গে॥
দূত লয়্যা মহারাজ গেল দুর্গস্থানে।
ঘোর অন্ধকার রাজা দেখএ নয়নে॥
মাংস শোণিত পচা মানুষের গন্ধ।

কাক গৃধ্র প্রেতেতে বেষ্টিত প্রতিবন্ধ ॥
তারপর দেখে রাজা বৈতরণী নদী।
নরক বিবিধ দেখে কে করে অবধি ॥
দেবদূতে কহে রাজা মনে পায় ব্যথা।
এবা কোন দেশ কহ ভাই সব কোথা ॥
দেবদূতগণ কহে কিবা আর দেখ।
শ্রান্ত হল্যে যদি রাজা এইখানে থাক ॥
পচাগন্ধে যুধিষ্ঠির আগাইতে নারে।
নরকে নারকী আর্তনাদে কহে তারে ॥
পাপী যত বলে রাজা দণ্ড দুই থাক।
তোমার গায়ের গন্ধ পাপী লোকে রাখ ॥
নারকীজনার রব শুনি করি পরিত্রাণ।
যুধিষ্ঠির দণ্ড দুই রহে দয়াবান ॥
রাজা বলে নরকে পড়িয়া তোরা কে।
পুনঃ পুনঃ ডাক কেন পরিচয় দে ॥
শব্দ অনুসারে ভাই না জানিলে তুমি।
ক্লেশ পাই ত্রাণ কর কর্ণবীর আমি ॥
ঠেক্যাছি বিষম পাকে আমি বৃকোদর।
মোর পানে ফির্যা চাহ আমারে উদ্ধার ॥
তারপর অর্জুন কহে পার্থ সহোদর আমি।
পুনঃ পুন ডাকি কেন নাই শুন তুমি ॥
সহদেব নকুল মোরা তোমার ভাই।
কাতর হইয়া ডাকি কষ্ট বড় পাই ॥
দ্রৌপদী আমার নাম আমি প্রিয়া দাসী।
উদ্ধার করহ নাথ হয়্যাছি নরক বাসী ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে পাপে পড়িয়াছি আমি।
উপায় বিশেষ করি পার কর তুমি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির মনে ভাবে ব্যথা।
স্বর্গগামী ভাই সব তারা কেন হেথা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
নৃপতি আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥

যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা

পাণ্ডুর পুত্রের কভু নাই পাপলেশ।
কোন অধর্ম ফলে পায় সর্বে ক্লেশ ॥
অশেষ পাপের পাপী দেবে পূজে তায়।
কোন পুণ্যে দুর্যোধন মহেন্দ্র সভায় ॥
যুধিষ্ঠির নিন্দা করয়ে দেবগণে।
দুর্যোধন স্বর্গ পদ পায় কোন গুণে ॥
পাপী পায় স্বর্গ পদনাই পুণ্যের লেশ।
পুণ্যবান নরকে পড়িয়া পায় ক্লেশ ॥
শক্র কয় রাজা অহে দূর কর কোপ।
শুভাশুভ কর্মভোগ করে যত লোক ॥

ব্যাজেন হিত্বয়া দ্রোণ উপচীর্ণঃ সুতং প্রতি।
ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ ! দর্শিতো নরকস্তব ॥

[দ্রোণাচার্যে রণস্থলে] নাশিলেক ছলে।
নরক দেখিলে রাজা সেই পাপ ফলে ॥
সেই পাপে শুন রাজা ভ্রাতৃবর্গ [দারা।
পথ হত্যে মুক্ত হয়্যা স্বর্গে গেল] তারা ॥
মোরে ক্ষমা কর রাজা বাক্য রাখ মোর।
পাপ হত্যে মুক্ত হল্য ভাই [পঞ্চ তোর] ॥
[ধর্মবীর তুমি] রাজা বড় পুণ্যবান।
ভীমার্জুন আদি পাল্য যার যেবা স্থান ॥
হরিশ্চন্দ্র মান্ধাতা সগর [আদি যত।
যার যেবা স্থান পাইল] মনের মত ॥
স্বর্গ গঙ্গায় স্নান করি মানব দেহ তেজি।
পাইবে পরম পদ হরি পদ ভজি ॥
[পুনরায় আসি] ধর্ম কহে যুধিষ্ঠিরে

তোমার পরীক্ষা আমি কৈল বারে বারে ॥
প্রথম পরীক্ষা কৈল আমি দ্বৈতবনে।
গহনের মাঝে তোরে অরণি হরণে ॥
সরসীতে যক্ষরূপে পরীক্ষ্যাছি তোরে।
দ্বিতীয়ে কুক্কুররূপে কহিল তোমারে ॥
তৃতীয় পরীক্ষা তোর করিল নরকে।
শক্রের সকল মায়া কহিল তোমাকে ॥
ভীমার্জুন আদি নরকের যোগ্য নয়।
যার যেবা ভবিতব্য অবশ্য সেই হয় ॥
পরম পুরুষ তুমি ধর্মরাজ কয়।
কর্মদোষে দুঃখ রাজা পালে দণ্ডদ্বয় ॥
ভ্রাতৃবর্গে লয়্যা সঙ্গে যাহ নিজ স্থান।
এত বলি ধর্মরাজ হল্য অন্তর্ধান ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ভারতের কথা।
শ্রবণে কলুষ নাশ [ধর্ম গুণ] গাথা ॥

পাণ্ডবদের স্বর্গে গমন

যুধিষ্ঠির ধর্মবীর পায় দিব্য জ্ঞান।
ভ্রাতৃজায়া সঙ্গে রাজা করে গঙ্গাস্নান ॥
নর[দেহ তেজি সভে দেব] মূর্তি পায়।
ভায়ের নিকটে রাজা যুধিষ্ঠির যায় ॥
কথ দূরে যায়্যা দেখে পুরয়ে বাসনা।
অর্জুন করয়ে [বসি কৃষ্ণ উপাসনা] ॥
কৃষ্ণার্জুনে দেখিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তারে করিলেন পূজা ॥
তারপর [কর্ণে দেখে বসি সূর্য পাশে।]
সহস্রাদিত্য তুল্য তিমির বিনাশে ॥
মহারাজা যুধিষ্ঠির যায়্যা অন্য দেশে।
ভীমে [দেখে বসি আছে পবনের পাশে ॥
নকুল সহদেবে দেখে যায়্যা অন্যস্থলে।
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনী কুমারের কোলে ॥
[একস্থানে দেখে দ্রৌপদী অপরূপা]।
রূপে যেন স্বর্গপুরি করিয়াছে শোভা ॥
জায়ারে দেখিয়া হল্য রাজার বিস্ময়।
[দ্রৌপদী স্বর্গের দেবী ইহা নাকি হয় ॥
দেবরাজ তার কথা জানিয়া] অন্তরে।
বলে ॥
অযোনিজা বিধাতা নির্মাল্য তোর তরে ॥
[তারপর জন্মাইল দ্রুপদের ঘরে।]
শুনে রাজা রতিভোগ করাইতে তোরে ॥
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র নয়ন ভর্য়া দেখ।
জায়া [সঙ্গে বসি আছে গন্ধর্ব পঞ্চক] ॥
পিতার জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্বের রাজা।
তারে দেখ বেষ্টিত করিয়া আছে প্রজা ॥
সূর্যের [সঙ্গেতে অই কর্ণবীরে] দেখ।
বৈরী ভাব দূরে কর মোর কথা রাখ ॥
সাত্যকি প্রভৃতি রাজা বিষ্ণু ভক্ত যত।
সাধ্যগণের সঙ্গে [বইসে বিধিমত ॥]
অভিমন্যু চন্দ্র সঙ্গে দেখ লোচন ভরি।
অর্জুন যাহার পিতা মাতুল শ্রীহরি ॥
পাণ্ডু তব পিতা দেখ কুন্তী মাদ্রী সাথে।
আমার সমীপে আস্যে চাপ্যা এক রথে ॥
বসু সাথে ভীষ্মে দেখ দ্রোণ গুরু পাশে।
অপর রাজা কেহ কেহ গন্ধর্বের দেশে ॥
[কেহ কেহ] পাল্য তারা গুহ্যকের স্থান।
কেহ পাল্য যক্ষপুরে চাপিয়া বিমান ॥
মুনিবরে তারপরে কহে জন্মেজয়।
[বিবরিয়া] সন্দেহ ঘুচাহ মহাশয় ॥

ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বিরাট নৃপতি।
শংখ উত্তর ধৃষ্টকেতু মহামতি॥
[সত্যজিৎ লক্ষ্মণ] শকুনি জয়দ্রথ।
ঘটোৎকচ আর কর্ণের পুত্র যত॥
কতকাল ইহাদের স্বর্গে হল্য স্থিতি।
[তারপর নরলোকে পুন হল্য] গতি॥
মুনি বলে গুহ্য কথা করিএ প্রকাশ।
মন দিয়া শুন যে কহিল বেদব্যাস॥
[বসুদের সঙ্গে হল্য ভীষ্মের মিলন।
বৃহস্পতির সঙ্গে হল্য দ্রোণের সংঘটন॥
কৃতবর্মা প্রবেশ করিল মরুদগণে।
প্রদ্যুম্ন পাল্য সনৎকুমারের স্থানে॥]
[অন্ধরাজ জায়া সঙ্গে] কুবেরের লোকে।
পাণ্ডুদারা সমেত শক্রের ঘরে থাকে॥
ভূরিশ্রবা [ধৃষ্টকেতু উগ্রসেন শল]।
[বিরাট দ্রুপদ উত্তর শংখ] মহাবল॥
চন্দ্রপুত্র বর্চা নামে অভিমন্যু ছিল।
মহৎ কর্ম করয়া অন্তে স্বর্গে প্রবেশিল॥
[সূর্যে প্রবেশে কর্ণ শকুনি দ্বাপরে]।
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রবেশিলা অনল ভিতরে॥
কালে প্রবেশিলা রাজা কাল্য দুর্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে যায়] অপর নন্দন॥
বিদুর বৈষ্ণব প্রবেশ কল্য যুধিষ্ঠিরে।
যুধিষ্ঠির ধর্মে প্রবেশিলা তারপরে॥
[বলরাম প্রবেশেন] অনন্ত পাতালে।
ধারণ করেন যিনি ভুবন সকলে॥
কৃষ্ণ প্রবেশ যায়্যা করে নারায়ণে।
ষোল হাজার [নারী তার অপ্সরা] গগনে॥
পুনরূপি ষোল হাজার দেহ ত্যাগ করি।
বাসুদেবে প্রবেশ করিল যত নারী॥

ঘটোৎকচ আদি রাক্ষস যারা মল্য।
কেহ কেহ দেবে কেহ রাক্ষসে মিশাল্য॥
কেহ তনু ত্যাগ করি রহে শক্রলোকে।
কেহ বরুণালয়ে [কেহ যক্ষলোকে] থাকে॥
বৈশম্পায়ন বলে তোমারে কহিল।
কুরু পাণ্ডব যার যেবা অংশ মিশাইল॥
এত শুনি জন্মেজয় হইল বিস্ময়।
শৌনকাদ্য নৈমিষারণ্যে সৌতিক কয়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপ্ত করিল।
আস্তিক মুনির বড়ই প্রীত [হইল॥
যজ্ঞ শেষে] জন্মেজয় দিলেন দক্ষিণা।
বাস হেম ধেনু ধরা যে যার বাসনা॥
পূজা পায়্যা গেলা সর্বে যার যেথা স্থান।
ভাষায় ভারত করি কবিচন্দ্র গান॥

মহাভারত শ্রবণের ফল

তক্ষশিলা তেজি রাজা গেলা হস্তিনায়।
সৌতি কহে উপাখ্যান করিল [বিদায়]॥
ব্যাস আজ্ঞায় সর্পসত্র সমাপিয়া।
জন্মেজয় বাসে থাকে আনন্দিত হয়্যা॥
যেবা দ্বিজ নিজ কাজে সন্ধ্যা [কর্তে নারে।
ভারত ভারত] বল্যা সন্ধ্যার পাপ হরে॥
জয় নামে গ্রন্থ চতুর্বর্গ ফলপ্রদ।
শ্রবণে কলুষ নাশ অন্তে হরিপদ॥
স্বর্গ ইচ্ছা করিলে হয় ভারত শ্রবণে॥
জয় বাসনা যেবা লোক মনে করে।
গর্ভিণী প্রসূতি সতী হয় পুত্রবতী।
কভু নাই পায় কষ্ট তাহার সন্ততি॥

ভারথ সংহিতা [ব্যাস সংক্ষেপে
কহিল।]
তোমারে শোনাতে আমি বিস্তারে
রচিল ॥

দেবলোকে ত্রিশ লক্ষ পোনর
পিতৃলোকে।
চোদ্দলক্ষ নাগলোক আর যক্ষলোকে॥
একলক্ষ মনুষ্যলোকে শুন হে রাজন।
ভারত শুনিয়া পূত হয় ত্রিভুবন ॥
নারদ ভারত কথা দেবলোকে কয়।
অসিত দেবল পিতৃলোকে সুনিশ্চয় ॥
যক্ষরক্ষে শুকদেব ভারত শুনান।
মনুষ্যে বৈশম্পায়ন প্রকাশে পুরাণ ॥
সৌতি কহে শৌনকাদি শুন তোরা
সবে।
ব্যাসদেব ভারত সংহিতা কৈল পূর্বে ॥
চারি শ্লোক ব্যাসদেব শুকে পড়াইল।
গুহ্য কথা ব্যাসদেব তারে কয়্যা দিল॥
মাতা পিতা দিনে দিনে জনমে হাজার।
পুত্রদারা আস্যে যায় দিনে কতবার ॥
পুত্রদারা বন্ধুজন সদা অনুগত।
নিবিষ্ট না হয় তাথে কদাচ পণ্ডিত ॥
শোক স্থান সহস্র হর্ষ স্থান শত।
তাহাতে প্রবিষ্ট হয় মূঢ় লোক যত ॥
শোক স্থানে হর্ষ স্থানে পণ্ডিত যে
জন।
প্রবেশ না করে তায় না ভুলে কখন ॥

উর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষে ন চ কশ্চিচ্ছৃ-
ণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন
সেব্যতে ॥

ব্যাস বলেন উর্ধ্ববাহু কর্যা বলি
ডাক্যা।
আমার কথা না শুনিলে এ সংসারে
থাক্যা ॥
ধর্ম হত্যে অর্থ কাম পাই এ অখিলে।
হেন ধর্ম হেল্যা কর্যা কেহ না ভজিলে ॥
সুখ দুঃখ অনিত্য কেবল ধর্ম সত্য।
জীব নিত্য জীবলোকের কারণ অনিত্য ॥
ভারত সাবিত্রী প্রাতে উঠ্যা পাঠ করে।
ভারতের ফল পায় ভবার্ণবে তরে ॥
[ভারত হইতে সভে] পারব্রহ্ম পায়।
যেবা শোনে যেবা পড়ে যেজন গাওয়ায় ॥
হিমালয় সমুদ্র মেরু মনু রত্নাকর।
[ভারথ পুরাণ এই] সংসার ভিতর ॥
স্বর্গারোহণ পর্ব হল্য সমাধান।
যেবা শুনে অন্তে বিষ্ণুপদে পায় স্থান ॥
অষ্টাদশ পর্ব ভারথ এত দূরে সায়।
ইহার পর আশ্চর্য পর্ব হরিবংশে কয় ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ নৃপতি গুণধাম।
তস্য সভাসদ দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম ॥
নৃপতি আদেশে কৈল ভারত রচনা।
সর্ব পাপে মুক্ত হয় শুনে যেইজনা ॥

ভারত সাবিত্রী

আদি সভা বন বিরাট ভীষ্ম দ্রোণ।
কর্ণ শল্য সুপ্তিক স্ত্রী শান্তি
অনুশাসন ॥
অশ্বমেধ আশ্রমবাসিক মৌষলায়ন।
স্বর্গারোহণ অষ্টাদশ ভারত আখ্যান ॥
সমগ্র শুনিতে যার নাহিক শকতি।
যদি ভারত সাবিত্রী শোনে করিয়া
ভকতি ॥

ভারতের ফল সেই পায় অনায়াসে।
কোন কালে সবংশে না যায় যমপাশে ॥
হেমন্তের প্রথম দিনে ভরণী নক্ষত্রে।
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হল্য কুরুক্ষেত্রে ॥
ত্রয়োদশী শুক্লপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভন।
গঙ্গাসুত দশদিন কৈল ঘোর রণ ॥
দ্রোণ পঞ্চদিন রবিসুত দিনদ্বয়।
অর্ধ্ব দিন যুদ্ধ করি শৈল্য হল্য ক্ষয় ॥
অর্ধ্বদিন গদা যুদ্ধ হল্য ঘোরতর।
মহা মহাবীর মল্য করিয়া সমর ॥
ভারত ভারত যেবা নরে শোনে ভণে।
পাপ মুক্ত হয়্যা যায় বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥
শ্রাদ্ধকালে ভারত যেবা করে উচ্চারণ।
শতেক বৎসর তার তৃপ্ত পিতৃগণ ॥
এতদূরে ভারত পুরাণ সমাপন।
সর্ব ধর্ম ইষ্ট লাভ যে করে শ্রবণ ॥
শ্রীযুৎ গোপাল সিংহ কৃষ্ণ পরায়ণ।
মল্লবংশে দুর্জন সিংহ নৃপতি নন্দন ॥
সমাদরে লয়্যা মোরে কহিলা ভারতী।
ভাষায় রচনা কর ভারতের পুঁথি ॥
নৃপতি আদেশ পায়্যা ভাবি নারায়ণ।
সংক্ষেপে ভারত কিছু করিলাঙ বর্ণন ॥
নৃপ শকে ঋষি মনু বৎসর দিবাকরে।
মার্গশীর্ষে শীতে তার বিংশতি বাসরে ॥
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কবিচন্দ্র কয়।
শ্রবণে বাড়য়ে সুখ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥
কিন্তু কবিচন্দ্রের মনে এই অভিলাষ।
নন্দসুত চরণ পংকজ করি আশ ॥
লক্ষ শ্লোক বলিলে অধিক হয় পুঁথি।
অভ্যাস করিয়া গায় কাহার শকতি ॥
পূর্বে ভারত ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে।
গাহিতে নারিল কেহ বাহুল্যের পাকে ॥
সংক্ষেপে আঠারো পর্ব করি রাত্রি দিনে।
নৃপ আজ্ঞায় দিলাঙ বসুদেব গায়নে ॥
বসুদেবের কণ্ঠে বসি বলাইবে বাণী।
গান কালে সারদা সমেত চক্রপাণি ॥
মূলার্থ সংক্ষেপার্থ ভারত পুরাণ।
শ্রীগোপাল সিংহের আদেশ পায়্যা কবিচন্দ্র গান ॥

অপ্রচলিত শব্দ

অক্ষত ৮৭—আতপ তণ্ডুল
অগ্নিবেশ্য ৮১- অগ্নিবেশ
অদিত ১৪৯<অর্দিত—পীড়িত
অনীশ ১১৩—অপ্রভু, অনীশ্বর
অর্যমাকে ৭৭—সূর্যকে
অলর্ক ২৭৭– কুমীররূপী দংশাসুর
অবভৃত ১০৫—যজ্ঞের শেষকৃত্য,
যজ্ঞান্তে স্নান
অবসান্ধ ১৯৬ – বিন্দুমাত্র স্থল
অবহার ১৭৭—যুদ্ধবিরতি
অসব্য ২০৯—অভদ্র
আজ্য ২৭০=আজিও
আতর ২৬৫—অস্ত্র ; তুল. ধরিল
সহস্র ভুজে সহস্র আতর
– রামেশ্বর
আধি ১৯২—মনঃপীড়া ; তুল. আর
নাহি আধি—বিদ্যাপতি
আলু ১৩৩—এলাম
আসোয়ার ১৭৭—অশ্বারোহী, তুল.
মনোহর তুরঙ্গম
আশোয়ার ভালি—কাশীরাম
উবরিল ২৪১—উদ্বৃত্ত হ'ল ; তুল.
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক
জন—চৈতন্যচরিতামৃত
উরুমাল ২৪১—মলের মত ধ্বনিকারক
অশ্বাদির পদাভরণ ;
তুল-চারি পায়ে বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল
—মুকুন্দরাম
উশীনির ১৯৮=উশীনর
একাইয়া ১২০—একসঙ্গে

এরকা ২৬৪—নলখাগড়া
কক্ষা ৭৫—বিতর্ক ; তুল. কক্ষায়
হারিয়া সভে করে অভিমান
—চূড়ামণি দাস
কচ ১১৬—কেশ
কপাল ২৪৫—করোটি
করহেঁ। ৬৫=করি
কসি ২০১=কহিস্
কাছ ১৩১=কাচ, সজ্জা ; তুল. ভুবন-
মোহন কাচে রঙ্গিণী তাণ্ডব নাচে
—মুকুন্দরাম
কাচ্যা ১৯১–সজ্জা করে ; তুল.
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে
—জ্ঞানদাস
কুলজা ১২৩=কুলজাত
কৈতব ১১১ - ছল
কেদারক ৬৭ –ক্ষেতের আলি
কোনৎসারে ২১৬ - কোন্ ভিত্তিতে ?
কোর ১৫৫<কোরক–মুকুল
ক্রতু ৭১—যজ্ঞ ; তুল. শতক্রতু
ক্ষুণ্ণভিন্ন ১৪৪ (বা ক্ষুণ্ণভিন্ন)
—ছিন্নভিন্ন
খণ্ড ৯০—ছিন্ন ; তুল. খণ্ড মুণ্ড
মালিকে—ভারতচন্দ্র
খাঁখার ২২৩—কলঙ্ক ; তুল. কুরুবংশে
রহিল খাঁখার—কবীন্দ্র পরমেশ্বর
খুরপ্র ২০৩—খুরপাকৃতি অস্ত্র
খুল্ল ২১৮—মুক্ত
গণ্ড ১১৫—পীড়া
গাড়ে ৮৩—গর্তে, তুল-কুন জন

লুকাইল শিয়ালের গাড়ে—জগজ্জীবন
গুণ্ডাক্য ১১৭—কাটাল ; তুল. গৌরবে
গরবে গোঁয়াইবে
প্রীতিভাবে ঘনরাম
গুন্দি ২১৮—গোলমাল
গোড়ারাা ১০৪—পায়ের লাথি
গোমায়ু ১৯৪—শৃগাল
চড়া ১৬৭—জ্যা ; তুল. চাপে দিল
চড়া—কৃত্তিবাস
চাঠে ১৮৯—পায়ের ছাটা ; তুল. আগু
দুই খুরে চাঁট জুড়িলেন
—মাধবাচার্য
চিন ৮৩—চিহ্ন ; তুল. বিটঙ্ক মুখের
শোভা বসন্তের চিনা—রূপরাম
চীর ১১১—বস্ত্র ; তুল অঙ্গে নাহি দেয়
বাস, তার পাছে চলে ব্যাস,
অবিলম্বে চীর
পরিধানে—মুকুন্দরাম
চেটি ১৩৮- চেড়ী
চোঁখ ১৭৬—তীক্ষ্ন ; তুল. চোখ চোখ
বাণ মারি কৃষ্ণে কাঁপাইল
— কবীন্দ্র পরমেশ্বর
ছণ্ড ৭৯—পিতৃহীন ; তুল, শিশুকালে
পিতা মৈল আমি হৈল ছণ্ড
—কাশীরাম
ছাতি ১৩১--বুক ; তুল. হেরি বিদয়এ
ছাতি—জ্ঞানদাস
জই ১৫৪=জয়ী
জাঠে ১৪৭—বাঁশ, কাঠ বা লোহদণ্ড ;
তুল. সোদর বচন বুকে বাজে
যেন জাঠা—ঘনরাম

জাঁতিব ১৫৩—চাপ দিব ; তুল. চেড়ী
সভে তুমার জাতিবে
হাত পায়—জগজ্জীবন
জেনা ১৬৪—জয় করা
ঝিঙ্গার ৭৭—পতঙ্গের
টাকর ২১৯ ঘুঁসি, তুল. টাকরে মাথার
ভাঙ্গে খুলি—মুকুন্দরাম
টুটা ১১৮- খণ্ডিত, তুল. দোষ ক্ষমি
টুটা শোধ গুণে আপনার—আলাওল
তরাজু [ফা ৭২—তুলাদণ্ড ; তুল.
তবে সত্যভামা দেবী তরাজু আনিলা
—গোরাঙ্গদাস
তার ৮৫—গোঁফে পাক ; তুল. ঘন ঘন
গোঁপে দেই তার—মুকুন্দরাম
তোক ২২৩—পত্র ; তুল. দড়ি দিয়া
বান্ধে দুই তোক—মুকুন্দরাম
দান্ত ১৪৭—জিতেন্দ্রিয়
দিধিস্থ ২৩৩—দ্বিতীয়বার বিবাহিতার
স্বামী
দিবাকর ২৪৪—কাক
দিবি ২৩৮—স্বর্গ
দুর্গা ২২১=দুর্গম, তুল. ব্রহ্মবরে দুর্গ
পুরী যাইতে কেহ নারে—মাধবাচার্য
দ্রুপদজা ১২৯=দ্রৌপদী
দ্বিজ=দুবার জন্ম, পক্ষী
নই ৯৯=নম্বই
নক্র ৮১—কুম্ভীর
নতু ৭০=নতুবা
নব ১০৯ (বা নবেক)=না হব
(বা না হবেক)
নাকিড়ি ৮২—বলগা ; তুল. নিকাড়ি

খেচিয়া মুখে দিলেক লাগাম—মানিক গাঙ্গুলি
নাটানি ২৫১—বিযুক্ত
নিকলে ১০৮—বের হয় ; তুল. নয়নে নিকলে অগ্নি—মুকুন্দরাম
নিবড়িল ৭৮—শেষ হল ; তুল. গ্রহ দিন গেল নিবড়িয়া—ঘনরাম
নিবর্ত ১১৮—প্রত্যাগমন ; তুল. না কাটিয়া ব্রহ্ম অস্ত্র নিবর্তিতে নাঞি —অভিরামদাস
নৈল ১০৮ (বা নইল) = না হইল
পড়া ১৫৩ < পটহ—বাদ্যযন্ত্র
পরিবন্ধ ২৬১—প্রবন্ধ ?
পাখালি ১৭৩—প্রক্ষালন ক'রে ; তুল. অঙ্গ পাখালিঞা নেহ সুগন্ধি চন্দন —দেবকীনন্দন
পালান ৯১—ছালা, তুল. পুরান তালাই দিল পালান ভিড়িয়া—বিষ্ণুপাল
পুরুহুত ৬৯—ইন্দ্র
পুরোধারে ১৭১—পুরোহিতকে
পৃথা ১৭৩—কুন্তী
পৃথু ১১৪—স্থূল
প্রজাগর ১৯২—প্রকৃষ্টরূপে জাগ্রত
প্রতিকামী ১০৬-০৭ = প্রাতিকামী, দুর্যোধনের দূত বিঃ
প্রতিকাশ ৯৪—প্রতীক
প্রতিবন্ধ ২৭২—প্রতিবন্ধক ?
প্রমিত ৬৯ = প্রমাত
ফরিকাল ১৬২—সৈন্য ; তুল. রায়বাঁশ তবকী, ফরিকাল ধানুকী—মুকুন্দরাম
ফেফড়া ২০২—পাপড়ি এখানে 'করাঙ্গুলি'
ফের ১৩২—বিড়ম্বনা
বই ৮০ (বা বোই)—বাদে
বার ১০৯—নিবারণ কর
বপা ১০৯—গর্ত
বপুষ্টমা ৭১—সর্বাঙ্গশোভনা
বরুণ ১৪২—পানীয়
বসু ১০০—ধন ; তুল. দুই পুত্র অতি শিশু, স্বামীর নাহিক বসু, ভিক্ষা মাগে ভ্রমি ত্রিভুবন—মুকুন্দরাম
বহু ১৩৩—বউ ; তুল. বহুয়াড়ি
বাণ্টেয় ১৩৬ = বাষ্ণেয়
বাহুড়ায় ১৩৯—ফিরে ; তুল. বাহুড়িয়া চল সে নিষধ বনমালী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
বাহে ১৭৭—বাজায়
বিঘসি ২২৮—সকলের শেষে ভোজনকারী
বিঘাতক ২৬৩—বিনাশকারী
বিতথা ১৫১—দুর্দশা ; তুল. কি জানি ময়নার কোন হয়্যাছে বিতথা— মানিক গাঙ্গুলি
বিতন্ত্রী ৭৮—অসুবিধা
বিনদর ৬৮—খননদণ্ড
বিনদ্যা ১৬০ ≤ বিনোদ—সুন্দর
বিভীতক ১৩৬—বহেড়া
বিশস্ত্রে ২১২ = শস্ত্রহীনকে
বিষ্ণুপদ ১৬৭—আকাশ ; তুল. বিষ্ণুপদে সেবা করে বৈষ্ণব সে নয় —মুকুন্দরাম
বিসারিল ১৬৩—বিস্মৃত হল ; তুল. আপনার বলে করে সর্ব বিসারণ— চৈতন্যচরিতামৃত
বুলে ১৩৩—ভ্রমণ করে, তুল. সম্মুখে

বুলিব তোর হরষিত মনে ।
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

বৃকস্থল ১৭১—ক্ষাত্রস্থভূমি

বৃন্দধক্ষেত্র ১৯৯= বৃন্দধক্ষত্র

বেবটি ১৯৪—কুজ্ঝটি ?

ব্যাল ১৬১—সর্প

ভব ১২৭—শিব

ভায় ১৩০—উদিত হয়

ভূঞা ২১৭—ভ্রমিয়া

ভূক্তাবেটা ১৫৪—গালি বিঃ

মৎস্যোদরী ৭৩—মৎস্যোদর যার গর্ভ,
মৎস্যগন্ধা

মহানস ১১৯—রন্ধনশালা

মহানীলে= মহানিলে, ঝড়ে

মালসাট ৯৯—মল্লের হুঙ্কার, তুল. লাফ
দিয়া মারে মালসাট—
মুকুন্দ কবিচন্দ্র

মিথুন ৭২—যমজ

যিস ১০৪= যাহাতে

যোষিৎ ১৫৮—নারী

রক্ষিতা ১১৩—এখানে 'রক্ষক'

রণমাতা ১১১—রণোন্মত্ত

রবিতল ২০৬—আকাশ

রুরু ৮২—হিংস্র জন্তু

শতানন ১০৮—ব্রহ্মার সৃষ্ট দানব বিঃ

শিববস ২৪৩—পারদ ?

শিবা ১১৩—শৃগালী

শাণ্ডিল্য ১৩৫—শাইল ; তুল. দ্বিগুণ
হইল নিদ্রা খট্টায় শুতিয়া—
মুকুন্দরাম

শুনা ২৭০—কুকুর ; তুল. জিহ্বা
বাড়াইয়া শুনা জল খায় ঘাটে—
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

শৈল ১৭১—(বা শৈল্য = শল্য

শৌবল ১৮৮(= সৌবল)—সুবলপুত্র,
শকুনি

শৌমিক ২৬০= শমীক

সখদ ১৫০—সখা ?

সণ্ডে ১৪১—বনে

সদার ২৬১—সস্ত্রীক ?

সব্য ১১৩—বাম

সমসর ৮২—সদৃশ ; তুল. শকুনা
শরীর মোর কাণ্ঠ সমসর—মীনচেতন

সরবধূ ৭০= বধূসরা নদী বিঃ

সর্ম ১০৬= সরম, লজ্জা

সহস্রপাত= সহস্রপাত্র

সাজ্ঞ্বা ১৯৭= <সাজোয়া—বর্ম

সীতা ১৮৫—লিপিপ্রমাদ, পঠিতব্য
'শিবত্য'।

সুজ্ঞবাগণ ১২৯—ঋজুগতি ?
হংসের নাম

সুঁদি ১৪১—কুমুদ

সোসর ২১২—সমান, তুল কেহ নাহি
কারে জিনে সোসর দুজন—
মাধবাচার্য

সৌভদ্র ১৮২—সুভদ্রাতনয়, অভিমন্যু

হাইবাসে ২৪৫—হাহুতাশে ; তুল.
আপনি মরিল রামের হাইবাসে—
ফকিররাম কবিভূষণ

হাটক ৯৭—স্বর্ণ

হিসরি ১৯৪—হ্রেষারব ; তুল. সঘনে
হেসরে ঘোড়া মন্দুরা ভিতর—
মানিক গাঙ্গুলি

হেটে ২১১—নীচে ; তুল. পেলিল
সরিষা হেটে তল বাহি যায়—
দেবকীনন্দন

হৈম—২০২—স্বর্ণময়

ত্রুটি সংশোধন

পৃ.	কলাম	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	১ম	দহ	দেহ
৭৮	২য়	মন্ত্রীর ভিতর	মন্দির ভিতর
৮৬	১ম	রাত্যে নাঞি	রাখতে নাঞি
৯৩	২য়	রৈবতেতে	রৈবতকে
১০৫	১ম	আর কৃষ্ণ	অরে কৃষ্ণ
১০৯	১ম	শশশ	শশক
১১২	২য়	কৃষ্ণবে করছে	কৃষ্ণরে করেছ
১১৩	২য়	ভাই দিব আমি	তাই দিব আমি
১১৫	২য়	পাণ্ডু রাজ্য	পাণ্ডুরাজা
১২৫	২য়	ঘোবে বসে	ঘোর বনে
১২৯	১ম	ভীষ্মক	ভীম
১৩৪	১ম	নরেন্দ্রে	নারদে
১৩৯	১ম	হইয়া মত	হইয়া নত
১৪২	১ম	লুচ্ছ নাঞি হেলে	পুচ্ছ নাহি হেলে
১৪৫	১ম	বলে যায়্যা	বনে যায়্যা
১৫৪	২য়	মুটকির খাতে	মুটকির ঘাতে
১৫৬	১ম	মার্কণ্ডের	মার্তণ্ডের
১৫৬	২য়	জাতি মত	জাতি যত
১৬১	২য়	সভ্যই দেখ চায়্যা	সভাই দেখ চায়্যা
১৬৫	১ম	গোকুলে থাকায়	গোকুলে থাকয়ে
১৬৯	২য়	ব্রাহ্ম আদি	ব্যাঘ্র আদি
১৬৯	২য়	বন্যা তব পাশে	বস্যা তব পাশে
১৭৪	২য়	সময়ে আজিল	সমরে সাজিল
১৮৭	১ম	যেন শালপোড়া	যেন শালকোড়া
১৮৯	২য়	উরগ রন্ধ্র	উরগ রক্ষ
১৯৩	১ম	গেলা তাঁর	গেলা তারা
২০১	১ম	যাবে বনবান	যাবে বনবাস
২০৭	১ম	নেই তার মাথা	নেহ তার মাথা

পৃঃ	কলম	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৭	২য়	বেস্বায়্যা পড়ে	চেস্বায়্যা পড়ে
২২৮	১ম	রক্ত রয়্যা যায়	রক্ত বয়্যা যায়
২৩৩	২য়	তারবি কেমনে	তরিবি কেমনে
২৩৬	২য়	দ্বিজ করে দান	দ্বিজে করে দান
২৩৭	২য়	মোর বল রাখ	মোর বোল রাখ
২৪১	২য়	উরুমান ঘাঘর	উরুমাল ঘাঘর
২৪৩	১ম	বেড়াইবে জয় বর	বেড়াইবে হয়বর
২৪৪	২য়	বস্যে যতী	বস্যে সতী
২৪৬	২য়	যার যেথা	যার যেথা স্থান
২৪৯	১ম	মাতৃবর্গ সমেত	ভ্রাতৃবর্গ সমেত
২৫২	১ম	সহনে করিব	গহনে করিব
২৫৩	১ম	বন্ধু বন্ধিব	বন্ধু বান্ধব
২৫৫	১ম	হয় ঢাক	জয় ঢাক
২৫৬	২য়	অই রাজা	অই রামা
২৫৮	১ম	বিতরয়ে ছাতি	বিদরয়ে ছাতি
২৫৮	১ম	মূর্তি ধরি দীননাথ	মূর্তি ধরি দিননাথ
২৫৯	১ম	বদনে বনন	বদনে বসন
২৬২	১ম	হৃদয়ে পাইয়া	হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা
২৬৩	১ম	গোলা তারা সবে	গেলা তারা সবে
২৬৪	১ম	ভূপে ভয়	ভূপে কয়
২৬৫	২য়	বল যাব	চল যাব
২৬৭	২য়	অদ্রুর ভোজের	অক্রুর ভোজের
২৬৭	২য়	রহিলেন দুটি	রহিলেন দুটি ভাই
২৭১	২য়	লয়্যা ছাট	লয়্যা ঝাট

পাঠপঞ্জী

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম-৪র্থ খণ্ড)
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
কালীপ্রসন্ন সিংহ ঃ মহাভারত (১-৫ম খণ্ড) স্বাক্ষরতা প্রকাশন
ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ঃ পুরাতন বাংলা কাব্যের ইতিহাস
শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার (১ম খণ্ড)
ড. তমোনাশ দাশগুপ্ত ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পানুয়ার ইতিকথা
ড. দীনেশচন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বৃহৎ বঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড)
দুর্গাদাস লাহিড়ী ঃ বঙ্গের ইতিহাস (চার্লস স্টুয়ার্ট প্রণীত)
ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী ঃ রামেশ্বরের শিবায়ন (ভূমিকা)
ড. পঞ্চানন মণ্ডল ঃ বিশ্বভারতী পুঁথি-পরিচয় (১ম-৪র্থ খণ্ড)
প্রমথ চৌধুরী ঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম সং)
ড. বাসন্তী চৌধুরী ঃ বাংলা বৈষ্ণব সঙ্গীত ও সাহিত্য
ড. বিমানবিহারী মজুমদার ঃ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য
বুদ্ধদেব বসু ঃ মহাভারতের কথা
মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী ঃ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা
মণীন্দ্রমোহন বসু ঃ বাংলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)
মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল শ্রীশ্রীশীতলামঙ্গল
ড. মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত ঃ সঞ্জয়ের মহাভারত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাচীন সাহিত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা
ড. রবীন্দ্রকুমার মাইতি ঃ চৈতন্য পরিকর
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিষ্ণুপুর
রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ঃ বর্ধমান রাজবংশানুচরিত
রাজশেখর বসু ঃ মহাভারত
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ রামেন্দ্র রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রোহিণীনন্দন সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু ঃ জৈমিনী ভারত

শিবরতন মিত্র ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (২য় খণ্ড)
ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংগমে
ড. সুকুমার সেন ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
ইসলামি বাংলা সাহিত্য
শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য ঃ মহাভারতের সমাজ, মহাভারতের চরিতাবলী
শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম
সুধীরচন্দ্র সরকার ঃ পৌরাণিক অভিধান
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সাংস্কৃতিকী (১ম-২য় খণ্ড)
হরিদাস দাস ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন (১ম খণ্ড)
হিমাংশুভূষণ সরকার ঃ দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য